ধর্মকারী dhormockery নিবেদিত নরসুন্দর মানুষ নির্মিত

ইসলামের অজানা অধ্যায়

দ্বিতীয় খণ্ড

মুহাম্মদের ব্যক্তিমানস জীবনী

(Psycho-biography)

মদিনায় মুহাম্মদ

- এক -

গোলাপ মাহমুদ

ইসলামের অজানা অধ্যায়

{দ্বিতীয় খণ্ড}

মুহাম্মদের ব্যক্তিমানস জীবনী

(Psycho-biography)

মদিনায় মুহাম্মদ – এক

গোলাপ মাহমুদ

একটি ধর্মকারী ইবুক

www.dhormockery.com

www.dhormockery.net

ইসলামের অজানা অধ্যায়

{দ্বিতীয় খণ্ড}

মুহাম্মদের ব্যক্তিমানস জীবনী (Psycho-biography):

মদিনায় মুহাম্মদ - এক

গোলাপ মাহমুদ

প্রথম প্রকাশ:

জুলাই, ২০১৬

ইবুক তৈরি:

নরসুন্দর মানুষ

প্রচ্ছদ:

নরসুন্দর মানুষ

প্রকাশক:

ধর্মকারী
ঢাকা, বাংলাদেশ

ইমেইল:
dhormockery@gmail.com

ওয়েব:
www.dhormockery.com
www.dhormockery.net

মূল্য:

ইবুকটি বিনামূল্যে বন্টন করা যাবে।

উ ৎ স র্গ

“পৃথিবীর সকল মায়ের উদ্দেশে, যাঁরা ধর্মকর্মে উদাসীন সন্তানদের 'বিপথগামী' ভেবে আমার মায়ের মত কষ্ট পান!

এবং

বাংলাদেশসহ জগতের সমস্ত মুক্তচিন্তা চর্চা, প্রকাশ ও প্রচারকারী মানুষদের উদ্দেশে, যাঁদেরকে ধর্মান্ধরা যুগের পর যুগ ধরে নিপীড়ন ও হত্যা করে চলেছে।”

সূচিপত্র

{সূচিপত্র ইন্টারঅ্যাকটিভ লিংক যুক্ত; **পর্ব নম্বর** লেখায় মাউস পয়েন্টার দিয়ে সরাসরি পর্ব-পৃষ্ঠায় চলে যাওয়া যাবে, সেই সাথে **পর্ব-পৃষ্ঠার টাইটেলে** মাউস পয়েন্টার দিয়ে সরাসরি সূচিপত্রে আসা যাবে}

উপক্রমণিকা:

ভাবনার শুরু:

১৬ ই ডিসেম্বর, ১৯৭১ সাল। বাংলাদেশীদের জীবনে সবচেয়ে আনন্দের দিন! সবচেয়ে আবেগের দিন! সবচেয়ে কষ্টের দিন! সবচেয়ে আনন্দের দিন এই জন্য যে, সুদীর্ঘ নয় মাস রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের পর পাক হানাদার বাহিনী ও তার দোসরদের পরাজিত করে আমাদের বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছিল। সবচেয়ে আবেগের দিন এই জন্য যে, পাক হানাদার বাহিনীরা আত্মসমর্পণ করেছে - খবরটি শোনার পর আমাদের সবার মনে সেদিন এমন এক অনুভূতি ও আবেগের সৃষ্টি হয়েছিল, স্বাধীনতার এত বছর পরেও ঐ দিনের স্মৃতি মনে পড়লে আমরা আবেগে আপ্লুত হয়ে পড়ি। সবচেয়ে কষ্টের দিন এই কারণে যে, এই দিনটির আগের নয় মাস সময়ে ৩০ লক্ষ প্রাণ, দুই লাখের অধিক মা-বোনদের ইজ্জত, অসংখ্য ঘর-বাড়ি জ্বালাও-পোড়াও ও লুটতরাজের শিকার হয়েছিল পুরো বাংলাদেশের আপামর জনসাধারণ। এমন কোনো পরিবার ছিলো না, যারা কোন না কোনভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়নি! যাঁরা স্বাধীনতার পক্ষে ছিলেন, তারা তো বটেই, যাঁরা বিপক্ষে ছিলেন, তারাও। আমি এমন পরিবারও দেখেছি, যে-পরিবারের ছেলে ছিলেন রাজাকার, কিন্তু তার পিতা-মাতা ও অন্যান্য পরিবার-সদস্যরা ছিলেন স্বাধীনতার পক্ষে।

সুদীর্ঘ নয় মাস যাঁরা সমগ্র বাংলাদেশে ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করেছিলেন ও যাঁরা এই কাজে তাঁদের সহযোগিতা করেছিলেন, তারা সবাই ছিলেন মুসলমান। এই কাজের বৈধতা প্রদানে তাঁরা যে যুক্তিটি প্রয়োগ করেছিলেন, তা হলো - তাঁরা ছিলেন পাকিস্তান ও ইসলাম রক্ষার পক্ষে, আর তাদের এই কাজে যারাই তাদেরকে বাধা প্রদান করেছিলেন, তারা সবাই ছিলেন ইসলামের শত্রু। এই বিশ্বাস ও চিন্তাধারায় তাঁরা

বাংলাদেশীদের ওপর গণহত্যা চালিয়েছিলেন, অসংখ্য ঘর-বাড়ি জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে ভস্মীভূত করেছিলেন, শহরে-গ্রামে-গঞ্জে অতর্কিত হামলা করে বিরুদ্ধবাদীদের সম্পদ লুণ্ঠন ও মা-বোন-স্ত্রী-কন্যাদের ধরে নিয়ে গিয়ে তাঁদের ইজ্জতহানি করেছিলেন। লুটতরাজে অর্জিত ধনসম্পদ ও স্ত্রী-কন্যা-মা-বোনদের ধরে নিয়ে গিয়ে তাঁদের যৌনদাসীতে রূপান্তর করাকে তারা সম্পূর্ণ ইসলামসম্মত বলে বিশ্বাস করতেন। ইসলামের পরিভাষায় যাকে বলা হয় **'গনিমতের মাল!'**

মহকুমা শহরে আমাদের বাসা। শহরে পাকিস্তান মিলিটারি আসছে, এই খবরটি শোনার পর তারা সেখানে আসার আগেই জীবন বাঁচানোর তাগিদে সবকিছু ফেলে আমরা আমাদের গ্রামের বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছিলাম। যুদ্ধের ঐ সময়টিতে আমাদের ইউনিয়নে পাক হানাদার বাহিনীর দোসর হয়ে যিনি 'শান্তি কমিটির চেয়ারম্যান' হয়েছিলেন, তিনি ছিলেন আমার হাই স্কুলের অংক শিক্ষকের ছোট ভাই সোলায়মান হোসেন। আমাদের অত্র অঞ্চলে তিনি ছিলেন একজন হোমিওপ্যাথ ডাক্তার। শিক্ষকটি ছিলেন আমার আব্বার বন্ধু, সেই হিসাবে ক্লাসের বাইরে তাঁকে ও তাঁর এই ছোট ভাইকে আমি চাচা বলে ডাকতাম। আমার এই শিক্ষকটিকে আমি কখনো নামাজ পড়তে দেখেছি বলে মনে পড়ে না। কিন্তু তার এই ছোটভাইটি ছিলেন ঠিক তার উল্টো। নিয়মিত নামাজ পড়তেন ও তাঁর চেম্বারে বসে ধর্ম বিষয়ে পড়াশোনা করতেন। কিন্তু যুদ্ধের আগে তিনি জামাত-ই-ইসলাম বা অন্য কোনো রাজনৈতিক সংগঠনের সাথে কখনোই জড়িত ছিলেন না। ব্যক্তিগতভাবে তিনি ছিলেন অত্যন্ত ভাল মানুষ, সদাহাস্যময়। কিন্তু যুদ্ধের সময় সেই মানুষটিই হয়ে গেলেন 'শান্তি কমিটির চেয়ারম্যান', যিনি মনে-প্রাণে বিশ্বাস করতেন, পাকিস্তান ও ইসলাম রক্ষার তাগিদে ইসলামের এই শত্রুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ও 'গনিমতের মাল (Booty)' ইসলামসম্মত। তাঁর এই ব্যবহারে আমার শিক্ষকটি লজ্জা বোধ করতেন ও একান্ত প্রয়োজনীয় কাজ ছাড়া লোকজনদের সাথে স্বাভাবিক মেলামেশা

প্রায় বন্ধ করে দিয়েছিলেন। ১৬ই ডিসেম্বরের কিছুদিন আগে মুক্তিবাহিনীর লোকেরা সোলায়মান হোসেনকে হত্যা করে।

১৬ই ডিসেম্বর বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর আমি আমার আব্বার সঙ্গে শহরে এসে দেখি, যেখানে আমাদের ইটের দেয়াল ও টিনের ছাদের বাসাটি ছিলো, সেখানে বাড়িঘরের কোনো অস্তিত্ব নেই। আমাদের অবর্তমানে পাকিস্তান হানাদার বাহিনীর বিহারী দোসরারা আমাদের বাসার ইট পর্যন্ত খুলে নিয়ে গেছে। আমরা আরও যা প্রত্যক্ষ করলাম, তা হলো, দলে দলে বাঙালিরা বিহারী পাড়ার দিকে যাচ্ছে ও তাদের ঘরের সমস্ত আসবাবপত্র ঠেলাগাড়িতে করে ভরে ভরে নিয়ে আসছে। এমনকি তাদের বাড়ির দেয়াল ভেঙে ইটগুলো পর্যন্ত খুলে খুলে নিয়ে আসছে। আমাদের বাসা থেকে সামান্য দূরেই এই বিহারী পাড়া। যুদ্ধের আগে আমার সমবয়সী তাঁদের অনেকের সন্তানই ছিল আমার বাল্যবন্ধু ও খেলার সাথী।

দৃশ্যটি কাছে থেকে দেখার জন্য আমরা সামনে বিহারী পাড়ার দিকে এগিয়ে যাই। সেখানে গিয়ে আমারা যে-দৃশ্য দেখতে পাই, তা হলো - যেমন করে একদা বিহারীরা আমাদের সহায় সম্বল লুট করেছিল, আজ বাঙালিরা মেতেছে সেই একই কর্মে। তখন সকাল ৮-৯ টা মত হবে। সেখানে দেখা হয়ে গেল আমাদের পাড়ার মসজিদের ইমাম সাহেবের সাথে, ফজরের নামাজের পর তিনি সেখানে এসেছেন ও আমাদের মতই দর্শক হয়ে এ দৃশ্য দেখছেন। তিনি ছিলেন একাধারে ক্বারী ও হাফেজ, ইসলাম বিষয়ে অগাধ জ্ঞানের অধিকারী একজন মওলানা বলেই তাঁকে আমরা জানতাম। যুদ্ধের আগে আমরা পাড়ার এই মসজিদেই তার ইমামতিতে নামাজ পড়তাম।

আমাদেরকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে মওলানা সাহেব আমার আব্বাকে কাছে ডাকলেন, বললেন, **"আপনি কিছু নেবেন না?** আপনাদের বাড়িঘর তো লুটপাট হয়ে গিয়েছে।"

আব্বা তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, **"হুজুর অন্যের সম্পত্তি কি এইভাবে লুট করে নিয়ে যাওয়া ইসলামে জায়েজ?"** মওলানা সাহেব নির্দ্বিধায় আব্বাকে বললেন, "হ্যাঁ! এখন যুদ্ধের সময়। যুদ্ধের সময় পরাজিত পক্ষের সহায় সম্পত্তির ওপর বিজয়ীদের হক। একে বলা হয় 'গণিমতের মাল।' এটা নিতে ইসলামে কোনো বাধা নেই।" আমার আব্বা পরহেজগার মানুষ। তিনি বিস্মিত হয়ে বললেন, **'আপনি যা বললেন, সে কথা তো সোলায়মানও বলতো!"** সোলায়মান লোকটি কে, তা মওলানা সাহেব যখন জানতে চাইলেন, তখন আব্বা তাকে তার পরিচয় দিলেন ও তাঁকে এও জানালেন যে, অল্প কিছুদিন আগে মুক্তিবাহিনীর লোকেরা তাঁকে মেরে ফেলেছে। মওলানা সাহেব বললেন, "ওরা ছিল অন্যায়ের পক্ষে, আর আমরা হলাম ন্যায়ের পক্ষে।"

গোঁড়া ইসলামী পরিবারে আমার জন্ম ও বেড়ে ওঠা। সেই পাঁচ-ছয় বছর বয়সের সময় আম্মার কাছে আরবি পড়া শুরু করেছিলাম। অর্থ বুঝতাম না, শুধু পড়া ও সুরা মুখস্থ করা। বিশ্বাসী ছিলাম সর্বান্তকরণে! ইসলাম বিষয়ে তখন কিছুই জানতাম না। তথাপি ঐ বয়সে আমি এটুকু স্পষ্ট বুঝতে পেরেছিলাম যে, সোলায়মান চাচা ও এই মওলানা সাহেবের বিশ্বাসের মধ্যে তেমন কোনো উল্লেখযোগ্য মৌলিক পার্থক্য নেই। দু'জনই ব্যক্তিগত জীবনে অতীব সচ্চরিত্র। দু’জনেই মনে-প্রাণে বিশ্বাস করতেন যে, তাঁরা ইসলাম ও ন্যায়ের পক্ষে আছেন; দু’জনেই মনে-প্রাণে তাঁদের বিরুদ্ধ পক্ষকে শত্রুপক্ষ জ্ঞান করতেন; দু'জনই মনে-প্রাণে বিশ্বাস করতেন, বিজয়ী হবার পর শত্রুপক্ষের সহায় সম্পত্তি হলো 'গনিমতের মাল' - ইসলামের বিধানে যার ভোগ-দখল সম্পূর্ণ হালাল।

এর বছর চার পরের কথা। গ্রীষ্মের ছুটিতে আমার কাজিনের বাড়িতে বেড়াতে গিয়েছি। কাজিনের স্ত্রী, আমার ভাবী, **'ইসলামের ইতিহাস (Islamic History)'** বিষয়ে অনার্স ফাইনাল ইয়ারে পড়াশোনা করছেন। বিষয়টির প্রতি আগ্রহ থাকায় ভাবীর অনার্স সিলেবাসের বইগুলোর একটা নিয়ে পড়া শুরু করলাম। কয়েকটি অধ্যায় পড়ার পর

আগ্রহ আমাকে এমনভাবে পেয়ে বসলো যে, মন্ত্রমুগ্ধের মত যে আট দিন তাঁদের বাসায় ছিলাম, তাঁর সিলেবাসের সবগুলো বই পড়ে ফেললাম। জানলাম, সরল বিশ্বাসে এতদিন যা আমি জেনে এসেছিলাম, "একজন মুসলমান কখনোই অন্য একজন মুসলমানকে খুন করতে পারে না, তা ছিলো ভ্রান্ত।" এই আটদিন সময়ে আমার এই বিশ্বাসের সম্পূর্ণ বিপরীত চিত্র এই বইগুলোর পাতায় পাতায় প্রত্যক্ষ করেছিলাম। জানলাম, একজন মুসলমান অন্য একজন মুসলমানকে যে অবলীলায় খুন করতে পারে, সে ইতিহাসের শুরু হয়েছে ইসলামের ঊষালগ্নে। এটি ১৪০০ বছরের পুরনো ইতিহাস, যা আমার জানা ছিলো না। যুগে যুগে তা হয়ে এসেছে, এখনও হচ্ছে ও ভবিষ্যতেও তা হবে, যতদিনে না আমাদের চিন্তা-চেতনা ও মানসিকতার উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন আসে।

ইসলামের ঊষালগ্নে সংঘটিত সেই ইতিহাসের পাত্র-পাত্রীর নামগুলো ছিলো ভিন্ন, চরিত্র অভিন্ন! আমাদের সোলায়মান চাচা ও মওলানা সাহেবের পক্ষের পরিবর্তে সেখানে ছিল ইসলামের ইতিহাসের তৃতীয় খুলাফায়ে রাশেদিন **উসমান ইবনে আফফান (রা:)** ও তার বিরুদ্ধ পক্ষ **মুহাম্মদ ইবনে আবু বকর** ও তাদের দল, যারা অতিবৃদ্ধ উসমান ইবনে আফফান-কে কুরান পাঠরত অবস্থায় অমানুষিক নৃশংসতায় খুন করেছিলেন; সেখানে ছিলো ইসলামের ইতিহাসের চতুর্থ খুলাফায়ে রাশেদিন **আলী ইবনে আবু তালিব (রা:)** ও তার বিরুদ্ধ পক্ষ উম্মুল মুমেনিন নবী-পত্নী **আয়েশা বিনতে আবু বকর (রা:)** ও তাদের দল ('উটের যুদ্ধ'), যেখানে দু'পক্ষের হাজার হাজার মুসলমান খুন হয়েছিলেন; সেখানে ছিলো আলি ইবনে আবু তালিব ও **মুয়াবিয়া ইবনে আবু সুফিয়ানের** ও তাদের দল ('সিফফিন যুদ্ধ'), যে-যুদ্ধে দু'পক্ষের অজস্র মুসলমানদের খুন করা হয়েছিল, ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল অসংখ্য পরিবার। ইসলামের ঊষালগ্নের ইতিহাসের এইসব পাত্র-পাত্রী ও তাদের পক্ষের লোকদের বিশ্বাস ও মানসিকতার সঙ্গে ১৯৭১-এ আমাদের সোলায়মান চাচা ও মওলানা সাহেবের বিশ্বাস ও মানসিকতার তেমন কোনো উল্লেখযোগ্য পার্থক্য নেই। দু'পক্ষই মনে-প্রাণে বিশ্বাস করতেন, তাঁরা ইসলাম ও ন্যায়ের

পক্ষে আছেন, অপর পক্ষ হলো শত্রুপক্ষ! গত ১৪০০ বছরে তাদের এই **'ধর্মীয় বিশ্বাস ও চিন্তা ভাবনার'** গুণগত চরিত্রের কোনো পরিবর্তন হয়নি।

তখন পর্যন্ত আমি মনে-প্রাণে বিশ্বাস করতাম, এই হানাহানির শিক্ষা কোনোভাবেই আমাদের নবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) ও তাঁর কুরানের শিক্ষা হতে পারে না। আমার বিশ্বাসের এই তলানিটুকুও নিঃশেষ হয়ে গিয়েছিলো, যখন আমি **কুরানের অর্থ ও তরজমা** বুঝে পড়লাম, আদি উৎসের বিশিষ্ট মুসলিম ঐতিহাসিকদের লেখা **'সিরাত' ও হাদিস** গ্রন্থ পড়লাম। হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর সময়ের সাথে (৫৭০-৬৩২ সাল) তাঁর মৃত্যু-পরবর্তী এই সব হানাহানির পার্থক্য এটুকুই যে, তাঁর সময়ে এই হানাহানি ও নৃশংসতা সীমাবদ্ধ ছিলো তাঁর ও তাঁর বিরুদ্ধ পক্ষ অবিশ্বাসী জনপদবাসীদের মধ্যে। তাঁর সময়ে মুসলমান-মুসলমানদের মধ্যে কোনো বড় ধরনের সংঘাত হয়নি। মুসলমান-মুসলমানদের মধ্যে সংঘাতের সূত্রপাত হয়েছিল তাঁর মৃত্যুর ঐ দিনটিতেই, তাঁর লাশ কবরে শোয়ানোর আগেই! জন্মের পর থেকে এতগুলো বছরের লালিত যে-বিশ্বাস আমি মনে প্রাণে ধারণ করে এসেছিলাম, সেই বিশ্বাস ভঙ্গের কষ্ট কাউকে বলে বোঝানো যাবে না!

লেখার প্রয়োজনীয়তা অনুভব:

ইসলাম ও মুসলমান এই শব্দ দুটি সমার্থক নয়। ইসলাম হলো একটি মতবাদ, আর মুসলমান হলো মানুষ। মতবাদের কোনো অনুভূতি নেই, মানুষের আছে। যখনই কোনো প্রচলিত মতবাদ ও প্রথার বিরুদ্ধে কেউ ভিন্নরূপ মত প্রকাশ করেন, তখন প্রচলিত মতবাদ ও প্রথায় বিশ্বাসী মানুষরা কষ্ট পান। তাঁদের এই কষ্ট যৌক্তিক নাকি অযৌক্তিক, সে বিষয়ে আমরা ঘণ্টার পর ঘণ্টা বিতর্ক করতে পারি, বিতর্কে এক পক্ষ অন্য পক্ষকে হারিয়ে দিতে পারি। কিন্তু সত্য হলো - বিশ্বাসীদের এই কষ্ট "সত্য!" আমি এই কষ্ট

নিজে অনুভব করেছি। কিন্তু সেই অজুহাতে প্রচলিত মতবাদ ও প্রথার বিরুদ্ধে একজন মানুষের স্বাধীন মুক্ত মত প্রকাশে "**যে কোনো ধরনের বাধা প্রদান গর্হিত বলেই আমি মনে করি।**" ইসলাম ধর্মের প্রবর্তক হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) যখন প্রচলিত মতবাদ ও প্রথার বিরুদ্ধে তাঁর নতুন মতবাদ প্রচার শুরু করেছিলেন, সমালোচনা করেছিলেন, তখন পৌত্তলিক আরব ও অন্যান্য অবিশ্বাসীরা কষ্ট পেয়েছিলেন। তাঁদের কষ্ট ছিলো "সত্য!" কিন্তু তাঁদের সেই কষ্টের কথা ভেবে হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) যা বিশ্বাস করতেন, তা প্রকাশ ও প্রচারে পিছুপা হননি।

প্রতিটি **"মতবাদ ও প্রথার"** সমালোচনা হতে পারে ও তা হওয়া উচিত। বিশেষ করে যদি সমালোচনা করার অপরাধে সেই মতবাদে বিশ্বাসী লোকেরা প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে সমালোচনাকারীকে নাজেহাল, অত্যাচার ও হত্যা করেন! তখন সেই মতবাদের সমালোচনা আরও কঠোরভাবে হওয়া উচিত। এর অর্থ এই নয় যে, এই মতবাদে বিশ্বাসী **"মানুষদের"** ঘৃণা করা। আমার মা-বাবা, স্ত্রী, কন্যা, পরিবার, সমাজ, দেশের মানুষ - এদেরকে ঘৃণা করার কল্পনাও আমি করতে পারি না। কিন্তু আমি জন্মসূত্রে যে-মতবাদ ও প্রথায় বিশ্বাসী হয়ে আর সবার মত জীবন শুরু করেছিলাম, ১৯৭১ সালে স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় ও তার পরের কিছু ঘটনা এই মতবাদ সম্বন্ধে আমাকে আগ্রহী করে তোলে। এই মতবাদ সম্বন্ধে এতদিনে যা আমি জেনেছি, কোনোরূপ "political correctness"-এর আশ্রয় না নিয়ে উপযুক্ত তথ্য-উপাত্তের ভিত্তিতে তাইই আমি এই বইতে প্রকাশ করার চেষ্টা করেছি। আমি বিশ্বাস করি মানুষ হিসাবে এ আমার অধিকার।

মেডিক্যাল কলেজ ছাত্রদের "Anatomy dissection" ক্লাসে একটা আপ্তবাক্য স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়। সেটি হলো, **"মন যা জানে না, চোখ তা দেখে না (**What mind does not know eye cannot see)।" শরীরের কোনো মাংসপেশি, শিরা, ধমনী, স্নায়ু কোথা থেকে উৎপত্তি হয়েছে, কোন কোন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মধ্যে দিয়ে তা গিয়েছে,

যাবার সময় কোনো শাখা বিস্তার করেছে কি না, যদি করে সেটা আবার কোন দিক দিয়ে কোথায় গিয়ে শেষ হয়েছে - ইত্যাদি বিষয়ের জ্ঞান যদি না থাকে, তবে চোখের সামনে থাকলেও তা প্রায় ক্ষেত্রেই দেখা যায় না। কিংবা যদিও বা তা দেখা যায়, তবে তাকে ভুল ভাবে চিহ্নিত করার সমূহ সম্ভাবনা থাকে। যদি এ বিষয়ে বিশদ জ্ঞান থাকে, তবে এর উল্টোটি ঘটে।

বইয়ের কথা:

এই বইটির মূল অংশের সমস্ত রেফারেন্সেই **কুরান ও আদি উৎসের** বিশিষ্ট মুসলিম ঐতিহাসিকদের রচিত কিতাবগুলোর ইংরেজি অনুবাদ থেকে সরাসরি বাংলায় অনূদিত। এই মূল গ্রন্থগুলো লেখা হয়েছে আজ থেকে ১১৫০-১২৫০ বছরেরও অধিক পূর্বে, মুহাম্মদের মৃত্যু-পরবর্তী সবচেয়ে নিকটবর্তী সময়ের লিখা, যা এখনও সহজলভ্য। ইসলামের ইতিহাসের এই সব মূল গ্রন্থের (Primary source of annals of Islam) তথ্য-উপাত্ত ইসলামের ইতিহাসে অত্যন্ত স্পষ্টভাবে নথিভুক্ত (Very clearly documented) ঐতিহাসিক দলিল। এই সব মূল গ্রন্থে যে-ইতিহাস বর্ণিত হয়েছে, তা সাধারণ সরলপ্রাণ মুসলমানদের অধিকাংশেরই অজানা। শুধু যে অজানা, তাইই নয়, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাঁদের জানা ইসলামের ইতিহাসের সম্পূর্ণ বিপরীত। কারণ উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে এই অত্যন্ত স্পষ্ট নথিভুক্ত ইতিহাসগুলো সাধারণ মুসলমানদের কাছে গোপন করা হয়, অস্বীকার করা হয়, অথবা মিথ্যাচারের মাধ্যমে প্রকৃত ঘটনার বিপরীতটি প্রচার করা হয়।

বিষয়গুলো অত্যন্ত স্পর্শকাতর ও তা সাধারণ মুসলমানদের অধিকাংশেরই মর্মপীড়ার কারণ হতে পারে, এই বিবেচনায় বাংলা অনুবাদের সাথে মূল ইংরেজি অনুবাদের অংশটিও সংযুক্ত করা হয়েছে। আদি উৎসের এ সকল রেফারেন্সের ভিত্তিতেই বিষয়ের আলোচনা, পর্যালোচনা ও উপসংহার। আজকের পৃথিবীর ৭০০ কোটি জনসংখ্যার প্রায় ১৬০ কোটি মুসলমান সম্প্রদায়ভুক্ত, বাকি ৫৪০ কোটি ইসলাম-অবিশ্বাসী, যারা

মুসলমানদের মত বিশ্বাস নিয়ে এই বইগুলো পড়েন না। এই বিশাল সংখ্যক অবিশ্বাসী জনগোষ্ঠী পক্ষপাতিত্বহীন মানবিক দৃষ্টিকোণের সাহায্যে কোনোরূপ **"political correctness"** ছাড়া এই সব নথিভুক্ত তথ্য-উপাত্তের যেভাবে সম্ভাব্য আলোচনা ও পর্যালোচনা করতে পারেন, সেভাবেই তা করা হয়েছে।

ষাটের দশকের মাঝামাঝি থেকে **'ধর্মগ্রন্থে বিজ্ঞান'** আবিষ্কারের একটা ফ্যাশন চালু হয়েছে। একবিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞানের (Evidenced based knowledge) এই স্বর্ণযুগে, যখন মানুষ ১৪ কোটি মাইল দূরবর্তী মঙ্গল গ্রহে মহাকাশযান পাঠাচ্ছেন; কোটি কোটি আলোকবর্ষ দূরবর্তী গ্রহ-নক্ষত্র-গ্যালাক্সির খুঁটিনাটির কিনারা করছেন; এই চমকপ্রদ (magnificent) মহাবিশ্ব উৎপত্তির একদম আদিতে কী ঘটেছিল এবং পরবর্তী ১৩৫০ কোটি বছরে কী রূপে তার বিকাশ ঘটেছে - ইত্যাদি বিষয়ের চুলচেরা বিচার-বিশ্লেষণ করছেন; সেই একই যুগে অবস্থান করে একদল মানুষ বিজ্ঞানীদের অক্লান্ত পরিশ্রম, বিজ্ঞানের অবমাননা ও শ্লীলতাহানি করে 'ধর্মগ্রন্থে বিজ্ঞান' প্রচার করে সাধারণ সরলপ্রাণ অজ্ঞ মানুষদের প্রতারিত করে চলেছেন। এই অপকর্মে তাঁরা যে-পদ্ধতিটি ব্যবহার করেন, তাকে "জল পড়ে পাতা নড়ে" পদ্ধতি বলা যেতে পারে। নমুনা:

"''জল পড়ে পাতা নড়ে" এর মধ্যেই আছে বিজ্ঞানের যাবতীয় আবিষ্কারের 'ইঙ্গিত!'

*১) এখানে **"জল"** অর্থে জলের উপাদান 'হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন' বোঝানো হয়েছে। 'বিগ ব্যাং (Big Bang)' এর পরে 'হাইড্রোজেন ও হিলিয়াম' ছিলো সৃষ্টির আদি অ্যাটম (Atom)। মহাবিশ্বের প্রতিটি বস্তুর আদি উপকরণ হলো অ্যাটম। পরবর্তীতে সৃষ্ট অন্যান্য সকল অ্যাটম সৃষ্টি হয়েছে এই 'হাইড্রোজেন' থেকে। আর 'অক্সিজেন' আমাদের বেঁচে থাকার এক অত্যাবশ্যকীয় উপাদান।*

*২) এখানে **"পড়ে"** অর্থে Gravitational force বোঝানো হয়েছে, যা না হলে গ্রহ-নক্ষত্র-গ্যালাক্সি কোনোকিছুই সৃষ্টি হতো না। গ্রহ সৃষ্টি না হলে কোনো জীবের সৃষ্টি হতো না, আমরাও সৃষ্টি হতাম না। আবিষ্কারের আগে বিজ্ঞানের এই ইঙ্গিতটি লেখক কীভাবে জেনেছেন? সত্যিই আশ্চর্য!*

*৩) এখানে **"পাতা"** অর্থে সালোক সংশ্লেষণ (Photosynthesis) বোঝানো হয়েছে, যার ফলে উৎপাদন হয় অক্সিজেন। অক্সিজেনের অভাব হলে আমরা কি বাঁচতে পারতাম? '"জল পড়ে পাতা নড়ে"-এর এক একটি "শব্দ" বিজ্ঞানের এক একটি অভূতপূর্ব আবিষ্কারের ইঙ্গিত! কী আশ্চর্য!*

*৪) আর **"নড়ে"** এর মধ্যেই আছে বিজ্ঞানের দু'টি বিশাল 'ইঙ্গিত'। এখানে নড়ের এক অর্থ হলো 'বায়ু'! বায়ু ছাড়া কি কোনোকিছু নড়ে? নড়ে না। এখানে 'নড়ে' হলো "বায়ু, অর্থাৎ বায়ুমণ্ডল, অর্থাৎ স্পেস!" আর "নড়ে"-এর আরেক অর্থ হলো 'বল (Force)'! যেখানে বায়ু নেই সেখানে কোনো কিছু নড়াতে গেলে লাগে বল। এই 'বল ছাড়া সবকিছু অচল'!*

*কী আশ্চর্য! নিশ্চয়ই **"জল পড়ে পাতা নড়ে"**-এর রচয়িতা একজন নবী (ঈশ্বরের অবতার) ছিলেন। তাইই যদি না হবে, তবে আবিষ্কার হওয়ার আগেই কীভাবে তিনি বিজ্ঞানের সাম্প্রতিক সমস্ত যুগান্তকারী আবিষ্কারের **"ইঙ্গিত"** দিতে পেরেছিলেন?'*

সে কারণেই প্রথম অধ্যায়টির নাম দিয়েছি **'কুরানে বিগ্যান!'** এই অধ্যায়ের নয়টি পর্ব ও পর্ব-১৩ থেকে পাঠকরা কুরানে "বিজ্ঞানের" কিছু নমুনা জেনে নিতে পারবেন। দ্বিতীয় অধ্যায় - **'ইসলাম: উদ্ভট উটের পিঠে!'** এতে সামগ্রিকভাবে কুরান ও তার অ্যানাটমি (Anatomy), ইসলাম প্রচার শুরু করার পর মুহাম্মদের সাথে কুরাইশদের বাক-বিতণ্ডা,

যুক্তি-প্রতিযুক্তি, মুহাম্মদকে দেয়া তাদের 'চ্যালেঞ্জ', তাদেরকে দেয়া মুহাম্মদের চ্যালেঞ্জ - ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। অতঃপর **'মুহাম্মদের ব্যক্তি-মানস জীবনী (Psycho-biography)'** অধ্যায় শিরোনামে পরবর্তী একশত তিনটি পর্বে হুদাইবিয়া সন্ধির বিস্তারিত আলোচনা পর্যন্ত মুহাম্মদের মদিনা জীবনের উপাখ্যান বর্ণিত হয়েছে। বাকি উপাখ্যান গুলো ধর্মকারীতে আগের মতই ধারাবাহিকভাবে আলোচনা করা হবে। মক্কার নবী জীবনের ইতিহাস আলোচনার আগেই তাঁর মদিনার নবী জীবনের বর্ণনা শুরু করা হয়েছে এই কারণে যে আদি উৎসে বর্ণিত **'সিরাত'** গ্রন্থে মুহাম্মদের মদিনায় নবী জীবনের বর্ণনা লিপিবদ্ধ আছে সমগ্র বইয়ের ৮২ শতাংশ জুড়ে। সাধারণ মুসলমানদের সিংহভাগই মুহাম্মদের মদিনা জীবন ইতিহাস সম্বন্ধে প্রায় সম্পূর্ণ অজ্ঞ।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার:

২০০২ সালে প্রয়াত ডঃ অভিজিৎ রায়ের একটি ছোট্ট ই-মেইল পাই। তিনি কীভাবে আমার ই-মেইল ঠিকানা জোগাড় করেছিলেন, তা আমি আজও জানি না। তিনি লিখেছিলেন তাঁর গড়া **'মুক্তমনা'** ওয়েব সাইটের কথা ও তার ওয়েব লিংক। বাংলাভাষায় মুক্তমনের মানুষদের লেখা অসংখ্য আর্টিকেলসমৃদ্ধ একটি ওয়েব সাইট, যার হদিস তখন আমার জানা ছিল না। সেখান থেকে আমি অনেক কিছু শিখেছি। ডঃ অভিজিৎ রায়ের প্রতি আমি কৃতজ্ঞ। ২০১০ থেকে ২০১২ সালে 'মুক্তমনায়' ইসলাম ধর্ম সংক্রান্ত লেখাগুলোতে আমি ছিলাম নিয়মিত মন্তব্যকারীদের একজন। সে সময় অনেকেই আমাকে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে উৎসাহ যুগিয়েছিলেন এ বিষয়ে কিছু লেখার জন্য। যাদের নাম উল্লেখ না করলেই নয়, তাঁরা হলেন - অভিজিৎ রায়, তামান্না ঝুমু, আবুল কাশেম ভাই, আকাশ মালিক ভাই, সৈকত চৌধুরী, ব্রাইট স্মাইল, কাজী রহমান, আদিল মাহমুদ, রুশদি, ভবঘুরে, সপ্তক ও আরও অনেকে। তাঁদের উৎসাহেই মূলত এ বিষয়ে লেখার সিদ্ধান্ত। তাঁদের সবার প্রতি আমি কৃতজ্ঞ। আমার এই লেখায় যে সমস্ত বইয়ের রেফারেন্স উদ্ধৃত হয়েছে, সেই সমস্ত বইয়ের লেখক ও প্রকাশকদের, যে সমস্ত ওয়েব

সাইটের রেফারেন্স যুক্ত হয়েছে, সেই লেখকদের এবং যাদের নাম রেফারেন্স হিসাবে উদ্ধৃত হয়েছে - তাদের সকলের প্রতি আমার শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা। সর্বোপরি সমস্ত পাঠকদের প্রতি আমার কৃতজ্ঞতা, যারা তাঁদের ব্যস্ত জীবনের কিছুটা সময় ব্যয় করে লেখাগুলো পড়ছেন।

আমি আশা করেছিলাম যে, বইটি লেখা সম্পূর্ণ করার পর তা ই-বুক আকারে তৈরি করা হবে। ক'দিন আগে একটা ই-মেইল পাই, যা আমাকে উজ্জীবিত ও অনুপ্রাণিত করে। ই-মেইলটি যিনি পাঠিয়েছেন তিনি হলেন **"নরসুন্দর মানুষ!"** জানতে পারলাম, গত চারটি বছর তিনি আমার লেখা প্রত্যেকটি পর্ব সযত্নে জমা করে রেখেছেন, বিশেষ অংশগুলো হাইলাইট করেছেন, প্রয়োজনীয় রেফারেন্সগুলো সংরক্ষণ করেছেন - আমার এই লেখার ই-বুক তিনি তৈরি করে দেবেন তাই। তিনি নিজ উদ্যোগে স্বতঃস্ফূর্তভাবে এমন একটি চমৎকার প্রচ্ছদসমৃদ্ধ ই-বুক তৈরি করেছেন, যা দেখে আমি মুগ্ধ! তাঁর এই নিষ্ঠা ও ভালবাসার বিনিময় দেয়ার ক্ষমতা আমার নেই।

যে-মানুষটির সাহায্য, সহযোগিতা ও অনুপ্রেরণা ছাড়া এ লেখা প্রকাশ করা সম্ভব হতো না, তিনি হলেন **"ধর্মপচারক!"** গত চারটি বছর তিনি আমার প্রত্যেকটি লেখার প্রুফ রিড করেছেন, বিভিন্ন সময়ে অনুবাদে সাহায্য করেছেন ও পরামর্শ যুগিয়েছেন। আমি তাঁর কাছে ঋণী।

গোলাপ মাহমুদ

জুন ২৬, ২০১৬ সাল

২৬: মক্কায় মুহাম্মদ

হুমকি-শাসানি-ভীতি-অসম্মান ও দোষারোপ- এক

অল্প কিছুদিন আগে আমেরিকা প্রবাসী এক বাংলাদেশী ডাক্তার ভাইয়ের সাথে এক সামাজিক অনুষ্ঠানে আলাপ হচ্ছিল। ভদ্রলোক অতীব ধর্মপরায়ণ। মুখে কাঁচা-পাকা দাড়ি। পাঁচ ওয়াক্ত নামাজী। আমেরিকাতে তাঁর এলাকার স্থানীয় মসজিদের সুরা কমিটির সক্রিয় সদস্য। হজ করেছেন বেশ কয়েক বছর আগে। কলেজে অধ্যয়নরত তার ছেলেটিকে নিয়েও সম্প্রতি "ওমরা" করে এসেছেন। **অধিকাংশ সাধারণ ধর্মপ্রাণ মুসলমানের মতই তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস: "ইসলাম শান্তির ধর্ম"!**

জিজ্ঞেস করলাম, "ইসলাম যদি শান্তির ধর্মই হবে, তবে যে সমস্ত জিহাদি ভাই কুরান-হাদিসের উদ্ধৃতি দিয়ে সমগ্র পৃথিবীতে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে নিজেও মরছে ও অন্যকেও মারছে, তার কী ব্যাখ্যা?"

জবাবে তিনি বললেন, "তারা সংখ্যায় খুবই নগণ্য, ইসলামের শত্রু, বিপথগামী! কুরানের অপব্যাখা করে তারা রাজনৈতিক ফায়দা হাসিলের চেষ্টা করছে!" আরও বললেন, "এই অল্প সংখ্যক বিপথগামী লোকদের কার্যলাপের জন্য ইসলামকে দায়ী করা যায় না। **কুরানে কোথাও কোনো অশান্তির বাণী নাই"।**

পাশেই ছিলেন পদার্থবিজ্ঞানে সর্বোচ্চ ডিগ্রিধারী আর এক ভাই। জাপান থেকে Ph.D করে ভাগ্যান্বেষণে আমেরিকা পাড়ি দিয়েছেন জাপান থেকেই। আমেরিকাতেই থাকেন।

নামাজী (পাঁচ ওয়াক্ত নিয়মিত পড়েন কি না, জানি না), প্রতি শুক্রবার মসজিদে যান। তিনি ডাক্তার ভাইয়ের সমর্থনে বললেন, "পৃথিবীর কোনো ধর্মই মানুষকে খারাপ হতে বলে নাই। সব ধর্মের মূল কথা একই - শান্তি ও নৈতিক চরিত্রের উন্নতি।"

জবাবে বললাম, “সত্য হলো, ধর্মের সাথে নৈতিকতার কোনো সম্পর্ক নাই। Google মামার সাহায্য নিয়ে এখনই এ সত্যতার প্রমাণ পেতে পারেন।"

তারপর তাঁদেরকে জিজ্ঞেস করলাম, "আপনারা কি জীবনে কখনো একটিবারও কুরান বুঝে পড়েছেন?"

ডক্টরেট ভাই চুপ করে থাকলেন। আর ডাক্তার ভাই রীতিমত অপমানিত বোধ করে উত্তেজিত হয়ে (ইসলাম ধর্ম সংক্রান্ত সব আলোচনাতেই যা অবশ্যম্ভাবী) বললেন, "আপনি এটা কী বললেন! পড়বো না মানে?"

সবিনয়ে বললাম, "আপনি যে বললেন 'কুরানে কোথাও কোন অশান্তির বানী নাই’তার পরিপ্রেক্ষিতেই ছিল আমার ঐ প্রশ্ন। আপনি কাফের অবিশ্বাসীদের বিরুদ্ধে কোনোরূপ হুমকি, শাসানি, ভীতি, অসম্মান, ত্রাস, হত্যা, হামলা কিংবা তাদের সাথে সম্পর্কচ্ছেদের আদেশ জাতীয় কোনো বাক্য কি কুরানে একটিও দেখেন নাই?"

ভদ্রলোক উত্তেজিত হয়ে বললেন, "আমি আপনাকে চ্যালেঞ্জ দিয়ে বলতে পারি, কুরানে কোথাও এমন কোনো বাণী নাই!" তারপর তিনি বয়ান করলেন, "এক ইহুদি বুড়ি নবীর চলার পথে প্রতিদিন কাঁটা দিত। একদিন পথে কাঁটা না দেখে নবী তার বাড়িতে গিয়ে যখন দেখলেন যে বুড়িটি অসুস্থ। তখন দয়াল নবী নিজেই সেই বুড়িটিকে সেবা-

যত্ন করে সুস্থ করে তুললেন। নবীর এই মহানুভবতায় বুড়িটি ইসলাম গ্রহণ করেছিল। এই হলো আমাদের নবীর শিক্ষা!"

সবিনয়ে বললাম, "আপনি যে গল্পটা বয়ান করলেন তা যে 'জাল-হাদিসের' আওতাভুক্ত তা কি আপনি জানেন (পর্ব-১৫)?"

ভদ্রলোক আরও উত্তেজিত হয়ে বললেন, "আপনি সবসময় ধর্মের খুঁত ধরার চেষ্টা করেন। আপনি আপনার মত থাকুন, আমাদেরকে আমাদের মত থাকতে দেন!"

এরূপ উদাহরণ কোনো বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। ডাক্তার সাহেব কী কারণে কুরানে একটিও অশান্তির বাণী খুঁজে পাননি, তা বোঝা মোটেও কষ্টকর নয়। অশিক্ষিত ব্যক্তিদের মতই সমাজের প্রায় সব উচ্চশিক্ষিত লোকেরও ইসলামী জ্ঞান মসজিদ-তাবলীগ-ওয়াজ মাহফিলে মৌলোভী সাহেবের বয়ান, বিশেষ কিছু ইসলামী বই, খবরের কাগজের আর্টিকেল, কিংবা টিভি আলোচনা অনুষ্ঠান, অথবা ডাঃ জাকির নায়েকের মিথ্যাচার থেকে অর্জিত। তাঁরা কুরান তেলাওয়াত করেন আরবিতে, পড়েন ভক্তি ভরে। অধিকাংশই কোনোদিনই ব্যাখ্যাসহ সম্পূর্ণ কুরানের তরজমা জীবনে একবারও হয়তো পড়েননি। পড়লেও Critical দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে একবারও এর অন্তর্নিহিত বিষয়কে জানার চেষ্টাও করেননি। তাঁরা যে কুরান বুঝে কখনোই পড়েননি, তা আবার স্বীকারও করতে চান না! প্রেস্টিজ বলে কথা! অধিকাংশই এমন সরাসরি প্রশ্নে অপমানিত বোধ করেন। তাই অশিক্ষিত-শিক্ষিত/উচ্চশিক্ষিত নির্বিশেষে সাধারণ মুসলমানদের অধিকাংশই কুরানের বিষয়বস্তু ও ইসলামের মূল শিক্ষার বিষয়ে একেবারেই অজ্ঞ। তাঁদের এই অজ্ঞতাকে পুঁজি করেই **"তথাকথিত মোডারেট"** ইসলামবাজরা ইচ্ছামত তাঁদেরকে ব্যবহার করে। এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা জ্ঞান-তত্ত্বে করা হয়েছে (দশম পর্ব)।

ডাক্তার সাহেব কুরানে একটিও অশান্তির বাণী না দেখতে পেলেও সত্য হলো, সমগ্র কুরানে হুমকি, শাসানী, ভীতি প্রদর্শন, অসম্মান ও দোষারোপ সম্পর্কিত আয়াত সংখ্যা কম পক্ষে ৫২১ টি; এবং ত্রাস, হত্যা, হামলা ও সম্পর্কচ্ছেদের আদেশ সংক্রান্ত আয়াত সংখ্যা কমপক্ষে ১৫১ টি। মোট ৬৭২ টি! যা সমগ্র কুরানের মোট আয়াত (৬২৩৬) সংখ্যার ১০.৭৮ শতাংশ! **অর্থাৎ, আখেরি নবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) তাঁর আল্লাহর উদ্ধৃতি দিয়ে অবিশ্বাসীদের উদ্দেশে সুদীর্ঘ ২৩ বছর যাবত (৬১০-৬৩২) যে সকল বাণী বর্ষণ করেছিলেন, তার প্রতি দশটি বাক্যের একটি শুধুই 'হুমকি, শাসানী, ভীতি প্রদর্শন, অসম্মান ও দোষারোপ' এবং 'ত্রাস, হত্যা, হামলা ও সম্পর্কচ্ছেদের আদেশ' সংক্রান্ত।** অবিশ্বাসীদের উদ্দেশে বর্ণিত এ বাণীগুলো অত্যন্ত অবমাননাকর, নিষ্ঠুর ও হিংস্র! এ ছাড়াও আছে অবিশ্বাসীদের প্রতি মুহাম্মদের **অভিশাপ** সম্পর্কিত বাণী (বিস্তারিত একাদশ ও দ্বাদশ পর্বে)।

বিফল ও অক্ষম মুহাম্মদের মক্কার বাণীসমষ্টির (পরোক্ষ হুমকি-শাসানী-ভীতি) সাথে সফল ও শক্তিমান মুহাম্মদের মদিনার বাণীসমষ্টির (প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ হুমকি শাসানী) পার্থক্য বোঝার জন্য এ সংক্রান্ত বাণীগুলোকে আমি আলাদা আলাদা ভাগে ভাগ করেছি। যাতে পাঠকরা মুহাম্মদের মনস্তত্ত্বের সম্যক ধারণা পেতে পারেন।

মক্কায় মুহাম্মদ (৬১০-৬২২ সাল)

1. ৬:৬- তারা কি দেখেনি যে, আমি তাদের পুর্বে কত সম্প্রদায়কে ধ্বংস করে দিয়েছি,

2. ৬:১৫- আপনি বলুন, আমি আমার প্রতিপালকের অবাধ্য হতে ভয় পাই কেননা, আমি একটি মহাদিবসের শাস্তিকে ভয় করি|

3. ৬:২৭- আর আপনি যদি দেখেন, যখন তাদেরকে দোযখের উপর দাঁড় করানো হবে! তারা বলবে: কতই না ভাল হত, যদি আমরা পুন: প্রেরিত হতাম; --

4-5. ৬:৩০-৩১- অতএব, স্বীয় কুফরের কারণে শাস্তি আস্বাদন কর| নিশ্চয় তারা ক্ষতিগ্রস্ত, যারা আল্লাহ্র সাক্ষাৎকে মিথ্যা মনে করেছে|

6. ৬:৪০- বলুন, বলতো দেখি, যদি তোমাদের উপর আল্লাহর শাস্তি পতিত হয় কিংবা তোমাদের কাছে কিয়ামত এসে যায়, তবে তোমরা কি আল্লাহ্ ব্যতীত অন্যকে ডাকবে যদি তোমরা সত্যবাদী হও|

7-16. ৬:৪২-৬:৫১- **অত:পর আমি তাদেরকে অভাব-অনটন ও রোগ-ব্যধি দ্বারা পাকড়াও করেছিলাম যাতে তারা কাকুতি মিনতি করে|** ----- আমি অকস্মাৎ তাদেরকে পাকড়াও করলাম। অতঃপর জালেমদের মূল শিকড় কর্তিত হল। ----যদি আল্লাহর শাস্তি, আকস্মিক কিংবা প্রকাশ্যে তোমাদের উপর আসে, তবে জালেম সম্প্রদায় ব্যতীত কে ধ্বংস হবে? -----আপনি এ কোরআন দ্বারা তাদেরকে ভয়-প্রদর্শন করুন--

17. ৬:৬৫- - তিনিই শক্তিমান যে, তোমাদের উপর কোন শাস্তি উপর দিক থেকে অথবা তোমাদের পদতল থেকে প্রেরণ করবেন অথবা তোমাদেরকে দলে-উপদলে বিভক্ত করে সবাইকে মুখোমুখী করে দিবেন এবং এককে অন্যের উপর আক্রমণের স্বাদ আস্বাদন করাবেন|

18. ৬:৭০- **তাদের জন্যে উত্তপ্ত পানি এবং যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি রয়েছে** - কুফরের কারণে|

19. ৬:৯৩- যখন জালেমরা মৃত্যু যন্ত্রণায় থাকে এবং ফেরেশতারা স্বীয় হস্ত প্রসারিত করে বলে, বের কর স্বীয় আত্মা! অদ্য তোমাদেরকে অবমাননাকর শাস্তি প্রদান করা হবে|

20. ৬:১২৪- তারা অতিসত্বর আল্লাহর কাছে পৌছে লাঞ্ছনা ও কঠোর শাস্তি পাবে,

21. ৬:১২৯- এমনিভাবে আমি পাপীদেরকে একে অপরের সাথে যুক্ত করে দেব তাদের কাজকর্মের কারণে|

22. ৬:১৩৩- তিনি ইচ্ছা করলে তোমাদের সবাইকে উচ্ছেদ করে দিবেন এবং তোমাদের পর যাকে ইচ্ছা তোমাদের স্থলে অভিষিক্ত করবেন;

23. ৬:১৫৭- **অত:পর সে ব্যক্তির চাইতে অধিক অনাচারী কে হবে, যে আল্লাহ্র আয়াত সমূহকে মিথ্যা বলে এবং গা বাঁচিয়ে চলে| অতি সত্ত্বর আমি তাদেরকে শাস্তি দেব|**

24. ৭:৪-- অনেক জনপদকে আমি ধ্বংস করে দিয়েছি| তাদের কাছে আমার আযাব রাত্রি বেলায় পৌছেছে অথবা দ্বিপ্রহরে বিশ্রামরত অবস্থায়|

25. ৭:৩৬- **যারা আমার আয়াতসমূহকে মিথ্যা বলবে -- তারাই দোযখী এবং তথায় চিরকাল থাকবে|**

26-27. ৭:৪০-৭:৪১- **নিশ্চয়ই যারা আমার আয়াতসমূহকে মিথ্যা বলেছে এবং এগুলো থেকে অহংকার করেছে --আমি এমনিভাবে পাপীদেরকে শাস্তি প্রদান করি|** তাদের জন্যে নরকাগ্নির শয্যা রয়েছে ---

28. ৭:১৮২- **বস্তুত: যারা মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে আমার আয়াতসমূহকে, আমি তাদেরকে ক্রমান্বয়ে পাকড়াও করব** এমন জায়গা থেকে, যার সম্পর্কে তাদের ধারণাও হবে না|

29. ৭:১৪৭- **বস্তুত: যারা মিথ্যা জেনেছে আমার আয়াতসমূকে এবং আখেরাতের সাক্ষাতকে, তাদের যাবতীয় কাজকর্ম ধ্বংস হয়ে গেছে|**

>>>পাঠক, মনোযোগের সাথে খেয়াল করুন। বক্তা এখানে সশরীরে চাক্ষুষ মুহাম্মদ, মুহাম্মদকে অবিশ্বাসে "তাঁর আল্লাহর" কোনোই অস্তিত্ব নেই। মুহাম্মদ দাবী করছেন, যে যারাই তাঁর কথাকে ("আমার আয়াতসমূহ") মিথ্যা বলবে তারা হলেন পাপী, অনাচারী ও অনন্তকাল দোযখী। খেয়াল করুন, বক্তা মুহাম্মদ তাঁকে অবিশ্বাসীদের কী রূপে বিভিন্নভাবে পরোক্ষ হুমকি, শাসানি ও ভীতি প্রদর্শন করছেন!

30. ৭:১৫২- অবশ্য যারা গোবৎসকে উপাস্য বানিয়ে নিয়েছে, তাদের উপর তাদের পরওয়ারদেগারের পক্ষ থেকে পার্থিব এ জীবনেই গযব ও লাঞ্ছনা এসে পড়বে|

31. ৭:১৬২- সুতরাং আমি তাদের উপর আযাব পাঠিয়েছি আসমান থেকে তাদের অপকর্মের কারণে|

32. ৭:১৬৭ - আর সে সময়ের কথা স্মরণ কর, যখন তোমার পালনকর্তা সংবাদ দিয়েছেন যে, **অবশ্যই কেয়ামত দিবস পর্যন্ত ইহুদীদের উপর এমন লোক পাঠাতে থাকবেন যারা তাদেরকে নিকৃষ্ট শাস্তি দান করতে থাকবে|** নি:সন্দেহে তোমার পালনকর্তা শীঘ্র শাস্তি দানকারী এবং তিনি ক্ষমাশীল, দয়ালু|

>>> বাস্তবতা ৭:১৬৭ এর সম্পূর্ণ বিপরীত! বর্তমান বিশ্বে ইহুদীরাই জ্ঞান, বিজ্ঞান, গরিমা ও শক্তিতে ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের তুলনায় অনেক অনেক বেশী অগ্রগামী।

33. **৭:৪৪**- অত:পর একজন ঘোষক -- ঘোষণা করবে: আল্লাহর অভিসম্পাত জালেমদের উপর|

34. **১০:৪**- আর যারা কাফের হয়েছে, **তাদের পান করতে হবে ফুটন্ত পানি এবং ভোগ করতে হবে যন্ত্রনাদায়ক আযাব** এ জন্যে যে, তারা কুফরী করছিল।

35. **১০:৮**- এমন লোকদের ঠিকানা হল আগুন সে সবের বদলা হিসাবে যা তারা অর্জন করছিল।

36. **১০:১৩**- অবশ্য তোমাদের পূর্বে বহু দলকে ধ্বংস করে দিয়েছি, তখন তারা জালেম হয়ে গেছে। - -

37. **১০:৭০**- তখন আমি তাদেরকে আস্বাদন করাব কঠিন আযাব - তাদেরই কৃত কুফরীর বদলাতে।

38. **১১:৮**- শুনে রাখ, যেদিন তাদের উপর আযাব এসে পড়বে, সেদিন কিন্তু তা ফিরে যাওয়ার নয়;--

39. **১১:১৬** - এরাই হল সেসব লোক আখেরাতে যাদের জন্য আগুন ছাড়া নেই। --

40. **১১:৬০-** এ দুনিয়ায় তাদের পিছনে পিছনে লা'নত রয়েছে এবং কেয়ামতের দিনেও; জেনে রাখ, আদ জাতি তাদের পালনকর্তাকে অস্বীকার করেছে, হুদের জ্ঞাতি আদ জাতির প্রতি অভিসম্পাত রয়েছে –

41. **১১:৬৬-** অতঃপর আমার আযাব যখন উপস্থিত হল, তখন আমি সালেহকে ও তদীয় সঙ্গী ঈমানদারগণকে নিজ রহমতে উদ্ধার করি, এবং সেদিনকার অপমান হতে রক্ষা করি।

42. **১১:৭৬-** ইব্রাহীম, -- তাদের উপর সে আযাব অবশ্যই আপতিত হবে, --

43. **১১:৮২-** (লূত) - অবশেষে যখন আমার হুকুম এসে পৌঁছাল, তখন আমি উক্ত জনপদকে উপরকে নীচে করে দিলাম এবং তার উপর স্তরে স্তরে কাঁকর পাথর বর্ষণ করলাম।

44. **১১:৯৮-** (ফেরাউন) - কেয়ামতের দিন সে তার জাতির লোকদের আগে আগে থাকবে এবং তাদেরকে জাহান্নামের আগুনে পৌঁছে দিবে। ---

45. **১১:১০২-** আর তোমার পরওয়ারদেগার যখন কোন পাপ পূর্ণ জনপদকে ধরেন, তখন এমনিভাবেই ধরে থাকেন। নিশ্চয় তাঁর পাকড়াও খুবই মারাত্নক, বড়ই কঠোর।

46. **১১:১০৬-** **তারা দোযখে যাবে, সেখানে তারা আর্তনাদ ও চিৎকার করতে থাকবে।**

47. **১১:১১৯**- তোমার পালনকর্তা যাদের উপর রহমত করেছেন, তারা ব্যতীত সবাই চিরদিন মতভেদ করতেই থাকবে এবং এজন্যই তাদেরকে সৃষ্টি করেছেন। -- অবশ্যই আমি জাহান্নামকে জ্বিন ও মানুষ দ্বারা একযোগে ভর্তি করব।

48. **১৩:৫**- এদের গর্দানেই লৌহ-শৃংখল পড়বে এবং এরাই দোযখী এরা তাতে চিরকাল থাকবে।

49. **১৩:১৩**- **তিনি বজ্রপাত করেন, অতঃপর যাকে ইচছা, তাকে তা দ্বারা আঘাত করেন;**

50. **১৩:১৮**- তাদের জন্যে রয়েছে কঠোর হিসাব। তাদের আবাস হবে জাহান্নাম। --

51. **১৩:৩১**- **ঈমানদাররা কি এ ব্যাপারে নিশ্চিত নয় যে, যদি আল্লাহ চাইতেন, তবে সব মানুষকে সৎপথে পরিচালিত করতেন?** কাফেররা তাদের কৃতকর্মের কারণে সব সময় আঘাত পেতে থাকবে অথবা তাদের গৃহের নিকটবর্তী স্থানে আঘাত নেমে আসবে, যে পর্যন্ত আল্লাহর ওয়াদা না আসে।

>>> আল্লাহ সব মানুষকে সৎপথে পরিচালিত করতে চান না (১৩:৩১)! বড়োই পরিতাপের কথা!

52. **১৩:৩৪**- দুনিয়ার জীবনেই এদের জন্য রয়েছে আযাব এবং অতি অবশ্য আখেরাতের জীবন কঠোরতম। আল্লাহর কবল থেকে তাদের কোন রক্ষাকারী নেই।

53. **১৩:৪২**- কাফেররা জেনে নেবে যে, পর জীবনের আবাসস্থল কাদের জন্য রয়েছে।

54. ১৪:২- কাফেরদের জন্যে বিপদ রয়েছে, কঠোর আযাব;

55. ১৪:৭- - নিশ্চয়ই আমার শাস্তি হবে কঠোর।

56. ১৪:১৩- আমি জালিমদেরকে অবশ্যই ধ্বংস করে দেব।

57-58. ১৪:১৬-১৭- - **তার পেছনে দোযখ রয়েছে। তাতে পুঁজ মিশানো পানি পান করানো হবে। ঢোক গিলে তা পান করবে। এবং গলার ভিতরে প্রবেশ করতে পারবে না। প্রতি দিক থেকে তার কাছে মৃত্যু আগমন করবে এবং সে মরবে না।** তার পশ্চাতেও রয়েছে কঠোর আযাব।

59. ১৮:২৯- আমি জালেমদের জন্যে অগ্নি প্রস্তুত করে রেখেছি, -- **যদি তারা পানীয় প্রার্থনা করে, তবে পুঁজের ন্যায় পানীয় দেয়া হবে যা তাদের মুখমন্ডল দগ্ধ করবে।** --

>>>মুহাম্মদ কে অস্বীকারকারীর শাস্তি হলো এই ১৪:১৬-১৭, ১৮:২৯! পৃথিবীর নিকৃষ্টতম সাইকোপ্যাথও কী এমন বীভৎসতা কল্পনা করতে পারে? কুরানের সমস্ত বাণী মুহাম্মদের, তাঁরই মানসিকতা ও দৃষ্টি ভঙ্গির বহিঃপ্রকাশ ও প্রতিফলন!

60. ১৪:৪২- ---তাদেরকে তো ঐ দিন পর্যন্ত অবকাশ দিয়ে রেখেছেন, যেদিন চক্ষুসমূহ বিস্ফোরিত হবে।

61. ১৪:৫০- **তাদের জামা হবে দাহ্য আলকাতরার এবং তাদের মুখমন্ডলকে আগুন আচ্ছন্ন**

62-63. ১৫:৩-৪- -আপনি ছেড়ে দিন তাদেরকে, খেয়ে নিক এবং ভোগ করে নিক এবং আশায় ব্যাপৃত থাকুক। অতি সত্বর তারা জেনে নেবে। আমি কোন জনপদ ধবংস করিনি; কিন্ত তার নির্দিষ্ট সময় লিখিত ছিল।

64. ১৫:৪৩- তাদের সবার নির্ধারিত স্থান হচ্ছে জাহান্নাম।

65. ১৫:৫০- এবং ইহাও যে, আমার শাস্তিই যন্ত্রনাদায়ক শাস্তি।

66. ১৬:২৫- ---- শুনে নাও, খুবই নিকৃষ্ট বোঝা যা তারা বহন করে।

67. ১৬:২৭ - অতঃপর কেয়ামতের দিন তিনি তাদেরকে লাঞ্ছিত করবেন –

68. ১৬:২৯- অতএব, জাহান্নামের দরজসমূহে প্রবেশ কর, এতেই অনন্তকাল বাস কর।

69. ১৬:৪৫- -- আল্লাহ তাদেরকে ভূগর্ভে বিলীন করে দিবেন কিংবা তাদের কাছে এমন জায়গা থেকে আযাব আসবে যা তাদের ধারণাতীত।

70. ১৬:৬২- স্বতঃসিদ্ধ কথা যে, তাদের জন্যে রয়েছে আগুন এবং তাদেরকেই সর্বাগ্রে নিক্ষেপ করা হবে।

71. ১৬:৮৫- যখন জালেমরা আযাব প্রত্যক্ষ করবে, তখন তাদের থেকে তা লঘু করা হবে না এবং তাদেরকে কোন অবকাশ দেয়া হবে না।

72. ১৬:১১২- --তখন আল্লাহ তাদেরকে তাদের কৃতকর্মের কারণে স্বাদ আস্বাদন করালেন, ক্ষুধা ও ভীতির

73. ১৬:১১৭- যৎসামান্য সুখ-সম্ভোগ ভোগ করে নিক। তাদের জন্যে যন্ত্রনাদায়ক শাস্তি রয়েছে।

74. ১৭:৮- আমি জাহান্নামকে কাফেরদের জন্যে কয়েদখানা করেছি।
75. ১৭:১০- - আমি তাদের জন্যে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি প্রস্তুত করেছি।

76-77. ১৭:১৭-১৮- ---- অতঃপর তাদের জন্যে জাহান্নাম নির্ধারণ করি। ওরা তাতে নিন্দিত-বিতাড়িত অবস্থায় প্রবেশ করবে।

78. ১৭:৫৮ - এমন কোন জনপদ নেই, যাকে আমি কেয়ামত দিবসের পূর্বে ধ্বংস করব না অথবা যাকে কঠোর শাস্তি দেব না। এটা তো গ্রন্থে লিপিবদ্ধ হয়ে গেছে।

79. ২৫:১৯- -- সেদিন অপরাধীদের জন্যে কোন সুসংবাদ থাকবে না –

80-81. ১৭:৬৮-৬৯- তোমরা কি এ বিষয়ে নিশ্চিন্ত রয়েছ যে, তিনি তোমাদেরকে স্থলভাগে কোথাও ভূগর্ভস্থ করবেন না। অথবা তোমাদের উপর প্রস্তর বর্ষণকারী ঘুর্ণিঝড় প্রেরণ করবেন না, তখন তোমরা নিজেদের জন্যে কোন কর্মবিধায়ক পাবে না। অথবা তোমরা কি এ বিষয়ে নিশ্চিন্ত যে, তিনি তোমাদেরকে আরেকবার সমুদ্রে নিয়ে যাবেন না, অতঃপর তোমাদের জন্যে মহা ঝটিকা প্রেরণ করবেন না, অতঃপর অকৃতজ্ঞতার শাস্তিস্বরূপ তোমাদেরকে নিমজ্জত করবেন না----

82-83. ১৭:৯৭-৯৮- আমি কেয়ামতের দিন তাদের সমবেত করব তাদের মুখে ভর দিয়ে চলা অবস্থায়, অন্ধ অবস্থায়, মুক অবস্থায় এবং বধির অবস্থায়। **তাদের আবাসস্থল জাহান্নাম। যখনই নির্বাপিত হওয়ার উপক্রম হবে আমি তখন তাদের জন্যে অগ্নি আরও বৃদ্ধি করে দিব।** এটাই তাদের শাস্তি। কারণ, তারা আমার নিদর্শনসমূহ অস্বীকার করেছে

>>>জাহান্নামের অগ্নি নির্বাপিত হওয়ার উপক্রম হবে? যেমন করে কাঠ, তুষ, কয়লা, খড় ইত্যাদির আগুন জ্বলতে জ্বলতে নিভু-নিভু হয়? সৃষ্টিকর্তা ও তার ক্ষমতাকে (যদি থাকে) নিয়ে কী অদ্ভুত তামাসা!

84. ১৪:৩০- --- অতঃপর তোমাদেরকে অগ্নির দিকেই ফিরে যেতে হবে।

85. ১৮:৪৭- -- আমি মানুষকে একত্রিত করব অতঃপর তাদের কাউকে ছাড়ব না।

86. ১৮:৫৩-- অপরাধীরা আগুন দেখে বোঝে নেবে যে, তাদেরকে তাতে পতিত হতে হবে এবং তারা তা থেকে রাস্তা পরিবর্তন করতে পারবে না।

87. ১৮:৫৮- -- যদি তিনি তাদেরকে তাদের কৃতকর্মের জন্যে পাকড়াও করেন তবে তাদের শাস্তি ত্বরান্বিত করতেন, কিন্তু তাদের জন্য রয়েছে একটি প্রতিশ্রুত সময়, ---

88. ১৮:৫৯- -এসব জনপদ ও তাদেরকে আমি ধংস করে দিয়েছি, যখন তারা জালেম হয়ে গিয়েছিল এবং আমি তাদের ধ্বংসের জন্যে একটি প্রতিশ্রুত সময় নির্দিষ্ট করেছিলাম।

89. ১৮:১০২- **আমি কাফেরদের অভ্যর্থনার জন্যে জাহান্নামকে প্রস্তুত করে রেখেছি।**

90. ১৮:১০৬- - জাহান্নাম--এটাই তাদের প্রতিফল; কারণ, তারা কাফের হয়েছে এবং আমার নিদর্শনাবলী ও রসূলগণকে বিদ্রূপের বিষয় রূপে গ্রহণ করেছে।

91. ১৯:৬৮- অতঃপর প্রত্যেক সম্প্রদায়ের মধ্যে যে দয়াময় আল্লাহর সর্বাধিক অবাধ্য আমি অবশ্যই তাকে পৃথক করে নেব।

92. ১৯:৭৪- তাদের পূর্বে কত মানব গোষ্ঠীকে আমি বিনাশ করেছি, তারা তাদের চাইতে সম্পদে ও জাঁক-জমকে শ্রেষ্ঠ ছিল।

93. ১৯:৭৯- -- তার শাস্তি দীর্ঘায়িত করতে থাকব।

94. ১৯:৮৬- অপরাধীদেরকে পিপাসার্ত অবস্থায় জাহান্নামের দিকে হাঁকিয়ে নিয়ে যাব।

95. ১৯:৯৮- তাদের পূর্বে আমি কত মানবগোষ্ঠীকে ধ্বংস করেছি। ---

96. ২০:৪৮- আমরা ওহী লাভ করেছি যে, যে -- মুখ ফিরিয়ে নেয়, তার উপর আযাব পড়বে।

97. ২০:৬১ - তিনি তোমাদেরকে আযাব দ্বারা ধ্বংস করে দেবেন। যে মিথ্যা উদভাবন করে,--

98. ৩৫:২৬- অতঃপর আমি কাফেরদেরকে ধৃত করেছিলাম। কেমন ছিল আমার আযাব!

99. ২০:১২৪- এবং **যে আমার স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে, তার জীবিকা সংকীর্ণ হবে এবং আমি তাকে কেয়ামতের দিন অন্ধ অবস্থায় উত্থিত করব।**

100-101. ২০:১২৭-১২৮- -- তার পরকালের শাস্তি কঠোরতর এবং অনেক স্থায়ী। আমি এদের পূর্বে অনেক সম্প্রদায়কে ধ্বংস করেছি। -- ---

102-103. ২৩:৬৪-৬৫- এমনকি, যখন আমি তাদের ঐশ্বর্যশালী লোকদেরকে শাস্তি দ্বারা পাকড়াও করব, তখনই তারা চীৎকার জুড়ে দেবে। -- তোমরা আমার কাছ থেকে নিস্কৃতি পাবে না।

104. ১৭:৬০- --- **আমি তাদেরকে ভয় প্রদর্শন করি। কিন্তু এতে তাদের অবাধ্যতাই আরও বৃদ্ধি পায়।**

105-106. ২৩:৭৬-৭৭- **আমি তাদেরকে শাস্তি দ্বারা পাকড়াও করেছিলাম, কিন্তু তারা তাদের পালনকর্তার সামনে নত হল না এবং কাকুতি-মিনুতিও করল না।** --

>>> "তারা তাদের পালনকর্তার সামনে নত তো হলোই না, কাকুতি-মিনতিও করল না" - বড়ই আফসোসের কথা!

107. ২৩:১০৪- **আগুন তাদের মুখমন্ডল দগ্ধ করবে এবং তারা তাতে বীভৎস আকার ধারন করবে।**

108-110. ২৫:১১-১৩ - --অগ্নি যখন দূর থেকে তাদেরকে দেখবে, তখন তারা শুনতে পাবে তার গর্জন ও হুঙ্কার। যখন এক শিকলে কয়েকজন বাঁধা অবস্থায় জাহান্নামের কোন সংকীর্ণ স্থানে নিক্ষেপ করা হবে, তখন সেখানে তারা মৃত্যুকে ডাকবে।

111. ২৩:৪৪ - -- অতঃপর আমি তাদের একের পর এক ধ্বংস করেছি এবং তাদেরকে কাহিনীর বিষয়ে পরিণত করেছি। **সুতরাং ধ্বংস হোক অবিশ্বাসীরা।**

112. ২৫:৩৪- যাদেরকে মুখ থুবড়ে পড়ে থাকা অবস্থায় জাহান্নামের দিকে একত্রিত করা হবে, তাদেরই স্থান হবে নিকৃষ্ট এবং তারাই পথভ্রষ্ট।

113. ২৬:৯১- এবং বিপথগামীদের সামনে উম্মোচিত করা হবে জাহান্নাম।

114. ২৬:৯৪- **অতঃপর তাদেরকে এবং পথভ্রষ্টদেরকে আধোমুখি করে নিক্ষেপ করা হবে-**

115. ২৬:২০১- তারা এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করবে না, যে পর্যন্ত প্রত্যক্ষ না করে মর্মন্তুদ আযাব।

116. ২৭:৮৫- জুলুমের কারণে তাদের কাছে আযাবের ওয়াদা এসে গেছে। -

117. ২৭:৯০- এবং যে মন্দ কাজ নিয়ে আসবে, তাকে অগ্নিতে অধঃমূখে নিক্ষেপ করা হবে।

118. ২৮:৫৮- আমি অনেক জনপদ ধ্বংস করেছি—

119. ২৮:৭৮- --আল্লাহ তার পূর্বে অনেক সম্প্রদায়কে ধ্বংস করেছেন, যারা শক্তিতে ছিল তার চাইতে প্রবল এবং ধন-সম্পদে অধিক প্রাচুর্যশীল? ---

120. ২৯:8- যারা মন্দ কাজ করে, তারা কি মনে করে যে, তারা আমার হাত থেকে বেঁচে যাবে? --

121-122. ৯০:১৯-২০- **আর যারা আমার আয়াতসমূহ অস্বীকার করে তারাই হতভাগা। তারা অগ্নিপরিবেষ্টিত অবস্থায় বন্দী থাকবে।**

123. ২৯:৩৯- আমি কারুন, ফেরাউন ও হামানকে ধ্বংস করেছি। ---

124. ২৯:80- আমি প্রত্যেককেই তার অপরাধের কারণে পাকড়াও করেছি। তাদের কারও প্রতি প্রেরণ করেছি প্রস্তরসহ প্রচন্ড বাতাস, কাউকে পেয়েছে বজ্রপাত, কাউকে আমি বিলীন করেছি ভূগর্ভে এবং কাউকে করেছি নিমজ্জত।-

125. ২৯:৬৮- যে আল্লাহ সম্পর্কে মিথ্যা কথা গড়ে অথবা তার কাছে সত্য আসার পর তাকে অস্বীকার করে, তার কি স্মরণ রাখা উচিত নয় যে, জাহান্নামই সেসব কাফেরের আশ্রয়স্থল হবে?

126. ৩০:১৬- আর যারা কাফের এবং আমার আয়াতসমূহ ও পরকালের সাক্ষাতকারকে মিথ্যা বলছে, তাদেরকেই আযাবের মধ্যে উপস্থিত করা হবে।

127. ৩০:৩৪- -- অতএব, মজা লুটে নাও, সত্বরই জানতে পারবে।

128. ৩০:৪৭- - অতঃপর যারা পাপী ছিল, তাদের আমি শাস্তি দিয়েছি। -

129. ৩০:৫৭- সেদিন জালেমদের ওযর-আপত্তি তাদের কোন উপকারে আসবে না এবং তওবা করে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের সুযোগও তাদের দেয়া হবে না।

130-131. ৩১:৬-৭- -এদের জন্য রয়েছে অবমাননাকর শাস্তি। -- সুতরাং ওদেরকে কষ্টদায়ক আযাবের সংবাদ দাও।

132. ৩১:২৪ - আমি তাদেরকে স্বল্পকালের জন্যে ভোগবিলাস করতে দেব, অতঃপর তাদেরকে বাধ্য করব গুরুতর শাস্তি ভোগ করতে।

133. ৩১:৩৩---তোমরা তোমাদের পালনকর্তাকে ভয় কর এবং ভয় কর এমন এক দিবসকে—

134-135. ৩২:১৩-১৪- **আমি ইচ্ছা করলে প্রত্যেককে সঠিক দিক নির্দেশ দিতাম; কিন্তু আমার এ উক্তি অবধারিত সত্য যে, আমি জিন ও মানব সকলকে দিয়ে অবশ্যই জাহান্নাম পূর্ণ করব।** অতএব এ দিবসকে ভূলে যাওয়ার কারণে তোমরা মজা আস্বাদন কর। ---

>>>"আল্লাহর" ইচ্ছা নয় যে, সবাইকে তিনি সঠিক দিক নির্দেশ দেবেন! কারণ তিনি জীন ও মানব সকলকে দিয়ে অবশ্যই জাহান্নাম পূর্ণ করবেন! কী সাংঘাতিক!

136. ৩২:২০- পক্ষান্তরে যারা অবাধ্য হয়, তাদের ঠিকানা জাহান্নাম। **যখনই তারা জাহান্নাম থেকে বের হতে চাইবে, তখনই তাদেরকে তথায় ফিরিয়ে দেয়া হবে** এবং তাদেরকে বলা হবে, তোমরা জাহান্নামের যে আযাবকে মিথ্যা বলতে, তার স্বাদ আস্বাদন কর।

137-138. ৩২:২১-২২- গুরু শাস্তির পূর্বে আমি অবশ্যই তাদেরকে লঘু শাস্তি আস্বাদন করাব, যাতে তারা প্রত্যাবর্তন করে। যে ব্যক্তিকে তার পালনকর্তার আয়াতসমূহ দ্বারা উপদেশ দান করা হয়, অতঃপর সে তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়, তার চেয়ে যালেম আর কে? আমি অপরাধীদেরকে শাস্তি দেব।

139. ৩২:২৬- এতে কি তাদের চোখ খোলেনি যে, আমি তাদের পূর্বে অনেক সম্প্রদায়কে ধ্বংস করেছি, যাদের বাড়ী-ঘরে এরা বিচরণ করে। অবশ্যই এতে নিদর্শনাবলী রয়েছে। তারা কি শোনে না?

140. ৩৪:৫- আর **যারা আমার আয়াত সমূহকে ব্যর্থ করার জন্য উঠে পড়ে লেগে যায়, তাদের জন্যে রয়েছে যন্ত্রনাদায়ক শাস্তি।**

141. ৩৪:৯- তারা কি তাদের সামনের ও পশ্চাতের আকাশ ও পৃথিবীর প্রতিলক্ষ্য করে না? আমি ইচ্ছা করলে তাদের সহ ভূমি ধসিয়ে দেব অথবা আকাশের কোন খন্ড তাদের উপর পতিত করব। আল্লাহ অভিমুখী প্রত্যেক বান্দার জন্য এতে অবশ্যই নিদর্শন রয়েছে।

>>>মজবুত আকাশ, কঠিন তার খণ্ড (১ম ও ২য় পর্ব)! ভেঙ্গে পড়লে আর নিস্তার নেই!

142. ৩৪:৩৩- দুর্বলরা অহংকারীদেরকে বলবে, বরং তোমরাই তো দিবারাত্রি চক্রান্ত করে আমাদেরকে নির্দেশ দিতে যেন আমরা আল্লাহকে না মানি এবং তাঁর অংশীদার সাব্যস্ত করি তারা যখন শাস্তি দেখবে, তখন মনের অনুতাপ মনেই রাখবে। বস্তুতঃ আমি কাফেরদের গলায় বেড়ী পরাব। তারা সে প্রতিফলই পেয়ে থাকে যা তারা করত।

143. ৩৪:৩৮- আর যারা আমার আয়াতসমূহকে ব্যর্থ করার অপপ্রয়াসে লিপ্ত হয়, তাদেরকে আযাবে উপস্থিত করা হবে।

144. ৩৪:৪২- অতএব আজকের দিনে তোমরা একে অপরের কোন উপকার ও অপকার করার অধিকারী হবে না আর আমি জালেমদেরকে বলব, তোমরা আগুনের যে শাস্তিকে মিথ্যা বলতে তা আস্বাদন কর।

145. ৩৫:৭- যারা কুফর করে তাদের জন্যে রয়েছে কঠোর আযাব। আর যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে, তাদের জন্যে রয়েছে ক্ষমা ও মহা পুরস্কার।

146. ৩৫:১৬- তিনি ইচ্ছা করলে তোমাদেরকে বিলুপ্ত করে এক নতুন সৃষ্টির উদ্ভব করবেন।

147. ২০:৭৪- - **তার জন্য রয়েছে জাহান্নাম। সেখানে সে মরবে না এবং বাঁচবেও না।**

148. ৩৫:৩৬ - **আর যারা কাফের হয়েছে, তাদের জন্যে রয়েছে জাহান্নামের আগুন। তাদেরকে মৃত্যুর আদেশও দেয়া হবে না যে, তারা মরে যাবে এবং তাদের থেকে তার শাস্তিও লাঘব করা হবে না।** আমি প্রত্যেক অকৃতজ্ঞকে এভাবেই শাস্তি দিয়ে থাকি।

>>> বীভৎসতার চূড়ান্ত! তাদেরকে মরতেও দেয়া হবে না!

149. ৩৫:৩৭- সেখানে তারা আর্ত চিৎকার করে বলবে, হে আমাদের পালনকর্তা, বের করুন আমাদেরকে, আমরা সৎকাজ করব, পূর্বে যা করতাম, তা করব না। (আল্লাহ বলবেন) আমি কি তোমাদেরকে এতটা বয়স দেইনি, যাতে যা চিন্তা করার বিষয় চিন্তা করতে পারতে? উপরন্তু তোমাদের কাছে সতর্ককারীও আগমন করেছিল। অতএব আস্বাদন কর। জালেমদের জন্যে কোন সাহায্যকারী নেই।

150. ৩৬:৭- তাদের অধিকাংশের জন্যে শাস্তির বিষয় অবধারিত হয়েছে। সুতরাং তারা বিশ্বাস স্থাপন করবে না।

151. ৩৬:৩১- তারা কি প্রত্যক্ষ করে না, তাদের পূর্বে আমি কত সম্প্রদায়কে ধ্বংস করেছি যে, তারা তাদের মধ্যে আর ফিরে আসবে না।

152. ৩৬:৪৫- আর যখন তাদেরকে বলা হয়, তোমরা সামনের আযাব ও পেছনের আযাবকে ভয় কর, যাতে তোমাদের প্রতি অনুগ্রহ করা হয়, তখন তারা তা অগ্রাহ্য করে।

153-155. ৩৬:৬৫-৬৭- আজ আমি তাদের মুখে মোহর এঁটে দেব তাদের হাত আমার সাথে কথা বলবে এবং তাদের পা তাদের কৃতকর্মের সাক্ষ্য দেবে। আমি ইচ্ছা করলে তাদের দৃষ্টি শক্তি বিলুপ্ত করে দিতে পারতাম, তখন তারা পথের দিকে দৌড়াতে চাইলে কেমন করে দেখতে পেত! আমি ইচ্ছা করলে তাদেরকে স্ব স্ব স্থানে আকার বিকৃত করতে পারতাম, ফলে তারা আগেও চলতে পারত না এবং পেছনেও ফিরে যেতে পারত না।

156. ৩৭:১৮- বলুন, হ্যাঁ এবং তোমরা হবে লাঞ্ছিত।

157. ৩৭:৩৮- তোমরা অবশ্যই বেদনাদায়ক শাস্তি আস্বাদন করবে।

158-164. ৩৭:৬২-৬৮- **এই কি উত্তম আপ্যায়ন, না যাক্কুম বৃক্ষ**? আমি যালেমদের জন্যে একে বিপদ করেছি। এটি একটি বৃক্ষ, যা উদগত হয় জাহান্নামের মূলে।এর গুচ্ছ শয়তানের মস্তকের মত। **কাফেররা একে ভক্ষণ করবে এবং এর দ্বারা উদর পূর্ণ করবে। তদুপরি তাদেরকে দেয়া হবে। ফুটন্ত পানির মিশ্রণ, অতঃপর তাদের প্রত্যাবর্তন হবে জাহান্নামের দিকে।**

165-168. ৩৮:৫৫-৫৮- এটাতো শুনলে, এখন দুষ্টদের জন্যে রয়েছে নিকৃষ্ট ঠিকানা। তথা জাহান্নাম। তারা সেখানে প্রবেশ করবে। অতএব, কত নিকৃষ্ট সেই আবাস স্থল। **এটা উত্তপ্ত পানি ও পুঁজ; অতএব তারা একে আস্বাদন করুক।** এ ধরনের আরও কিছু শাস্তি আছে।

>>>নিকৃষ্টতম সাইকোপ্যাথ ও এমন বীভৎসতায় লজ্জা পাবে!

169. ৩৮:১৪- এদের প্রত্যেকেই পয়গম্বরগণের প্রতি মিথ্যারোপ করেছে। ফলে আমার আযাব প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

170. ৩৯:৩- জেনে রাখুন, নিষ্ঠাপূর্ণ এবাদত আল্লাহরই নিমিত্ত। যারা আল্লাহ ব্যতীত অপরকে উপাস্যরূপে গ্রহণ করে রেখেছে এবং বলে যে, আমরা তাদের এবাদত এ জন্যেই করি, যেন তারা আমাদেরকে আল্লাহর নিকটবর্তী করে দেয়। নিশ্চয় আল্লাহ

তাদের মধ্যে তাদের পারস্পরিক বিরোধপূর্ণ বিষয়ের ফয়সালা করে দেবেন। আল্লাহ মিথ্যাবাদী কাফেরকে সৎপথে পরিচালিত করেন

171. ৩৯:১৬- তাদের জন্যে উপর দিক থেকে এবং নীচের দিক থেকে আগুনের মেঘমালা থাকবে। এ শাস্তি দ্বারা আল্লাহ তাঁর বান্দাদেরকে সতর্ক করেন যে, হে আমার বান্দাগণ, আমাকে ভয় কর।

172-174. ৩৯:২৪-২৬- যে ব্যক্তি কেয়ামতের দিন তার মুখ দ্বারা অশুভ আযাব ঠেকাবে এবং এরূপ জালেমদেরকে বলা হবে, তোমরা যা করতে তার স্বাদ আস্বাদন কর,-সে কি তার সমান, যে এরূপ নয়? তাদের পূর্ববর্তীরাও মিথ্যারোপ করেছিল, ফলে তাদের কাছে আযাব এমনভাবে আসল, যা তারা কল্পনাও করত না। অতঃপর আল্লাহ তাদেরকে পার্থিব জীবনে লাঞ্ছনার স্বাদ আস্বাদন করালেন, আর পরকালের আযাব হবে আরও গুরুতর, যদি তারা জানত!

175. ৩৯:৩২- যে ব্যক্তি আল্লাহর বিরুদ্ধে মিথ্যা বলে এবং তার কাছে সত্য আগমন করার পর তাকে মিথ্যা সাব্যস্ত করে, তার চেয়ে অধিক যালেম আর কে হবে? কাফেরদের বাসস্থান জাহান্নামে নয় কি?

176. ৩৯:৩৯- বলুন, হে আমার কওম, তোমরা তোমাদের জায়গায় কাজ কর, আমিও কাজ করছি। সত্ত্বরই জানতে পারবে।

177. ৩৯:৪০- কার কাছে অবমাননাকর আযাব এবং চিরস্থায়ী শাস্তি নেমে আসে।

178. ৩৯:৪৭– যদি গোনাহগারদের কাছে পৃথিবীর সবকিছু থাকে এবং তার সাথে সমপরিমাণ আরও থাকে, তবে অবশ্যই তারা কেয়ামতের দিন সে সবকিছুই নিস্কৃতি পাওয়ার জন্যে মুক্তিপন হিসেবে দিয়ে দেবে। অথচ তারা দেখতে পাবে, আল্লাহর পক্ষ থেকে এমন শাস্তি, যা তারা কল্পনাও করত না।

179. ৩৯:৫৪- তোমরা তোমাদের পালনকর্তার অভিমূখী হও এবং তাঁর আজ্ঞাবহ হও তোমাদের কাছে আযাব আসার পূর্বে। এরপর তোমরা সাহায্যপ্রাপ্ত হবে না;

180. ৩৯:৫৫- তোমাদের প্রতি অবতীর্ণ উত্তম বিষয়ের অনুসরণ কর তোমাদের কাছে অতর্কিতে ও অজ্ঞাতসারে আযাব আসার পূর্বে,

181. ৩৯:৬০- যারা আল্লাহর প্রতি মিথ্যা আরোপ করে, কেয়ামতের দিন আপনি তাদের মুখ কাল দেখবেন। অহংকারীদের আবাসস্থল জাহান্নামে নয় কি?

182-183. ৪০:৫-৬- তাদের পূর্বে নূহের সম্প্রদায় মিথ্যারোপ করেছিল, আর তাদের পরে অন্য অনেক দল ও প্রত্যেক সম্প্রদায় নিজ নিজ পয়গম্বরকে আক্রমণ করার ইচ্ছা করেছিল এবং তারা মিথ্যা বিতর্কে প্রবৃত্ত হয়েছিল, যেন সত্যধর্মকে ব্যর্থ করে দিতে পারে। অতঃপর আমি তাদেরকে পাকড়াও করলাম। কেমন ছিল আমার শাস্তি। এভাবে কাফেরদের বেলায় আপনার পালনকর্তার এ বাক্য সত্য হল যে, তারা জাহান্নামী।

184. ৪০:১৮- আপনি তাদেরকে আসন্ন দিন সম্পর্কে সতর্ক করুন, যখন প্রাণ কন্ঠাগত হবে, দম বন্ধ হওয়ার উপক্রম হবে। পাপিষ্ঠদের জন্যে কোন বন্ধু নেই এবং সুপারিশকারীও নেই; যার সুপারিশ গ্রাহ্য হবে।

185-191. ৪০:৪৬-৫২- **সকালে ও সন্ধ্যায় তাদেরকে আগুনের সামনে পেশ করা হয়** এবং যেদিন কেয়ামত সংঘটিত হবে, সেদিন আদেশ করা হবে, ফেরাউন গোত্রকে কঠিনতর আযাবে দাখিল কর। যখন তারা জাহান্নামে পরস্পর বিতর্ক করবে, অতঃপর দূর্বলরা অহংকারীদেরকে বলবে, আমরা তোমাদের অনুসারী ছিলাম। তোমরা এখন জাহান্নামের আগুনের কিছু অংশ আমাদের থেকে নিবৃত করবে কি? অহংকারীরা বলবে, আমরা সবাই তো জাহান্নামে আছি। আল্লাহ তাঁর বান্দাদের ফয়সালা করে দিয়েছেন।যারা জাহান্নামে আছে, তারা জাহান্নামের রক্ষীদেরকে বলবে, তোমরা তোমাদের পালনকর্তাকে বল, তিনি যেন আমাদের থেকে একদিনের আযাব লাঘব করে দেন। রক্ষীরা বলবে, তোমাদের কাছে কি সুস্পষ্ট প্রমাণাদিসহ তোমাদের রসূল আসেননি? তারা বলবে হ্যাঁ। রক্ষীরা বলবে, তবে তোমরাই দোয়া কর। বস্তুতঃ কাফেরদের দোয়া নিস্ফলই হয়। আমি সাহায্য করব রসূলগণকে ও মুমিনগণকে পার্থিব জীবনে ও সাক্ষীদের দন্ডায়মান হওয়ার দিবসে। সে দিন যালেমদের ওযর-আপত্তি কোন উপকারে আসবে না, তাদের জন্যে থাকবে অভিশাপ এবং তাদের জন্যে থাকবে মন্দ গৃহ।

192. ৪০:৬০- তোমাদের পালনকর্তা বলেন, তোমরা আমাকে ডাক, আমি সাড়া দেব। যারা আমার এবাদতে অহংকার করে তারা সত্বরই জাহান্নামে দাখিল হবে লাঞ্ছিত হয়ে।

193-199. ৪০:৭০-৭৬- যারা কিতাবের প্রতি এবং যে বিষয় দিয়ে আমি পয়গম্বরগণকে প্রেরণ করেছি, সে বিষয়ের প্রতি মিথ্যারোপ করে। অতএব, সত্বরই তারা জানতে পারবে। **যখন বেড়িও শৃঙ্খল তাদের গলদেশে পড়বে। তাদেরকে টেনে নিয়ে যাওয়া হবে। ফুটন্ত পানিতে, অতঃপর তাদেরকে আগুনে জ্বালানো হবে।** অতঃপর তাদেরকে বলা হবে, কোথায় গেল যাদেরকে তোমরা শরীক করতে। আল্লাহ ব্যতীত? তারা

বলবে, তারা আমাদের কাছ থেকে উধাও হয়ে গেছে; বরং আমরা তো ইতিপূর্বে কোন কিছুর পূজাই করতাম না। এমনি ভাবে আল্লাহ কাফেরদেরকে বিভ্রান্ত করেন। এটা একারণে যে, তোমরা দুনিয়াতে অন্যায়ভাবে আনন্দ-উল্লাস করতে এবং এ কারণে যে, তোমরা ঔদ্ধত্য করতে। প্রবেশ কর তোমরা জাহান্নামের দরজা দিয়ে সেখানে চিরকাল বসবাসের জন্যে। কত নিকৃষ্ট দাম্ভিকদের আবাসস্থল।

200-203. ৪০:৮২-৮৫- তারা কি পৃথিবীতে ভ্রমণ করেনি? করলে দেখত, তাদের পূর্ববর্তীদের কি পরিণাম হয়েছে। তারা তাদের চেয়ে সংখ্যায় বেশী এবং শক্তি ও কীর্তিতে অধিক প্রবল ছিল, অতঃপর তাদের কর্ম তাদেরকে কোন উপকার দেয়নি। তাদের কাছে যখন তাদের রসূলগণ স্পষ্ট প্রমাণাদিসহ আগমন করেছিল, তখন তারা নিজেদের জ্ঞান-গরিমার দম্ভ প্রকাশ করেছিল। তারা যে বিষয় নিয়ে ঠাট্টাবিদ্রুপ করেছিল, তাই তাদেরকে গ্রাস করে নিয়েছিল। তারা যখন আমার শাস্তি প্রত্যক্ষ করল, তখন বলল, আমরা এক আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস করলাম এবং যাদেরকে শরীক করতাম, তাদেরকে পরিহার করলাম। অতঃপর তাদের এ ঈমান তাদের কোন উপকারে আসল না যখন তারা শাস্তি প্রত্যক্ষ করল। আল্লাহর এ নিয়মই পূর্ব থেকে তাঁর বান্দাদের মধ্যে প্রচলিত হয়েছে। সেক্ষেত্রে কাফেররা ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

204. ৪১:১৩- অতঃপর যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে বলুন, আমি তোমাদেরকে সতর্ক করলাম এক কঠোর আযাব সম্পর্কে আদ ও সামুদের আযাবের মত।

205-208. ৪১:১৯-২২- **যেদিন আল্লাহর শত্রুদেরকে অগ্নিকুন্ডের দিকে ঠেলে নেওয়া হবে। এবং ওদের বিন্যস্ত করা হবে বিভিন্ন দলে।** তারা যখন জাহান্নামের কাছে পৌঁছাবে, তখন তাদের কান, চক্ষু ও ত্বক তাদের কর্ম সম্পর্কে সাক্ষ্য দেবে। তারা তাদের ত্বককে বলবে, তোমরা আমাদের বিপক্ষে সাক্ষ্য দিলে কেন? তারা বলবে, যে

আল্লাহ সব কিছুকে বাকশক্তি দিয়েছেন, তিনি আমাদেরকেও বাকশক্তি দিয়েছেন। তিনিই তোমাদেরকে প্রথমবার সৃষ্টি করেছেন এবং তোমরা তাঁরই দিকে প্রত্যাবর্তিত হবে। তোমাদের কান, তোমাদের চক্ষু এবং তোমাদের ত্বক তোমাদের বিপক্ষে সাক্ষ্য দেবে না ধারণার বশবর্তী হয়ে তোমরা তাদের কাছে কিছু গোপন করতে না। তবে তোমাদের ধারণা ছিল যে, তোমরা যা কর তার অনেক কিছুই আল্লাহ জানেন না।

209-210. ৪১:২৭-২৮- আমি অবশ্যই কাফেরদেরকে কঠিন আযাব আস্বাদন করাব এবং আমি অবশ্যই তাদেরকে তাদের মন্দ ও হীন কাজের প্রতিফল দেব। **এটা আল্লাহর শত্রুদের শাস্তি-জাহান্নাম। তাতে তাদের জন্যে রয়েছে স্থায়ী আবাস, আমার আয়াতসমূহ অস্বীকার করার প্রতিফলস্বরূপ।**

211. ৪১:৫০- বিপদাপদ স্পর্শ করার পর আমি যদি তাকে আমার অনুগ্রহ আস্বাদন করাই, তখন সে বলতে থাকে, এটা যে আমার যোগ্য প্রাপ্য; আমি মনে করি না যে, কেয়ামত সংঘটিত হবে। আমি যদি আমার পালনকর্তার কাছে ফিরে যাই, তবে অবশ্যই তার কাছে আমার জন্য কল্যাণ রয়েছে। অতএব, আমি কাফেরদেরকে তাদের কর্ম সম্পর্কে অবশ্যই অবহিত করব এবং তাদেরকে অবশ্যই আস্বাদন করাব কঠিন শাস্তি।

212. ৪২:৩৫– **যারা আমার ক্ষমতা সম্পর্কে বিতর্ক করে, তারা যেন জানে যে, তাদের কোন পলায়নের জায়গা নেই।**

213-214. 88:১০-১১- অতএব আপনি সেই দিনের অপেক্ষা করুন, যখন আকাশ ধূয়ায় ছেয়ে যাবে। যা মানুষকে ঘিরে ফেলবে। এটা যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।

215. ৪৪:১৬ -যেদিন আমি প্রবলভাবে ধৃত করব, সেদিন পুরোপুরি প্রতিশোধ গ্রহণ করবই।

216-219. ৪৪:৪৩-৪৫- **নিশ্চয় যাক্কুম বৃক্ষ, পাপীর খাদ্য হবে; গলিত তাম্রের মত পেটে ফুটতে থাকবে।**

220-222. ৪৫:৯-১১- যখন সে আমার কোন আয়াত অবগত হয়, তখন তাকে ঠাট্টারূপে গ্রহণ করে। এদের জন্যই রয়েছে লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি। তাদের সামনে রয়েছে জাহান্নাম। তারা যা উপার্জন করেছে, তা তাদের কোন কাজে আসবে না, তারা আল্লাহর পরিবর্তে যাদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করেছে তারাও নয়। তাদের জন্যে রয়েছে মহাশাস্তি। এটা সৎপথ প্রদর্শন, আর **যারা তাদের পালনকর্তার আয়াতসমূহ অস্বীকার করে, তাদের জন্যে রয়েছে কঠোর যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।**

223-224. ৪৫:৩৪-৩৫- বলা হবে, আজ আমি তোমাদেরকে ভুলে যাব, যেমন তোমরা এ দিনের সাক্ষাৎকে ভুলে গিয়েছিলে। তোমাদের আবাসস্থল জাহান্নাম এবং তোমাদের সাহায্যকারী নেই। এটা এজন্যে যে, তোমরা আল্লাহর আয়াতসমূহকে ঠাট্টারূপে গ্রহণ করেছিলে এবং পার্থিব জীবন তোমাদেরকে প্রতারিত করেছিল। সুতরাং আজ তাদেরকে জাহান্নাম থেকে বের করা হবে না এবং তাদের কাছে তওবা চাওয়া হবে না।

225. ৪৬:২০- যেদিন কাফেরদেরকে জাহান্নামের কাছে উপস্থিত করা হবে সেদিন বলা হবে, তোমরা তোমাদের সুখ পার্থিব জীবনেই নিঃশেষ করেছ এবং সেগুলো ভোগ করেছ সুতরাং আজ তোমাদেরকে অপমানকর আযাবের শাস্তি দেয়া হবে; কারণ, তোমরা পৃথিবীতে অন্যায় ভাবে অহংকার করতে এবং তোমরা পাপাচার করতে।

226. ৪৬:৩৪- যেদিন কাফেরদেরকে জাহান্নামের সামনে পেশ করা হবে, সেদিন বলা হবে, এটা কি সত্য নয়? তারা বলবে, হ্যাঁ আমাদের পালনকর্তার শপথ। আল্লাহ বলবেন, আযাব আস্বাদন কর। কারণ, তোমরা কুফরী করতে।

227-229. ৫০:১২-১৪- তাদের পূর্বে মিথ্যাবাদী বলেছে নূহের সম্প্রদায়, কুপবাসীরা এবং সামুদ সম্প্রদায়। - আদ, ফেরাউন, ও লূতের সম্প্রদায়, বনবাসীরা এবং তোব্বা সম্প্রদায়। প্রত্যেকেই রসূলগণকে মিথ্যা বলেছে, অতঃপর আমার শাস্তির যোগ্য হয়েছে।

230. ৫০:২৬- যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে অন্য উপাস্য গ্রহণ করত, তাকে তোমরা কঠিন শাস্তিতে নিক্ষেপ কর।

231. ৫০:৩০– **যেদিন আমি জাহান্নামকে জিজ্ঞাসা করব; তুমি কি পূর্ণ হয়ে গেছ? সে বলবেঃ আরও আছে কি?**

232. ৫০:৩৬- আমি তাদের পূর্বে বহু সম্প্রদায়কে ধ্বংস করেছি, তারা এদের অপেক্ষা অধিক শক্তিশালী ছিল এবং দেশে-বিদেশে বিচরণ করে ফিরত। তাদের কোন পলায়ন স্থান ছিল না।

233-234. ৫২:৭-৮- আপনার পালনকর্তার শাস্তি অবশ্যম্ভাবী, তা কেউ প্রতিরোধ করতে পারবে না।

235. ৫২:৪৫- তাদেরকে ছেড়ে দিন সেদিন পর্যন্ত, যেদিন তাদের উপর বজ্রাঘাত পতিত হবে।

236. ৫৪:৪৮ -**যেদিন তাদেরকে মুখ হিঁচড়ে টেনে নেয়া হবে জাহান্নামে, বলা হবেঃ অগ্নির খাদ্য আস্বাদন কর।**

237-240. ৫৬:৪১-৪৪- বামপার্শ্বস্থ লোক, কত না হতভাগা তারা। তারা থাকবে প্রখর বাষ্পে এবং উত্তপ্ত পানিতে, এবং ধুম্রকুঞ্জের ছায়ায়। যা শীতল নয় এবং আরামদায়কও নয়।

241-246. ৫৬:৫১-৫৬- অতঃপর হে পথভ্রষ্ট, মিথ্যারোপকারীগণ। **তোমরা অবশ্যই ভক্ষণ করবে যাক্কুম বৃক্ষ থেকে, অতঃপর তা দ্বারা উদর পূর্ণ করবে, অতঃপর তার উপর পান করবে উত্তপ্ত পানি।** পান করবে পিপাসিত উটের ন্যায়। কেয়ামতের দিন এটাই হবে তাদের আপ্যায়ন।

247-249. ৫৬:৯২-৯৪- আর যদি সে পথভ্রষ্ট মিথ্যারোপকারীদের একজন হয়, তবে **তার আপ্যায়ন হবে উত্তপ্ত পানি দ্বারা। এবং সে নিক্ষিপ্ত হবে অগ্নিতে।**

250-252. ৬৭:৬-৮- **যারা তাদের পালনকর্তাকে অস্বীকার করেছে তাদের জন্যে রয়েছে জাহান্নামের শাস্তি।** সেটা কতই না নিকৃষ্ট স্থান।যখন তারা তথায় নিক্ষিপ্ত হবে, তখন তার উৎক্ষিপ্ত গর্জন শুনতে পাবে। ক্রোধে জাহান্নাম যেন ফেটে পড়বে। যখনই তাতে কোন সম্প্রদায় নিক্ষিপ্ত হবে তখন তাদেরকে তার সিপাহীরা জিজ্ঞাসা করবে। তোমাদের কাছে কি কোন সতর্ককারী আগমন করেনি?

253-255. ৬৭:১৬-১৮- তোমরা কি ভাবনামুক্ত হয়ে গেছ যে, আকাশে যিনি আছেন তিনি তোমাদেরকে ভূগর্ভে বিলীন করে দেবেন, অতঃপর তা কাঁপতে থাকবে। না তোমরা নিশ্চিন্ত হয়ে গেছ যে, আকাশে যিনি আছেন, তিনি তোমাদের উপর প্রস্তর বৃষ্টি

বর্ষণ করবেন, অতঃপর তোমরা জানতে পারবে কেমন ছিল আমার সতর্কবাণী। তাদের পূর্ববর্তীরা মিথ্যারোপ করেছিল, অতঃপর কত কঠোর হয়েছিল আমার অস্বীকৃতি।

256-273. ৬৮:১৬-৩৩- আমি তার নাসিকা দাগিয়ে দিব। আমি তাদেরকে পরীক্ষা করেছি, যেমন পরীক্ষা করেছি উদ্যানওয়ালাদের, যখন তারা শপথ করেছিল যে, সকালে বাগানের ফল আহরণ করবে, ইনশাআল্লাহ না বলে। অতঃপর আপনার পালনকর্তার পক্ষ থেকে বাগানে এক বিপদ এসে পতিত হলো। যখন তারা নিদ্রিত ছিল। ফলে সকাল পর্যন্ত হয়ে গেল ছিন্ন বিচ্ছিন্ন তৃণসম। সকালে তারা একে অপরকে ডেকে বলল, তোমরা যদি ফল আহরণ করতে চাও, তবে সকাল সকাল ক্ষেতে চল।অতঃপর তারা চলল ফিসফিস করে কথা বলতে বলতে, অদ্য যেন কোন মিসকীন ব্যক্তি তোমাদের কাছে বাগানে প্রবেশ করতে না পারে। তারা সকালে লাফিয়ে লাফিয়ে সজোরে রওয়ানা হল। অতঃপর যখন তারা বাগান দেখল, তখন বললঃ আমরা তো পথ ভূলে গেছি। বরং আমরা তো কপালপোড়া, তাদের উত্তম ব্যক্তি বললঃ আমি কি তোমাদেরকে বলিনি? এখনও তোমরা আল্লাহ তা'আলার পবিত্রতা বর্ণনা করছো না কেন? তারা বললঃ আমরা আমাদের পালনকর্তার পবিত্রতা ঘোষণা করছি, নিশ্চিতই আমরা সীমালংঘনকারী ছিলাম। অতঃপর তারা একে অপরকে ভৎর্সনা করতে লাগল। তারা বললঃ হায়! দুর্ভোগ আমাদের আমরা ছিলাম সীমাতিক্রমকারী। সম্ভবতঃ আমাদের পালনকর্তা পরিবর্তে এর চাইতে উত্তম বাগান আমাদেরকে দিবেন। আমরা আমাদের পালনকর্তার কাছে আশাবাদী। শাস্তি এভাবেই আসে এবং পরকালের শাস্তি আরও গুরুতর; যদি তারা জানত!

>>>'ইনশা-আল্লাহ' না বলে কাজ শুরু করার শাস্তির বর্ণনা ও হুমকি!

274-277. ৬৮:৪২-৪৫- গোছা পর্যন্ত পা খোলার দিনের কথা স্মরণ কর, সেদিন তাদেরকে সেজদা করতে আহবান জানানো হবে, অতঃপর তারা সক্ষম হবে না। তাদের

দৃষ্টি অবনত থাকবে; তারা লাঞ্ছনাগ্রস্ত হবে, অথচ যখন তারা সুস্থ ও স্বাভাবিক অবস্থায় ছিল, তখন তাদেরকে সেজদা করতে আহবান জানানো হত। **অতএব, যারা এই কালামকে মিথ্যা বলে, তাদেরকে আমার হাতে ছেড়ে দিন, আমি এমন ধীরে ধীরে তাদেরকে জাহান্নামের দিকে নিয়ে যাব যে, তারা জানতে পারবে না।** আমি তাদেরকে সময় দেই। নিশ্চয় আমার কৌশল মজবুত।

278-285. ৬৯:৩০-৩৭- -ফেরেশতাদেরকে বলা হবেঃ ধর একে গলায় বেড়ি পড়িয়ে দাও, অতঃপর নিক্ষেপ কর জাহান্নামে। অতঃপর তাকে শৃঙ্খলিত কর সত্তর গজ দীর্ঘ এক শিকলে। নিশ্চয় সে মহান আল্লাহতে বিশ্বাসী ছিল না। এবং মিসকীনকে আহার্য দিতে উৎসাহিত করত না। অতএব, আজকের দিন এখানে তার কোন সুহৃদ নাই। এবং **কোন খাদ্য নাই, ক্ষত-নিঃসৃত পুঁজ ব্যতীত।** গোনাহগার ব্যতীত কেউ এটা খাবে না।

>>> বীভৎসতার চূড়ান্ত! নি:সন্দেহে কুরানের যাবতীয় বাণী মুহাম্মদের। তাঁরই চিন্তা ও মানসিকতার বহিঃপ্রকাশ!

286. ৭২:২৩- কিন্তু আল্লাহ তা'আলার বাণী পৌছানো ও তাঁর পয়গাম প্রচার করাই আমার কাজ। **যে আল্লাহ ও তাঁর রসূলকে অমান্য করে, তার জন্যে রয়েছে জাহান্নামের অগ্নি।** তথায় তারা চিরকাল থাকবে।

287-288. ৭৩:১২-১৩- নিশ্চয় আমার কাছে আছে শিকল ও অগ্নিকুন্ড। গলগ্রহ হয়ে যায় এমন খাদ্য এবং যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।

289-293. ৭৪:১৬-২০- কখনই নয়! সে আমার নিদর্শনসমূহের বিরুদ্ধাচরণকারী। আমি সত্ত্বরই তাকে শাস্তির পাহাড়ে আরোহণ করাব। সে চিন্তা করেছে এবং মনঃস্থির করেছে,

ধ্বংস হোক সে, কিরূপে সে মনঃস্থির করেছে! আবার ধ্বংস হোক সে, কিরূপে সে মনঃস্থির করেছে!

294-297. ৭৪:২৬-২৯- আমি তাকে দাখিল করব অগ্নিতে। আপনি কি বুঝলেন অগ্নি কি? এটা অক্ষত রাখবে না এবং ছাড়বেও না। মানুষকে দগ্ধ করবে।

298. ৭৬:৪ -আমি অবিশ্বাসীদের জন্যে প্রস্তুত রেখেছি শিকল, বেড়ি ও প্রজ্বলিত অগ্নি।

299-304. ৭৮:২১-২৬- নিশ্চয় জাহান্নাম প্রতীক্ষায় থাকবে, সীমালংঘনকারীদের আশ্রয়স্থলরূপে। তারা তথায় শতাব্দীর পর শতাব্দী অবস্থান করবে। **তথায় তারা কোন শীতল এবং পানীয় আস্বাদন করবে না; কিন্তু ফুটন্ত পানি ও পূঁজ পাবে।** পরিপূর্ণ প্রতিফল হিসেবে।

305. ৮৪:২৪- অতএব, তাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির সুসংবাদ দিন।

306-307. ৮৭:১২-১৩- সে মহা-অগ্নিতে প্রবেশ করবে। অতঃপর সেখানে সে মরবেও না, জীবিতও থাকবে না।

308-312. ৮৮:২-৭- অনেক মুখমন্ডল সেদিন হবে লাঞ্ছিত, ক্লিষ্ট, ক্লান্ত। তারা জ্বলন্ত আগুনে পতিত হবে। **তাদেরকে ফুটন্ত নহর থেকে পান করানো হবে। কন্টকপূর্ণ ঝাড় ব্যতীত তাদের জন্যে কোন খাদ্য নেই।** এটা তাদেরকে পুষ্ট করবে না এবং ক্ষুধায়ও উপকার করবে না।

313. ৯৬:১৫– (আবু জেহেল কে) -**কখনই নয়, যদি সে বিরত না হয়, তবে আমি মস্তকের সামনের কেশগুচ্ছ ধরে হেঁচড়াবই**-

314-319. ১০৪:৪-৯- কখনও না, সে অবশ্যই নিক্ষিপ্ত হবে পিষ্টকারীর মধ্যে। আপনি কি জানেন, পিষ্টকারী কি? এটা আল্লাহর প্রজ্জ্বলিত অগ্নি, যা হৃদয় পর্যন্ত পৌছবে। এতে তাদেরকে বেঁধে দেয়া হবে, লম্বা লম্বা খুঁটিতে।

অসম্মান, দোষারোপ ও তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য:

320. ৬:২১- আর যে, আল্লাহ্র প্রতি অপবাদ আরোপ করে অথবা তাঁর নিদর্শনাবলীকে মিথ্যা বলে, তার চাইতে বড় জালেম কে? নিশ্চয় **জালেমরা** সফলকাম হবে না|

321. ৬:২৮- এবং তারা ইতি পূর্বে যা গোপন করত, তা তাদের সামনে প্রকাশ হয়ে পড়েছে| যদি তারা পুন: প্রেরিত হয়, তবুও তাই করবে, যা তাদেরকে নিষেধ করা হয়েছিল| **নিশ্চয় তারা মিথ্যাবাদী|**

322. ৬:৩৩- আমার জানা আছে যে, তাদের উক্তি আপনাকে দু:খিত করে| অতএব, তারা আপনাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে না, বরং **জালেমরা** আল্লাহ্ নিদর্শনাবলীকে অস্বীকার করে|

323. ৬:৩৯- যারা আমার নিদর্শনসমূহকে মিথ্যা বলে, তারা অন্ধকারের মধ্যে **মূক ও বধির**| আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা পথভ্রষ্ট করেন এবং যাকে ইচ্ছা সরল পথে পরিচালিত করেন|

324. ৬:৪৫ -অত:পর **জালেমদের** মূল শিকড় কর্তিত হল| সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্ই জন্যে, যিনি বিশ্বজগতের পালনকর্তা|

325. ৬:৫৮- আপনি বলে দিন: যদি আমার কাছে তা থাকত, যা তোমরা শীঘ্র দাবী করছ, তবে আমার ও তোমাদের পারস্পরিক বিবাদ কবেই চুকে যেত| আল্লাহ **জালেমদের** সম্পর্কে যথেষ্ট পরিমাণে অবহিত|

326. ৬:৯৩- ঐ ব্যক্তির চাইতে **বড় জালেম** কে হবে, যে আল্লাহ্ প্রতি মিথ্যা আরোপ করে অথবা বলে: আমার প্রতি ওহী অবতীর্ণ হয়েছে| অথচ তার প্রতি কোন ওহী আসেনি এবং যে দাবী করে যে, আমিও নাযিল করে দেখাচ্ছি যেমন আল্লাহ্ নাযিল করেছেন| যদি আপনি দেখেন যখন জালেমরা মৃত্যু যন্ত্রণায় থাকে এবং ফেরেশতারা স্বীয় হস্ত প্রসারিত করে বলে, বের কর স্বীয় আত্মা! অদ্য তোমাদেরকে অবমাননাকর শাস্তি প্রদান করা হবে| কারণ, তোমরা আল্লাহ্র উপর অসত্য বলতে এবং তাঁর আয়াত সমূহ থেকে অহংকার করতে|

327. ৬:১১১- আমি যদি তাদের কাছে ফেরেশতাদেরকে অবতারণ করতাম এবং তাদের সাথে মৃতরা কথাবার্তা বলত এবং আমি সব বস্তুকে তাদের সামনে জীবিত করে দিতাম, তথাপি তারা কখনও বিশ্বাস স্থাপনকারী নয়; কিন্তু যদি আল্লাহ্ চান| **কিন্তু তাদের অধিকাংশই মুর্খ|**

328. ৬:১৩৫- আপনি বলে দিন: হে আমার সম্প্রদায়, তোমরা স্বস্থানে কাজ করে যাও, আমিও কাজ করি| অচিরেই জানতে পারবে যে, পরিণাম গৃহ কে লাভ করে| নিশ্চয় **জালেমরা** সুফলপ্রাপ্ত হবে না|

329. ৭:১৭৬- অবশ্য আমি ইচ্ছা করলে তার মর্যাদা বাড়িয়ে দিতাম সে সকল নিদর্শনসমূহের দৌলতে| কিন্তু সে যে অধ:পতিত এবং নিজের রিপুর অনুগামী হয়ে রইল| সুতরাং **তার অবস্থা হল কুকুরের মত;** যদি তাকে তাড়া কর তবুও হাঁপাবে আর

যদি ছেড়ে দাও তবুও হাঁপাবে| এ হল সেসব লোকের উদাহরণ; যারা মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে আমার নিদর্শনসমূহকে| অতএব, আপনি বিবৃত করুন এসব কাহিনী, যাতে তারা চিন্তা করে|

330. ৭:১৭৯- আর আমি সৃষ্টি করেছি দোযখের জন্য বহু জ্বিন ও মানুষ| তাদের অন্তর রয়েছে, তার দ্বারা বিবেচনা করে না, তাদের চোখ রয়েছে, তার দ্বারা দেখে না, আর তাদের কান রয়েছে, তার দ্বারা শোনে না| **তারা চতুষ্পদ জন্তুর মত**; বরং তাদের চেয়েও নিকৃষ্টতর| তারাই হল গাফেল, শৈথিল্য পরায়ণ|

331. ৭:২০২- পক্ষান্তরে যারা **শয়তানের ভাই**, তাদেরকে সে ক্রমাগত পথভ্রষ্ট তার দিকে নিয়ে যায় অত:পর তাতে কোন কমতি করে না|

332. ১০:৪২- তাদের কেউ কেউ কান রাখে তোমাদের প্রতি; তুমি **বধিরদেরকে** কি শোনাবে যদি তাদের বিবেক-বুদ্ধি না থাকে!

333. ১০:৪৩- আবার তাদের মধ্যে কেউ কেউ তোমাদের প্রতি দৃষ্টিনিবদ্ধ রাখে; তুমি **অন্ধদেরকে** কি পথ দেখাবে যদি তারা মোটেও দেখতে না পারে।

334. ২৫:৪৪– আপনি কি মনে করেন যে, তাদের অধিকাংশ শোনে অথবা বোঝে ? তারা তো **চতুস্পদ জন্তুর মত;** বরং আরও পথভ্রান্ত

335. ২৮:৫০- অতঃপর তারা যদি আপনার কথায় সাড়া না দেয়, তবে জানবেন, তারা শুধু নিজের প্রবৃত্তির অনুসরণ করে। আল্লাহর হেদায়েতের পরিবর্তে যে ব্যক্তি নিজ

প্রবৃত্তির অনুসরণ করে, তার চাইতে অধিক পথভ্রষ্ট আর কে? নিশ্চয় আল্লাহ **জালেম সম্প্রদায়কে** পথ দেখান না।

336. ২৯:১২– কাফেররা মুমিনদেরকে বলে, আমাদের পথ অনুসরণ কর। আমরা তোমাদের পাপভার বহন করব। অথচ তারা পাপভার কিছুতেই বহন করবে না। **নিশ্চয় তারা মিথ্যাবাদী।**

337. ৩০:৫২- অতএব, আপনি **মৃতদেরকে** শোনাতে পারবেন না এবং **বধিরকেও** আহবান শোনাতে পারবেন না, যখন তারা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে।

338. ৩০:৫৩- আপনি **অন্ধদেরও** তাদের পথভ্রষ্টতা থেকে পথ দেখাতে পারবেন না। আপনি কেবল তাদেরই শোনাতে পারবেন, যারা আমার আয়াতসমূহে বিশ্বাস করে। কারন তারা মুসলমান।

339. ৩২:২২ -যে ব্যক্তিকে তার পালনকর্তার আয়াতসমূহ দ্বারা উপদেশ দান করা হয়, অতঃপর সে তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়, তার চেয়ে **যালেম** আর কে? আমি অপরাধীদেরকে শাস্তি দেব।

340. ৩৯:৬৪-৬৭- বলুন, হে **মুর্খরা**, তোমরা কি আমাকে আল্লাহ ব্যতীত অন্যের এবাদত করতে আদেশ করছ?

341-345. ১১১:১-৫- **আবু লাহাবের হস্তদ্বয় ধ্বংস হোক এবং ধ্বংস হোক সে নিজে**, কোন কাজে আসেনি তার ধন-সম্পদ ও যা সে উপার্জন করেছে। সত্বরই সে প্রবেশ

করবে লেলিহান অগ্নিতে, এবং তার স্ত্রীও-যে ইন্ধন বহন করে, তার গলদেশে খর্জুরের রশি নিয়ে।

>>>মুহাম্মদ তাঁর নিজেরই চাচা-চাচীকে শুধু নিজেই অভিশাপ দিয়ে ক্ষান্ত হননি! তাঁর অনুসারীদের দ্বারা তাঁদেরকে কিয়ামত পর্যন্ত অভিশাপ বর্ষণের ব্যবস্থা করেছেন!

এ সকল বাণী মুহাম্মদের চরিত্র ও মনস্তত্ত্বের দলিল। কুরানের সমস্ত ভাষ্য মুহাম্মদের। স্রষ্টার (যদি থাকে) সাথে এর কোনই সম্পর্ক নেই। বলা হয়, ‘যে মুহাম্মদকে জানে সে ইসলাম জানে, যে মুহাম্মদকে জানে না সে ইসলাম জানে না’!

[কুরানের উদ্ধৃতি সৌদি আরবের বাদশাহ ফাহাদ বিন আবদুল আজিজ (হারাম শরীফের খাদেম) কর্তৃক বিতরণকৃত বাংলা তরজমা থেকে নেয়া, অনুবাদে ত্রুটি-বিচ্যুতির দায় অনুবাদকারীর। কুরানের ছয়জন বিশিষ্ট ইংরেজি অনুবাদকারীর ও চৌত্রিশ-টি বিভিন্ন ভাষায় পাশাপাশি অনুবাদ এখানে]

২৭: মদিনায় মুহাম্মদ

হুমকি-শাসানী-ভীতি-অসম্মান ও দোষারোপ– দুই

ইসলামী পণ্ডিতদের সাথে সুর মিলিয়ে প্রায় সমস্ত ইসলাম বিশ্বাসী এবং কিছু অমুসলিম তথাকথিত বুদ্ধিজীবী লেখক, সাংবাদিক ও কলাম লেখক দাবি করেন যে, ইসলাম অন্যান্য ধর্মাম্বলীদের প্রতি অতীব সহনশীল। আর তা প্রমাণ করতে কারণে-অকারণে তাঁরা উদ্ধৃত করেন মক্কা ও প্রাথমিক মদিনা সময়ের অল্প কিছু গৎবাঁধা সহনশীল বাণী। যেমন:

- "দ্বীনের ব্যাপারে কোন জবরদস্তি বা বাধ্য-বাধকতা নেই (২:২৫৬)।"
- "এ কারণেই আমি বনী-ইসলাঈলের প্রতি লিখে দিয়েছি যে, যে কেউ প্রাণের বিনিময়ে প্রাণ অথবা পৃথিবীতে অনর্থ সৃষ্টি করা ছাড়া কাউকে হত্যা করে সে যেন সব মানুষকেই হত্যা করে। এবং যে কারও জীবন রক্ষা করে, সে যেন সবার জীবন রক্ষা করে (৫:৩২)।"
- "আপনাকে তাদের সংরক্ষক করিনি (৬:১০৭)।"
- "তুমি কি মানুষের উপর জবরদস্তী করবে ঈমান আনার জন্য? (১০:৯৯)"
- "তুমিতো শুধু সতর্ককারী মাত্র (১১:১২)।"
- "আপনি তাদের উপর জোরজবরকারী নন (৫০:৪৫)।"
- "যার ইচ্ছা, সে একে স্মরণ করুক (৭৪:৫৫),--

- "আপনি তো কেবল একজন উপদেশদাতা, আপনি তাদের শাসক নন (৮৮:২১-২২)।"
- "তোমাদের ধর্ম তোমাদের জন্যে এবং আমার ধর্ম আমার জন্যে (১০৯:৬)"- ইত্যাদি।

কিন্তু তাঁরা ঘুণাক্ষরেও প্রকাশ করেন না যে, ইসলামের প্রাথমিক সংজ্ঞা অনুযায়ী - যে-ব্যক্তি বা জনগোষ্ঠী স্বঘোষিত আখেরি নবী হযরত মুহাম্মদের (সাঃ) ও তাঁর প্রচারিত বাণী ও মতবাদে (কুরান) বিশ্বাসী নয়, তাঁরাই বিপথগামী, লাঞ্ছিত, পথভ্রষ্ট এবং অনন্ত শাস্তির যোগ্য। এটা কি তাঁদের অজ্ঞতা? না কি প্রতারণা? কিসের প্রয়োজনে তাঁদের এই চতুরতা,তা বোঝা যায় অতি সহজেই। সাধারণ মানুষদের বোকা বানানোর প্রয়োজনেই তাদের তা করতে হয়েছে অতীতে, করতে হচ্ছে বর্তমানে এবং ভবিষ্যতেও তাঁদের তা করতে হবে। স্বঘোষিত আখেরি নবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) অত্যন্ত দ্ব্যর্থহীন ভাষায় অসংখ্যবার ঘোষণা করেছেন:

৬:১৫৭- **অত:পর সে ব্যক্তির চাইতে অধিক অনাচারী কে হবে, যে আল্লাহর আয়াত সমূহকে মিথ্যা বলে** –

৭:৩৬- **যারা আমার আয়াতসমূহকে মিথ্যা বলবে -- তারাই দোযখী এবং তথায় চিরকাল থাকবে|**

৭:১৪৭- বস্তুত: **যারা মিথ্যা জেনেছে আমার আয়াতসমূহকে** এবং আখেরাতের সাক্ষাতকে, তাদের যাবতীয় কাজকর্ম ধ্বংস হয়ে গেছে|

৯০:১৯-২০- 'আর **যারা আমার আয়াতসমূহ অস্বীকার করে** তারাই হতভাগা। তারা অগ্নি-পরিবেষ্টিত অবস্থায় বন্দী থাকবে।'

৩৪:৫- 'আর **যারা আমার আয়াত সমূহকে ব্যর্থ করার জন্য উঠে পড়ে লেগে যায়**, তাদের জন্যে রয়েছে যন্ত্রনাদায়ক শাস্তি।'

৪৫:১১- '- **যারা তাদের পালনকর্তার আয়াতসমূহ অস্বীকার করে**, তাদের জন্যে রয়েছে কঠোর যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।' - ইত্যাদি, ইত্যাদি, ইত্যাদি।

>>> সোজা ভাষায়, মুহাম্মদের প্রচারিত মতবাদে অবিশ্বাসী প্রতিটি মানুষই গুনাহগার, পথভ্রষ্ট, কাফির। সেই কাফিরদের উদ্দেশে বর্ণিত মুহাম্মদের অসংখ্য অমানবিক বাণী, হুমকি-শাসানী-ভীতি-অসম্মান ও দোষারোপের আংশিক আলোচনা আগের পর্বে (মক্কায় মুহাম্মদ) করা হয়েছে। ঐ বাণীগুলো সেই সময়ের [মক্কা ও প্রাথমিক মদিনা সময়ের] যখন মুহাম্মদের কোনো শক্তিই ছিল না তাঁর প্রতিপক্ষকে শায়েস্তা করার! সঙ্গত কারণেই তাঁর হুমকি-শাসানী-ভীতি-তাচ্ছিল্য ছিল পরোক্ষ! শুধু দু'-একটি (যেমন, ৭২:২৩) বাণী ছাড়া নিজেকে সে-মুহূর্তে তিনি সংযত রেখেছিলেন "শুধু আল্লাহ"-কে অবিশ্বাস করার পরিণতির সীমারেখায়। কিন্তু মদিনায় শক্তিমান মুহাম্মদের বাণীতে অনুরূপ পরোক্ষ হুমকির সাথে যোগ হয়েছে প্রত্যক্ষ হুমকি ও হত্যার নির্দেশ। সে নির্দেশ শুধু আল্লাহর বাণীকে অস্বীকারকারীদের উদ্দেশেই সীমাবদ্ধ থাকেনি। পরিবর্তিত হয়েছে "তাঁকে (মুহাম্মদ)" অমান্যকারীর বিরুদ্ধেও! মক্কা ও প্রাথমিক মদিনা সময়ের আপাত সহনশীল বাণীর অন্তরালে নিজেকে লুকানোর প্রয়োজন তখন আর তাঁর ছিল না! অবিশ্বাসীদের ওপর তাঁর কল্পিত আল্লাহর গজব তিনি দুনিয়াতেই প্রতিষ্ঠা করেছিলেন তাঁর বাণী ও কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে!

মদিনায় মুহাম্মদ (৬২২-৬৩২ সাল)

মুহাম্মদের সাথে সামান্যতম মতভেদ করার শাস্তি:

346-352. ৩৩:৬০-৬৬- মুনাফিকরা এবং যাদের অন্তরে রোগ আছে এবং মদীনায় গুজব রটনাকারীরা যদি বিরত না হয়, তবে আমি অবশ্যই তাদের বিরুদ্ধে আপনাকে

উত্তেজিত করব। অতঃপর এই শহরে আপনার প্রতিবেশী অল্পই থাকবে। **অভিশপ্ত অবস্থায় তাদেরকে যেখানেই পাওয়া যাবে, ধরা হবে এবং প্রাণে বধ করা হবে।** যারা পূর্বে অতীত হয়ে গেছে, তাদের ব্যাপারে এটাই ছিল আল্লাহর রীতি। আপনি আল্লাহর রীতিতে কখনও পরিবর্তন পাবেন না। নিশ্চয় আল্লাহ কাফেরদেরকে অভিসম্পাত করেছেন এবং তাদের জন্যে জ্বলন্ত অগ্নি প্রস্তুত রেখেছেন। - তথায় তারা অনন্তকাল থাকবে এবং কোন অভিভাবক ও সাহায্যকারী পাবে না। যেদিন অগ্নিতে তাদের মুখমন্ডল ওলট পালট করা হবে; সেদিন তারা বলবে, হায়। আমরা যদি আল্লাহর আনুগত্য করতাম ও রসূলের আনুগত্য করতাম।

353. ৫:৩৩- যারা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের সাথে সংগ্রাম করে এবং দেশে হাঙ্গামা সৃষ্টি করতে সচেষ্ট হয়, তাদের শাস্তি হচ্ছে এই যে, **তাদেরকে হত্যা করা হবে অথবা শূলীতে চড়ানো হবে অথবা তাদের হস্তপদসমূহ বিপরীত দিক থেকে কেটে দেয়া হবে অথবা দেশ থেকে বহিষ্কার করা হবে|** এটি হল তাদের জন্য পার্থিব লাঞ্ছনা আর পরকালে তাদের জন্যে রয়েছে কঠোর শাস্তি|

354-355. ৪:১৫০-১৫১ - **যারা আল্লাহ্ ও তার রসূলের প্রতি অস্বীকৃতি জ্ঞাপনকারী তদুপরি আল্লাহ্ ও রসূলের প্রতি বিশ্বাসে তারতম্য করতে চায়** আর বলে যে, আমরা কতককে বিশ্বাস করি কিন্তু কতককে প্রত্যাখ্যান করি এবং এরই মধ্যবর্তী কোন পথ অবলম্বন করতে চায়| প্রকৃতপক্ষে এরাই সত্য প্রত্যাখ্যাকারী। আর যারা সত্য প্রত্যাখ্যানকারী তাদের জন্য তৈরী করে রেখেছি অপমানজনক আযাব।

>>>আল্লাহ ও রসূলের যে কোন একজনকে শুধু অবিশ্বাসই নয়, তাদের মধ্যে সামান্য তারতম্য করলেই 'অনন্ত আযাব"। যার সরল অর্থ হলো ইসলামের বিধান মুতাবেক 'ইসলাম বিশ্বাসী ছাড়া' অন্যান্য সমস্ত বিশ্ববাসী দোজখে অনন্ত-অসীম শাস্তির যোগ্য।

356. ৪:৪২- সেদিন কামনা করবে সে সমস্ত লোক, যারা কাফের হয়েছিল এবং **রসূলের নাফরমানী করেছিল,** যেন যমীনের সাথে মিশে যায়|

357. ৯:৬১- **আর তাদের মধ্যে কেউ কেউ নবীকে ক্লেশ দেয়,** এবং বলে, এ লোকটি তো কানসর্বস্ব। আপনি বলে দিন, কান হলেও তোমাদেরই মঙ্গলের জন্য, আল্লাহর উপর বিশ্বাস রাখে এবং বিশ্বাস রাখে মুসলমানদের কথার উপর। বস্তুতঃ তোমাদের মধ্যে যারা ঈমানদার তাদের জন্য তিনি রহমতবিশেষ। আর **যারা আল্লাহর রসূলের প্রতি কুৎসা রটনা করে, তাদের জন্য রয়েছে বেদনাদায়ক আযাব।**

358-359. ৬৫:৮-৯- অনেক জনপদ **তাদের পালনকর্তা ও তাঁর রসূলগণের আদেশ** অমান্য করেছিল, অতঃপর আমি তাদেরকে কঠোর হিসাবে ধৃত করেছিলাম এবং তাদেরকে ভীষণ শাস্তি দিয়েছিলাম। অতঃপর তাদের কর্মের শাস্তি আস্বাদন করল এবং তাদের কর্মের পরিণাম ক্ষতিই ছিল।

360. ৫৮:৫- **যারা আল্লাহর তাঁর রসূলের বিরুদ্ধাচরণ করে,** তারা অপদস্থ হয়েছে, যেমন অপদস্থ হয়েছে তাদের পূর্ববর্তীরা। আমি সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ নাযিল করেছি। আর কাফেরদের জন্যে রয়েছে অপমানজনক শাস্তি।

361-365. ৫৮:১৬-২০- তারা তাদের শপথকে ঢাল করে রেখেছেন, অতঃপর তারা আল্লাহর পথ থেকে মানুষকে বাধা প্রদান করে। অতএব, তাদের জন্য রয়েছে অপমানজনক শাস্তি। - আল্লাহর কবল থেকে তাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি তাদেরকে মোটেই বাঁচাতে পারবেনা। তারাই জাহান্নামের অধিবাসী তথায় তারা চিরকাল থাকবে।- যেদিন আল্লাহ তাদের সকলকে পুনরুত্থিত করবেন। অতঃপর তারা আল্লাহর সামনে শপথ করবে, যেমন তোমাদের সামনে শপথ করে। তারা মনে করবে যে, তারা কিছু সৎপথে আছে। সাবধান, তারাই তো আসল মিথ্যাবাদী।- শয়তান তাদেরকে বশীভূত করে নিয়েছে, অতঃপর আল্লাহর স্মরণ ভুলিয়ে দিয়েছে। তারা শয়তানের দল।

সাবধান, শয়তানের দলই ক্ষতিগ্রস্ত।- **নিশ্চয় যারা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের বিরুদ্ধাচারণ করে, তারাই লাঞ্ছিতদের দলভূক্ত।**

366. ৪:১৪ - **যে কেউ আল্লাহ্ ও রসূলের অবাধ্যতা করে** এবং তার সীমা অতিক্রম করে তিনি তাকে আগুনে প্রবেশ করাবেন| সে সেখানে চিরকাল থাকবে| তার জন্যে রয়েছে অপমানজনক শাস্তি|

367. ৯:২- **অতঃপর তোমরা পরিভ্রমণ কর এ দেশে চার মাসকাল।** আর জেনে রেখো, তোমরা আল্লাহকে পরাভূত করতে পারবে না, আর নিশ্চয়ই আল্লাহ কাফেরদিগকে লাঞ্ছিত করে থাকেন।

368. ৯:৩- **আর মহান হজ্বের দিনে** আল্লাহ ও তাঁর রসূলের পক্ষ থেকে লোকদের প্রতি ঘোষণা করে দেয়া হচ্ছে যে, আল্লাহ মুশরেকদের থেকে দায়িত্ব মুক্ত এবং তাঁর রসূলও। অবশ্য যদি তোমরা তওবা কর, তবে তা, তোমাদের জন্যেও কল্যাণকর, আর যদি মুখ ফেরাও, তবে জেনে রেখো, আল্লাহকে তোমরা পরাভূত করতে পারবে না। **আর কাফেরদেরকে মর্মান্তিক শাস্তির সুসংবাদ দাও।**

369. ৯:২৯- **তোমরা যুদ্ধ কর আহলে-কিতাবের ঐ লোকদের সাথে**, যারা আল্লাহ ও রোজ হাশরে ঈমান রাখে না, আল্লাহ ও তাঁর রসূল যা হারাম করে দিয়েছেন তা হারাম করে না এবং গ্রহণ করে না সত্য ধর্ম, **যতক্ষণ না করজোড়ে তারা জিযিয়া প্রদান করে।**

370. ৯:৫২- আপনি বলুন, তোমরা তো তোমাদের জন্যে দুটি কল্যাণের একটি প্রত্যাশা কর; আর আমরা প্রত্যাশায় আছি তোমাদের জন্যে যে, **আল্লাহ তোমাদের আযাব দান করুন নিজের পক্ষ থেকে অথবা আমাদের হস্তে।** সুতরাং তোমরা অপেক্ষা কর, আমরাও তোমাদের সাথে অপেক্ষমাণ।

>>> পাঠক, আবারও মনোযোগের সাথে খেয়াল করুন! বিফল ও অক্ষম মুহাম্মদের মক্কার আপাত সহনশীল বাণী, "আপনি তাদের উপর জোরজবরকারী নন (৫০:৪৫)। আপনি তো কেবল একজন উপদেশদাতা, আপনি তাদের শাসক নন (৮৮:২১-২২)" - ইত্যাদি ছিল মুহাম্মদের মক্কা-জীবনে। যখন তার বাহুবল ও জনবলের কোনোটাই ছিল না তার নিজেরই আত্মীয়, পরিবার-পরিজন ও মক্কাবাসীদের সাথে যুদ্ধ করার। সে সময় অবিশ্বাসীদের শাস্তি আল্লাহর উপর (মৃত্যু-পরবর্তী দোযখ) ছেড়ে দেয়া ছাড়া মুহাম্মদের গত্যন্তর ছিল না। সেখানেও তিনি পরোক্ষ হুমকি-শাসানী-তাচ্ছিল্য কোন কিছুই বাদ রাখেন নাই। ঐ সব আপাত সহনশীল ও শান্তির বাণী কর্পুরের মত উধাও হয়ে মদিনায় সফল ও শক্তিমান মুহাম্মদের আসল চেহারায় আত্ম-প্রকাশ! মদিনায় মুহাম্মদের শক্তিবৃদ্ধির সাথে সাথে অমুসলিমদের ও তাঁর বিরুদ্ধবাদীদের প্রতি কঠিন থেকে কঠিনতর প্রত্যক্ষ হুমকি ও হত্যার নির্দেশ! দোযখের হুমকির সাথে সাথে তিনি এবং তার অনুসারীরা দুনিয়াতেই সে 'শাস্তি' প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা রেখেছেন **['আমাদের হস্তে' (৯:৫২)]**! আল্লাহর আযাব অনিশ্চিত বিশ্বাস মাত্র, আর অমুসলিমদের উপর মুহাম্মদ ও তার অনুসারীদের আযাব বাস্তব। পরবর্তীতে মদিনায় নাযিলকৃত এসব কঠিন থেকে কঠিন-তম মুহাম্মদী আদেশ ও নিষেধ মুহাম্মদের মক্কা ও প্রাথমিক মদিনা জীবনে নাযিলকৃত আপাত সহনশীল আদেশ ও নিষেধকে বাতিল (Abrogate) করে দিয়েছে। ইসলামী পরিভাষায় যা আল-নাসিক ওয়া আল-মানসুক (Al-Nasikh wa al-Mansukh) নামে অবিহিত। মুহাম্মদের সর্বশেষ বাণী হল এই সুরা তওবার আদেশ ও নিষেধ। যেখানে তিনি ঘোষনা করছেন যে **"মুশরিকদের (Polytheist) জন্য ইসলাম গ্রহনই বাঁচার একমাত্র উপায়" (৯:৫)। আর আহলে কিতাবদের (ইহুদি ও খ্রিষ্টান) প্রাণ রক্ষার জন্য বিশেষ ছাড় এই যে তাঁদের জন্য ইসলাম গ্রহণ ছাড়াও আরও একটি পথ খোলা আছে! আর সেই বিশেষ পথটি হলো, মুহাম্মদ/তাঁর অনুসারীদের বশ্যতা স্বীকার করে "অবনত মস্তকে করজোড়ে" যিযিয়া প্রদান (৯:২৯)!** এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করবো "ত্রাস-হত্যা-হামলা পর্বে"]।

সুতরাং, জিহাদিরা কেন মানুষ খুন করে তা অতি সহজেই বোঝা যায় কুরান-সিরাত-হাদিসের পর্যালোচনায়। নিঃসন্দেহে এই জিহাদিরাই আখেরি নবীর শিক্ষা-আদেশ ও নির্দেশ সহিভাবে পালনের চেষ্টা করছে। আর তথাকথিত মডারেট ইসলামী পণ্ডিতরা যেখানে যেমন সেখানে তেমন কুরানের অপব্যাখ্যা করে যুগে যুগে সাধারণ মুসলমানদের বিভ্রান্ত করে এসেছে। এই জিহাদিরা যখন যেখানেই "ইসলামী শাসন প্রতিষ্ঠা করেছে", এই ইসলামবাজরা রং পরিবর্তন করে সুর পাল্টে তাদের সাথে একযোগে কাজ করেছে। এটা ইতিহাসের শিক্ষা। **ইসলামে কোনো কোমল (Mild), মডারেট অথবা মৌলবাদী শ্রেণীবিভাগ নেই। ইসলাম একটিই! আর তা হলো "মুহাম্মদের ইসলাম"! বাকি সবই "ইসলামী রাজনীতি";** কিন্তু পৃথিবীতে বহু ধরনের মুসলমান আছে। তথাকথিত মডারেট মুসলমান তাদেরকেই বলা হয় যারা জ্ঞাতসারে, কিংবা প্রতারণার আশ্রয়ে (তাকিয়া) কিংবা অজ্ঞতাবশত ইসলামের এ সব সহি অমানবিক ও কদর্য আদেশ পরিহার করে নিজস্ব বুদ্ধি-বিচার-বিবেকের মাধ্যমে মানবিকতার চর্চা করেন। তারা সহি ইসলামের অনুসারী নন!

নবীর স্ত্রীদের ওপর "ঐশী" হুমকী:

371-373. ৬৬:৩-৫- যখন নবী তাঁর একজন স্ত্রীর কাছে একটি কথা গোপনে বললেন, অতঃপর স্ত্রী যখন তা বলে দিল এবং আল্লাহ নবীকে তা জানিয়ে দিলেন, তখন নবী সে বিষয়ে স্ত্রীকে কিছু বললেন এবং কিছু বললেন না। নবী যখন তা স্ত্রীকে বললেন, তখন স্ত্রী বললেনঃ কে আপনাকে এ সম্পর্কে অবহিত করল? নবী বললেন,: যিনি সর্বজ্ঞ, ওয়াকিফহাল, তিনি আমাকে অবহিত করেছেন। - তোমাদের অন্তর অন্যায়ের দিকে ঝুঁকে পড়েছে বলে যদি তোমরা উভয়ে তওবা কর, তবে ভাল কথা। আর যদি নবীর বিরুদ্ধে একে অপরকে সাহায্য কর, তবে জেনে রেখ আল্লাহ জিবরাঈল এবং সৎকর্মপরায়ণ মুমিনগণ তাঁর সহায়। উপরন্তুত ফেরেশতাগণও তাঁর সাহায্যকারী। - **যদি নবী তোমাদের সকলকে পরিত্যাগ করেন, তবে সম্ভবতঃ তাঁর পালনকর্তা তাঁকে পরিবর্তে দিবেন তোমাদের চাইতে উত্তম স্ত্রী, যারা হবে আজ্ঞাবহ, ঈমানদার, নামাযী**

তওবাকারিণী, এবাদতকারিণী, রোযাদার, অকুমারী ও কুমারী। মুমিনগণ, তোমরা নিজেদেরকে এবং তোমাদের পরিবার-পরিজনকে সেই অগ্নি থেকে রক্ষা কর, যার ইন্ধন হবে মানুষ ও প্রস্তর, যাতে নিয়োজিত আছে পাষাণ হৃদয়, কঠোরস্বভাব ফেরেশতাগণ। তারা আল্লাহ তা'আলা যা আদেশ করেন, তা অমান্য করে না এবং যা করতে আদেশ করা হয়, তাই করে।

অমুসলিমদের বন্ধু হিসাবে গ্রহণ না করার ঐশী নির্দেশ

374. ৫:৫১- **হে মুমিণগণ! তোমরা ইহুদী ও খ্রীষ্টানদেরকে বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করো না| তারা একে অপরের বন্ধু| তোমাদের মধ্যে যে তাদের সাথে বন্ধুত্ব করবে, সে তাদেরই অন্তর্ভুক্ত|** আল্লাহ্ জালেমদেরকে পথ প্রদর্শন করেন না|

375-376. ৯:১৬-১৭- তোমরা কি মনে কর যে, তোমাদের ছেড়ে দেয়া হবে এমনি, **যতক্ষণ না আল্লাহ জেনে নেবেন তোমাদের কে যুদ্ধ করেছে এবং কে আল্লাহ, তাঁর রসূল ও মুসলমানদের ব্যতীত অন্য কাউকে অন্তরঙ্গ বন্ধুরূপে গ্রহণ করা থেকে বিরত রয়েছে।** মুশরিকরা যোগ্যতা রাখে না আল্লাহর মসজিদ আবাদ করার, যখন তারা নিজেরাই নিজেদের কুফরীর স্বীকৃতি দিচ্ছে। এদের আমল বরবাদ হবে এবং এরা আগুনে স্থায়ীভাবে বসবাস করবে।

377-380. ৪:১৩৭-১৪০- **আল্লাহ্ তাদেরকে না কখনও ক্ষমা করবেন, না পথ দেখাবেন| তাদের জন্য নির্ধারিত রয়েছে বেদনাদায়ক আযাব| যারা মুসলমানদের বর্জন করে কাফেরদেরকে নিজেদের বন্ধু বানিয়ে নেয় এবং তাদেরই কাছে সম্মান প্রত্যাশা করে,** অথচ যাবতীয় সম্মান শুধুমাত্র আল্লাহ্রই জন্য| আল্লাহ্ দোযখের মাঝে মুনাফেক ও কাফেরদেরকে একই জায়গায় সমবেত করবেন|

381. ৪:১৪৪- **হে ঈমানদারগণ! তোমরা কাফেরদেরকে বন্ধু বানিও না মুসলমানদের বাদ দিয়ে|** তোমরা কি এমনটি করে নিজের উপর আল্লাহ্র প্রকাশ্য দলীল কায়েম করে দেবে?

382. ৩:২৮- **মুমিনগন যেন অন্য মুমিনকে ছেড়ে কেন কাফেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ না করে| যারা এরূপ করবে আল্লাহ্ সাথে তাদের কেন সম্পর্ক থাকবে না|** তবে যদি তোমরা তাদের পক্ষ থেকে কোন অনিষ্টের আশঙ্কা কর, তবে তাদের সাথে সাবধানতার সাথে থাকবে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর সম্পর্কে তোমাদের সতর্ক করেছেন| এবং সবাই কে তাঁর কাছে ফিরে যেতে হবে|

383. ৩:১১৮- **হে ঈমানদারগণ! তোমরা মুমিন ব্যতীত অন্য কাউকে অন্তরঙ্গরূপে গ্রহণ করো না**, তারা তোমাদের অমঙ্গল সাধনে কোন ত্রুটি করে না-তোমরা কষ্টে থাক, তাতেই তাদের আনন্দ| শত্রুতাপ্রসুত বিদ্বেষ তাদের মুখেই ফুটে বেরোয়| আর যা কিছু তাদের মনে লুকিয়ে রয়েছে, তা আরো অনেকগুণ বেশী জঘন্য|

>>> স্বঘোষিত আখেরি নবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর এ সব বাণী মোতাবেক ইসলাম বিশ্বাসীরা কোনো অমুসলিমকে বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করতে পারেন না। তাঁদের কাছে কোনো সম্মান প্রত্যাশার নিমিত্তে কোনোরূপ কর্মতৎপরতায় অংশ নেয়ার শাস্তি "নির্ধারিত বেদনাদায়ক আযাব"। কিন্তু আজকের উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা ও প্রযুক্তির কারণে সমস্ত পৃথিবীটাই এখন 'গ্লোবাল ভিলেজ'। যেখানে আমরা সবাই একে অপরের সাথে সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে সরাসরি সম্পৃক্ত। পৃথিবীর সব মুসলিম দেশ থেকে উন্নত জীবন-যাপনের আশায় লক্ষ লক্ষ মুসলমান ইউরোপ-আমেরিকা-কানাডা সহ বহু অমুসলিম কাফেরের দেশের দূতাবাস গুলোতে প্রতিদিন ধরনা দিচ্ছেন। মুহাম্মদের (আল্লাহ) এই অত্যন্ত স্পষ্ট নিষেধ অমান্যকারীদের সামনে তিনটি পথ খোলা আছে:

১) বকধার্মিক এবং/অথবা ভণ্ড সাজা (Hypocrite) - মুখে এক, অন্তরে আর এক!

২) যাবতীয় কসরতের মাধ্যমে 'পরিবেশ-বান্ধব' কুরানের অনুবাদ হাজির করা। আধুনিক ইসলামী পণ্ডিতরা এ ব্যাপারে বিশেষ পারদর্শী। এক নম্বর দলের সাথে এদের পার্থক্য এই যে, 'মুখে এক - অন্তরে আর এক' তাড়িত বিবেকের তাড়না থেকে এ দল মুক্ত।

৩) মুহম্মদের অমানবিক, ঘৃণা ও বিভেদের কদর্য শিক্ষাকে সম্পূর্ণরূপে বর্জন করা।

এ ছাড়াও আছে যথারীতি পরোক্ষ হুমকি-শাসানী-ভীতি প্রদর্শন

384. ৮:২৫ - জেনে রেখ যে, আল্লাহর আযাব অত্যন্ত কঠোর|

385-386. ৯:৩৪-৩৫-- **তাদের কঠোর আযাবের সুসংবাদ শুনিয়ে দিন।** সে দিন জাহান্নামের আগুনে তা উত্তপ্ত করা হবে এবং তার দ্বারা তাদের ললাট, পার্শ্ব ও পৃষ্ঠদেশকে দগ্ধ করা হবে (সেদিন বলা হবে), এগুলো যা তোমরা নিজেদের জন্যে জমা রেখেছিলে, সুতরাং এক্ষণে আস্বাদ গ্রহণ কর জমা করে রাখার।

387. ২:৫৯-- **তারপর আমি অবতীর্ণ করেছি যালেমদের উপর আযাব, আসমান থেকে,** নির্দেশ লংঘন করার কারণে|

388. ২:৬১ - আর তাদের উপর আরোপ করা হল লাঞ্ছনা ও পরমুখাপেক্ষিতা| তারা আল্লাহ্‌ রোষানলে পতিত হয়ে ঘুরতে থাকল|

389. ২:৬৫ (৫:৬০) - তোমরা তাদেরকে ভালরূপে জেনেছ, যারা শনিবারের ব্যাপারে সীমা লঙ্ঘণ করেছিল| **আমি বলেছিলাম: তোমরা লাঞ্ছিত বানর হয়ে যাও|**

390. ২: ৮১ - তারাই দোযখের অধিবাসী| তারা সেখানেই চিরকাল থাকবে|

391. ২: ৮৫ - যারা এরূপ করে পার্থিব জীবনে দূগর্তি ছাড়া তাদের আর কোনই পথ নেই| কিয়ামতের দিন তাদের কঠোরতম শাস্তির দিকে পৌঁছে দেয়া হবে|

392. ২:৯৮ - **নিশ্চিতই আল্লাহ্ সেসব কাফেরের শত্রু|**

393. ২: ১০৪ - আর কাফেরদের জন্যে রয়েছে বেদনাদায়ক শাস্তি|.

394. ২:১০৯-আহলে কিতাবদের অনেকেই প্রতিহিংসাবশত: চায় যে, মুসলমান হওয়ার পর তোমাদেরকে কোন রকমে কাফির বানিয়ে দেয়| তাদের কাছে সত্য প্রকাশিত হওয়ার পর (তারা এটা চায়)| যাক তোমরা আল্লাহ্র নির্দেশ আসা পর্যন্ত তাদের ক্ষমা কর এবং উপেক্ষা কর| নিশ্চয় আল্লাহ্ সব কিছুর উপর ক্ষমতাবান|

395. ২:২১১ - আর আল্লাহর নেয়ামত পৌছে যাওয়ার পর যদি কেউ সে নেয়ামতকে পরিবর্তিত করে দেয়, তবে আল্লাহ্র আযাব অতি কঠিন|

396. ২: ১১৪ - ওদের জন্য ইহকালে লাঞ্ছনা এবং পরকালে কঠিন শাস্তি রয়েছে|

397. ২:১২০ - কেউ আল্লাহর কবল থেকে আপনার উদ্ধারকারী ও সাহায্যকারী নেই|

398. ২: ১২৩ - তোমরা ভয় কর সেদিনকে, --তারা সাহায্য প্রাপ্ত ও হবে না|

399. ২: ১২৬- আমি তাদেরও কিছুদিন ফায়দা ভোগ করার সুযোগ দেব, অত:পর তাদেরকে বলপ্রয়োগে দোযখের আযাবে ঠেলে দেবো; সেটা নিকৃষ্ট বাসস্থান|

400. ২: ১৪৫- তবে নিশ্চয় আপনি অবিচারকারীদের অন্তর্ভুক্ত হবেন|

401. ২:১৫৯- সে সমস্ত লোকের প্রতিই আল্লাহর অভিসম্পাত এবং অন্যান্য অভিসম্পাতকারীগণের |

402. ২: ১৬১- নিশ্চয় যারা কুফরী করে এবং কাফের অবস্থায়ই মৃত্যুবরণ করে, সে সমস্ত লোকের প্রতি আল্লাহর ফেরেশতাগনের এবং সমগ্র মানুষের লা'নত|

403. ২:১৬২- এরা চিরকাল এ লা'নতের মাঝেই থাকবে| তাদের উপর থেকে আযাব কখনও হালকা করা হবে না বরং এরা বিরাম ও পাবে না

404. ২:১৬৫- যাবতীয় ক্ষমতা শুধুমাত্র আল্লাহরই জন্য এবং আল্লাহর আযাবই সবচেয়ে কঠিনতর|

405. ২: ১৬৭- আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে দেখাবেন তাদের কৃতকর্ম তাদেরকে অনুতপ্ত করার জন্যে| অথচ, **তারা কস্মিনকালেও আগুন থেকে বের হতে পারবে না|**

406. ২:১৭৪- **তারা আগুন ছাড়া নিজের পেটে আর কিছুই ঢুকায় না|** আর আল্লাহ্ কেয়ামতের দিন তাদের সাথে না কথা বলবেন, না তাদের পবিত্র করা হবে, বস্তুত: তাদের জন্যে রয়েছে বেদনাদায়ক আযাব|

407. ২:১৭৫- অতএব, তারা দোযখের উপর কেমন ধৈর্য্যধারণকারী|

408. ৩:৪- **নি:সন্দেহে যারা আল্লাহর আয়াতসমূহ অস্বীকার করে, তাদের জন্যে রয়েছে কঠিন আযাব|** আর আল্লাহ হচ্ছেন পরাক্রমশীল, প্রতিশোধ গ্রহণকারী|

409. ৩:১১- ফলে তাদের পাপের কারণে আল্লাহ্ তাদেরকে পাকড়াও করেছেন আর আল্লাহ্ আযাব অতি কঠিন|

410. ৩:১২- খুব শিগগীরই তোমরা পরাভূত হয়ে দোযখের দিকে হাঁকিয়ে নীত হবে- সেটা কতই না নিকৃষ্টতম অবস্থান|

411. ৩:১৯- যারা আল্লাহর নিদর্শনসমূহের প্রতি কুফরী করে তাদের জানা উচিত যে, নিশ্চিতরূপে আল্লাহ হিসাব গ্রহণে অত্যন্ত দ্রুত।

412. ৩:২১- যারা আল্লাহর নিদর্শনাবলীকে অস্বীকার করে এবং পয়গম্বরগণকে হত্যা করে অন্যায়ভাবে, আর সেসব লোককে হত্যা করে যারা ন্যায়পরায়ণতার নির্দেশ দেয় তাদেরকে বেদনাদায়ক শাস্তির সংবাদ দিন|

413. ৩:২২- এরাই হলো সে লোক যাদের সমগ্র আমল দুনিয়া ও আখেরাত উভয়লোকেই বিনষ্ট হয়ে গেছে| পক্ষান্তরে তাদের কোন সাহায্যকারীও নেই|

414. ৩:২৬- (বলুন) তুমি যাকে ইচ্ছা রাজ্য দান কর এবং যার কাছ থেকে ইচ্ছা রাজ্য ছিনিয়ে নাও এবং যাকে ইচ্ছা সম্মান দান কর আর যাকে ইচ্ছা অপমানে পতিত কর| তোমারই হাতে রয়েছে যাবতীয় কল্যাণ| নিশ্চয়ই তুমি সর্ব বিষয়ে ক্ষমতাশীল|

415. ৩:৩০- সেদিন প্রত্যেকেই যা কিছু সে ভাল কাজ করেছে; চোখের সামনে দেখতে পাবে এবং যা কিছু মন্দ কাজ করেছে তাও, ওরা তখন কামনা করবে, যদি তার এবং এসব কর্মের মধ্যে ব্যবধান দুরের হতো! আল্লাহ্ তাঁর নিজের সম্পর্কে তোমাদের সাবধান করছেন|

416. ৩:৩২- যদি তারা বিমুখতা অবলম্বন করে, তাহলে **আল্লাহ্ কাফেরদিগকে ভালবাসেন না|**

417. ৩:৫৬- **তাদেরকে আমি কঠিন শাস্তি দেবো দুনিয়াতে এবং আখেরাতে** - তাদের কোন সাহায্যকারী নেই|

418. ৩:৭৭- বস্তুত: তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক আযাব|

419. ৩:৮৭- এমন লোকের শাস্তি হলো আল্লাহ্, ফেরেশতাগণ এবং মানুষ সকলেরই অভিসম্পাত|

420. ৩:১০৫-- তাদের জন্যে রয়েছে ভয়ঙ্কর আযাব|

421. ৩:১১২- **তাদের ওপর লাঞ্ছনা চাপিয়ে দেয়া হয়েছে| আর ওরা উপার্জন করেছে আল্লাহর গযব|** ওদের উপর চাপানো হয়েছে গলগ্রহতা|

422. ৩:১৩১- তোমরা সে আগুন থেকে বেঁচে থাক, যা কাফেরদের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে|

423. ৩:১৪১-- **আল্লাহ্ ঈমানদারদেরকে পাক-সাফ করতে চান এবং কাফেরদেরকে ধবংস করে দিতে চান|**

424. ৩:১৫১- **খুব শীঘ্রই আমি কাফেরদের মনে ভীতির সঞ্চার করবো|** কারণ, ওরা আল্লাহ্ সাথে অংশীদার সাব্যস্ত করে যে সম্পর্কে কোন সনদ অবতীর্ণ করা হয়নি| আর ওদের ঠিকানা হলো দোযখের আগুন| বস্তুত: জালেমদের ঠিকানা অত্যন্ত নিকৃষ্ট|

425. ৩:১৬২- বস্তুত: তার ঠিকানা হল দোযখ| আর তা কতইনা নিকৃষ্ট অবস্থান!

426. ৩:১৭৬- বস্তুত: তাদের জন্যে রয়েছে মহা শাস্তি|

427. ৩:১৭৭- আর তাদের জন্য রয়েছে বেদনাদায়ক শাস্তি|

428. ৩:১৯২- হে আমাদের পালনকর্তা! নিশ্চয় তুমি যাকে দোযখে নিক্ষেপ করলে তাকে সবসময়ে অপমানিত করলে; আর জালেমদের জন্যে তো সাহায্যকারী নেই|

429. ৩:১৯৭- এরপর তাদের ঠিকানা হবে দোযখ| আর সেটি হলো অতি নিকৃষ্ট অবস্থান|

430. ৫:৩৭- তারা দোযখের আগুন থেকে বের হয়ে আসতে চাইবে কিন্তু তা থেকে বের হতে পারবে না| তারা চিরস্থায়ী শাস্তি ভোগ করবে|

431. ৪:১৮- আমি তাদের জন্য যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি প্রস্তুত করে রেখেছি|

432. ৪:১২১ - তাদের বাসস্থান জাহান্নাম| তারা সেখান থেকে কোথাও পালাবার জায়গা পাবে না|

433. ৪:৫৫- বস্তুত: (তাদের জন্য) দোযখের শিখায়িত আগুনই যথেষ্ট|

434. ৪:৫৬- **আমি তাদেরকে আগুনে নিক্ষেপ করব| তাদের চামড়াগুলো যখন জ্বলে-পুড়ে যাবে, তখন আবার আমি তা পালটে দেব অন্য চামড়া দিয়ে, যাতে তারা আযাব আস্বাদন করতে থাকে|**

>>>বীভৎসতার চূড়ান্ত! মুহাম্মদকে ও তাঁর বাণীকে (কুরান) অস্বীকার করার অপরাধ এবং সীমাবদ্ধ পাপের শাস্তি "অসীম- অনন্ত" নরক বাস কি ন্যায্য বিচার?

435. ৪:৮৪- আর আল্লাহ্ শক্তি-সামর্থের দিক দিয়ে অত্যন্ত কঠোর এবং কঠিন শাস্তিদাতা|

436-438. ৫৭:১৩-১৫- যেদিন কপট বিশ্বাসী পুরুষ ও কপট বিশ্বাসিনী নারীরা মুমিনদেরকে বলবেঃ তোমরা আমাদের জন্যে অপেক্ষা কর, আমরাও কিছু আলো নিব তোমাদের জ্যোতি থেকে। বলা হবেঃ তোমরা পিছনে ফিরে যাও ও আলোর খোঁজ কর। অতঃপর উভয় দলের মাঝখানে খাড়া করা হবে একটি প্রাচীর, যার একটি দরজা হবে।

তার অভ্যন্তরে থাকবে রহমত এবং বাইরে থাকবে আযাব। তারা মুমিনদেরকে ডেকে বলবেঃ আমরা কি তোমাদের সাথে ছিলাম না? তারা বলবেঃ হ্যাঁ কিন্তু তোমরা নিজেরাই নিজেদেরকে বিপদগ্রস্ত করেছ। প্রতীক্ষা করেছ, সন্দেহ পোষণ করেছ এবং অলীক আশার পেছনে বিভ্রান্ত হয়েছ, অবশেষে আল্লাহর আদেশ পৌঁছেছে। এই সবই তোমাদেরকে আল্লাহ সম্পর্কে প্রতারিত করেছে।- অতএব, আজ তোমাদের কাছ থেকে কোন মুক্তিপন গ্রহণ করা হবে না। এবং কাফেরদের কাছ থেকেও নয়। তোমাদের সবার আবাস্থল জাহান্নাম। সেটাই তোমাদের সঙ্গী। কতই না নিকৃষ্ট এই প্রত্যাবর্তন স্থল।

439. ৬৪:১০- **আর যারা কাফের এবং আমার আয়াতসমূহকে মিথ্যা বলে, তারাই জাহান্নামের অধিবাসী, তারা তথায় অনন্তকাল থাকবে।** কতই না মন্দ প্রত্যাবর্তনস্থল এটা।

440. ২:২৪- -- সে দোযখের আগুন থেকে রক্ষা পাওয়ার চেষ্টা কর, যার জ্বালানী হবে মানুষ ও পাথর| যা প্রস্তুত করা হয়েছে কাফেরদের জন্য

441. ৪:১৬০- বস্তুত: ইহুদীদের জন্য আমি হারাম করে দিয়েছি বহু পূত-পবিত্র বস্তু যা তাদের জন্য হালাল ছিল-তাদের পাপের কারণে এবং আল্লাহ্র পথে অধিক পরিমাণে বাধা দানের দরুন|

442. ৪:১৪৫- **নি:সন্দেহে মুনাফেকরা রয়েছে দোযখের সর্বনিম্ন স্তরে|** আর তোমরা তাদের জন্য কোন সাহায্যকারী কখনও পাবে না|

443. ৫:১৩- যারা বলে: আমরা নাছারা, আমি তাদের কাছ থেকেও তাদের অঙ্গীকার নিয়েছিলাম| অত:পর তারাও যে উপদেশ প্রাপ্ত হয়েছিল, তা থেকে উপকার লাভ করা ভুলে গেল| অত:পর আমি কেয়ামত পর্যন্ত তাদের মধ্যে পারস্পরিক শত্রুতা ও বিদ্বেষ

সঞ্চারিত করে দিয়েছি| অবশেষে আল্লাহ্ তাদেরকে তাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে অবহিত করবেন|

444. ৫:৩৬- যারা কাফের, --| তাদের জন্যে যন্ত্রনাদায়ক শাস্তি রয়েছে|

445. ৪:১৬৯- তাদের জন্য রয়েছে জাহান্নামের পথ| সেখানে তারা বাস করবে অনন্তকাল|

446. ৪:১৭৩- তিনি তাদেরকে দেবেন বেদনাদায়ক আযাব| আল্লাহকে ছাড়া তারা কোন সাহায্যকারী ও সমর্থক পাবে না|

447. ৫:২- আল্লাহকে ভয় কর| নিশ্চয় আল্লাহ্ তা’আলা কঠোর শাস্তিদাতা|

448. ৫:১০- যারা অবিশ্বাস করে এবং আমার নিদর্শনাবলীকে মিথ্যা বলে, তার দোযখী

449. ৫:৮৬- যারা কাফের হয়েছে এবং আমার নিদর্শনাবলীকে মিথ্যা বলেছে, তারাই দোযখী|

450-451. ৫:২৫-২৬- মূসা বলল: হে আমার পালনকর্তা, আমি শুধু নিজের উপর ও নিজের ভাইয়ের উপর ক্ষমতা রাখি| অতএব, আপনি আমাদের মধ্যে ও এ অবাধ্য সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্পর্কচ্ছেদ করুন| বললেন: এ দেশ চল্লিশ বছর পর্যন্ত তাদের জন্যে হারাম করা হল| তারা ভুপৃষ্ঠে উদভ্রান্ত হয়ে ফিরবে| অতএব, আপনি অবাধ্য সম্প্রদায়ের জন্যে দু:খ করবেন না|

452. ৮:৩৬- আর যারা কাফের তাদেরকে দোযখের দিকে তাড়িয়ে নিয়ে যাওয়া হবে|

453. ৮:৫০- আর যদি তুমি দেখ, যখন ফেরেশতারা কাফেরদের জান কবজ করে; প্রহার করে, তাদের মুখে এবং তাদের পশ্চাদদেশে আর বলে, জ্বলন্ত আযাবের স্বাদ গ্রহণ কর|

454. ৮:৫২- সেজন্য আল্লাহ্ তা'আলা তাদের পাকড়াও করেছেন তাদেরই পাপের দরুন| নি:সন্দেহে আল্লাহ্ মহাশক্তিশালী, কঠিন শাস্তিদাতা|

455. ৮:৫৪- অত:পর আমি তাদেরকে ধ্বংস করে দিয়েছি তাদের পাপের দরুন এবং ডুবিয়ে মেরেছি ফেরাউনের বংশধরদেরকে| বস্তুত: এরা সবাই ছিল যালেম|

456. ২:৩৯- তারাই হবে জাহান্নামবাসী; অন্তকাল সেখানে থাকবে|

457. ২: ৪১- আমার (আযাব) থেকে বাঁচ|

458. ৫:৮০- আপনি তাদের অনেককে দেখবেন, কাফেরদের সাথে বন্ধুত্ব করে| তারা নিজেদের জন্য যা পাঠিয়েছে তা অবশ্যই মন্দ| তা এই যে, তাদের প্রতি আল্লাহ ক্রোধান্বিত হয়েছেন এবং তারা চিরকাল আযাবে থাকবে|

459. ৫:১৭- **নিশ্চয় তারা কাফের, যারা বলে, মসীহ ইবনে মরিয়মই আল্লাহ্|**

460. ৯:৩০- **ইহুদীরা বলে ওযাইর আল্লাহর পুত্র এবং নাসারারা বলে 'মসীহ আল্লাহর পুত্র'। এ হচ্ছে তাদের মুখের কথা। এরা পূর্ববর্তী কাফেরদের মত কথা বলে। আল্লাহ এদের ধ্বংস করুন, এরা কোন উল্টা পথে চলে যাচ্ছে।**

>>> "তথাকথিত" মডারেট (ইসলামে কোন কোমলপন্থী, মধ্যপন্থী বা উগ্রপন্থী শ্রেণীবিভাগ নেই, ইসলাম একটিই আর তা হলো মুহাম্মদের ইসলাম) ইসলামী পণ্ডিতরা, বিশেষ করে যারা উন্নত বিশ্বে অভিবাসী হয়েছেন এবং এখনো সংখ্যালঘু অবস্থায়

আছেন, খ্রিষ্টান কিংবা ইহুদিদের সাথে আলাপ, বক্তৃতা ও বিতর্কের সময় অথবা তাদের উদ্দেশে পত্রিকায় প্রবন্ধ লেখার সময় "ইসলাম যে খ্রিষ্টান এবং ইহুদিদের প্রতি সহনশীল" তা প্রমাণের জন্য ঘোষণা দেন যে, ইসলাম তাদের নবী যীশু ও মুসাকে স্বীকার করে নিয়েছে।

আর তা প্রমাণ করতে তাঁরা কুরানের যে বাণীটি সর্বাধিক উদ্ধৃত করেন তা হলো (৫:৪৮), **"আমি আপনার প্রতি অবতীর্ণ করেছি সত্য গ্রন্থ, যা পূর্ববর্তী গ্রন্থ সমূহের সত্যায়নকারী এবং সেগুলোর বিষয় বস্তুর রক্ষণাবেক্ষণকারী।"** [বিস্তারিত আলোচনা ২২তম পর্বে করা হয়েছে।] কিন্তু তারা ঘুণাক্ষরেও কুরানের উপরের দুটি আয়াত (৫:১৭ ও ৯:৩০), যা খ্রিষ্টান ও ইহুদী ধর্মের অন্তর্নিহিত মূল বিশ্বাস কখনোই প্রকাশ করেন না। **মুহাম্মদ তাঁদের ধর্মকে শুধু যে স্বীকারই করেন না, তাইই নয়, তিনি তাদেরকে অভিশাপ দিচ্ছেন "আল্লাহ এদের ধ্বংস করুন"!**

461. ২৪:৫৭- তোমরা কাফেরদেরকে পৃথিবীতে পরাক্রমশালী মনে করো না। তাদের ঠিকানা অগ্নি। কতই না নিকৃষ্ট এই প্রত্যাবর্তনস্থল।

462. ৩৩:৮- সত্যবাদীদেরকে তাদের সত্যবাদিতা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করার জন্য। তিনি কাফেরদের জন্য যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি প্রস্তুত রেখেছেন।

463. ৩৩:১৬- বলুন! তোমরা যদি মৃত্যু অথবা হত্যা থেকে পলায়ন কর, তবে এ পলায়ন তোমাদের কাজে আসবে না। তখন তোমাদেরকে সামান্যই ভোগ করতে দেয়া হবে।

464. ৩৩:১৭- বলুন! কে তোমাদেরকে আল্লাহ থেকে রক্ষা করবে যদি তিনি তোমাদের অমঙ্গল ইচ্ছা করেন অথবা তোমাদের প্রতি অনুকম্পার ইচ্ছা? তারা আল্লাহ ব্যতীত নিজেদের কোন অভিভাবক ও সাহায্যদাতা পাবে না।

465. ৪৭:১- যারা কুফরী করে এবং আল্লাহর পথে বাধা সৃষ্টি করে, আল্লাহ তাদের সকল কর্ম ব্যর্থ করে দেন।

466-467. ৪৭:৯-১০- এটা এজন্যে যে, আল্লাহ যা নাযিল করেছেন, তারা তা পছন্দ করে না। অতএব, আল্লাহ তাদের কর্ম ব্যর্থ করে দিবেন। তারা কি পৃথিবীতে ভ্রমণ করেনি অতঃপর দেখেনি যে, তাদের পূর্ববর্তীদের পরিণাম কি হয়েছে? **আল্লাহ তাদেরকে ধ্বংস করে দিয়েছেন** এবং কাফেরদের অবস্থা এরূপই হবে।

468. ৪৭:১৫- পরহেযগারদেরকে যে জান্নাতের ওয়াদা দেয়া হয়েছে, তার অবস্থা নিম্নরূপঃ তাতে আছে পানির নহর, নির্মল দুধের নহর যারা স্বাদ অপরিবর্তনীয়, পানকারীদের জন্যে সুস্বাদু শরাবের নহর এবং পরিশোধিত মধুর নহর। তথায় তাদের জন্যে আছে রকমারি ফল-মূল ও তাদের পালনকর্তার ক্ষমা। পরহেযগাররা কি তাদের সমান, যারা জাহান্নামে অনন্তকাল থাকবে এবং যাদেরকে **পান করতে দেয়া হবে ফুটন্ত পানি অতঃপর তা তাদের নাড়িভূঁড়ি ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করে দেবে?**

469. ৪৭:৩২- নিশ্চয় যারা কাফের এবং আল্লাহর পথ থেকে মানুষকে ফিরিয়ে রাখে এবং নিজেদের জন্যে সৎপথ ব্যক্ত হওয়ার পর রসূলের (সঃ) বিরোধিতা করে, তারা আল্লাহর কোনই ক্ষতি করতে পারবে না এবং তিনি ব্যর্থ করে দিবেন তাদের কর্মসমূহকে।

470. ৪৭:৩৪- নিশ্চয় যারা কাফের এবং আল্লাহর পথ থেকে মানুষকে ফিরিয়ে রাখে, অতঃপর কাফের অবস্থায় মারা যায়, আল্লাহ কখনই তাদেরকে ক্ষমা করবেন না।

471. ২২:৪৫- আমি কত জনপদ ধ্বংস করেছি এমতাবস্থায় যে, তারা ছিল গোনাহগার। এই সব জনপদ এখন ধ্বংসস্তুপে পরিণত হয়েছে এবং কত কূপ পরিত্যক্ত হয়েছে ও কত সুদৃঢ় প্রাসাদ ধ্বংস হয়েছে।

472. ২:২০- যদি আল্লাহ্ ইচ্ছা করেন, তাহলে তাদের শ্রবণশক্তি ও দৃষ্টিশক্তি ছিনিয়ে নিতে পারেন.

473. ৯:৬৮- ওয়াদা করেছেন আল্লাহ, মুনাফেক পুরুষ ও মুনাফেক নারীদের এবং কাফেরদের জন্যে দোযখের আগুনের-তাতে পড়ে থাকবে সর্বদা। সেটাই তাদের জন্যে যথেষ্ট। আর আল্লাহ তাদের প্রতি অভিসম্পাত করেছেন এবং তাদের জন্যে রয়েছে স্থায়ী আযাব।

474. ৯:৭০- তাদের সংবাদ কি এদের কানে এসে পৌঁছায়নি, যারা ছিল তাদের পূর্বে; নূহের আ'দের ও সামুদের সম্প্রদায় এবং ইব্রাহীমের সম্প্রদায়ের এবং মাদইয়ানবাসীদের? এবং সেসব জনপদের যেগুলোকে উল্টে দেয়া হয়েছিল? তাদের কাছে এসেছিলেন তাদের নবী পরিষ্কার নির্দেশ নিয়ে।

475. ৯:৮২- অতএব, তারা সামান্য হেসে নিক এবং তারা তাদের কৃতকর্মের বদলাতে অনেক বেশী কাঁদবে।

476. ২:৫৪- এখন তওবা কর স্বীয় স্রষ্টার প্রতি এবং নিজ নিজ প্রাণ বিসর্জন দাও|

477-478. ২২:৮-৯– কতক মানুষ জ্ঞান; প্রমাণ ও উজ্জ্বল কিতাব ছাড়াই আল্লাহ সম্পর্কে বিতর্ক করে।- সে পার্শ্ব পরিবর্তন করে বিতর্ক করে, যাতে আল্লাহর পথ থেকে বিভ্রান্ত করে দেয়। তার জন্যে দুনিয়াতে লাঞ্ছনা আছে এবং কেয়ামতের দিন আমি তাকে দহন-যন্ত্রণা আস্বাদন করাব।

479. ২২:২৫- যারা কুফর করে ও আল্লাহর পথে বাধা সৃষ্টি করে এবং সেই মসজিদে হারাম থেকে বাধা দেয়, যাকে আমি প্রস্তুত করেছি স্থানীয় ও বহিরাগত সকল মানুষের

জন্যে সমভাবে এবং যে মসজিদে হারামে অন্যায়ভাবে কোন ধর্মদ্রোহী কাজ করার ইচছা করে, আমি তাদেরকে যন্ত্রানাদায়ক শাস্তি আস্বাদন করাব।

480-483. ৫৫:৪১-৪৪- অপরাধীদের পরিচয় পাওয়া যাবে তাদের চেহারা থেকে; অতঃপর তাদের কপালের চুল ও পা ধরে টেনে নেয়া হবে। অতএব, তোমরা উভয়ে তোমাদের পালনকর্তার কোন কোন অবদানকে অস্বীকার করবে? এটাই জাহান্নাম, যাকে অপরাধীরা মিথ্যা বলত। **তারা জাহান্নামের অগ্নি ও ফুটন্ত পানির মাঝখানে প্রদক্ষিণ করবে।**

484. ২:৪৮- তারা কোন রকম সাহায্যও পাবে না

385. ২: ৫৫- - বস্তুত: তোমাদিগকে পাকড়াও করল বিদ্যুৎ| অথচ তোমরা তা প্রত্যক্ষ করছিলে|

486-489. ২২:১৯-২২ - এই দুই বাদী বিবাদী, তারা তাদের পালনকর্তা সম্পর্কে বিতর্ক করে। অতএব **যারা কাফের, তাদের জন্যে আগুনের পোশাক তৈরী করা হয়েছে। তাদের মাথার উপর ফুটন্ত পানি ঢেলে দেয়া হবে। ফলে তাদের পেটে যা আছে, তা এবং চর্ম গলে বের হয়ে যাবে।--তাদের জন্যে আছে লোহার হাতুড়ি। তারা যখনই যন্ত্রনায় অতিষ্ঠ হয়ে জাহান্নাম থেকে বের হতে চাইবে, তখনই তাদেরকে তাতে ফিরিয়ে দেয়া হবে। বলা হবেঃ দহন শাস্তি আস্বাদন কর।**

>>>> কী বীভৎস বর্ণনা। জগতের নিকৃষ্টতম সাইকোপ্যাথও এমন নৃশংসতায় লজ্জা পাবে! কোন 'সসীম" অপরাধের শাস্তি "অসীম" হলে তা কখনোই সভ্য বা যৌক্তিক হতে পারে না।

অবিশ্বাসীদেরকে অসম্মান, দোষারোপ ও তাচ্ছিল্য

490. ২:২০৪- আর এমন কিছু লোক রয়েছে যাদের পার্থিব জীবনের কথাবার্তা তোমাকে চমৎকৃত করবে| আর তারা সাক্ষ্য স্থাপন করে আল্লাহ্কে নিজের মনের কথার ব্যাপারে| প্রকৃতপক্ষে তারা **কঠিন ঝগড়াটে** লোক|

491. ২:১৪- আর তারা যখন ঈমানদারদের সাথে মিশে, তখন বলে, আমরা ঈমান এনেছি| আবার যখন তাদের **শয়তানদের** সাথে একান্তে সাক্ষাৎ করে, তখন বলে, আমরা তোমাদের সাথে রয়েছি| আমরা তো (মুসলমানদের সাথে) উপহাস করি মাত্রা|

492. ৪:৬১ - আর যখন আপনি তাদেরকে বলবেন, আল্লাহ্র নির্দেশের দিকে এসো-যা তিনি রসূলের প্রতি নাযিল করেছেন, তখন আপনি **মুনাফেকদিগকে** দেখবেন, ওরা আপনার কাছ থেকে সম্পূর্ণ ভাবে সরে যাচ্ছে|

493. ৪:১০১ - যখন তোমরা কোন দেশ সফর কর, তখন নামাযে কিছুটা হ্রাস করলে তোমাদের কোন গোনাহ নেই, যদি তোমরা আশঙ্কা কর যে, কাফেররা তোমাদেরকে উত্ত্যক্ত করবে| **নিশ্চয় কাফেররা তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু|**

494-495. ২:১৭০-১৭১- আর যখন তাদেরকে কেউ বলে যে, সে হুকুমেরই আনুগত্য কর যা আল্লাহ্ তা’আলা নাযিল করেছেন, তখন তারা বলে কখনো না, আমরা তো সে বিষয়েরই অনুসরণ করব| যাতে আমরা আমাদের বাপ-দাদাদেরকে দেখেছি| যদি ও তাদের বাপ দাদারা কিছুই জানতো না, জানতো না সরল পথও| -বস্তুত: এহেন কাফেরদের উদাহরণ এমন, যেন কেউ এমন কোন **জীবকে** আহবান করছে যা কোন কিছুই শোনে না, হাঁক-ডাক আর চিৎকার ছাড়া **বধির মুক, এবং অন্ধ**| সুতরাং তারা কিছুই বোঝে না|

>>>> পৃথিবীর প্রায় সব ধর্মানুসারীই তাঁদের নিজ নিজ বাপ-দাদাদের ধর্মকেই 'সত্য' বলে বিশ্বাস করেন ও পালন করেন। ইসলাম বিশ্বাসীরাও এর ব্যতিক্রম

নন।অবিশ্বাসীদের এই যুক্তি অকাট্য ও বাস্তব। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়, কুরাইশরা “তাদের ধর্মরক্ষার” খাতিরেই মুহাম্মদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিলেন, যখন মুহাম্মদ তাদের “পুজনীয় দেব-দেবীদের তাচ্ছিল্য’ এবং তাদের পূর্বপুরুষদের অসম্মান করা শুরু করেছিলেন। এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করবো “আইয়ামে জাহেলিয়াত এবং হিজরত-পর্বে।

496. ২:২৫৪ - হে ঈমানদারগণ! আমি তোমাদেরকে যে রুযী দিয়েছি, সেদিন আসার পূর্বেই তোমরা তা থেকে ব্যয় কর, যাতে না আছে বেচা-কেনা, না আছে সুপারিশ কিংবা বন্ধুত্ব| আর কাফেররাই হলো প্রকৃত **যালেম|**

497. ৩:৯৪ - অত:পর আল্লাহ্ প্রতি যারা মিথ্যা আরোপ করেছে, তারাই **যালেম** সীমালংঘনকারী|

498. ৯:২৮- হে ঈমানদারগণ! **মুশরিকরা (Polytheist) তো অপবিত্র। সুতরাং এ বছরের পর তারা যেন মসজিদুল-হারামের নিকট না আসে**। আর যদি তোমরা দারিদ্রের আশংকা কর, তবে আল্লাহ চাইলে নিজ করুনায় ভবিষ্যতে তোমাদের অভাবমুক্ত করে দেবেন। নিঃসন্দেহে আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।

499. ৯:৪৭- যদি তোমাদের সাথে তারা বের হত, তবে তোমাদের অনিষ্ট ছাড়া আর কিছু বৃদ্ধি করতো না, আর অশ্ব ছুটাতো তোমাদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির উদ্দেশে। আর তোমাদের মাঝে রয়েছে তাদের গুপ্তচর। বস্তুতঃ আল্লাহ **যালিমদের** ভালভাবেই জানেন।

500. ৯:৮৪ - আর তাদের মধ্য থেকে কারো মৃত্যু হলে তার উপর কখনও নামায পড়বেন না এবং তার কবরে দাঁড়াবেন না। তারা তো আল্লাহর প্রতি অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেছে এবং রসূলের প্রতিও। বস্তুতঃ তারা **না ফরমান** অবস্থায় মৃত্যু বরণ করেছে।

501. ৯:১২৭- আর যখনই কোন সূরা অবতীর্ণ হয়, তখন তারা একে অন্যের দিকে তাকায় যে, কোন মুসলমান তোমাদের দেখছে কি-না-অতঃপর সরে পড়ে। আল্লাহ ওদের অন্তরকে সত্য বিমুখ করে দিয়েছেন! **নিশ্চয়ই তারা নির্বোধ সম্প্রদায়।**

502. ২২:৭১- তারা আল্লাহর পরিবর্তে এমন কিছুর পূজা করে, যার কোন সনদ নাযিল করা হয়নি এবং সে সম্পর্কে তাদের কোন জ্ঞান নেই। বস্তুতঃ **জালেমদের** কোন সাহায্যকারী নেই।

503. ৫:৫৯- বলুন: হে আহলে কিতাবগণ, আমাদের সাথে তোমাদের এছাড়া কি শত্রুতা যে, আমরা বিশ্বাস স্থাপন করেছি আল্লাহ্র প্রতি, আমাদের উপর অবতীর্ণ গ্রন্থের প্রতি এবং পূর্বে অবতীর্ণ গ্রন্থের প্রতি| আর তোমাদের অধিকাংশই **নাফরমান|**

504. ৫:৬০- বলুন: আমি তোমাদেরকে বলি, তাদের মধ্যে কার মন্দ প্রতিফল রয়েছে আল্লাহ্র কাছে? যাদের প্রতি আল্লাহ্ অভিসম্পাত করেছেন, যাদের প্রতি তিনি ক্রোধান্বিত হয়েছেন, **যাদের কতককে বানর ও শুকরে রূপান্তরিত করে দিয়েছেন** এবং যারা শয়তানের আরাধনা করেছে, তারাই মর্যাদার দিক দিয়ে নিকৃষ্টতর এবং সত্যপথ থেকেও অনেক দূরে|

505. ৫:৮২- **আপনি সব মানুষের চাইতে মুসলমানদের অধিক শত্রু ইহুদী ও মুশরেকদেরকে পাবেন** এবং আপনি সবার চাইতে মুসলমানদের সাথে বন্ধুত্বে অধিক নিকটবর্তী তাদেরকে পাবেন, যারা নিজেদেরকে খ্রীষ্টান বলে| এর কারণ এই যে, খ্রীষ্টানদের মধ্যে আলেম রয়েছে, দরবেশ রয়েছে এবং তারা অহঙ্কার করে না|

506. ৫:১০৩- আল্লাহ্ ‘বহিরা’ ‘সায়েবা’ ওসীলা’ এবং ‘হামী’ কে শরীয়তসিদ্ধ করেননি| কিন্তু যারা কাফের, তারা আল্লাহ্র উপর মিথ্যা অপবাদ আরোপ করে| তাদের অধিকাংশেরই **বিবেক বুদ্ধি নেই|**

507. ৮:৩৫- **আর কা'বার নিকট তাদের নামায বলতে শিস দেয়া আর তালি বাজানো** ছাড়া অন্য কোন কিছুই ছিল না| অতএব, এবার নিজেদের কৃত কুফরীর আযাবের স্বাদ গ্রহণ কর|

508. ৮:৫৫- **সমস্ত জীবের মাঝে আল্লাহর নিকট তারাই সবচেয়ে নিকৃষ্ট, যারা অস্বীকারকারী** হয়েছে অত:পর আর ঈমান আনেনি|

509. ৯:৮- -- তারা তোমাদের উপর জয়ী হলে তোমাদের আত্নীয়তার ও অঙ্গীকারের কোন মর্যাদা দেবে না। তারা মুখে তোমাদের সন্তুষ্ট করে, কিন্তু তাদের অন্তরসমূহ তা অস্বীকার করে, আর **তাদের অধিকাংশ প্রতিশ্রুতি ভঙ্গকারী।**

510. ৯:১০- তারা মর্যাদা দেয় না কোন মুসলমানের ক্ষেত্রে আত্নীয়তার, আর না অঙ্গীকারের। আর তারাই **সীমালংঘনকারী।**

511- 519. ৫৯:১১-১৯- আপনি কি মুনাফিকদেরকে দেখেন নি? তারা তাদের কিতাবধারী কাফের ভাইদেরকে বলেঃ তোমরা যদি বহিস্কৃত হও, তবে আমরা অবশ্যই তোমাদের সাথে দেশ থেকে বের হয়ে যাব এবং তোমাদের ব্যাপারে আমরা কখনও কারও কথা মানব না। আর যদি তোমরা আক্রান্ত হও, তবে আমরা অবশ্যই তোমাদেরকে সাহায্য করব। আল্লাহ তা'আলা সাক্ষ্য দেন যে, ওরা নিশ্চয়ই **মিথ্যাবাদী।** যদি তারা বহিস্কৃত হয়, তবে মুনাফিকরা তাদের সাথে দেশত্যাগ করবে না আর যদি তারা আক্রান্ত হয়, তবে তারা তাদেরকে সাহায্য করবে না। যদি তাদেরকে সাহায্য করে, তবে অবশ্যই পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে পলায়ন করবে। এরপর কাফেররা কোন সাহায্য পাবে না।- নিশ্চয় তোমরা তাদের অন্তরে আল্লাহ তা'আলা অপেক্ষা অধিকতর ভয়াবহ। এটা এ কারণে যে, তারা এক **নির্বোধ সম্প্রদায়।** - তারা সংঘবদ্ধভাবেও তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে পারবে না। তারা যুদ্ধ করবে কেবল সুরক্ষিত জনপদে অথবা দুর্গ প্রাচীরের আড়াল থেকে। তাদের পারস্পরিক যুদ্ধই প্রচন্ড হয়ে থাকে। আপনি তাদেরকে

ঐক্যবদ্ধ মনে করবেন; কিন্তু তাদের অন্তর শতধাবিচ্ছিন্ন। এটা এ কারণে যে, তারা এক **কান্ডজ্ঞানহীণ সম্প্রদায়।**- তারা সেই লোকদের মত, যারা তাদের নিকট অতীতে নিজেদের কর্মের শাস্তিভোগ করেছে। তাদের জন্যে রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। **তারা শয়তানের মত**, যে মানুষকে কাফের হতে বলে। অতঃপর যখন সে কাফের হয়, তখন শয়তান বলেঃ তোমার সাথে আমার কোন সম্পর্ক নেই। আমি বিশ্বপালনকর্তা আল্লাহ তা'আলাকে ভয় করি। অতঃপর উভয়ের পরিণতি হবে এই যে, তারা জাহান্নামে যাবে এবং চিরকাল তথায় বসবাস করবে। এটাই **জালেমদের** শাস্তি।

520. ২:৯৬- আপনি তাদেরকে জীবনের প্রতি সবার চাইতে, এমনকি মুশরিকদের চাইতেও অধিক **লোভী** দেখবেন| তাদের প্রত্যেকে কামনা করে, যেন হাজার বছর আয়ু পায়| অথচ এরূপ আয়ু প্রাপ্তি তাদেরকে শাস্তি থেকে রক্ষা করতে পারবে না| আল্লাহ্ দেখেন যা কিছু তারা করে|

521. ৪:৩৮ - আর সে সমস্ত লোক যারা ব্যয় করে স্বীয় ধন-সম্পদ লোক-দেখানোর উদ্দেশে এবং যারা আল্লাহ্র উপর ঈমান আনে না, ঈমান আনে না কেয়ামত দিবসের প্রতি এবং শয়তান যার সাথী হয় সে হল **নিকৃষ্টতর সাথী|**

>>> ইসলাম বিশ্বাসীদের সাথে সুর মিলিয়ে অনেক মুক্তমনা অবিশ্বাসীরাও জেনে বা না জেনে দাবী করেন যে, মক্কায় মুহাম্মদের বাণী ও কর্মকাণ্ড ছিল শান্তিপ্রিয়। মদিনায় ক্ষমতাধর হওয়ার পরেই তাঁর স্বভাবের পরিবর্তন হয়েছিল, হয়েছিলেন আগ্রাসী! এ দাবীর যে আদৌ কোন ভিত্তি নেই, তা মুহাম্মদের ব্যক্তি-মানস জীবনী গ্রন্থের পর্যালোচনায় অত্যন্ত স্পষ্ট! ক্ষমতাধর মুহাম্মদের মদিনার বাণী ও কর্মকাণ্ড এবং অক্ষম মুহাম্মদের মক্কার অসংখ্য অমানবিক বাণীর পর্যালোচনায় আমরা অতি সহজেই বুঝতে পারি যে মুহাম্মদ তাঁর প্রচারণায় প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে সর্বাবস্থায় ছিলেন কঠোর ও আগ্রাসী। ইসলামের প্রকাশ্য যাত্রা শুরু হয়েছে নিকট আত্মীয় (আবু লাহাব) কে

অভিশাপের মাধ্যমে (দ্বাদশ পর্ব)। প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে ক্ষমতাহীন কোনো মানুষের যথেচ্ছ হুমকি-শাসানী-তাচ্ছিল্য ও ভীতি প্রদর্শনের মাঝে মধ্যে কিছু সহনশীলতার বাণীকে কি তার শান্তিপ্রিয়তার প্রমাণ রূপে আখ্যায়িত করা যায়? বিশেষ করে সেই মানুষটি যদি ক্ষমতাধর হওয়ার পর প্রতিপক্ষকে করেন খুন, বন্দী ও দাস-দাসীতে রূপান্তরিত? তাঁদেরকে বসতবাড়ি থেকে করেন উচ্ছেদ? তাদের সমস্ত স্থাবর সম্পত্তি করেন হস্তগত এবং অস্থাবর সম্পত্তি করেন লুণ্ঠন ও ভাগাভাগি?
বিচারের ভার পাঠকদের উপরই ছেড়ে দিলাম।

[কুরানের উদ্ধৃতি সৌদি আরবের বাদশাহ ফাহাদ বিন আবদুল আজিজ (হারাম শরীফের খাদেম) কর্তৃক বিতরণকৃত বাংলা তরজমা থেকে নেয়া, অনুবাদে ত্রুটি-বিচ্যুতির দায় অনুবাদকারীর। কুরানের ছয়জন বিশিষ্ট ইংরেজি অনুবাদকারীর ও চৌত্রিশ-টি বিভিন্ন ভাষায় পাশাপাশি অনুবাদ এখানে]

২৮: সন্ত্রাসী নবযাত্রা: নাখলা পূর্ববর্তী অভিযান

ত্রাস, হত্যা ও হামলার আদেশ- এক

বিশিষ্ট আদি মুসলিম ঐতিহাসিকদের মতে, আখেরি নবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) মদিনায় হিজরত করেন সেপ্টেম্বর ২৪, ৬২২ সালে (১২ ই রবি আল-আউয়াল)। মদিনায় বহিরাগত মুহাম্মদ ও তাঁরই নির্দেশে মদিনায় হিজরতকারী বহিরাগত মক্কাবাসী অনুসারীদের (মুহাজির) জীবিকাহীন পরনির্ভর চালচুলাহীন বেকার জীবন। **তারা ছিলেন সম্পূর্ণভাবে মদিনা-বাসী মুহাম্মদ অনুসারীদের (আনসার) স্বল্প আয়ের ওপর নির্ভরশীল! অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ! এমত পরিস্থিতিতে দলপতি মুহাম্মদের নেতৃত্বে জোরপূর্বক অপরের সম্পত্তি লুণ্ঠনের মাধ্যমে পার্থিব উপারজন ও ভোগ-দখলের "মুহাম্মাদী ঐশী ফর্মুলার মন্ত্রে" মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীরা ক্রমান্বয়ে জড়িত হয়ে পরে।** প্রথমে রাতের অন্ধকারে বাণিজ্য-ফেরত কুরাইশ কাফেলার ওপর অতর্কিত হামলা করে তাদের মালামাল লুণ্ঠন এবং পরবর্তীতে মদিনার ধনী ইহুদি গোত্র এবং তাঁর বশ্যতা অস্বীকারকারী চারপাশের অন্যান্য অমুসলিম জনপদের ওপর আক্রমণ চালিয়ে তাদের সমস্ত সম্পত্তি মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীরা লুণ্ঠন করেন। সেই লুণ্ঠিত উপার্জন সামগ্রী মুহাম্মদ নিজে গ্রহণ করেন ও তাঁর অনুসারীদের মধ্যে তাঁরই আবিষ্কৃত এক বিশেষ নিয়মে ভাগাভাগি করে দেন। ভাগ-বাটোয়ারার সেই বিশেষ নিয়মটি হলো:

১) "হামলা-লব্ধ" লুণ্ঠিত উপার্জন সামগ্রী

৮:৪১– **আর এ কথাও জেনে রাখ যে, কোন বস্তু-সামগ্রীর মধ্য থেকে যা কিছু তোমরা গনিমত হিসাবে পাবে, তার এক পঞ্চমাংশ হল আল্লাহর জন্য, রসূলের জন্য, তাঁর নিকটাত্মীয়-স্বজনের জন্য এবং এতীম-অসহায় ও মুসাফিরদের জন্য; --**

>>> দলপতির অধিকার বলে আল্লাহর নবীর জন্য বরাদ্দ কৃত হিস্যা এক-পঞ্চমাংশ। আখেরি নবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) তাঁর এই "পার্থিব উপার্জনপন্থা"-কে ন্যায্যতা দিয়েছেন ঐশী বাণীর সহায়তায়! মহানবী মুহাম্মদ তাঁর হিস্যার এই অংশ প্রথমেই গ্রহণ করেন ("সাফি"), তারপর বাকি চার-পঞ্চমাংশ হামলায় অংশগ্রহণকারী অন্যান্য অনুসারীদের মধ্যে করেন বণ্টন। লুণ্ঠিত যাবতীয় সম্পদের এক-পঞ্চমাংশ নবীর জন্য সংরক্ষণ করা তাঁর অনুসারীদের জন্য অবশ্য কর্তব্য (৮:৪১), আল্লাহর নবীর অনুপস্থিতিতে তাঁর অনুসারীরা "নবীর এই অধিকার" কে প্রথমেই রাখে সংরক্ষিত। তারপর বাকি চার-পঞ্চমাংশ হামলায় অংশগ্রহণকারী অন্যান্য অনুসারীদের মধ্যে হয় ভাগাভাগি।

২) "বিনা হামলায়" লুণ্ঠিত উপার্জন সামগ্রী [Fai]

৫৯:৬-৮- আল্লাহ বনু-বনুযায়রের কাছ থেকে তাঁর রসূলকে যে ধন-সম্পদ দিয়েছেন, তজ্জন্যে তোমরা ঘোড়ায় কিংবা উটে চড়ে যুদ্ধ করনি, কিন্তু আল্লাহ যার উপর ইচ্ছা, তাঁর রসূলগণকে প্রাধান্য দান করেন। **---- আল্লাহ জনপদ-বাসীদের কাছ থেকে তাঁর রসূলকে যা দিয়েছেন, তা আল্লাহর, রসূলের, তাঁর আত্নীয়-স্বজনের, ইয়াতীমদের, অভাবগ্রস্তদের এবং মুসাফিরদের জন্যে, যাতে ধনৈশ্বর্য্য কেবল তোমাদের বিত্তশালীদের মধ্যেই পুঞ্জীভূত না হয়।** --এই ধন-সম্পদ দেশত্যাগী নিঃস্বদের জন্যে, যারা আল্লাহর অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টিলাভের অন্বেষণে এবং আল্লাহ তাঁর রসূলের সাহায্যার্থে নিজেদের বাস্তুভিটা ও ধন-সম্পদ থেকে বহিস্কৃত হয়েছে। তারাই সত্যবাদী।

>>>"আল্লাহ" কী লুটের মালের ভাগ নেন? পুরোটাই ("Fai") মুহাম্মদ ও তাঁর পরিবার ও আত্মীয়-স্বজনদের জন্য [1]। নৃশংস সন্ত্রাসী কায়দায় আকস্মিক হামলায় (Raid) অবিশ্বাসীদের পরাস্ত, খুন অথবা বিতাড়িত করে তাদের সমস্ত সম্পত্তি লুণ্ঠিত ও করায়ত্ত করে সেই সম্পদের অধিকারী হওয়া ১০০% বিশুদ্ধ হালাল উপার্জন! পরাজিত জনগোষ্ঠীর সমস্ত স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তিই শুধু নয়, তাদেরকে বন্দী করে দাস ও দাসীতে পরিণত করে মহানবী মুহাম্মদ তা নিজে গ্রহণ করেন ও হামলায় অংশগ্রহণকারী

অনুসারীদের মধ্যে ভাগাভাগি করে দেন। ইসলামের পরিভাষায় এই দাসীরা হলেন বিজিত মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীর দক্ষিণ হস্তের অধিকার। তাদের সাথে যৌনসম্ভোগের অবাধ অধিকার মুহাম্মাদী (ইসলামী) বিধানে সম্পূর্ণ নৈতিক! পিতা-মাতা-ভ্রাতা-স্বামী-শ্বশুর ও অন্যান্য আত্মীয়-স্বজনদের খুন কিংবা পরাস্ত করে বন্দী অসহায় এ সকল ধৃত "গণিমতের মালগুলোকে" মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীরা তাঁদের যৌনকার্যে ব্যবহার করে পার্থিব যৌনসুখানুভূতি চরিতার্থ করেন।

জোরপূর্বক অপরের স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি লুণ্ঠন ও আত্মসাতের মাধ্যমে ধনী হওয়া এবং একই সঙ্গে পরাজিত জনগোষ্ঠীর জায়া, কন্যা, ভগিনী, মা ও বোনদের সাথে যৌনসুখানুভূতির লালসাকে চরিতার্থ করার অবাধ সুযোগের ব্যবস্থা আখেরি নবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) তাঁর ঐশী বাণীর মাধ্যমে নিশ্চিত করেছেন। মুহাম্মদের ভাষায়,

৮:৬৯-**সুতরাং তোমরা খাও গনীমত হিসাবে তোমরা যে পরিচ্ছন্ন ও হালাল বস্তু অর্জন করেছ তা থেকে**|

২৩:৫-৬- **এবং যারা নিজেদের যৌনাঙ্গকে সংযত রাখে। তবে তাদের স্ত্রী ও মালিকানাভুক্ত দাসীদের ক্ষেত্রে সংযত না রাখলে তারা তিরস্কৃত হবে না।**

৩৩:৫০- হে নবী! আপনার জন্য আপনার স্ত্রীগণকে হালাল করেছি, যাদেরকে আপনি মোহরানা প্রদান করেন। **আর দাসীদেরকে হালাল করেছি, যাদেরকে আল্লাহ আপনার করায়ত্ব করে দেন।**

৪:২৪- --**এবং নারীদের মধ্যে তাদের ছাড়া সকল সধবা স্ত্রীলোক তোমাদের জন্যে নিষিদ্ধ; তোমাদের দক্ষিণ হস্ত যাদের মালিক হয়ে যায়- এটা তোমাদের জন্য আল্লাহর হুকুম।**[Also (forbidden are) women already married, **except those (captives and slaves) whom your right hands possess**].

>>> রাতের অন্ধকারে ওৎ পেতে অতর্কিতে কুরাইশ বাণিজ্য-কাফেলার ওপর হামলা ও আরোহীদের হতাহত ও খুনের মাধ্যমে তাদের বাণিজ্য-সামগ্রী লুণ্ঠন (ডাকাতি) এবং জীবিত আরোহীদের ধরে নিয়ে এসে তাদের প্রিয়জনদের কাছ থেকে অর্থ-প্রাপ্তির

বিনিময়ে (মুক্তিপণ) ছেড়ে দেয়ার লাভজনক সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের শুরুতে শুধু মদিনায় বহিরাগত মুহাজিররাই জড়িত ছিল। নাখলায় মুহাজিরদের সফল ডাকাতির পর (বিস্তারিত পরের পর্বে), পরবর্তীতে আনসাররাও মুহাজিরদের সাথে **"জীবিকা উপার্জনের এই সুবর্ণ ঐশী ফর্মুলায়"** আকৃষ্ট হয়ে পড়ে। ক্রমান্বয়ে সহায়-সম্বল ও জীবিকাহীন বহিরাগত এ সকল মুহাজির ও স্বল্প-আয়ের অসচ্ছল মদিনাবাসী আনসাররা মদিনার ইহুদি ও পরিপার্শ্বের সমস্ত অমুসলিম জনপদের ওপর হামলা ও লুণ্ঠনের মাধ্যমে অল্প সময়েই পার্থিব সচ্ছলতার অধিকারী হন।

মুহাম্মদ তাঁর মদিনায় হিজরতের অল্প কিছুদিন পরেই জীবিকার প্রয়োজনে কীভাবে তাঁর এই সন্ত্রাসী নবযাত্রা শুরু করেছিলেন, তা নিবেদিতপ্রাণ আদি মুসলিম ঐতিহাসিকরা তাঁদের লিখিত মুহাম্মদের জীবনী গ্রন্থে (সিরাত) অত্যন্ত প্রাঞ্জল ভাষায় লিপিবদ্ধ করেছেন। বিশিষ্ট আদি মুসলিম ঐতিহাসিক মুহাম্মদ ইবনে ইশাক (৭০৪-৭৬৮ সাল), আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ বিন ওমর ইবনে ওয়াকিদ আল আসলামি [সংক্ষেপে, আল ওয়াকিদি (৭৪৮-৮২২ সাল)], মুহাম্মদ ইবনে সা'দ (৭৮৪-৮৪৫ সাল) এবং আবু জাফর মুহাম্মদ ইবনে জারির আল তাবারীর [সংক্ষেপে, আল তাবারী (৮৩৮-৯২৩ সাল)] বর্ণনা অনুযায়ী সেই ঘটনাগুলো ছিল নিম্নরূপ।

নাখলা পূর্ববর্তী সাতটি ব্যর্থ হামলার সংক্ষিপ্তসার

রাতের অন্ধকারে বাণিজ্য-ফেরত কুরাইশ কাফেলার উপর অতর্কিত হামলা করে তাদের মালামাল লুণ্ঠনের অভিযান মুহাম্মদ শুরু করেছিলেন তাঁর মদিনা আগমনের মাস সাতেক পরেই! **তিনি সর্বপ্রথম যে দলটি পাঠান, তা ছিল তাঁর সমবয়সী চাচা হামজার নেতৃত্বে। ইতিহাসের পাতায় তার নাম "সিফ-আল বদর"।** পরবর্তীতে মুহাম্মদ ও মুহাজিরদের দ্বারা আরও পর পর সাতটি অনুরূপ ডাকাতি চেষ্টা চলানো হয়। সবগুলোই হয় ব্যর্থ! অষ্টমবারের হামলায় আসে সফলতা, নাখলা নামক স্থানে। ইসলামের ইতিহাসে তা "নাখলা অভিযান" নামে অভিহিত। কোনো মদিনাবাসী মুহাম্মদ অনুসারীই (আনসার) এই আটটি হামলার কোনটিতেই অংশগ্রহণ করেনি। নাখলা পূর্ববর্তী সাতটি ব্যর্থ

হামলাগুলো ছিল নিম্নরূপ [ক্রমানুসার ও সময় (সাল ও তারিখ) এর ব্যাপারে বিভিন্ন সূত্রে মত পার্থক্য আছে।]:

১) সিফ-আল বদর অভিযান - নেতৃত্বে ছিল হামজা, মার্চ-৬২৩ সাল

"হিজরতের সাত মাস পরের ঘটনা। তারিখটি ছিল মার্চ, ৬২৩ সাল। আল্লাহর নবী হামজা বিন আবদ আল-মুত্তালিবের নেতৃত্বে ৩০ জন মুহাজিরের এই দলটিকে পাঠান। এই দলে কোনো আনসারই জড়িত ছিল না। তাদের উদ্দেশ্য ছিল কুরাইশদের বাণিজ্য ফেরত কাফেলা আক্রমণ ও পাকড়াও করা। আবু জেহেলের নেতৃত্বে ৩০০ জন কুরাইশ দলের একটি বাণিজ্য কাফেলার মুখোমুখি হয় হামজা ও তার দল। মজিদ বিন আমর আল যুহানী তাদের মাঝখানে হস্তক্ষেপ করে এবং দল দুইটি বিনা যুদ্ধেই বিযুক্ত হয়ে যায়"।

২) রাবী অভিযান - নেতৃত্বে ছিল উবাইদা বিন আল-হারিথ, এপ্রিল, ৬২৩ সাল

"হিজরতের আট মাস পরের ঘটনা। তারিখ টি ছিল এপ্রিল, ৬২৩ সাল। আল্লাহর নবী উবাইদা বিন আল-হারিথ বিন আবদ আল-মুত্তালিব বিন আবদ মানাত এর নেতৃত্বে ৬০ জন মুহাজিরের এই দলটিকে পাঠান। একজন আনসার ও এই হামলায় জড়িত ছিল না। তারা আহিয়া (Ahya) নামক এক জলসেচনের স্থানে কুরাইশদের সম্মুখীন হয়। তারা একে অপরকে লক্ষ্য করে তীর নিক্ষেপ করে, কিন্তু কোনো হাতাহাতি যুদ্ধ হয়নি। কুরাইশদের এই বাণিজ্য কাফেলা দলের নেতৃত্বে কে ছিল, এ ব্যাপারে মতভেদ আছে। আনেকে বলেন আবু সুফিয়ান বিন হারব ছিলেন নেতৃত্বে, অন্যরা বলেন নেতৃত্বে ছিলেন মিখরাজ বিন হাফস। আল ওয়াকীদির মতে কুরাইশদের এই দলের নেতৃত্বে ছিলেন আবু সুফিয়ান বিন হারব এবং তাঁর দলে ছিল ২০০ জন কুরাইশ"।

৩) আল খাররার অভিযান - নেতৃত্বে ছিল সা'দ বিন আবি ওয়াককাস

“এই বছর (হিজরতের প্রথম বর্ষ) জিল-হজ মাসে আল্লাহর নবী সা'দ বিন আবি ওয়াককাসকে একটি সাদা ব্যানারসহ আল খহাররার অভিযানে পাঠান। সা'দের দলের সবাই ছিল মুহাজির।

আবু বকর বিন ইসমাইল < তার পিতা < আমির বিন সা'দ < তার পিতা (সা'দ বিন আবি ওয়াককাস) হতে বর্ণিত:

আমি ২০-২১ জনের একটি দলকে নিয়ে পায়ে হেঁটে যাত্রা শুরু করেছিলাম। যাত্রার পঞ্চম দিন সকালে আল খাররার পৌঁছার পূর্ব পর্যন্ত আমরা দিনের বেলায় আত্মগোপন করে থাকতাম এবং রাত্রি বেলা পুনরায় যাত্রা শুরু করাতাম। আল্লাহর নবী আমাকে নির্দেশ দিয়েছিলেন যেন আমি যেন আল খাররার অতিক্রম না করি। কিন্তু আমাদের আল খাররার পৌঁছার এক দিন আগেই বাণিজ্য কাফেলা টি আল খাররার অতিক্রম করে। সেই কাফেলার দলে ৬০ জন লোক ছিল”।

৪) আল আবওয়া অভিযান - নেতৃত্বে ছিলেন মুহাম্মদ, আগস্ট ৬২৩ সাল

“হুমায়েদ < সালামাহ বিন আল ফদল < মুহাম্মদ বিন ইশাক হতে বর্ণিত:

আল্লাহর নবী ১২ই রবি আল-আউয়াল তারিখে (সেপ্টেম্বর ২৪, ৬২২ সাল) মদিনায় আসেন এবং সেখানে তিনি --- জিল-হজ, যে মাসে পৌত্তলিকদের (Polytheist) তত্বাবধানে তীর্থ যাত্রা সম্পাদিত হয়, ও মহরম মাস পর্যন্ত অবস্থান করেন। হিজরতের প্রায় ১২ মাস পর সফর মাসে (যার শুরু হয়েছিল অগাস্ট ৪, ৬২৩ সালে) তিনি কুরাইশ এবং বানু দামরাহ বিন বকর বিন আবদ মানাত বিন কেনানা গোত্রকে আকস্মিক হামলার (Raid) উদ্দেশ্যে ওয়াডেন পর্যন্ত বিচরণ করেন। এটি ছিল আল আবওয়া অভিযান। তারপর বিনা যুদ্ধেই আল্লাহর নবী মদিনায় প্রত্যাবর্তন করেন এবং সেখানে তিনি সফর মাসের অবশিষ্ট সময় ও রাবি আল-আউয়াল মাসের শুরুর দিনগুলি পর্যন্ত অতিবাহিত করেন”।

৫) প্রথম বদর (সাফওয়ান) অভিযান - নেতৃত্বে মুহাম্মদ, সেপ্টেম্বর ৬২৩ সাল

“এর আগে রবি আল-আউয়াল মাসে (যার শুরু হয়েছিল সেপ্টেম্বর ২, ৬২৩ সাল) তিনি (মুহাম্মদ) মুহাজিরদের দলপতি রূপে কুরজ বিন যাবির আল-ফিহিরের পশ্চাদ্ধাবনের উদ্দেশ্যে অভিযানে বের হোন। এই লোকটি মদিনায় আল জুমা তৃণভূমির একদল পশুকে ডাকাতির সাথে জড়িত ছিল। আল্লাহর নবী তার পশ্চাদ্ধাবনে বদর প্রান্তের সাফয়ান নামক এক উপত্যকা পর্যন্ত গমন করেন। কিন্তু কুরজ তাঁকে সুকৌশলে এড়িয়ে পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়। এটি ছিল প্রথম বদর অভিযান (যাকে সাফওয়ান অভিযান ও বলা হয়)”।

৬) বুওয়াত অভিযান - নেতৃত্বে মুহাম্মদ, অক্টোবর ৬২৩ সাল

"আল্লাহর নবী রবি আস-সানি মাসের (যার শুরু হয়েছিল অক্টোবর ২, ৬২৩ সাল) কুরাইশদের অনুসন্ধানে অভিযানে বের হোন। তিনি রাদওয়া অঞ্চলের বুওয়াত পর্যন্ত অগ্রসর হোন এবং বিনা যুদ্ধেই প্রত্যাবর্তন করেন। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল উমাইয়া বিন খালফের নেতৃত্বে আগত বাণিজ্য কাফেলার যাত্রাপথ আক্রমণ করা। কুরাইশদের এই কাফেলায় ১০০ জন লোক ও ২৫০০ টি উট ছিল।”

৭) আল উশায়েরা অভিযান - নেতৃত্বে মুহাম্মদ, অক্টোবর ৬২৩ সাল

"তিনি রবি আল-আখির (রবি উস-সানি) মাসের পরবর্তী দিন গুলি এবং জুমাদা আল-উলা (যার শুরু হয়েছিল অক্টোবর ৩১, ৬২৩ সাল) মাসের কিয়দংশ পর্যন্ত মদিনায় অবস্থান করেন। তারপর কুরাইশদের সন্ধানে আর একটি অভিযানে --আল উশায়েরা পর্যন্ত পৌঁছানোর পর যাত্রাবিরতি দেন। তিনি মুহাজির দলের অধিপতি রূপে সিরিয়া হতে প্রত্যাবর্তনকারী এক কুরাইশ বাণিজ্য কাফেলার উপর অতর্কিত হামলার নেতৃত্বে ছিলেন। এটি ছিল আল-উশায়েরাহ অভিযান এবং এই অভিযানে তিনি ইয়ানবু পর্যন্ত যাত্রা করেন। তিনি সেখানে জুমাদা আল-উলা মাসের পরবর্তী দিন গুলি ও জামাদ উস-সানি মাসের (যার শুরু হয়েছিল নভেম্বর ৩০, ৬২৩ সাল) অল্প কিছু দিন অবস্থান করেন। তারপর তিনি বিনা সংঘর্ষেই মদিনা প্রত্যাবর্তন করেন।” [2][3][4][5][6]

- অনুবাদ (ও নম্বর যোগ): লেখক

ইসলামী ইতিহাসের ঊষালগ্ন থেকে আজ অবধি প্রতিটি ইসলাম বিশ্বাসী প্রকৃত ইতিহাস জেনে বা না জেনে ইতিহাসের এ সকল অমানবিক অধ্যায়গুলো যাবতীয় চতুরতার মাধ্যমে বৈধতা দিয়ে এসেছেন। বিষয়গুলো অত্যন্ত স্পর্শকাতর বিধায় বাংলা অনুবাদের সাথে মূল ইংরেজি অনুবাদের অংশটিও সংযুক্ত করছি।

Events in the **First and Second** years of Hizrat: there are controversies in time and sequences of these expeditions:

- **Expedition of Sif Al badar - led by Hamza on March, 623 CE**

In this year, in Ramadan, seven months after the Hijrah (about March, 623), the Messenger of God entrusted a white banner to Hamza bin Abd Al- Muttalib with the command of thirty Emigrants. Their aim was to intercept the caravans of Quraysh. Hamza met Abu Jahl at the head of three hundred men. Majdi b Amr sl-Juhani intervened between them, and they separated without battle.

- **Expedition of Rabigh - led by Sa'd bin Abi Waqqas on April, 623 CE**

In this year, eight months after the Hijrah, in Shawal (April, 623), the Messenger of God entrusted a white banner to Ubaydah b Al Harith b Abd Al Muttalib b abd Manaf at the head of sixty Emigrants without a single Ansar among them and ordered him to march to Batn Rabeigh. They met the polytheist at a watering place called 'Ahya'. They shot arrows at one another but there was no hand to hand fighting.

There is a difference in opinion as to who was the commander of the Meccan expedition. Some say that it was Abu Sufyan b Harb and some that it was Mikhraz b Hafs. Al Waqid – Abu Sufyan, at the head of 200 polytheists.

- **Expedition to Al Kharrar – led by Sa'd bin Abi Waqqas**

In this year, in Dhu al-Qadah, the Messenger of God entrusted to Sa'd bin Abi Waqqas a white banner (for an expedition) to al Kharrar. According to Abu Bakr bin Ismail <his father <Amir bin Sa'd <his father:

I set out on foot at the head of twenty men (or twnty one men). We used to lie hidden by day and march at night until we reached Al Kharrar on the fifth morning. The Messenger of God had enjoined me not to go beyond al-Kharrar, but the caravan had got to al-Kharrar a day before me; there were sixty men with it. Those who were with Sa'd were all from the Emigrants.

- **Expedition to Al Abwa - led by Muhammad on August, 623 CE**

According to Humayd < Salamah bin Al-Fadl <Muhammad bin Ishaq:

The Messenger of God came to Medina on the twelfth of Rabi al-Awal (September 24, 622 CE) and remained there for the rest of Rabi al-Awal, Rabi al-Akhir, two Jumadas, Rajab, Shaban, Ramadan, Shawwal, Dhu al-Qadah, Du al-Hijjah- the pilgrimage in that month

was directed by the polytheists-and Muharram. In Safar (which began August 4, 623CE), nearly twelve months after his arrival in Medina on the twelfth of Rabi al-Awwal, he went out on a raid as far as Waddan, searching for Quraysh and the Banu Damrah bin Bakr bin abd Manat bin Kenana. This was the expedition of al Abwa. Then the Messenger of God returned to Medina without any fighting and remained there for the rest of Safar and the beginning of Rabi al-Awwal.

- **Expedition of First Badr – led by Muhammad on September, 623 CE**

Earlier in Rabi al-Awal (which began September 2, 623 CE), he went on an expedition at the head of the Emigrants in pursuit of Kurz bin Jabir al-Fihri. This man had raided the flocks of Medina which were pastured in al Jamma and had driven them off. The messemger of God went out in pursuit of him and reached a valley called Safwan in the region of Badr. But, Kurz eluded him and was not caught. This was the 1st expedition of Badr (also know as expedition of Safwan).

- **Expedition to Buwat – led by Muhammad on October, 623 CE**

Then the Messenger of God led an Expedition on Rabi al-Akhir (which began October 2, 623 CE) in search of Quraysh. He went as far as Buwat in the region of Radwa and returned without any fighting. His intention was to intercept the caravan of Quraysh led

by Umayyah b Khalf with a hundred men of Quraysh and 2500 camels.

- **Expedition to Al Ushayra – led by Muhammad on October, 623 CE**

He stayed in Medina for the rest of Rabi al-Akhir and part of Jumada al Ula (which began October 31, 623 CE) and then led another expedition in search of Quraysh---until he halted at al-Ushayrah. He set foth at the head of Emigrants to intercept the Caravan of Quraysh when it set off for Syria. This was the expedition of Al-Ushayrah, and it went as far as Yanbu. He stayed there for the rest of Jamada al Ula and a few days of Jama al-Akhira (which began November 30, 623 CE). Then he went back to Medina without any fighting. [2][3][4][5][6]

>>> উন্মুক্ত শক্তি প্রয়োগে পরাভূত করে সেই পরাজিত গোষ্ঠীর সকল মুক্ত মানুষকে চিরদিনের জন্য দাস-দাসীতে রূপান্তরিত করে নিজেদের মধ্যে ভাগাভাগি করে তাদেরকে নিজ-কর্মে (মেয়েদের যৌনদাসী রূপে) ব্যবহার ইসলামী বিধানে সম্পূর্ণ নৈতিক! আর এই নৈতিকতার শিক্ষাকে মনে প্রাণে ধারণ, পালন এবং যে কোনো উপায়ে তা প্রচার ও প্রসার করা (প্রয়োজনে মুহাম্মদের মতই শক্তি প্রয়োগে) সর্বকালের সকল ইসলাম বিশ্বাসীরই ইমানী দায়িত্ব! এই অবশ্যকর্তব্য ইমানী দায়িত্বকে মুহাম্মদ **"জিহাদ"** বলে প্রচার করেছিলেন। এ সকল নৃশংস হামলায় মুহাম্মদ বিন আবদুল্লাহ প্রত্যক্ষ (Ghazawat) অথবা পরোক্ষভাবে (Sarawa) নেতৃত্ব দিয়েছিলেন! তিনি তাঁর সকল অনুসারীদের উৎসাহিত করেছিলেন পার্থিব ও অপার্থিব (মৃত্যু-পরবর্তী) প্রলোভন, হুমকি ও ভীতি প্রয়োগের মাধ্যমে। আদি মুসলিম ঐতিহাসিকদের বর্ণিত এ সকল তথ্যের পর্যালোচনায় যে বিষয়টি অত্যন্ত স্পষ্ট তা হলো:

“এখানে আক্রমণকারী ও আগ্রাসী হলেন মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ ও তাঁর অনুসারী, কুরাইশরা নয়।”

[কুরানের উদ্ধৃতি সৌদি আরবের বাদশাহ ফাহাদ বিন আবদুল আজিজ (হারাম শরীফের খাদেম) কর্তৃক বিতরণকৃত বাংলা তরজমা থেকে নেয়া, অনুবাদে ত্রুটি-বিচ্যুতির দায় অনুবাদকারীর। কুরানের ছয়জন বিশিষ্ট ইংরেজি অনুবাদকারীর ও চৌত্রিশ-টি বিভিন্ন ভাষায় পাশাপাশি অনুবাদ এখানে]

তথ্যসূত্র ও পাদটীকা:

[1] Fai: **সহি বুখারি: ভলুউম ৬, বই ৬০, নম্বর ৪০৭**

http://www.hadithcollection.com/sahihbukhari/93-sahih-bukhari-book-60-prophetic-commentary-on-the-quran-tafseer-of-the-prophet-pbuh/4936-sahih-bukhari-volume-006-book-060-hadith-number-407.html

“Narrated By Umar : The properties of Bam An-Nadir were among the booty that Allah gave to His Apostle such Booty were not obtained by any expedition on the part of Muslims, neither with cavalry, nor with camelry. So those properties were for Allah's Apostle only, and he used to provide thereof the yearly expenditure for his wives, and dedicate the rest of its revenues for purchasing arms and horses as war material to be used in Allah's Cause”.

নাখলা পূর্ববর্তী সাত টি ব্যর্থ হামলার সংক্ষিপ্তসার

[2] ***মুহাম্মদ*** **ইবনে ইশাক (৭০৪-৭৬৮ খৃষ্টাব্দ) - লেখক: “সিরাত রসুল আল্লাহ”** সম্পাদনা: ইবনে হিশাম (মৃত্যু ৮৩৩ খৃষ্টাব্দ), ইংরেজি অনুবাদ: A. GUILLAUME, অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, করাচী, ১৯৫৫, *ISBN 0-19-636033-1,* পৃষ্ঠা (Leiden) ৪১৫-৪২৩

http://www.justislam.co.uk/product.php?products_id=218

[3] **আল-ওয়াকিদি (৭৪৮-৮২২ খৃষ্টাব্দ) - লেখক: "কিতাব আল-মাগাজি"** ed. Marsden Jones, লন্ডন ১৯৬৬, পৃষ্ঠা ৯-১২

http://en.wikipedia.org/wiki/Al-Waqidi

[4] **আল-তাবারী (৮৩৮-৯২৩ খৃষ্টাব্দ) - লেখক: "তারিক আল রসুল ওয়াল মুলুক"** ইংরেজী অনুবাদ: W. Montogomery Watt and M.V. McDonald, নিউ ইয়র্ক ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯৮৭, ভলুউম ৭, *ISBN 0-88706-344-6 [ISBN 0-88706-345-4 (pbk)* , পৃষ্ঠা (Leiden) ১২৬৫-১২৭২

http://en.wikipedia.org/wiki/Muhammad_ibn_Jarir_al-Tabari

[5] ***মুহাম্মদ ইবনে সা'দ (৭৮৪-৮৪৫ খৃষ্টাব্দ) - লেখক: "কিতাব আল-তাবাকাত আল-কাবির"***

http://muslim-library.blogspot.com/2011/09/tabqaat-ibn-e-saad.html#!/2011/09/tabqaat-ibn-e-saad.html

[6] Ibid, অনুবাদ - এস মইনুল হক, প্রকাশক- কিতাব ভবন, নয়া দিল্লি, সাল ২০০৯ (3rd Reprint). ISBN 81-7151-127-9 (set). ভলুউম ২, পার্ট- ১, পৃষ্ঠা ১-৭।

http://kitaabun.com/shopping3/product_info.php?products_id=4170

২৯: নাখলায় প্রথম সফল অভিযান

ত্রাস, হত্যা ও হামলার আদেশ– দুই

রাতের অন্ধকারে বাণিজ্যফেরত নিরীহ কুরাইশ কাফেলার উপর মুহাম্মদ ও তাঁর মক্কাবাসী অনুসারীদের (মুহাজির) পর পর সাতটি ডাকাতি চেষ্টা ব্যর্থ হওয়ার পর প্রথম সফলতা আসে "নাখলা" নামক স্থানে। সময়টি ছিল জানুয়ারি, ৬২৪ সাল (রজব, হিজরি দ্বিতীয় বর্ষ)। সন্ত্রাসী কায়দায় জোরপূর্বক অন্যের সহায়-সম্পত্তি হস্তগত করে জীবিকাবৃত্তির এই প্রথম আটটি অভিযানের কোনোটিতেই কোনো আদি মদিনাবাসী মুহাম্মদ অনুসারীই (আনসার) অংশ গ্রহণ করেননি। ইসলামের ইতিহাসের সকল আদি বিশিষ্ট মুসলিম ঐতিহাসিক অত্যন্ত প্রাঞ্জল ভাষায় এই **"নাখলা অভিযানের"** বর্ণনা লিপিবদ্ধ করেছেন। [1] মুহাম্মদ ইবনে ইশাক, আল ওয়াকিদি এবং আল তাবারী বর্ণনার সংক্ষিপ্তসার:

লুটপাট ও সন্ত্রাসের উপার্জন 'গণিমত'!

ইবনে ইশাক < আল জুহরী < ইয়াজিদ বিন রুমান < উরওয়া বিন আল জুবায়ের থেকে উদ্ধৃত:

'আল্লাহর নবী তাঁকে (আবদুল্লাহ বিন জাহাশ) একটি চিঠি লিখেন। কিন্তু তাঁকে আদেশ করেন যে দুই দিনের রাস্তা অতিক্রম করার আগে যেন তিনি সেই চিঠিটি না পড়েন। [2] দুই দিনের রাস্তা অতিক্রমের পর সেই চিঠিটি যেন তিনি পড়েন এবং চিঠিতে যে আদেশ লিখা আছে তা যেন তিনি পালন করেন। কিন্তু তিনি যেন তাঁর কোন সঙ্গীকেই তাঁদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে ঐ আদেশটি পালনে করতে বাধ্য না করেন। দুই দিনের রাস্তা

অতিক্রান্তের পর আবদুল্লাহ বিন জাহাশ সেই চিঠিটি পড়েন। সেই চিঠিতে আদেশ ছিল, "তুমি মক্কা ও তায়েফের মধ্যবর্তী নাখলা নামক স্থানে যাও। সেখানে কুরাইশদের গতিবিধি পর্যবেক্ষণ করে জানার চেষ্টা করো যে তারা কি করছে"।----সাদ বিন আবি ওয়াককাস এবং ওতবা বিন গাজওয়ান তাদের একটি উট হারিয়ে ফেলে। সেই উট টি তে তাঁরা পালাক্রমে আরোহণ করছিলেন। উঠটি খুঁজতে যাবার কারণে তাঁরা পিছিয়ে পরে। আবদুল্লাহ বিন জাহাশ তাঁর অবশিষ্ট সঙ্গীদের নিয়ে নাখলায় পৌঁছেন । নাখলায় পৌঁছে তিনি দেখতে পান যে কিসমিস, চামড়া ও অন্যান্য বাণিজ্য সামগ্রী ভর্তি কুরাইশদের কাফেলার বহর তাদের অতিক্রম করছে। আরোহী কুরাইশদের মধ্যে ছিলেন আমর বিন আল হাদরামি, ওসমান বিন আবদুল্লাহ এবং তার ভাই নওফল বিন আবদুল্লাহ ও আল হাকাম বিন কেইসুন। আরোহী কুরাইশরা তাঁদের কে (মুসলমান) দেখতে পেয়ে ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পরেন। কারণ, মুসলমানরা তাদের খুবই নিকটে অবস্থান নিয়েছিল। সে অবস্থায় তাঁরা মস্তক মুণ্ডিত (মাথার চুল কামানো) উককাশা বিন মিহসান কে দেখতে পায়। তাঁকে দেখে তাঁরা স্বস্তি ও নিরাপদ বোধ করেন এবং বলেন, "এরা উমরাহ্ (তীর্থ) যাত্রী পথিক, এদেরকে ভয় পাবার কোন কারণ নাই!"

মুসলমানেরা একে অপরের সাথে কুরাইশদের কাফেলা সম্পর্কে পরামর্শ করে। সেটি ছিল রজব মাসের শেষ দিন। তাঁরা সিদ্ধান্ত নেন যে, তাঁরা কুরাইশদের কাফেলা আক্রমণ করে যত জনকে পারবেন খুন করে তাদের কাছে যা কিছু আছে তা লুণ্ঠন করবেন। **ওয়াকিদ বিন আবদুল্লাহ আল তামিমি (মুসলমান) তাঁর ধনুকের তীর নিক্ষেপ করে আমর বিন আল-হাদরামী কে (কুরাইশ) নৃশংস ভাবে করে খুন। ওসমান বিন আবদ-আল্লাহ ও আল হাকাম বিন কেউসুন মুসলমানদের কাছে আত্মসমর্পণ করেন এবং নওফল বিন আবদ-আল্লাহ প্রাণভয়ে যান পালিয়ে। মুসলমানেরা তাকে ধরতে ব্যর্থ হয়।** আবদুল্লাহ বিন জাহাশ এবং তাঁর সঙ্গীরা কুরাইশদের বাণিজ্যফেরত কাফেলা বহর এবং দুইজন আরোহীকে বন্দী করে মদিনায় আল্লাহর নবীর কাছে প্রত্যাবর্তন করেন। ...সেটি ছিল রজব মাসের শেষ দিন। আরবদের পবিত্র মাসের একটি। যে মাসে কোনোরূপ

সহিংসতা বিশেষভাবে নিষিদ্ধ। আল্লাহর নবী কুরাইশদের বাণিজ্যফেরত কাফেলার মালামাল এবং দুইজন বন্দীকে হস্তগত করেন। কুরাইশরা তাঁর কাছে বন্দী ওসমান বিন আবদ-আল্লাহ ও আল হাকাম বিন কেউসুনের মুক্তির চেষ্টায় মুক্তিপণ পাঠায়। কিন্তু **আল্লাহর নবী বলেন, "আমার দুইজন অনুসারী (সাদ বিন আবি ওয়াককাস ও ওতবা বিন গাজওয়ান) ফিরে আসার আগ পর্যন্ত এই বন্দীদেরকে আমরা মুক্তি পণের বিনিময়েও ছাড়বো না। কারণ, আমাদের আশংকা তোমরা তাদের ক্ষতি সাধন করতে পারো। যদি তোমরা আমাদের ঐ দুইজন সহকারীকে হত্যা করো, তবে আমরাও এই দুইজন বন্দী কে হত্যা করবো।"** অত:পর, সাদ ও ওতবা ফিরে আসেন। আল্লাহর নবী বন্দী দুই জনকে মুক্তি পণের বিনিময়ে ছেড়ে দেন।...

আবদ আল্লাহ বিন জাহাশের পরিবারের কিছু লোক বর্ণনা করেন যে তিনি (আবদ আল্লাহ বিন জাহাশ) তাঁর অনুসারীদের বলতেন, "আল্লাহর নবী লুণ্ঠিত সম্পদের (গণিমত) এক-পঞ্চমাংশ নিজের অধিকারে রাখতেন।" এই ব্যবস্থাটি ছিল আল্লাহর নির্দেশিত বাধ্যতামূলক এক-পঞ্চমাংশ লুণ্ঠিত সম্পদ নবীর জন্য গচ্ছিত রাখার হুকুম জারীর পূর্বে (খুমস অথবা খামুস)। তিনি সেই লুণ্ঠিত সম্পদের এক-পঞ্চমাংশ নবীর জন্য সরিয়ে রেখে অবশিষ্ট লুণ্ঠিত সম্পদ তার অনুসারীদের মধ্যে ভাগাভাগি করে দেন।' [3]

[ইসলামী ইতিহাসের ঊষালগ্ন থেকে আজ অবধি প্রতিটি ইসলামবিশ্বাসী প্রকৃত ইতিহাস জেনে বা না জেনে ইতিহাসের এ সকল অমানবিক অধ্যায়গুলো যাবতীয় চতুরতার মাধ্যমে বৈধতা দিয়ে এসেছেন। বিষয়গুলো অত্যন্ত স্পর্শকাতর বিধায় বাংলা অনুবাদের সাথে মূল ইংরেজি অনুবাদের অংশটিও সংযুক্ত করছি। (অনুবাদ – লেখক)]

EXPEDITION OF NAKHLAH

According to Ibne Ishaq < Al Zuhri and <Yazid bin Ruman < Urwa bin Al Zubayr: [1]

‘The messenger of God wrote him (Abdullah b Jahsh) a letter, but ordered him not to look at it until he had travelled for two days. [2] Then he was to look at it and to carry out what he was commanded in it but not to compel any of his companions to do anything against their will. When Abdullah bin Jahsh travelled two days, he opened the letter and looked at it, and it said, “When you look at my letter, march until you halt at Nakhla, between Mecca and Taif. Observe Quraysh there, and find out for us what they are doing”. - - - —-Sa’d b Abi Waqqas and Utbah b Ghazwan lost a camel of theirs which they were taking turns to ride. They stayed behind to search for it, but Abdullah bin Jahsh and the rest of his companions went on until he reached Nakhla. A caravan of Quraysh went past him carrying raisins, leather and other goods in which Quraysh traded. Among the Quraysh in it were Amr bin Al-Hadrami, Othman bin Abdullah and his brother Nawfal bin Abdullah, and Al-Hakam bin Kaysun. When they saw (Muslims) they were afraid of them, since they were halted close to them. Then Ukkashah bin Mihsan came into view and he had shaved his head, and when they saw him they felt safe and said, “They are on their way to the umrah (lesser pilgrimage), there is nothing to fear from them”. The Muslims consulted one another concerning them, this being the last

day of Rajab. They- - - - -agreed to kill as many of them as they could and to seize what they had with them.

Waqid bin Abdullah Al Tamimi (Muslim) shot an arrow at Amr bin Al Hadrami (Quraysh) and killed him. Uthman bin Abd Allah and Al Hakam bin Kaysan surrendered to Muslims but Nawfal bin Abd Allah escaped and they (Muslims) were unable to catch him.

Then Abdullah bin Jahsh and his companions took the caravan and the two captives back to the messenger of god in Medina. - - - That was the last day of Rajab, a sacred month for the Arabs - prohibited for any hostility. - - - the messenger of God took possession of the caravan and the two prisoners. Quraysh sent to him to ransom Othman bin Abdallah and Al Hakam bin Kaysan, but **the messenger of God said, " We will not release them to you on payment of ransom until our two companions (meaning Sa'd bin Abi Waqqas and Utbah bin Ghazwan) get back, for we are afraid that you may harm them. If you kill them, we will kill your companions".** Sa'd and Utbah came back, however, the messenger of god released the prisoners on payment of ransom. ----

Some of the family of Abd Allah bin Jahsh relates that he said to his companions, "The messenger of God receives a fifth of the booty you have taken". This was before God made (surrendering) a fifth of booty taken a duty. He set aside a fifth of the booty for the Messenger of God and divided the rest between his companions". [3]

[2] The reason for the sealed orders was doughtless to prevent enemy agents in Medina from learning the destination and passing on the information to Mecca.

[3] The fifth, Khums or Khumus. In pre-Islamic Arabia it had been customary for a tribal chief to receive a fourth of any booty taken in order to cover what he expended on behalf of the tribe. Quran ***8:41*** *prescribes that Muhammad should receive a fifth and is said to have been revealed after Badr but first applied in the case of the Jewish clan of Qaynuqa.*

>>> ইসলামের ইতিহাসের অসংখ্য অতিকথার (Myth) একটি হলো - মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীরা কুরাইশদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে মদিনায় হিজরত করেছিলেন। কিন্তু কুরান, সীরাত ও হাদিসের পুঙ্খানুপুঙ্খ পর্যালোচনায় যে বিষয়টি স্পষ্ট, তা হলো - ইসলামের ইতিহাসের অনেক অনেক অতিকথার মতই এই দাবীরও আদৌ কোনো সত্যতা নেই। কেউ তাঁদেরকে তাড়িয়ে দেয়নি। সত্য হলো - স্বঘোষিত আখেরি নবী হযরত মুহাম্মদ (সঃ) নিজেই নিজ স্বার্থে তাঁর মক্কাবাসী অনুসারীদের (মুহাজির) বিভিন্ন হুমকি ও প্রলোভনের মাধ্যমে মদিনায় হিজরত করতে বাধ্য করেছিলেন [এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হিজরত তত্ত্বে করা হবে; এ পর্বে শুধু প্রাসঙ্গিক বিষয়েরই আলোচনা করবো]। হিজরতে অনিচ্ছুক অনুসারীদেরকে তিনি পার্থিব ও অপার্থিব সম্পদ ও সমৃদ্ধির অঙ্গীকার দিয়ে মদিনায় হিজরত করতে প্রলুব্ধ করেছিলেন।

মুহাম্মদের ভাষায়:

৪:১০০ - **যে কেউ আল্লাহর পথে দেশত্যাগ করে, সে এর বিনিময়ে অনেক স্থান ও সচ্ছলতা প্রাপ্ত হবে|** যে কেউ নিজ গৃহ থেকে বের হয় আল্লাহ্ ও রসূলের প্রতি হিজরত করার উদ্দেশে, অত:পর মৃত্যুমুখে পতিত হয়, তবে তার সওয়াব আল্লাহ্র কাছে অবধারিত হয়ে যায়| আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, করুণাময়|

>>> কিন্তু হিজরত পরবর্তী বাস্তবতা ছিল মুহাম্মদের এই প্রতিশ্রুতির সম্পূর্ণ বিপরীত! পূর্ববর্তী নবীদের মোজেজার অনুরূপ কোনো মোজেজা যেমন "মান্না ও সালওয়া' জাতীয় বেহেশতী খাবার" মুহাম্মদ তাঁর অনুসারীদের জন্য আনতে পারেন নাই (পর্ব ২৩-২৫); এমন কি সামান্য রুটি-খেজুর-পানির জন্যও তাঁরা ছিলেন আনসারদের ওপর নির্ভরশীল। মুহাম্মদ ও তাঁর প্রলুব্ধ মুহাজিররা মদিনায় এসে দীর্ঘকাল **"সে এর বিনিময়ে অনেক স্থান ও সচ্ছলতা"** প্রাপ্তি তো অনেক দূরের বিষয়, বেঁচে থাকার অবলম্বন কোনো ভদ্রোচিত চাকুরিও জোগাড় করতে পারেননি। তাঁদের না ছিল কোনো নিজস্ব আবাস, না ছিল কোনো জীবিকা! হিজরত (সেপ্টেম্বর ২৪, ৬২২ সালে) পরবর্তী বিগত ১৬টি মাস মুহাম্মদ ও মুহাজিররা ছিলেন সম্পূর্ণভাবে মদিনাবাসী আনসারদের স্বল্প আয়ের ওপর নির্ভরশীল। মদিনায় এসে তাঁরা জীবনের এক কঠিন বাস্তবতার সম্মুখীন হন। বর্ণিত আছে, মদিনাবাসী মুহাম্মদ-অনুসারীরা (আনসার) মুহাম্মদ ও মুহাজিরদের সেই সংকটময় কঠিন পরিস্থিতিতে সর্বাত্মক সাহায্য ও সহযোগিতা করেছিলেন। যদি সে ইতিহাস ১০০% সত্যও হয়, তথাপি পরিবার-পরিজন ও আত্মীয়-স্বজনবঞ্চিত পরবাসী জীবনে মাসের পর মাস বেকারত্ব ও পরমুখাপেক্ষী অনিশ্চিত জীবনের অভিজ্ঞতা ও মানসিক অবস্থা যে কোনো সুস্থ, বিবেকবান মানুষের জন্যই কোনো সুখকর অনুভূতি যে নয়, তা যে কোনো মুক্তবুদ্ধির মানুষ অতি সহজেই উপলব্ধি করতে পারেন। **এই বেকারত্ব ও পরমুখাপেক্ষী জীবনের অবসান ঘটানোর জন্য মুহাম্মদ ও মুহাজিরদের সামনে শুধু একটি পথই খোলা ছিল; আর তা হলো, "জীবিকার কোনো না কোনো উপায় বের করে স্বাবলম্বী হওয়ার চেষ্টা"।**

কিন্তু কীভাবে তা সম্ভব? মুহাম্মদ ও মুহাজিরদের প্রতি আনসারদের হৃদ্যতা যত গভীরই হোক না কেন, কোনো চাকরি (কাজ) দিয়ে তাঁরা মুহাম্মদ ও মুহাজিরদের সাহায্য করবেন, এমন পদমর্যাদার অধিকারী তাঁরা ছিলেন না। মদিনাবাসী ইহুদীদের মত তাঁদের না ছিল কোনো ব্যবসা প্রতিষ্ঠান-দোকানপাট, না ছিল প্রচুর ক্ষেত-খামার জাতীয় সম্পদ, যেখানে তাঁরা এই বহিরাগতদের কাজে লাগিয়ে জীবিকার একটা ব্যবস্থা করে

দিতে পারেন। তাঁদের না ছিল যথেষ্ট আর্থিক সচ্ছলতা, যা দিয়ে তাঁরা করতে পারেন এই বহিরাগত বেকার পরমুখাপেক্ষীদের জীবিকার কোনো একটা উপায় ও পুনর্বাসন। এমত চরম পরিস্থিতিতে স্বঘোষিত আখেরি নবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) জীবিকার উপায়স্বরূপ যে-পথটি বেছে নিয়েছিলেন, তা হলো বিভিন্ন অজুহাতে নৃশংস আগ্রাসী আক্রমণের মাধ্যমে অন্যের সহায় সম্পত্তি লুণ্ঠন! বেকারত্ব ও পরমুখাপেক্ষী জীবনের হাত থেকে মুক্তির আশায় মুহাম্মদ ও তাঁর মক্কাবাসী অনুসারীরা শুরু করলেন রাতের অন্ধকারে ওৎ পেতে অতর্কিত আক্রমণে জোরপূর্বক নিরীহ বাণিজ্যফেরত কাফেলা-আরোহীর সর্বস্ব লুণ্ঠনের পরিকল্পনা। পথিমধ্যে বাণিজ্যফেরত কুরাইশ কাফেলার উপর আক্রমণ করে তাঁদের সর্বস্ব লুণ্ঠন (ডাকাতি) করার চেষ্টা। প্রথম অভিযান-মার্চ, ৬২৩ সাল (পর্ব ২৮)। তারপর সুদীর্ঘ দশটি মাসের একের পর এক ব্যর্থতা! পরিশেষে নাখলায় এই প্রথম সফলতা!

রাতের অন্ধকারে নিরীহ বাণিজ্যফেরত কুরাইশ কাফেলা আরোহীদের ওপর পর পর বেশ কয়েকটি ডাকাতি হামলা ব্যর্থ হবার পর তীক্ষ্ণ বুদ্ধির মুহাম্মদ অনুমান করেছিলেন যে, তাঁর হামলা পরিকল্পনা মদিনাবাসী কোনো গুপ্তচরের মাধ্যমে কোনো না কোনোভাবে আগেভাগেই মক্কাবাসী কুরাইশরা জেনে ফেলছেন। সে কারণেই তিনি তাঁর এই (নাখলা) পরিকল্পনার কোনোকিছুই কাউকে না জানিয়ে **'সীল-যুক্ত চিঠিটি'** আবদুল্লাহ বিন জাহাশকে দিয়েছিলেন; এবং তাকে আদেশ করেছিলেন যে, দুইদিন পরিমাণ পথ পারাবারের আগে যেন সে সেই সীল-যুক্ত চিঠিটি না খোলে। আবদুল্লাহর নেতৃত্বে এই আটজন (মতান্তরে সাতজন) মুহাজীরদের একজন এসেছিল মস্তকমুণ্ডিত অবস্থায়। হজ্ব অথবা ওমরা পালনকারী পথিকের বেশে। মক্কাবাসী কুরাইশরা তাদের বাণিজ্যফেরত কাফেলার উপর মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীদের পূর্ববর্তী বিফল ডাকাতি চেষ্টার বিষয়ে সম্যক অবহিত ছিলেন। তাই কাফেলা-আরোহী কুরাইশরা তাদের কাফেলার খুবই নিকটে আবদুল্লাহ বিন জাহাশের দলটিকে অবস্থান নিতে দেখে আক্রমণের আশংকায় ছিলেন শঙ্কিত। কিন্তু তাদের মস্তকমুণ্ডিত লোকটিকে দেখতে পেয়ে তাঁরা স্বস্তি

পেয়েছিলেন এই ভেবে যে, এই লোকগুলি কোনো হজ /ওমরা প্রত্যাবর্তনকারী নিরীহ পথিক। কিন্তু তাঁদের সেই ভ্রান্তি দূর হয় অতি অল্প সময়েই। তাঁরা আবদুল্লাহ বিন জাহাশ ও তার দলের অতর্কিত হামলার সম্মুখীন হন। তাঁদের একজনকে নৃশংসভাবে খুন করা হয়, দুইজনকে করা হয় বন্দী!

আবদুল্লাহ বিন জাহাশের নেতৃত্বে নাখলার এই নিরীহ বাণিজ্য ফেরত কাফেলায় ডাকাতি, একজন নিরপরাধ আরোহীকে খুন এবং দুইজন নিরপরাধ মুক্ত-মানুষকে বন্দীর কদর্য ঘটনাটি যে রাত্রিতে সংঘটিত হয়, তা ছিল রজব মাসের শেষ দিন। আরবরা বংশ-পরম্পরায় যে মাসটিকে পবিত্র জ্ঞানে যাবতীয় হামলা, যুদ্ধ-বিগ্রহ ও খুন-খারাবী পরিহার করে এসেছেন। তৎকালীন আরবে যিলকদ, যিলহজ্জ, মুহররম ও রজব- এই চারটি মাসকে "সম্মানিত মাস" রূপে বিবেচনা করা হতো। [4] এ মাস গুলোতে কোনো প্রকার বিবাদ-ফ্যাসাদ, খুনাখুনি ও যুদ্ধ-বিগ্রহ করাকে আরবরা খুবই গর্হিত বিবেচনা করতেন।

পবিত্র মাসেও স্বঘোষিত আখেরি নবী মুহাম্মদের এহেন নৃশংস আগ্রাসী কর্মকাণ্ডকে যখন আরবরা ধিক্কার দেয়া শুরু করেছিলেন, মুহাম্মদ ঘোষণা দিলেন যে, তিনি আবদুল্লাহ ও তার দলবলকে অভিযানে পাঠিয়েছেন সত্যি কিন্তু তাদেরকে তিনি কোনো আক্রমণ ও সংঘর্ষের আদেশ দেননি। বোঝাতে চাইলেন যে, তিনি আবদুল্লাহ ও তার দলবলের উপর মনঃক্ষুণ্ণ হয়েছেন। আরবদের এই ধিক্কারের জবাবে মুহাম্মদের এই আচরণে অবাক হবার কোনো কারণ নেই। পর পর বেশ কয়েকটি অনুরূপ হামলাচেষ্টা ব্যর্থ হওয়ার পর এই লুণ্ঠন অভিযানে আবদুল্লাহ ও তার সঙ্গীদেরকে এক চিঠিসহ তিনি দুই দিনের ও বেশী মরুভূমির রাস্তা অতিক্রম করে শুধু কুরাইশদের বাণিজ্য ফেরত কাফেলা ও তার আরোহীদের গতিবিধির পর্যালোচনা করার জন্য পাঠিয়েছিলেন, **"কিন্তু"** আরবদের পবিত্র মাসের সম্মান রক্ষার্থে কোনোরূপ আক্রমণ ও সংঘর্ষের আদেশ দেননি, এমন অজুহাত কোন সুস্থ চিন্তার মানুষের কাছেই গ্রহণযোগ্য নয়। বস্তুত মুহাম্মদ

তাঁর প্রচারণায় কখনোই তাঁর মতবাদের বাইরে অন্য কোন ধর্ম, কৃষ্টি ও প্রথাকে সম্মান করেন নাই।

তাঁর প্রচারণার সবচেয়ে প্রাথমিক ও মূল শিক্ষায় হলো, "জগতের একমাত্র সত্য হলো মুহাম্মদ (আল্লাহ) ও তাঁর মতবাদ। বাকি সবই অসত্য এবং/অথবা বিকৃত"। সুতরাং, পৌত্তলিকসহ তৎকালীন সকল আরব বংশ পরম্পরায় যে সকল মাসকে পবিত্র জ্ঞানে সহিংসতা পরিহার করে আসছেন, তার প্রতি শ্রদ্ধা দেখিয়ে মুহাম্মদও সহিংসতা পরিহার করতে চেয়েছিলেন, এমনটি ভাবার কোনোই কারণ নেই। কিন্তু সেই মুহূর্তে আরবদের এমনতর দোষারোপ ও নিন্দাকে সরাসরি উপেক্ষা করার মত পরিস্থিতি মুহাম্মদের ছিল না। সেই পরিস্থিতিতে মুহাম্মদ ছিলেন ধনে-মানে-জনে দুর্বল। মক্কায় ১২-১৩ বছরের চরম ব্যর্থতার পর মদিনায় স্বেচ্ছা-নির্বাসন, তারপর বিগত ষোলটি মাসের বেকার ও পরমুখাপেক্ষী জীবনের চরম অভিজ্ঞতা, এবং তারপর বিগত দশটি মাসের সকল পরিকল্পিত ব্যর্থ ডাকাতি চেষ্টার পর "সর্বপ্রথম সফলতা"। সেই দুর্বল পরিস্থিতিতে আরবদের এমনতর দোষারোপ ও নিন্দার জবাবে তাঁকে বাধ্য হয়েই এই অজুহাতের আশ্রয় নিতে হয়েছিল। উদ্দেশ্য হলো, প্রতিপক্ষকে ধারণা দেয়া যে, তিনিও "পবিত্র মাসকে" সম্মান করেন।

কিন্তু গণিমতের মালের কী হবে? সন্ত্রাস ও হত্যার বিনিময়ে অর্জিত লুণ্ঠন সামগ্রী - সর্বপ্রথম উপার্জন! গণিমতের এই মালকে হালাল করার কি কোনো উপায়ই নেই? বিগত দশটি মাসে একের পরে এক সাতটি ডাকাতিচেষ্টা ব্যর্থ হওয়ার পর মুহাম্মদ ও মুহাজিরদের "সর্বপ্রথম" সফলতাকে বৈধতা দেয়ার কি কোনো ব্যবস্থাই করা যায় না? কোনো নির্বোধ লোকও কি পারে এত পরিকল্পনা ও আয়োজনের পর **"পবিত্র মাসেও নবীর এই সহিংসতা"** জাতীয় নিন্দার অভিযোগে বিগত দশটি মাসের চেষ্টার সর্বপ্রথম ফসল হাত ছাড়া করতে? মুহাম্মদ বিন আবেদ-আল্লাহ নির্বোধ ছিলেন না। তিনি ছিলেন অত্যন্ত বুদ্ধিমান! কিন্তু কীভাবে সম্ভব এই লুণ্ঠনকৃত মালামাল হালাল করা?

কীভাবে সম্ভব পবিত্র মাসে একজন নিরীহ আরোহীকে নৃশংসভাবে হত্যা ও দুইজনকে বন্দি করার বৈধতা প্রদান? বিশেষ করে এই পবিত্র মাসে? গত ১৬টি মাসের বেকারত্বের পর আল্লাহর অশেষ রহমতে প্রাপ্ত "গণিমতের মাল"-কে আরবদের নিন্দা ও অভিযোগের কারণে হাতছাড়া করবেন এমন অবিবেচক মুহাম্মদ ছিলেন না।

এই নাটকের পরিসমাপ্তি ঘটাতেই তীক্ষ্ণ বুদ্ধির মুহাম্মদ ঘোষণা করলেন:

২:২১৭– "সম্মানিত মাস সম্পর্কে তোমার কাছে জিজ্ঞেস করে যে, তাতে যুদ্ধ করা কেমন? বলে দাও এতে যুদ্ধ করা ভীষণ বড় পাপ| আর আল্লাহর পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা এবং কুফরী করা, মসজিদে-হারামের পথে বাধা দেয়া এবং সেখানকার অধিবাসীদেরকে বহিস্কার করা, আল্লাহর নিকট তার চেয়েও বড় পাপ| **আর ধর্মের ব্যাপারে ফেতনা সৃষ্টি করা নরহত্যা অপেক্ষাও মহা পাপ|** বস্তুত: তারা তো সর্বদাই তোমাদের সাথে যুদ্ধ করতে থাকবে, যাতে করে তোমাদিগকে দ্বীন থেকে ফিরিয়ে দিতে পারে যদি সম্ভব হয়| তোমাদের মধ্যে যারা নিজের দ্বীন থেকে ফিরে দাঁড়াবে এবং কাফের অবস্থায় মৃত্যুবরণ করবে, দুনিয়া ও আখেরাতে তাদের যাবতীয় আমল বিনষ্ট হয়ে যাবে| আর তারাই হলো দোযখবাসী| তাতে তারা তারা চিরকাল বাস করবে"। [5][6]

>>> কী উত্তম ব্যবস্থা! ব্যস, হালাল হয়ে গেল খুন! হালাল হয়ে গেল লুণ্ঠনকৃত উপার্জন সামগ্রী! হালাল হয়ে গেল সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডে ধৃত বন্দীদের মুক্তিপণের উপার্জন! ধৃত বন্দিদের আত্মীয়-স্বজনরা মুক্তিপণের বিনিময়ে মুহাম্মদের কাছ থেকে তাঁদেরকে ফিরিয়ে নেন মক্কায়। স্রষ্টার নামে এমন "অনৈতিক লাভজনক ব্যবসা" ইসলাম ছাড়া অন্য কোনো ধর্মে আছে কি?

পাঠক, ওপরোক্ত বর্ণনা আর একটু মনোযোগের সাথে খেয়াল করুন! উক্ত ঘটনার বর্ণনায় আমরা আরও জানতে পারছি যে **"কোন রূপ প্রমাণ ছাড়াই"** মুহাম্মদ সন্দেহ করেছিলেন যে তাঁরই নির্দেশে নাখলায় ডাকাতি অভিযানে অংশগ্রহণকারী দুইজন অনুসারীকে (সাদ বিন আবি ওয়াককাস এবং ওতবা বিন গাজওয়ান, যারা তাদের

হারানো উট খুঁজতে গিয়ে অন্ধকারে পিছিয়ে পড়েছিল) কুরাইশরা বন্দী করেছে। এই নিছক অনুমান ও সন্দেহের ওপর ভিত্তি করে মুহাম্মদ তৎক্ষণাৎই ঘোষণা করেন যে, যদি মক্কাবাসী কুরাইশরা তাঁর ঐ দুইজন অনুসারীকে হত্যা করে তবে এই নিরীহ ও নিরপরাধ বন্দী দু'জনকে (ওসমান বিন আবদুল্লাহ ও আল হাকাম বিন কাসান) তিনি খুন করবেন। **কী চরিত্র ও মানসিকতার মানব সন্তান "শুধু সন্দেহের বশে" নিরীহ দু'জন বন্দীকে ঠাণ্ডা মাথায় নৃশংসভাবে খুন করার আদেশ জারী করতে পারে? শুধু মাত্র সন্দেহের বশে কোনো মানুষকে খুন করার অভিপ্রায়কারী কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠীকে যদি বিবেকবর্জিত নিষ্ঠুর সন্ত্রাসী রূপে আখ্যায়িত না করা হয়, তবে সন্ত্রাসের সংজ্ঞা কী?** ফিরতে দেরী হওয়া দু'জন অনুসারীর বিষয়ে মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লার সন্দেহ সত্য ছিল না। তাঁর অনুসারীদের কেউই ধরে নিয়ে যায়নি। তাদের ফিরতে দেরী হয়েছিল হারিয়ে যাওয়া উটটি খুঁজতে যাওয়ার কারণে।

পাঠক আসুন, আদি বিশিষ্ট মুসলিম ঐতিহাসিকদের ওপরে বর্ণিত ঘটনা এবং ধৃত দুইজন বন্দীর ব্যাপারে মুহাম্মদের ঐ আদেশটিকে আমরা একটু ভিন্ন আঙ্গিকে বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করি। কল্পনা করুন, মুহাম্মদের সন্দেহ ১০০% সত্য ছিল। মুহাম্মদ নিশ্চিত হয়েছেন যে, তাঁর আদেশকৃত (ডাকাতি) কর্মে গিয়ে তাঁর দুইজন অনুসারী কুরাইশদের হাতে ধরা পড়ে শাস্তিভোগ করেছে। মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীর আগ্রাসী অভিযানে আক্রান্ত ক্ষতিগ্রস্ত স্বজনহারা কুরাইশরা তাঁদের এক ব্যক্তিকে খুন, দুই ব্যক্তিকে বন্দী এবং এবং তাঁদের বেঁচে থাকার অবলম্বন জীবিকা সামগ্রী লুণ্ঠনের কারণে ক্ষিপ্ত হয়ে সেই ডাকাত দলে অংশগ্রহণকারী দু'জন ডাকাতকে হাতে-নাতে ধরতে পেরে খুন করেছে। কুরাইশদের সেই কর্মের জন্য কি এই দু'জন বাণিজ্যফেরত কাফেলা আরোহীকে (যারা কোনোভাবেই সেই ঘটনার সাথে জড়িত নয়) অপরাধী সাব্যস্ত করে "হত্যা করা" পৃথিবীর কোনো সভ্য সুস্থ-মস্তিষ্ক মানুষের পক্ষে সম্ভব? কোন চরিত্রের মানুষ নিরপরাধ মানুষকে বন্দী করে নিয়ে এসে ওপরে বর্ণিত অজুহাতে তাদেরকে খুন করার আদেশ জারী করতে পারে? এহেন আদেশ জারীকৃত ব্যক্তিকে কি মানব

ইতিহাসের সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ রূপে আখ্যায়িত করা যায়? নৃশংস কর্মকাণ্ডে অনুপ্রেরণাদায়ী ও অংশগ্রহণকারী এহেন কোনো ব্যক্তি কি হতে পারে সর্বকালের সকল মানুষের একমাত্র অনুকরণীয় চরিত্র?

মুহাম্মদ তাঁর সুদীর্ঘ ১০ বছরের মদিনা জীবনে কমপক্ষে ৬০ টিরও বেশী (মতান্তরে এক শত) সংঘর্ষে জড়িত ছিলেন। গড়ে প্রতি ছয় সপ্তাহে একটি। বিশিষ্ট আদি মুসলিম ঐতিহাসিকদের মতে একমাত্র ওহুদ ও খন্দক ছাড়া আর সবখানেই প্রথম আক্রমণকারী ছিলেন মুহাম্মদ বিন আবদুল্লাহ ও তাঁর দুর্ধর্ষ বাহিনী। [7] মুহাম্মদের শক্তি বৃদ্ধির পর অনুরূপ হামলার জন্য শুধু একটা উপলক্ষই যথেষ্ট ছিল! আর তা হলো,

“মুহাম্মদ আল্লাহর রসুল! রসুলের বশ্যতা স্বীকার করে মুসলামনিত্ব বরণ করো! অন্যথায় পরিণতির জন্য প্রস্তুত থাকো!”

কারণ মুহাম্মদের দাবী, “ধর্মের ব্যাপারে ফেতনা সৃষ্টি করা নরহত্যা অপেক্ষাও মহা পাপ (২:২১৭)”| সুতরাং, যারা মুহাম্মদের আদেশ ও নিষেধকে অস্বীকার করে, সমালোচনা করে, কিংবা করে তাঁর আগ্রাসনের প্রতিবাদ ও বিরুদ্ধাচরণ। মুহাম্মদের এই “২:২১৭ ফর্মুলায়” সেই ব্যক্তি অথবা জন গুষ্ঠির অপরাধ নরহত্যার চেয়েও বেশী পাপ। আর সেই পাপীদের যাবতীয় সম্পত্তি লুণ্ঠন করা, তাদেরকে খুন করা, জোরপূর্বক ধরে নিয়ে এসে তাদের আত্মীয়-স্বজনদের কাছ থেকে মুক্তিপণের বিনিময়ে ছেড়ে দেয়া মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীদের জন্য বৈধ। অর্থাৎ, মুহাম্মদের বশ্যতা অস্বীকারকারী প্রতিটি মানুষই বিপথগামী ও পথভ্রষ্ট! তারা (আল্লাহ ও) রসুলের শত্রু! আর সেই শত্রুর বিরুদ্ধে লড়াই (জিহাদ) করা প্রতিটি ইসলাম বিশ্বাসীর ইমানী দায়িত্ব! মুহাম্মদ কি নৃশংসতায় তাঁর বশ্যতা অস্বীকারকারী ও বিরুদ্ধবাদীদের খুন, জখম ও শায়েস্তা করার ফরমান জারী করেছিলেন, তার বীভৎস বর্ণনা কুরানের পাতায় পাতায় বর্ণিত আছে।

নাখলায় ওয়াকিদ বিন আবদুল্লাহ আল তামিমির হাতে আমর বিন আল হাদরামীর এই খুনটিই হলো ইসলামের ইতিহাসের “সর্বপ্রথম খুনের ঘটনা যা সকল বিশিষ্ট মুসলিম

ঐতিহাসিকই পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে বর্ণনা করেছেন"। ইসলামের ইতিহাসের এই প্রথম খুনটি সংঘটিত করেছে একজন মুহাম্মদ অনুসারী! কুরাইশরা নয়! [5] এই খুনের পূর্বে মুহাম্মদের মক্কা জীবনে ক্রীতদাস আমর বিন ইয়াসিরের মা সামিয়াকে হত্যার যে গল্পটি ইসলামী পণ্ডিত ও ইসলাম বিশ্বাসীরা ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে গত ১৪০০ বছর ধরে প্রচার করে আসছেন তার আদি ভিত্তি অত্যন্ত দুর্বল ও বিতর্কিত। শুধু সর্বপ্রথম খুনই নয়, মুহাম্মদের মক্কা অবস্থানকালীন সময়ের সেই দুর্বল অবস্থায়ও যে ব্যক্তি কুরাইশদের একজনকে শারীরিক আঘাতে "সর্বপ্রথম রক্তাক্ত করেছিল" সেও ছিল একজন মুহাম্মদ অনুসারী (মুসলমান)! কুরাইশরা নয়! সেই আঘাতকারীর নাম, সা'দ বিন আবি-ওয়াককাস।

ইসলামের ইতিহাসে **"নাখলা অভিযান"** একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। কমপক্ষে পাঁচটি কারণে এই অভিযানটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ:

১) মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীদের প্রথম সফল ডাকাতি অভিযান ও সহিংস যাত্রার গোড়াপত্তন।

২) মুহাম্মদ ও কুরাইশদের মধ্যে পরবর্তী যাবতীয় সহিংস সংঘর্ষের আদি কারণ হলো নাখলায় এই বাণিজ্য কাফেলা ডাকাতি ও সহিংসতা। আর রক্তক্ষয়ী এই সহিংসতার সূত্রপাত করেছিলেন মুহাম্মদ এবং তাঁর আদি মক্কাবাসী অনুসারীরা, কুরাইশরা নয়।

৩) ইসলামের ইতিহাসের সর্বপ্রথম খুনটি হয় এই নাখলায়। আর এই প্রথম খুনটি সংঘটিত করেছিল একজন মুহম্মদ অনুসারী, কুরাইশরা নয়!

৪) শত্রু পক্ষের নিরীহ লোককে জিম্মি করে মুক্তিপণের মাধ্যমে অর্থ-উপার্জনের বৈধতার গোড়াপত্তন।

৫) জোর-পূর্বক অন্যের সহায় সম্পত্তি লুণ্ঠনের মাধ্যমে পার্থিব জীবিকা উপার্জনের ইসলামী বৈধতার গোড়াপত্তন।

গত ১৪০০ বছর যাবত নিবেদিত প্রাণ মুহাম্মদ অনুসারীরা বিভিন্ন কসরতের মাধ্যমে মুহাম্মদ ও তাঁর সহকারীদের যাবতীয় আগ্রাসী ও অমানবিক কর্মকাণ্ডের শুধু বৈধতা দিয়েই ক্ষান্ত হয়নি, তারা আক্রান্ত জনগোষ্টিকেই অপরাধী বলে সাব্যস্ত করেছে।

মুহাম্মদের মদিনা জীবনের যাবতীয় সন্ত্রাসী কর্ম-কাণ্ডের বৈধতা দিতে তারা মুহাম্মদের মক্কায় অবস্থানকালীন (৬১০-৬২২ সাল) কিছু "গৎবাঁধা ঘটনার" ফিরিস্তি ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে প্রচার করেন। আদি মুসলিম ঐতিহাসিকদের বর্ণনার আলোকে সেই গৎবাঁধা ঘটনাগুলোর বিস্তারিত আলোচনা ও বিশ্লেষণ আইয়্যামে জাহিলিয়াত তত্ত্বে করা হবে। সেই ঘটনাগুলোর উদাহরণ টেনে যে সকল ইসলামী পণ্ডিত ও বিশ্বাসী শতাব্দীর পর শতাব্দী যাবত বিভিন্ন কসরতের মাধ্যমে নিরীহ বাণিজ্যফেরত কুরাইশ কাফেলার ওপর মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীদের অতর্কিত হামলা করে সর্বস্ব লুণ্ঠন, তার আরোহীদের খুন অথবা বন্দী করে নিয়ে এসে মুক্তিপণের বিনিময়ে ছেড়ে দেয়ার বৈধতা দিয়ে এসেছেন, সাধারণ ধর্মপ্রাণ মুসলমানদের অজ্ঞতার সুযোগে তাদেরকে ইচ্ছামত বিভ্রান্ত করে এসেছেন, তাদেরকে কি কোনো সুস্থ ও বিবেকবান মানুষ রূপে আখ্যায়িত করা যায়? অবশ্য এ ছাড়া তাদের সামনে আর কোনো পথই খোলা নাই। কেন নেই তার আলোচনা দশম পর্ব (জ্ঞান তত্ত্ব) করা হয়েছে। ইসলামের মৌলিক শিক্ষা হলো মুহাম্মদের যাবতীয় কাজের বৈধতা দান।

যে বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, তা হলো স্বঘোষিত আখেরি নবী হযরত মুহাম্মদ (সা:) প্রচার করেছেন যে, তাঁর বর্ণিত বাণী বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টিকর্তা ('আল্লাহ') হতে প্রাপ্ত এবং তাঁর কর্ম ও শিক্ষা সেই সৃষ্টিকর্তার মনোনীত একমাত্র জীবনবিধান। যে জীবনবিধান পৃথিবী ধ্বংস হওয়ার (কিয়ামত) পূর্ব পর্যন্ত জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সর্বকালের সকল মানুষের জন্য প্রযোজ্য; এবং তা পালন, প্রচার ও প্রসার করা সকল ইসলাম বিশ্বাসীর অবশ্য কর্তব্য ইমানী দায়িত্ব"। বিশ্বের প্রায় প্রতিটি ইসলাম বিশ্বাসী মুহাম্মদের মৃত্যুর ১৪০০ বছর পরেও তাঁর এই শিক্ষাকে শুধু মনে-প্রাণে ধারণ, লালন ও পালনই করেন না, তাঁরা মুহাম্মদের এহেন আগ্রাসী অনৈতিক কর্ম ও শিক্ষাকে সর্বকালের সকল মানুষের "একমাত্র জীবন বিধান" রূপে প্রতিষ্ঠিত করার ব্রতে ব্রতী! **ইসলাম বিশ্বাসীদের এহেন মানসিকতাই বিশ্বব্যাপী অমুসলিমদের মূল সমস্যা।** এমনটি না হলে সপ্তম শতাব্দীর এক আরব বেদুইন কবে কোথায় কেন এবং কতজন নিরপরাধ মানুষকে হত্যা

করেছে, বন্দি করে তাঁর ও তাঁর অনুসারীদের মধ্যে বণ্টন করছে, তাঁদের সর্বস্ব লুণ্ঠন করেছে, উন্মুক্ত শক্তি প্রয়োগে তাঁদের ভিটে-মাটি থেকে বিতাড়িত করে তাঁদের স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তির মালিক হয়েছে, তা নিয়ে কারুরই কোন উৎকণ্ঠার কারণ ছিল না। সে ক্ষেত্রে মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীদের ঘটানো সেই নৃশংস অমানবিক ঘটনাগুলো হতো শুধুই 'কেতাবি কচাল (Academic Discussion)'। মৃত মুহাম্মদ কোনো মানুষেরই কোনো সমস্যার কারণ হতে পারেন না! সমস্যা হলো "তাঁর অনুসারীরা"; যারা ১৪০০ বছর আগে মৃত সেই মানুষটির যাবতীয় কর্মকাণ্ডের অনুরূপ কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে পৃথিবীব্যাপী ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করার ব্রতে ব্রতী।

আদি মুসলিম ঐতিহাসিকদের বর্ণিত এ সকল তথ্যের পর্যালোচনায় যে বিষয়টি আবার ও অত্যন্ত স্পষ্ট তা হলো:

“বিনা উস্কানিতে সাধারণ নিরপরাধ পথচারীদের অতর্কিত আক্রমণকারী, হত্যাকারী, বন্দিকারী ও লুণ্ঠনকারী গোষ্ঠী হলেন মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ ও তাঁর অনুসারী!”

[কুরানের উদ্ধৃতি সৌদি আরবের বাদশাহ ফাহাদ বিন আবদুল আজিজ (হারাম শরীফের খাদেম) কর্তৃক বিতরণকৃত বাংলা তরজমা থেকে নেয়া, অনুবাদে ত্রুটি-বিচ্যুতির দায় অনুবাদকারীর। কুরানের ছয়জন বিশিষ্ট ইংরেজি অনুবাদকারীর ও চৌত্রিশ-টি বিভিন্ন ভাষায় পাশাপাশি অনুবাদ এখানে]

পাদটীকা ও তথ্য সূত্র:

[1] **নাখলায় প্রথম সফল ডাকাতি**

১) “সিরাত রসুল আল্লাহ”- লেখক: ইবনে ইশাক (৭০৪-৭৬৮ খৃষ্টাব্দ), সম্পাদনা: ইবনে হিশাম (মৃত্যু ৮৩৩ খৃষ্টাব্দ), ইংরেজি অনুবাদ: A. GUILLAUME, অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, করাচী, ১৯৫৫, ISBN 0-19-636033-1, পৃষ্ঠা ২৮৬-২৮৯

http://www.justislam.co.uk/product.php?products_id=218

২) “তারিক আল রসুল ওয়াল মুলুক”- লেখক: আল-তাবারী (৮৩৮-৯২৩ খৃষ্টাব্দ), ভলুউম ৭, ইংরেজী অনুবাদ: W. Montogomery Watt and M.V. McDonald,

নিউ ইয়র্ক ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯৮৭, ISBN 0-88706-344-6 [ISBN 0-88706-345-4 (pbk)], পৃষ্ঠা (Leiden) ১২৭৪-১২৭৯

http://en.wikipedia.org/wiki/Muhammad_ibn_Jarir_al-Tabari

৩) "কিতাব আল-মাগাজি"- লেখক: আল-ওয়াকিদি (৭৪৮-৮২২ খৃষ্টাব্দ), ed. Marsden Jones, লন্ডন ১৯৬৬, পৃষ্ঠা ১৩-১৯; ইংরেজি অনুবাদ: Rizwi Faizer, Amal Ismail and Abdul Kader Tayob; ISBN: 978-0-415-86485-5; পৃষ্ঠা ৮-১১

http://www.amazon.com/The-Life-Muhammad-Al-Waqidis-al-Maghazi/dp/0415864852#reader_0415864852

৪) কিতাব আল-তাবাকাত আল-কাবির - লেখক 'মুহাম্মদ ইবনে সা'দ (৭৮৪-৮৪৫ খৃষ্টাব্দ)', অনুবাদ এস মইনুল হক, প্রকাশক কিতাব ভবন, নয়া দিল্লি, সাল ২০০৯ (3rd Reprint). ISBN 81-7151-127-9 (set). ভলুউম ২, পার্ট- ১, পৃষ্ঠা ৭-৯

http://muslim-library.blogspot.com/2011/09/tabqaat-ibn-e-saad.html#!/2011/09/tabqaat-ibn-e-saad.html

[2] *গালা-যুক্ত গোপন চিঠি ও নির্দেশ নি:সন্দেহে দেয়া হয়েছিল এই কারণে, যেন কোন মদিনা-বাসী গুপ্তচর হামলার স্থান ও পরিকল্পনার বিষয়টি আগেই জেনে গিয়ে তা মক্কাবাসীদের কাছে পৌঁছাতে না পারে।*

[3] **খুমস অথবা খামুস:** *প্রাক ইসলামী আরবের প্রথা অনুযায়ী গোত্রীয় প্রধানরা লুণ্ঠিত মালের এক-চতুর্থাংশ হিস্যা গ্রহণ করতো, যার দ্বারা তারা তদের গোত্রের খরচের জোগান দিতো। কুরানের (সুরা আনফাল: ৮:৪১) এর বাধ্যতা মূলক নির্দেশ মোতাবেক মুহাম্মদ লুণ্ঠিত সম্পদের এক-পঞ্চমাংশের অধিকারী। বলা হয়ে থাকে, এই হুকুমটি ঘোষিত হয়েছিল বদর যুদ্ধের পর। কিন্তু তা সর্ব-প্রথম প্রয়োগ হয়েছিল বনি কেউনুকা গোত্রকে বিতাড়িত করার ঘটনায়।*

[4] **সম্মানিত মাস:** *সহি বুখারি: ভলুউম ৪, বই ৫৪, নম্বর ৪১৯*

http://www.hadithcollection.com/sahihbukhari/87/4100-sahih-bukhari-volume-004-book-054-hadith-number-419.html

Narrated Abu Bakra: The Prophet said. "(The division of time has turned to its original form which was current when Allah created the Heavens and the Earths. The year is of twelve months, out of which four months are sacred: Three are in succession Dhul-Qa' da, Dhul-Hijja and Muharram, and (the fourth is) Rajab of (the tribe of) Mudar which comes between Jumadi-ath-Thaniyah and Sha ban."

[5] **Tafsir al-Jalalayn, translated by Feras Hamza**

http://www.altafsir.com/Tafasir.asp?tMadhNo=0&tTafsirNo=74&tSoraNo=2&tAyahNo=217&tDisplay=yes&UserProfile=0&LanguageId=2

[6] **Tafsir Ibne Kathir**

http://www.qtafsir.com/index.php?option=com_content&task=view&id=196

[7] **List of expeditions of Muhammad**

http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_expeditions_of_Muhammad

৩০: বদর যুদ্ধ- ১: কী ছিল তার কারণ? কে ছিল আক্রমণকারী?

ত্রাস, হত্যা ও হামলার আদেশ– তিন

বাণিজ্য-ফেরত নিরীহ কুরাইশ কাফেলার উপর রাতের অন্ধকারে মুহাম্মদ ও তাঁর মক্কাবাসী অনুসারীদের (মুহাজির) পর পর সাতটি ব্যর্থ হামলা ও অষ্টম বারের সফল "নাখলা" আক্রমণ, তাদের মালামাল লুণ্ঠন ও একজনকে খুন এবং দুইজনকে বন্দী করে এনে মুক্তিপণের বিনিময়ে তাদের আত্মীয়-স্বজনের কাছে ফেরত দেয়ার বিস্তারিত বর্ণনা আগের দুটি পর্বে করা হয়েছে। বিশিষ্ট নিবেদিতপ্রাণ আদি মুসলিম ঐতিহাসিকদের বর্ণনায় যে সত্যটি অত্যন্ত স্পষ্ট তা হলো:

"মুহাম্মদ ও তাঁর সহকারীরাই ছিল আক্রমণকারী ও আগ্রাসী, কুরাইশরা নয়।"

নাখলা আক্রমণের (জানুয়ারি, ৬২৪ সাল) অল্প কিছুদিন পরেই ইসলামের ইতিহাসের প্রথম রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ সংঘটিত হয় বদর নামক স্থানে। আখেরি নবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর মদিনা গমনের (হিজরত) আঠার মাস পরে। ইতিহাসে তা **"বদর যুদ্ধ"** নামে বিখ্যাত। তারিখটি ছিল ১৫ই মার্চ ৬২৪ সাল; বরাবর ১৯ শে রমজান (মতান্তরে ১৭ই রমজান), হিজরি দ্বিতীয় বর্ষ। পৃথিবীর প্রায় সকল নিবেদিতপ্রাণ ইসলাম-বিশ্বাসীকে যদি এই বদর যুদ্ধের কারণ ও প্রেক্ষাপট জিজ্ঞাসা করা হয়, তবে নির্দ্বিধায় তাঁরা যে জবাবটি দেবেন, তা হলো - কুরাইশরা শত্রুতা বশে অন্যায়ভাবে ইসলামকে নিশ্চিহ্ন করার জন্য মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীদের ওপর জবরদস্তি আক্রমণ চালিয়েছিল। প্রকৃত ইতিহাস জেনে বা না জেনে সকল ইসলাম-বিশ্বাসী দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করেন যে, হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) ও তাঁর অনুসারীরা আগ বাড়িয়ে অন্যায়ভাবে (Offensive) কখনোই কোনো

সংঘর্ষ কিংবা যুদ্ধে লিপ্ত হননি। তাঁরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করেন যে, কুরাইশ ও অন্যান্য অমুসলিমদের বিরুদ্ধে মুহাম্মদ এবং তাঁর অনুসারীদের যাবতীয় নিষ্ঠুরতা, সংঘর্ষ ও যুদ্ধের কারণ **"শুধুই আত্মরক্ষা"!** তাঁদের এ বিশ্বাসের উৎস যে শত শত বছরের মিথ্যা ও অপপ্রচারণার ফসল, তা অতি সহজেই বোঝা যায় আদি উৎসের নিবেদিতপ্রাণ ইসলাম-বিশ্বাসীদেরই রচিত ইতিহাসে। তাঁরা মুহাম্মদের জীবনীগ্রন্থে বদর যুদ্ধের যে কারণ ও প্রেক্ষাপট লিপিবদ্ধ করেছেন, তা হলো নিম্নরূপ:

মুহাম্মদের সর্বপ্রথম পূর্ণাঙ্গ জীবনীগ্রন্থের লেখক মুহাম্মদ ইবনে ইশাকের বর্ণনা:

‘আল্লাহর নবী জানতে পারলেন যে আবু সুফিয়ান বিন হারব ত্রিশ-চল্লিশ জন সঙ্গী সহকারে কুরাইশদের এক বিশাল বাণিজ্য বহর (কাফেলা) নিয়ে সিরিয়া থেকে ফিরছেন, যে বাণিজ্য বহরে আছে প্রচুর অর্থ ও বাণিজ্য সামগ্রী।

মুহাম্মদ বিন মুসলিম আল-জুহরী, আসিম বিন উমর বিন কাতাদা, আবদুল্লাহ বিন আবু বকর এবং ইয়াজিদ বিন রুমান < উরওয়া বিন জুবাইর এবং আমাদের অন্যান্য স্কলার < ইবনে আব্বাস হইতে বর্ণিত:

তাদের প্রত্যেকের কাছ থেকে সংগ্রহীত বিভিন্ন তথ্যের ভিত্তিতে বদর যুদ্ধের যে কাহিনীগুলো আমি (ইবনে ইশাক) জেনেছি তারই ভিত্তিতে আমি বদর যুদ্ধের এই উপাখ্যান রচনা করেছি। তাঁরা বলেছেন, **যখন আল্লাহর নবী জানতে পারলেন যে আবু সুফিয়ান সিরিয়া থেকে ফিরছেন তখন তিনি মুসলমানদের ডেকে পাঠান এবং ঘোষণা করেন, "এই সেই কুরাইশদের ধন-সম্পদ সমৃদ্ধ বাণিজ্য-বহর (কাফেলা)। যাও তাদের আক্রমণ কর, সম্ভবত: আল্লাহ এটি তোমাদের শিকার রূপে দান করবেন।"** তারা তাঁর ডাকে সাড়া দেয়; কিছু লোক আগ্রহের সাথে, কিছু লোক অনিচ্ছায়। কারণ আল্লাহর নবী যে যুদ্ধে যেতে পারেন তা তাঁরা চিন্তা করেন নাই।

আবু সুফিয়ান হিজাজের নিকটবর্তী হলে প্রতিটি আরোহীর কাছে তিনি খবর সংগ্রহের চেষ্টা করেন। উৎকণ্ঠিত আবু সুফিয়ান কিছু আরোহী মারফত জানতে পারেন যে, মুহাম্মদ তাঁর অনুসারীদের আহ্বান করেছেন যেন তাঁরা তাঁকে ও তাঁর কাফেলায়

আক্রমণ করে। **এই খবরটি জেনে আবু সুফিয়ান উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েন এবং দমদম বিন আমর আল-গিফারি নামক এক ব্যক্তিকে নিয়োগ করে মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীরা যে এই আক্রমণের জন্য অপেক্ষা করছে, এই খবরটি কুরাইশদের জানানোর জন্য মক্কায় পাঠান; এবং তাকে আদেশ করেন যে, সে যেন কুরাইশদের তাঁদের মালামাল রক্ষার জন্য এগিয়ে আসার আহ্বান করে। দমদম দ্রুত বেগে মক্কার উদ্দেশ্যে ধাবিত হয়।** [1]

(মক্কায় এসে) --দমদম উঠের পিঠে দাঁড়িয়ে উচ্চস্বরে চিৎকার করে বলে, "হে কুরাইশ, উটের কাফেলা, উটের কাফেলা! আবু সুফিয়ান ও তাঁর বাণিজ্য কাফেলায় আপনাদের যে যে সম্পদ আছে মুহাম্মদ ও তাঁর সহচররা তা হস্তগত করার অপেক্ষায় আছে। আমার মনে হয় না আপনারা তা রক্ষা করতে পারবেন। হেল্প! হেল্প!" ----

লোকজন দ্রুত প্রস্তুতি গ্রহণ করে এবং বলে, "মুহাম্মদ ও তার সহচররা কি মনে করেছে যে, এটি তাদের ইবনে হাদরামীর কাফেলা আক্রমণের মতই হবে"? আল্লাহর কসম, তারা শীঘ্রই টের পাবে যে এবার সেরূপ হবে না।"[পর্ব ২৯-নাখলা আক্রমণ] প্রত্যেকটি লোক নিজে অংশগ্রহণ করে অথবা তার পরিবর্তে অন্য কাউকে পাঠায়। সবাই অংশগ্রহণ করে। আবু লাহাব বিন আবদ আল-মুত্তালিব ছাড়া কোনো বিশিষ্ট লোকই অংশ গ্রহণে বিরত ছিলেন না। আবু লাহাব নিজে অংশ গ্রহণ করেননি, তিনি তাঁর পরিবর্তে আল-আস বিন হিশাম বিন মুগীরাকে পাঠান। আল-আস তাঁর কাছে চার হাজার দিরহাম ঋণগ্রস্ত ছিলেন, যা তিনি পরিশোধ করতে পারছিলেন না। তাই আবু লাহাব আল-আসকে নিযুক্ত করেছিলেন এই শর্তে যে, তাহলে তিনি আল-আসের ঋণ মওকুফ করবেন। আল-আস বিন হিশাম আবু লাহাবের পরিবর্তে এই অভিযানে অংশ নেন। আবু লাহাব থাকেন বিরত।[2]

(অন্য দিকে) --আবু সুফিয়ান সতর্কতা হেতু তাঁর কাফেলার আগে আগে অগ্রসর হয়ে এক জলাশয়ের নিকটে আসেন। সেখানে তিনি মাজদি বিন আমর নামক এক ব্যক্তিকে জিজ্ঞেস করে জানার চেষ্টা করেন যে, সে কোনো কিছু দেখেছে কি না। জবাবে মাজদি তাঁকে জানায় যে, দু'জন আরোহী পাহাড়ের ওপর এসে থেমেছিল এবং চামড়ার থলিতে

করে পানি নিয়ে ফিরে গিয়েছিল; এ ছাড়া সন্দেহজনক আর তেমন কিছুই সে দেখেনি। আরোহীরা যেখানে থেমেছিল আবু সুফিয়ান সেখানে গমন করেন এবং উটের কিছু লাদি কুড়িয়ে তুলে তা চূর্ণ করে তাতে খেজুরের বিচির সন্ধান পান। তিনি বলেন, "হে আল্লাহ, এ যে দেখি মদিনার পশুখাদ্য।" তিনি তৎক্ষণাৎ তাঁর সঙ্গীদের কাছে ফিরে যান এবং তাঁর যাত্রার গতিপথ পরিবর্তন করে বদরকে বামে ফেলে বড় রাস্তার পরিবর্তে সমুদ্র তীরবর্তী পথে যথাসম্ভব দ্রুত গতিতে রওনা হন।' [3]

>>> মুহাম্মদের যে দু'জন সহচর ঐখানে তাদের উট থামিয়ে আবু সুফিয়ানের কাফেলার সন্ধান করেছিল তাদের নাম আদি ইবনে আল জাগবা এবং বাছবাছ ইবনে আমর। [4]

আল-তাবারীর (৮৩৮-৯২৩ সাল) অতিরিক্ত বর্ণনা:

‘ইবনে হুমায়েদ < ইয়াহিয়া বিন ওয়াদি < ইয়াহিয়া বিন ইয়াকুব হইতে < আবু তালিব < আবু আওয়ান মুহাম্মদ বিন ওবায়েদুল্লাহ আল-থাকাফি < আবু আবদ আল-রহমান আল সুলামি আবদ আল্লাহ বিন হাবিব < আল হান বিন আলী বিন আবু তালিব হইতে বর্ণিত:

লাইলাতুল ফুরকান (৮:৪১), যে দিনটিতে দুই সেনাদল পরস্পরের সম্মুখীন হয়েছিল তা হলো ১৭ই রমজান। মুহাম্মদ এবং মূর্তিপূজক কুরাইশদের মধ্যে বদর এবং অন্যান্য যুদ্ধ কিসের প্ররোচনায় সংঘটিত হয়েছিল? উরওয়া বিন আল- জুবাইয়ের এর মতে তা ছিল ওয়াকিব বিন আবদ আল্লাহ আল-তামিমি কর্তৃক আমর বিন আল-হাদরামীর খুনের ঘটনা।

বদর যুদ্ধের অনুষঙ্গে উরওয়া বিন আল-জুবাইয়ের উমাইয়া খলিফা আবদ আল মালিক বিন মারওয়ান কে যা লিখেছিলেন, তা হলো (আপাত দৃষ্টিতে মনে হয় এই চিঠির বিশয়ে ইবনে ইশাক অবহিত ছিলেন না):

‘আপনি আবু সুফিয়ান ও তাঁর বাণিজ্য-কাফেলা অভিযানের পারিপার্শ্বিকতা জানতে চেয়ে আমার কাছে লিখেছেন। আবু সুফিয়ান বিন হারব প্রায় ৭০ জন অশ্বারোহী সহকারে

সমস্ত কুরাইশ গোত্রের প্রতিনিধি রূপে সিরিয়া থেকে ফিরছিলেন। সিরিয়াতে তাঁরা ব্যবসার উদ্দেশ্যে গিয়েছিলেন এবং তাঁরা সকলেই একত্রে তাঁদের অর্থ ও বাণিজ্য সম্পদ নিয়ে ফিরে আসছিলেন। আল্লাহর নবী এবং তাঁর সহকারীরা এই খবরটি জানতে পারেন। এটি ছিল কুরাইশদেরকে আক্রমণ, নাখলায় ইবনে আল হাদরামীকে খুন ও কিছু কুরাইশকে বন্দি করে নিয়ে আসার পরের ঘটনা; যে বন্দিদের মধ্যে ছিলেন আল মুগীরার এক পুত্র ও তাঁদের মওলা ইবনে কেইসান।

যারা সেই ঘটনার জন্য দায়ী তাঁরা হলেন আবদ আল্লাহ বিন জাহাশ এবং ওয়াকিদ ও তাদের সাথে ছিলেন আল্লাহর নবীর আরও অনুসারী, যাদেরকে তিনি আবদ আল্লাহ বিন জাহাশের সহযোগী রূপে পাঠিয়েছিলেন। ঐ ঘটনা কুরাইশদের করে ক্রোধান্বিত এবং তা আল্লাহর নবী ও কুরাইশদের মধ্যে যুদ্ধ, হানাহানি ও রক্তপাতের সূচনা ঘটায়। ঐ ঘটনাটি সংঘটিত হয়েছিল আবু সুফিয়ান ও তার সঙ্গীদের সিরিয়া রওনা হওয়ার পূর্বেই। পরবর্তীতে আবু সুফিয়ান ও তাঁর সঙ্গী কুরাইশ অশ্বারোহীরা সমুদ্র উপকূলবর্তী পথে সিরিয়া থেকে ফেরত আসেন।

যখন আল্লাহর নবী তাঁদের সম্বন্ধে জানতে পারলেন, তিনি তাঁর সহকারীদের ডেকে পাঠালেন এবং বললেন যে ওদের সাথে আছে প্রচুর ধন-সম্পদ এবং স্বল্পসংখ্যক জনবল। মুসলমানেরা আবু সুফিয়ান ও তাঁর অশ্বারোহী ছাড়া অন্য কোন উদ্দেশ্যে রওনা হয়নি।

তাঁরা চিন্তাও করেননি যে, এটি একটি সহজ লুণ্ঠন-অভিযান ছাড়া আর কিছু হতে পারে। তাঁরা ধারণাও করতে পারেননি যে, কুরাইশদের সঙ্গে তাঁদের কোনো বড় ধরনের যুদ্ধ হতে পারে। এই সম্পর্কেই ঐশী বাণী নাজিল হয়,

৮:৭ – "আর যখন আল্লাহ দু'টি দলের একটির ব্যাপারে তোমাদের সাথে ওয়াদা করেছিলেন যে, সেটি তোমাদের হস্তগত হবে, আর তোমরা কামনা করছিলে যাতে কোন রকম কণ্টক নেই, তাই তোমাদের ভাগে আসুক;--" [5]

আবু সুফিয়ান যখন জানতে পান যে, আল্লাহর নবীর সহচররা তাঁকে মাঝপথে পাকড়াও করার জন্য রওনা হয়েছেন তখন তিনি কুরাইশদের খবর পাঠান, "মুহাম্মদ ও তার সহচররা তোমাদের বাণিজ্য-বহর পাকড়াও করার জন্য আসছে, সুতরাং তোমারা তোমাদের পণ্যদ্রব্য রক্ষা করো।"

যখন কুরাইশরা এই খবরটি জানতে পায়, যেহেতু বনী কাব বিন লুয়াভির বংশধর সকল কুরাইশ গোত্রই (দু'টি গোত্র ছাড়া সমস্ত প্রধান কুরাইশ গোত্র) আবু সুফিয়ানের বাণিজ্য বহরের সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন, মক্কাবাসীরা এ ঘটনাটির বিষয়ে সম্যক অবহিত ছিলেন। বনী কাব বিন লুয়াভির (কুরাইশ ফিহিরের নাতি) বংশজাত কুরাইশদের মধ্য থেকে লোক সমাগম হয়, কিন্তু বনী আমির গোত্রের অধীন মালিক বিন হিসল গোত্রের অল্প কিছু লোক ছাড়া তাঁদের কোন লোকই অংশগ্রহণ করেননি। আল্লাহর নবী ও তাঁর সহচররা বদর প্রান্তে পৌঁছার আগে এই মক্কা বাহিনীর বিষয়ে কোনোকিছুই জানতেন না। বদর প্রান্তটি ছিল ঐ অশ্বারোহীদের যাত্রাপথে যারা সমুদ্র উপকূলবর্তী পথে সিরিয়া গিয়েছিলেন। **অতর্কিত আক্রমণের ভয়ে ভীত আবু সুফিয়ান তখন বদর প্রান্ত থেকে ফিরে এসে সমুদ্র উপকূলবর্তী পথে যাত্রা অব্যাহত রাখেন**। [6]

বানু আদি বিন কাব ও বানু জুহরা ছাড়া প্রতিটি কুরাইশ গোত্রই এই অভিযানে প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন, এই দুই গোত্র একেবারেই অংশগ্রহণ করেনি। তালিব বিন আবু তালিব অন্যান্য কুরাইশদের সাথে (প্রায় ৯৫০ জন) এই অভিযানে অংশ নেন। সঙ্গের কুরাইশরা তাঁকে বলেন, "হে বনি হাশিম, আমরা জানি যে যদিও তোমরা আমাদের সাথে এসেছ কিন্তু অন্তরে তোমরা মুহাম্মদের পক্ষে।" তাই, তালিব এবং সাথে আরও কিছু লোক মক্কায় প্রত্যাবর্তন করেন।’

আল-তাবারীর মতে, ইবনে আল কালবির উদ্বৃতি মোতাবেক:

‘তালিব বিন আবু তালিব তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে কুরাইশদের সাথে এই অভিযানে যোগ দিয়েছিলেন। কিন্তু তিনি বন্দী কিংবা মৃত ব্যক্তির তালিকার কোনটিতেই ছিলেন না,

তিনি তাঁর পরিবারের কাছেও ফেরত যান নাই। তিনি ছিলেন একজন কবি এবং তিনিই বলেছিলেন:

‘হে প্রভু, যদি যায় তালিব অনিচ্ছায়
এমনই কোন অভিযানে,
কর তাকে অপহরণ, পরাজিত;
অপহারক, বিজেতা না করে।’ [7]

[ইসলামী ইতিহাসের ঊষালগ্ন থেকে আজ অবধি প্রতিটি ইসলাম বিশ্বাসী প্রকৃত ইতিহাস জেনে বা না জেনে ইতিহাসের এ সকল অমানবিক অধ্যায়গুলো যাবতীয় চতুরতার মাধ্যমে বৈধতা দিয়ে এসেছেন। বিষয়গুলো অত্যন্ত স্পর্শকাতর বিধায় বাংলা অনুবাদের সাথে মূল ইংরেজি অনুবাদের অংশটিও সংযুক্ত করছি – অনুবাদ, লেখক *।]*

Account of Badr by Muhammad Ibne Ishaq (704-768):

The messenger of God heard that Abu Sufyan b Harb was coming from Syria with a large caravan of Quraysh, containing their money and merchandise, accompanied by some thirty or forty men.

Muhammad bin Muslim Al-Zuhri and Asim bin Umar b Qatada and Abdullah bin Abu Bakr and Yazid b Ruman from from Urwa b Al-Zubayr, and other scholars of ours from Ibne Abbas, each one of them told me some of this story and their account is collected in what I (Ibn Ishaq) have drawn up of the story of Badr. They said that **when the apostle heard about Abu Sufyan coming from Syria, he summoned the Muslims and said, ‘This is the Quraysh caravan containing their property. Go out to attack it, perhaps God will give it as a prey.**’ The people answered his summons, some eagerly,

others reluctantly because they had no thought that the apostle would go to war.

When he got near to the Hijaz, Abu Sufyan was seeking news and questioning every rider in his anxiety until he got news from some riders that Muhammad had called out his companions against him and his caravan. **He took alarm at that and hired Damdam b Amr Al-Ghifari and sent him to Mecca, ordering him to call out Quraysh in defence of their property and to tell them that Muhammad was lying in wait for it with his companioins. So Damdam left for Mecca at full speed. -- [1]**

(Damdam came to Mecca)---The voice of Damdam crying out in the bottom of the Wadi, as he stood upon his camel ---saying, 'O Quraysh, the transport camels, the transport camels! Muhammad and his companioins are lying in wait for your property which is with Abu Sufyan. I do not think that you will overtake it. Help! Help!'—

The men prepared quickly, saying, "Do Muhammad and his companioins think this is going to be like the caravan of Ibn Hadrami? By God they will soon know that it is not so." Every man of them either went himself or sent someone in his place. So, all went; not one of their nobles remained behind except Abu Lahab b Abd Al Muttalib. He sent in his place Al-As bin Hisham b Al-Mughira who owed him four thousand Dirhams which he could not pay. So he hired him with them with the condition that he should be cleared

of his debt. So he went on his behalf and Abu Lahab stayed behind.' [2]--

(On the other hand) Abu Sufyan went forward to get in front of the caravan as a precautionary measure until he came down to the water, and asked Majdi b Amr if he had noticed anything. He replied that he had seen nothing untoward except merely two riders had stopped on the hill and taken water away in a skin. Abu Sufyan went to the place where they had halted their camels, picked up some camel dung and broke it in pieces and found that it contained date stones. "By God", he said, "This is the camel fodder of Yathrib." He returned at once to his Companions and changes the caravan's direction from the road to the sea shore leaving Badr on the left, travelling as quickly as possible. [3][4]

Al Tabari added:

According to Ibne Humayd <Yahya b Wadih <Yahya b Yaqub < Abu Talib < Abu Awn Muhammad b Ubayd Allah al-Thaqafi < Abu Abd al-Rahman al-Sulami Abd Allh b Habib <Al Haan b Ali b Abu Talib:

The Laylat al-Furqan (8:41), the day when the two armies met was on 17 Ramadan. What provoked the battle of Badr and the other fighting between Muhammad and polytheist of Qurayesh? According to Urwah b al-zubayr, was the killing of Amr b Al-Hadrami by Waqib b Abd Allah al-Tamimi.

The Account of the Greater battle of Badr in the letter of Urwah b al Zubayr to the Umayyad caliph Abl Al-Malik b Marwan as follows:

According to Ali b Nasr b Ali and Abd Al-Warith b Abd Al Samad b <his father < Abban Al-Attar <Hisham b Urwah: Urwah wrote to Abd Al-Malik b Marwan as follows (this letter is an important source, apparently unknown to Ibn Ishaq):

"You have written to me asking about Abu Sufyan and the circumstances of his expedition. Abu Sufiayn b Harb came from Syria at the head of nearly seventy horsemen from all the clans of Quraysh. They had been trading in Syria and they all came together with their money and their merchandise. The messenger of God and his companions were informed about them. This was after fighting had broken out between them and people had been killed, including Abne Al-Hadrami at Nakhla, and some of Quraysh had been taken captive, including one of the sons of al-Mughirah and their mawla Ibne Kaysan. Those responsible were Abd Allah b Jahsh and Waqid together with other companions of the messenger of God whom he had sent out with Abd Allah b Jahsh. This incident had provoked (a state of) war between the messenger of God and Quraysh and was the beginning of the fighting in which they inflicted casualties upon one another; it took place before Abu Sufyan and his companions had set out for Syria.

Subsequently Abu Sufyan and the horsemen of Quraysh who were with him returned from Syria, following the coastal road. **When the messenger of God heard about them, he called together his companions and told them of the wealth they had with them and**

the fewness of their numbers. The Muslims set out with no other object than Abu Sufyan and the hoarsemen with him. They did not think that these were anything but (easy) booty and did not suppose that there would be a great battle when they met them. It is concerning this that God revealed, "And ye longed that other than the armed one might be yours **(Quran 8:7)".** [5]

When Abu Sufyan heard that the companions of the messenger of God were on their way to intercept him, he sent to Quraysh (saying), "Muhammad and his companions are going to intercept your caravan, so protect your merchandise".

When Qurash heard this, since all the clans of Ka'b b Lu'avy [he was the grand son of Qurash Fihr and all the main clan of Quraysh except two were his descendants) were presented in Abu Sufyan's caravan, the people of Mecca learned towards it. The body of men was drawn from the clans comprised in the Banu Ka'b b Lu'avy but did not contain any of the clan of Amir, except for some of the subclan of Malik b Hisl. Neither the messenger of God nor his companions heard about this force from Mecca until the prophet reached Badr, which was on the route of those horsemen of Quraysh who had taken the coastal road to Syria. Abu Sufyan then doubled back from Badr and kept to the coastal road, being afraid of an ambush at Badr". [6]

Every clan of Quraysh was represented except for Banu Adi b Ka'b and Banu Zuhra- these two tribes were not represented at all. There

was some discussion between Talib bin Abu Talib who was with the army and some of Quraysh. The latter said, "We know O' Bani Hashim, that if you have come out with us your heart is with Muhammad". So Talib and some others returned to Mecca.

According to Abu Jafar Al-Tabari: As for Ibn al-Kalbi

Among the narratives I was told on his authority is the following: Talib b Abi Talib set out for Badr with the polytheists. He was sent out against his will, and he was not among the captives or the dead, and he did not return to his family. He was a poet and he is the one who said:

'O Lord, if Talib goes on an expediction in one of
these defiles
Let him be plundererd, not the plunderer, conquered
not the the conqueror'. [7]

সহি বুখারী: ভলূউম ৫, বই ৫৯, নম্বর ২৮৬ (অনেক বড় হাদিস, প্রাসঙ্গিক অংশ)

আবদুল্লাহ বিন মাসুদ হইতে বর্ণিত:

----- যেদিন বদর যুদ্ধ আসন্ন, আবু জেহেল তার লোকদের যুদ্ধের জন্য এই বলে আহ্বান করে, **"যাও তোমাদের কাফেলা রক্ষা করো।"** কিন্তু মক্কা ছেড়ে যাওয়া উমাইয়ার ছিল অপছন্দ। আবু জেহেল তার কাছে আসে এবং বলে, "হে আবু সাফওয়ান! যদি লোকে দেখে যে, তুমি এই জনপদের প্রধান হয়েও পিছিয়ে থাকছো, তবে তারাও তোমাকে অনুসরণ করবে।" আবু জেহেল তাকে যাওয়ার জন্য বার বার সনির্বন্ধ অনুরোধ করতেই থাকে যতক্ষণ না সে (উমাইয়া) রাজী হয় এবং বলে, "যেহেতু তুমি আমার মন পরিবর্তন করতে বাধ্য করলে, আল্লাহর কসম, আমি মক্কার সর্বশ্রেষ্ঠ উটটি কিনবো। -- [8] (অনুবাদ লেখক)

সহি বুখারী: ভলূউম ৫, বই ৫৯, নম্বর ২৮৭

কাব বিন মালিক হইতে বর্ণিত:

আমি তাবুক অভিযান ছাড়া অন্য কোনো অভিযানেই আল্লাহর নবীর সাথে অংশ নিতে ব্যর্থ হইনি। যদিও আমি বদর অভিযানে অংশ গ্রহণ করিনি, কিন্তু আল্লাহর নবী এই অভিযানে অংশগ্রহণে অসমর্থ কাউকেই দোষারোপ করেননি। কারণ **আল্লাহর নবী (কুরাইশদের) কাফেলা আক্রমণের জন্য গিয়েছিল**, কিন্ত আল্লাহ তাঁদেরকে (মুসলমান) অপ্রতাশিতভাবে (কোনো পূর্ব অভিপ্রায় ছাড়ায়) শত্রুর সম্মুখীন করেছিলো। [9] (অনুবাদ লেখক)

>>> মুহাম্মদ ও তাঁর সহচরদের এসকল অনৈতিক কর্ম-কাণ্ডের ইতিবৃত্ত বর্ণিত হয়েছে মুহাম্মদের মৃত্যু-পরবর্তী সবচেয়ে আদি উৎসের বিশিষ্ট মুসলিম ইতিহাসবিদদেরই লেখনীতে। তথাকথিত মডারেট মুসলমানদের অধিকাংশই এ সকল বর্বর, অমানবিক ও অনৈতিক কর্মকাণ্ডের ইতিহাস সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞ। তদেরকে যখন এ ঘটনা গুলো জানানো হয়, তারা প্রথমেই করেন অস্বীকার, "এ হতেই পারে না! এসব ইসলামের শত্রুদের চক্রান্ত, বিকৃত ইতিহাস..."-ইত্যাদি।

যখন তারা জানতে পারেন এ সকল ঘটনার বর্ণনা বিশিষ্ট মুসলিম লেখকদেরই লেখা, তখন তারা বলেন, "মুহাম্মদ ইবনে ইশাক, আল-তাবারী, মুহাম্মদ ইবনে সা'দ প্রমুখদের লিখা ইতিহাস আদৌ নির্ভরযোগ্য নয়!" কেন? কারণটি কী এই যে তাঁরা হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর আগ্রাসী কর্মকাণ্ডের প্রাণবন্ত বর্ণনা লিপিবদ্ধ করেছেন, যা আজকের সমাজে চরম নেতিবাচক আচরণরূপে গণ্য? মুহাম্মদ ইবনে ইশাকের 'সিরাত রসুল আল্লাহর' বইটিই মুহাম্মদের সর্বপ্রথম পূর্ণাঙ্গ জীবনীগ্রন্থ (সীরাত)। বইটি লিখিত হয়েছে মুহাম্মদের মৃত্যুর প্রায় ১১০ বছর পরে। এর আগে মুহাম্মদের ঘটনাবহুল জীবনের যে বিচ্ছিন্ন ইতিহাস পাওয়া যায়, তার অধিকাংশই কালের গর্ভে হারিয়ে গিয়েছে। সে

কারণেই এই বইটিই পরবর্তী লেখক ও ইসলাম ইতিহাসবিদদের মুহাম্মদের জীবন ইতিহাসের **"মূল রেফারেন্স।"** আর এই বইটিতে মুহাম্মদের নামে প্রচারিত অবৈজ্ঞানিক, অযৌক্তিক, অর্থহীন, অবাস্তব ও উদ্ভট কল্পকাহিনীর (মোজেজা) পরিমাণ পরবর্তীতে রচিত অন্যান্য মুসলিম ইতিহাসবিদদের "সীরাত"-এর তুলনায় অনেক কম। মুহাম্মদের নামে প্রচারিত এ সকল উদ্ভট অলৌকিক কল্পকাহিনীর (মোজেজা) জনকরা হলেন মুহাম্মদের মৃত্যুপরবর্তী ইসলাম বিশ্বাসীরা। আর সে কারণেই এ সকল অবৈজ্ঞানিক, অযৌক্তিক, অবাস্তব, উদ্ভট কল্পকাহিনীর পরিমাণ মুহাম্মদের মৃত্যুপরবর্তী সময়ের পরিমাণের সরাসরি সমানুপাতিক (Directly Proportional)। কুরান সাক্ষী, মুহাম্মদ তাঁর ১২-১৩ বছরের মক্কা জীবনে কুরাইশদের বারংবার বহু অনুরোধ সত্ত্বেও একটি মোজেজা ও হাজির করতে পারেননি (বিস্তারিত ২৩-২৫ পর্বে)।

মুহাম্মদ ইবনে ইশাকের বর্ণনা গ্রহণযোগ্য নয় - এই সিদ্ধান্ত যারা অবলীলায় ঘোষণা করেন, তারা এর চেয়ে অধিক গ্রহণযোগ্য কোনো রেফারেন্স হাজির করতে পারেন না। **এই বাস্তবতাকে যে ধর্মবাজরা অস্বীকার করেন, তারাই আবার কুরাইশদের দেব-দেবী ও পূর্ব-পুরুষদের প্রতি মুহাম্মদের উপর্যুপরি অসম্মান ও তাচ্ছিল্যে অতিষ্ঠ কুরাইশরা মুহাম্মদ ও তাঁর নব্য অনুসারীদের বিরুদ্ধে যে প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিলেন, এই বইগুলোতে উদ্ধৃত যৎকিঞ্চিত সেই ঘটনাগুলোকে মনের মাধুরী মিশিয়ে ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে, তিলকে সমুদ্রবৎ বৃদ্ধি করেন, কুরাইশদের অমানবিক নির্যাতনের সাক্ষ্য হিসাবে উপস্থিত করেন** [বিস্তারিত আলোচনা করবো আইয়্যামে জাহিলিয়াত তত্ত্বে]। একই সাথে তারা সেই একই বইতে মুহাম্মদের চরিত্রের নেতিবাচক শত শত পৃষ্ঠার বর্ণনাগুলোকে অ-নির্ভরযোগ্য (not authentic) আখ্যা দিয়ে এক ধরনের মানসিক আত্মতুষ্টি অনুভব করেন। কেন তাঁরা এমনটি করেন? কারণ এটাই তাদের অবশ্যকরণীয় কর্তব্য। ইসলাম বিশ্বাসের অত্যাবশ্যকীয় প্রাথমিক সংজ্ঞা অনুযায়ী কোনো ইসলাম-বিশ্বাসীরই এই গণ্ডির বাহিরে যাবার কোনোই সুযোগ নেই।

যে কোনো ঘটনা সংঘটিত হওয়ার পর থেকে স্থান ও সময়ের দূরত্ব যতই বৃদ্ধি পায়, সেই ঘটনা বিকৃতির সম্ভাবনা ততই প্রকট হয়। আদি উৎসের বর্ণনা যদি নির্ভরযোগ্য না হয়, তবে পরবর্তীতে লেখা ইতিহাসের নির্ভরযোগ্যতা যে আরও ক্ষীণ, তা যে কোনো পক্ষপাতহীন মুক্তমনের মানুষ অতি সহজেই বুঝতে পারেন। বিশেষ করে তা যদি লিখিত না থাকে, প্রচার হয় মুখে মুখে এবং বিরুদ্ধবাদীদের দমন করা হয় চরম হস্তে। ইসলাম বিশ্বাসের প্রাথমিক শর্ত হলো, "ইমান! মুহাম্মদের (আল্লাহ) প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস।" সেই ইমানের শর্ত অনুযায়ী জগতের প্রতিটি ইসলাম বিশ্বাসীরই একান্ত কর্তব্য হলো, "মুহাম্মদ (আল্লাহ) ও তাঁর অনুশাসন কে ভালবাসতে এবং নিষেধকে ঘৃণা করতে হবে সর্বান্তকরণে! ইসলামী পরিভাষায় যাকে বলা হয়, **"আল ওয়ালা ওয়াল বারা** [Al wala wal Bara]।

"Love and hate for the sake of Muhammmad". [11]

ইসলাম বিশ্বাসের এই প্রাথমিক সংজ্ঞা অনুযায়ী, কোনো ইসলাম-বিশ্বাসীই মুহাম্মদ ও তাঁর কর্মকাণ্ডের "সামান্যতম সমালোচনা" করারও অধিকার রাখেন না।

এমত পরিস্থিতিতে জগতের কোনো ইসলাম বিশ্বাসীর পক্ষেই "মুহাম্মদ ও তাঁর ইসলামের" নির্ভরযোগ্য ইতিহাস রচনা করা কি আদৌ সম্ভব? আদি মুসলিম বর্ণনাকারী (যাদের কাছ থেকে এই ঘটনাগুলো সংগ্রহীত) এবং ইতিহাসবিদরা মুহাম্মদের জীবনীগ্রন্থে এসব ঘটনার উল্লেখ ও বর্ণনা করেছেন মুহাম্মদের শৌর্য-বীর্য ও বুদ্ধিমত্তার উপাখ্যান হিসাবে। তাঁদের পক্ষে ধারণা করাও সম্ভব ছিল না যে, শত-সহস্র বছর পরে এই ঘটনাগুলো মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীদের অমানবিক ও অনৈতিক কর্মকাণ্ডের উল্লেখযোগ্য দলিল হিসাবে আখ্যায়িত হবে।

সংক্ষেপে, ইসলামের ইতিহাসের আদি উৎসের পর্যালোচনার ভিত্তিতে যে সত্যে আমরা উপনীত হতে পারি, তা হলো:

১) **নাখলা ও নাখলা পূর্ববর্তী ঘটনার মতই বদর যুদ্ধে আগ্রাসী আক্রমণকারী ব্যক্তিটি হলেন মুহাম্মদ ইবনে আবদ আল্লাহ ও তাঁর অনুসারী, কুরাইশরা নয়।** তাঁদের উদ্দেশ্য ছিল নাখলা অভিযানের অনুরূপ হামলায় আবু সুফিয়ান বিন হারবের নেতৃত্বে সিরিয়া থেকে প্রত্যাবর্তনকারী কুরাইশদের বাণিজ্য-ফেরত সকল মালামাল লুণ্ঠন; আরোহীদের খুন, পরাস্ত এবং বন্দী করে ধরে নিয়ে এসে তাঁদের প্রিয়জনদের কাছ থেকে মুক্তিপণ আদায়।

২) **এই অভিযানে কুরাইশদের মূল উদ্দেশ্য ছিল - মুহাম্মদ ও তাঁর সহকারীর করাল গ্রাস থেকে আবু সুফিয়ান ও তার সহযাত্রীর (যারা ছিল বিভিন্ন কুরাইশ গোত্রের নিকট আত্মীয়, প্রতিবেশী অথবা বন্ধু-বান্ধব) নিরাপত্তা বিধান এবং তাঁদের জীবিকার অবলম্বন অর্থ ও বাণিজ্য-সামগ্রী রক্ষার চেষ্টা।**

৩) **বদর যুদ্ধের প্রকৃত কারণ হলো - মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীর উপর্যুপরি আগ্রাসী কর্মকাণ্ড, পথিমধ্যে বাণিজ্য-ফেরত কুরাইশ কাফেলা আক্রমণ, বাণিজ্য সামগ্রী লুণ্ঠন ও তাঁদের প্রিয়জনদের খুন অথবা বন্দী করে মুক্তিপণ দাবীর অনুরূপ অনৈতিক সন্ত্রাসী অপকর্মের পুনরাবৃত্তি রোধে ক্ষতিগ্রস্ত (Victim) কুরাইশদের আত্মরক্ষা ও প্রতিরোধের চেষ্টা।**

(চলবে)

[কুরানের উদ্ধৃতি সৌদি আরবের বাদশাহ ফাহাদ বিন আবদুল আজিজ (হারাম শরীফের খাদেম) কর্তৃক বিতরণকৃত বাংলা তরজমা থেকে নেয়া, অনুবাদে ত্রুটি-বিচ্যুতির দায় অনুবাদকারীর। কুরানের ছয়জন বিশিষ্ট ইংরেজি অনুবাদকারীর ও চৌত্রিশ-টি বিভিন্ন ভাষায় পাশাপাশি অনুবাদ এখানে]

পাদটীকা ও তথ্য সূত্র:

১) "সিরাত রসুল আল্লাহ"- লেখক: ইবনে ইশাক (৭০৪-৭৬৮ খৃষ্টাব্দ), সম্পাদনা: ইবনে হিশাম (মৃত্যু ৮৩৩ খৃষ্টাব্দ), ইংরেজি অনুবাদ: A. GUILLAUME, অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, করাচী, ১৯৫৫, ISBN 0-19-636033-1, পৃষ্ঠা ২৮৯-২৯৬

http://www.justislam.co.uk/images/Ibn%20Ishaq%20-%20Sirat%20Rasul%20Allah.pdf

২) "তারিক আল রসুল ওয়াল মুলুক"- লেখক: আবু জাফর মুহাম্মদ ইবনে জারীর আল-তাবারী (৮৩৮-৯২৩ খৃষ্টাব্দ), ভলুউম ৭, ইংরেজী অনুবাদ: W. Montogomery Watt and M.V. McDonald, নিউ ইয়র্ক ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯৮৭, ISBN 0-88706-344-6 [ISBN 0-88706-345-4 (pbk)], পৃষ্ঠা (Leiden) ১২৮৪-*১৩০৮*

http://books.google.com/books?id=efOFhaeNhAwC&printsec=frontcover&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false

৩) "কিতাব আল-মাগাজি"- লেখক: আল-ওয়াকিদি (৭৪৮-৮২২ খৃষ্টাব্দ), ed. Marsden Jones, লন্ডন ১৯৬৬

৪) কিতাব আল-তাবাকাত আল-কাবির – লেখক: মুহাম্মদ ইবনে সা'দ (৭৮৪-৮৪৫ খৃষ্টাব্দ)', অনুবাদ এস মইনুল হক, প্রকাশক কিতাব ভবন, নয়া দিল্লি, সাল ২০০৯ (3rd Reprint), ISBN 81-7151-127-9(set), ভলুউম ২, পার্ট- ১, পৃষ্ঠা ৯-৩০

http://muslim-library.blogspot.com/2011/09/tabqaat-ibn-e-saad.html#!/2011/09/tabqaat-ibn-e-saad.html

[1] Ibid ইবনে ইশাক পৃষ্ঠা ২৮৯, আল-তাবারী পৃষ্ঠা ১২৯১-১২৯২

[2] Ibid ইবনে ইশাক পৃষ্ঠা ২৯১, আল-তাবারী পৃষ্ঠা ১২৯৫-১২৯৬

[3] Ibid ইবনে ইশাক, পৃষ্ঠা ২৯৫-২৯৬, আল-তাবারী পৃষ্ঠা ১৩০৫-১৩০৮

[4] Ibid কিতাব আল-তাবাকাত আল-কাবির - *পৃষ্ঠা* ২৬

[5] তফসীর ইবনে কাথির:

http://www.qtafsir.com/index.php?option=com_content&task=view&id=1565&Itemid=63#1

তফসীর যালালীন ও অন্যান্য:

http://www.altafsir.com/Tafasir.asp?tMadhNo=0&tTafsirNo=74&tSoraNo=8&tAyahNo=7&tDisplay=yes&UserProfile=0&LanguageId=2

[6] “তারিক আল রসুল ওয়াল মুলুক”- লেখক: আল তাবারী-পৃষ্ঠা ১২৮৪-১২৮৬

[7] হিসাম বিন মুহাম্মদ ইবনে আল কালবি নামে পরিচিত ছিলেন। তিনি ছিলেন ইসলাম-পূর্ব ও সমসাময়িক ইসলাম পরবর্তী সময়ের বিশিষ্ট ইসলামিক স্কলার।

[*8*] *সহি বুখারী: ভলূউম ৫, বই ৫৯, নম্বর ২৮৬*

http://www.hadithcollection.com/sahihbukhari/92/5802-sahih-bukhari-volume-005-book-059-hadith-number-286.html

Narrated 'Abdullah bin Mas'ud:

------- But when the day of (the Ghazwa of) Badr came, Abu Jahl called the people to war, saying, "**Go and protect your caravan**." But Umaiya disliked to go out (of Mecca). Abu Jahl came to him and said, "O Abu Safwan! If the people see you staying behind though you are the chief of the people of the Valley, then they will remain behind with you." Abu Jahl kept on urging him to go until he (i.e. Umaiya) said, "As you have forced me to change my mind, by Allah, I will buy the best camel in Mecca.

[9] সহি বুখারী: ভলূউম ৫, বই ৫৯, নম্বর ২৮৭

http://www.hadithcollection.com/sahihbukhari/92/5798-sahih-bukhari-volume-005-book-059-hadith-number-287.html

Narrated Kab bin Malik:

I never failed to join Allah's Apostle in any of his Ghazawat except in the Ghazwa of Tabuk. However, I did not take part in the Ghazwa of Badr, but none who failed to take part in it, was blamed, for Allah's Apostle had gone out to meet the caravans of (Quraish), but Allah caused them (i.e. Muslims) to meet their enemy unexpectedly (with no previous intention).

[10] “আল ওয়ালা ওয়াল বারা (Al wala wal Bara)
http://www.kalamullah.com/Books/alWalaawalBaraa1.pdf

[11] Love and hate for the sake of Muhammmad
http://wikiislam.net/wiki/Love_and_Hate_in_Islam

৩১: বদর যুদ্ধ -২: লুণ্ঠন, সন্ত্রাস ও খুন বনাম সহিষ্ণুতা

ত্রাস, হত্যা ও হামলার আদেশ– চার

আদি ও বিশিষ্ট মুসলিম ইতিহাসবিদদের বর্ণনার আলোকে বদর যুদ্ধের প্রকৃত কারণ ও প্রেক্ষাপটের বিস্তারিত বর্ণনা আগের পর্বে আলোচিত হয়েছে। বাণিজ্য ফেরত কুরাইশ কাফেলার উপর মুহাম্মদ ও তাঁর সহচরদের অতর্কিত চোরা-গোপ্তা হামলায় কুরাইশদের সর্বস্ব লুণ্ঠন (ডাকাতি), পরিবার-পরিজনদের বন্দী ও আমর বিল আল-হাদরামীর খুনের ঘটনার (পর্ব -২৯) অনুরূপ ঘটনার পুনুরাবৃত্তি রোধে কুরাইশদের **সর্বপ্রথম সশস্ত্র প্রতিরক্ষা** চেষ্টায় ছিল বদর যুদ্ধের প্রেক্ষাপট। সিরিয়া থেকে প্রত্যাবর্তনকারী বাণিজ্য-ফেরত আবু-সুফিয়ান ও তাঁর সহচরদের জীবনরক্ষা ও তাঁদের তত্ত্বাবধানে মক্কাবাসী প্রায় সমস্ত কুরাইশ গোত্রের যে অর্থ ও বাণিজ্যসামগ্রী মুহাম্মদ ও তাঁর সহচররা জোরপূর্বক লুণ্ঠনের (ডাকাতি) চেষ্টায় ছিলেন, তা প্রতিরোধের উদ্দেশ্যেই কুরাইশরা এই প্রতিরক্ষা (Diffensive) অভিযানে অংশ নিয়েছিলেন। আদি মুসলিম ঐতিহাসিকদের লিখিত ইতিহাসের বর্ণনায় যে সত্যটি অত্যন্ত স্পষ্ট, তা হলো, বদর যুদ্ধের প্রকৃত কারণ - স্বঘোষিত আখেরি নবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) ও তাঁর সহচরদের আগ্রাসী, আক্রমণাত্মক, নৃশংস কর্মকাণ্ড – যেখানে,

“মুহাম্মদ ও তাঁর সহচররাই ছিল আক্রমণকারী ও আগ্রাসী, কুরাইশরা ছিলেন আক্রান্ত!”

মুহাম্মদ ইবনে ইশাক (৭০৪-৭৬৮ খৃষ্টাব্দ), আল-তাবারী (৮৩৮-৯২৩ খৃষ্টাব্দ), মুহাম্মদ ইবনে সা'দ (৭৮৪-৮৪৫ খৃষ্টাব্দ) প্রমুখ ইসলামে নিবেদিতপ্রাণ আদি বিশিষ্ট মুসলিম লেখকরা বদর যুদ্ধ প্রসঙ্গে আরও অনেক ঘটনার বর্ণনা অত্যন্ত প্রাঞ্জল ভাষায় সবিস্তারে লিপিবদ্ধ করেছেন। তাঁদের সেই বর্ণনারই আরও কিছু অংশ: [1]

আবু সুফিয়ান সংঘর্ষ এড়াতে চেয়েছিলেন

'আবু সুফিয়ান তাঁর বাণিজ্য-কাফেলার নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করে কুরাইশদের কাছে এই মর্মে এক বার্তা পাঠান,

"তোমরা এসেছ শুধুমাত্র তোমাদের বাণিজ্য-কাফেলা রক্ষা করতে, তোমাদের লোকজনদের নিরাপত্তা রক্ষা এবং সম্পদ রক্ষা করতে। আল্লাহ তার হেফাজত করেছেন। এখন তোমরা ফিরে যাও।"

কিন্তু আবু জেহেল বিন হিশাম বলেন:

"আল্লাহর কসম, আমরা বদরে পৌঁছার পূর্বে ফিরে যাবো না।" বদর স্থানটিতে তখন প্রতি বছর আরবদের এক মেলা হতো, যেখানে তারা বাজার বসাতো। "আমরা সেখানে তিন দিন অতিবাহিত করবো। কয়েকটি উট বলি দিয়ে ভোজ, আনন্দ উৎসব ও মদ্যপান করবো; মেয়েরা সেখানে আমাদের জন্য ক্রীড়াকৌতুক করবে। আরবরা শুনবে যে আমরা সেখানে সমবেত হয়েছিলাম এবং ভবিষ্যতে তারা আমাদের সম্মান করবে । সুতরাং চলো!" [2]

আল-আখনাছ বিন শারিক বিন আমর বিন ওহাব আল-থাকাফি

'আল-আখনাছ বিন শারিক বিন আমর বিন ওহাব আল থাকাফি ছিলেন আল-যুহফায় অবস্থিত বনি জোহরা গোত্রের মিত্র। তিনি বনি জোহরা গোত্রের উদ্দেশ্যে বলেন:

"আল্লাহ তোমাদের ও তোমাদের বাণিজ্যসম্পদ রক্ষা করেছেন এবং তোমাদের সহচর মাখরামা বিন নওফলকে ফিরিয়ে দিয়েছেন। যেহেতু তোমরা শুধুই এসেছ তাকে [মাখরামা বিন নওফল] ও তার সম্পদ রক্ষা করতে, আমাকে দুর্বলচিত্ত কাপুরুষ আখ্যা দিয়ে হলেও তোমরা ফিরে যাও! এই লোকটির অভিলাষ মতো বিনা লাভে যুদ্ধে জড়ানোর কোন মানে হয় না," এই লোকটি বলতে তিনি আবু জেহেলকে বুঝিয়েছেন।

তাই তাঁরা প্রত্যাবর্তন করেন এবং বনি জুহরা গোত্রের একজন লোকও বদর যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেননি। যেহেতু তিনি ছিলেন কর্তৃত্বের অধিকারী এক ব্যক্তিত্ব, তাঁরা তাঁর আদেশ পালন করেন'। [3]

উমায়ের বিন ওহাব আল যুমাহি

'কিছু প্রবীণ আনসারদের উদ্ধৃতি সাপেক্ষে আমার পিতা ইশাক বিন ইয়াসার এবং অন্যান্য জ্ঞানী ব্যক্তিবর্গ আমাকে [মুহাম্মদ ইবনে ইশাক] বলেছেন যে, শত্রুরা তাঁদের ক্যাম্পে অবস্থান নেয়ার পর তাঁরা উমায়ের বিন ওহাব বিন আল-যুমাহি কে সেখানে অবস্থিত মুহাম্মদ অনুসারীদের আনুমানিক সংখ্যা যাচাইয়ের উদ্দেশ্যে পাঠান। তিনি অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করে ক্যাম্পের চতুর্দিকে ঘুরে আসেন এবং ফিরে এসে বলেন, "৩০০ জনের মত হবে, এর চেয়ে অল্প কিছু কম অথবা বেশিও হতে পারে। কিন্তু এখন তোমরা অপেক্ষা করো, দেখি তাদের কেউ ঘাপটি মেরে অতর্কিত হামলার অপেক্ষায় আছে কি না, কিংবা আর কেউ তাদের সাহায্যে আছে কি না।"

তারপর তিনি দূরের উপত্যকা পর্যন্ত যান, কিন্তু কিছুই দেখতে পান না। সেখান থেকে ফিরে এসে তিনি বলেন:

"আমি আর কিছুই দেখতে পাইনি। কিন্তু হে কুরাইশ, আমি লাশবহনকারী উট দেখেছি – সেগুলি ছিল মদিনার উট, যার পিঠে ছিল কিছু লাশ। **এই লোকগুলির [মুহাম্মদ অনুসারী] তরবারি ছাড়া না আছে কোনো প্রতিরক্ষা, না আছে কোনো আশ্রয়স্থল। আল্লাহর কসম, আমি মনে করি না, তারা তোমাদের কোনো লোককে হত্যা করার আগে তাদের কোনো লোককে হত্যা করা তোমাদের উচিত হবে। তারা তোমাদের যে সংখ্যক লোককে খুন করবে, তোমরাও যদি তাদের সেই সংখ্যক লোককেই খুন করো, তবে বেঁচে থাকার আর কী সার্থকতা রইলো? ভেবে দেখো, তোমরা কী করবে।"'** [4]

ওতবা বিন রাবিয়া

'হাকিম বিন হিজাম তাঁর [উমায়ের বিন ওহাব আল যুমাহির] সেই কথাগুলো শোনার পর লোকজনের ভেতর দিয়ে পায়ে হেঁটে ওতবা বিন রাবিয়ার কাছে যান এবং তাঁকে বলেন:

"হে আবু ওয়ালিদ, আপনি কুরাইশদের নেতা ও অধিপতি যার আজ্ঞা তারা পালন করে। আপনি কি ভবিষ্যতে তাদের প্রশংসা নিয়ে স্মরণীয় হতে চান?" ওতবা বিন রাবিয়া বলেন, "হাকিম, তা কীভাবে সম্ভব?"

তিনি [হাকিম] উত্তরে বলেন, "আপনার পরিচালনায় তাদেরকে ফিরিয়ে নিয়ে যান এবং আপনার মিত্র আমর বিন আল-হাদরামীর খুনের ঘটনাকে ভুলে যান।"

ওতবা বলেন, "আমি তাই করবো এবং তুমি তার সাক্ষী (যদি আমি ওয়াদা ভঙ্গ করি): সে ছিল আমার আশ্রয়ে, তাই আমার কর্তব্য হলো তার খুনের রক্ত-মূল্য এবং ছিনতাই হওয়া সম্পদের ক্ষতিপূরণ (তার আত্মীয়দের কাছে) পরিশোধ করা। তুমি ইবনে আল হানজালিয়ার [আবু জেহেল বিন হিশাম] কাছে যাও; কারণ আমার আশঙ্কা সেইই ঝামেলা করতে পারে, অন্য কেউ নয়।" [5]

তারপর ওতবা উঠে দাঁড়ান এবং বলেন, 'হে কুরাইশগণ! আল্লাহর দোহাই, মুহাম্মদ ও তার সহচরদের সাথে যুদ্ধ করা অর্থহীন। যদি তোমরা তাদেরকে আক্রমণ করো, তোমরা সর্বদাই বিতৃষ্ণ চোখে প্রত্যেকেই প্রত্যেক সহচরদের দিকে তাকিয়ে দেখবে যে, তোমারই এক সহচর খুন করেছে তোমারই কোনো চাচাতো ভাইকে, কিংবা মামাতো ভাইকে বা আত্মীয়-স্বজনকে। সুতরাং ফিরে চলো এবং মুহাম্মদকে বাকি আরবদের হাতে ছেড়ে দাও। যদি তারা তাকে হত্যা করে, তবে তোমরা তো তা-ই চাও; যদি তা না হয়, তবে সে বুঝবে যে, তাকে তোমরা হত্যা করার চেষ্টা করোনি যা (আসলে) ছিল তোমাদের পছন্দ।'"

হাকিম বিন হিজাম

হাকিম বলেন, 'আমি আবু জেহেলের কাছে যাই এবং দেখি যে সে তার বর্ম [কঁচুক] ব্যাগ থেকে বের করে তৈলাক্ত করছে। আমি তাকে বলি, "হে আবু আল-হাকাম, আমাকে ওতবা তোমার কাছে তাঁর বার্তা পৌঁছানোর জন্য পাঠিয়েছেন"; এবং আমি তাকে ওতবা যা যা বলেছেন তা অবহিত করাই।

সে [আবু জেহেল] চেঁচিয়ে বলে, "হে আল্লাহ, মুহাম্মদ ও তার সহচরদের দেখে ওর আত্মা সিক্ত (ভয়ে) । না, আল্লাহর কসম, আমরা মুহাম্মদের সাথে এর ফয়সালা না করে ফিরবো না, যা আল্লাহর ইচ্ছা। 'ওতবা' তার নিজের কথাকে বিশ্বাস করে না, সে দেখেছে যে, মুহাম্মদ ও তার সহচরদের দল (সংখ্যায়) দিনে একটি উট ভোজের পরিমাণ [প্রায় ৩১৩ জন; আর কুরাইশরা ছিল সংখ্যায় অনেক বেশী, দিনে নয়-দশটি উট ভোজের পরিমাণ - প্রায় ৯৫০ জন।], **যে দলে আছে তার নিজেরই ছেলে; তাই সে ভীত এই ভেবে যে, পাছে তোমরা তার ছেলেকে হত্যা করো।"** [6]

তারপর সে [আবু জেহেল] আমির বিন আল হাদরামীর কাছে যায়, বলে: **"তোমার এই মিত্র এই মুহূর্তে রক্তের প্রতিশোধ না নিয়েই তার লোকজনদের নিয়ে তোমার চোখের সামনে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করতে চায়। অতএব উঠে দাঁড়াও, এবং তোমার ভাইয়ের [আমর বিন আল হাদরামী] খুনের অঙ্গিকার তাদের স্মরণ করিয়ে দাও।"** আমির নিজেকে উন্মুক্ত করে উঠে দাঁড়ায়, তারপর চিৎকার করে বলে, "হায় রে আমর! হায় আমর!" তারপর যুদ্ধের আগুন জ্বলে ওঠে, জনগণ অনমনীয় ভাবে অশুভ কাজে লিপ্ত হয় এবং 'ওতবার' উপদেশ তাদের কোনো কাজে আসে না। যখন ওতবা জানতে পারেন যে, আবু জেহেল তাঁকে বিদ্রূপ করেছে, তিনি বলেন, "নোংরা, সে দেখতে পাবে যে কার আত্মা সিক্ত [ভয়ে]; তার না আমার।"' অতঃপর, ওতবা তার শিরস্ত্রাণ মাথায় পরার জন্য খোঁজেন; কিন্তু তাঁর মাথাটি এত বড় ছিল যে, সেই মাপের কোনো শিরস্ত্রাণ তিনি সৈন্যদলে খুঁজে পান না, তিনি এক টুকরা কাপড় তাঁর মাথায় পেঁচিয়ে নেন।' [7] [8]

[ইসলামী ইতিহাসের ঊষালগ্ন থেকে আজ অবধি প্রতিটি ইসলাম বিশ্বাসী প্রকৃত ইতিহাস জেনে বা না জেনে ইতিহাসের এ সকল অমানবিক অধ্যায়গুলো যাবতীয় চতুরতার মাধ্যমে বৈধতা দিয়ে এসেছেন। বিষয়গুলো অত্যন্ত স্পর্শকাতর বিধায় বাংলা অনুবাদের সাথে মূল ইংরেজি অনুবাদের অংশটিও সংযুক্ত করছি। - অনুবাদ, নাম টাইটেল ও [**] যোগ - লেখক।]

Abu Sufyan tried to prevent war

‘When Abu Sufyan saw that he had assured his caravan’s safety, he sent to Quraysh saying, **“You only came out to protect your Caravan, your men, and your property. God has kept them safe, so go back.”** But Abu Jahl b Hisham said, “By God! We will not go back until we have reached Badr.” Badr was the site of one of the Arab fairs where they used to hold a matket every year. “We will spend three days there, slaughter camels and feast and drink wine and the girl shall play for us. The Arabs will hear that we have come and gathered together, and will respect us in future. So Come on!’” [2]

Al-Akhnas bin Shariq bin Amr bin Wahb al-Thaqafi

‘Al-Akhnas bin Shariq bin Amr bin Wahb al-Thaqafi, an ally of Banu Zuhra who were in al-Juhfa, addressed the later, saying, **“God has saved you and your property and delivered your companion Makhrama bin Naufal; and as you only came out to protect him and his property, lay any charge of cowardice on me and go back. There is no point in going to war without profit as this man would have us”, meaning Abu Jahl.**

So they returned and not a single Zuhrite was present at Badr. They obeyed him as he was a man of authority.’ [3]

Umayr b Wahb al-Jumahi

‘My father, Ishaq b Yasar, and other learned men told me [Muhammad bin Ishaq] on the authority of some elders of the Ansar that when the enemy (Quraysh) had settled in their camp they sent Umayr b Wahb al-Jumahi to estimate the number of Muhammad’s

followers. He rode on horseback round the camp and on his return said, “Three hundred men, a little more or less; but wait till I see whether they have any ambush or support.”

He made his way far into the valley but saw nothing. On his retirn he said,

“I found nothing, but O’ people of Quraysh I have seen camels carrying death – the camels of Yathrib laden with certain death. **These men have no defence or refuge but their swords. By God! I do not think a man of them will be slain till he slay one of you, and if they kill of you a number equal to their own, what is the good of living after that? Consider, then, what you will do.’” [4]**

Utba b Rabi’ah

‘When Hakim b Hizam heard those words [of Umayr b Wahb al-Jumahi], he went on foot amongst the folk until he came to Utba b Rabi’ah and said,

“O’ Abu’l-Walid, you are chief and lord of Quraysh and he whom they obey. Do you wish to be remembered with praise among them to the end of time?” Utba said, “How may that be, O’ Hakim?”

He answered, “Lead them back and take up the cause of your ally, ‘Amr b Al-Hadrami’”.

“I will do it”, said Utba, “and you are witness against me (if I break my word): he was under my protection, so it behoves me to pay his bloodwit and what was seized of his wealth (to his kinsmen). Now

go you to Ibne al-Hanzaliya [Abu Jahl bin Hisham], for I do not fear that any one will make trouble except him." [5]

Then Utba rose to speak and said, "O' people of Quraysh! By God, you will gain naught by giving battle to Muhammad and his companions. **If you fall upon him, each one of you will always be looking with loathing on the face of another who has slain the son of his paternal or maternal uncle or some man of his kin. Therefore turn back and leave Muhammad to the rest of the Arabs.** If they kill him, that is what you want; and if it be otherwise, he will find that you have not tried to do to him what (in fact) you would have liked to do."'

Hakim bin Hizam

Hakim said: 'I went to Abu Jahl and found him oiling a coat of mail which he had taken out of his bag. I said to him, "O' Abu'l Hakam, Utba has sent me to you with such and such message" and I told him what Utba had said.

"By God!" he cried, "his lungs became swollen (with fear) when he saw Muhammad and his companions. No, by God, we will not turn back until God decide between us and Muhammad. Utba does not believe his own words, but he saw that Muhammad and his companions are (in number as) the eaters of one slaughtered camel, and **his son is among them. So he is afraid lest you slay him."** [6]

Then he sent to Amir b al-Hadrami, saying, "This ally of yours is for turning back with the folk at this time when you see your blood-

revenge before your eyes. Arise, therefore, and remind them of your covenant and the murder of your brother." Amir Arose and uncovered; then he cried, "Alas for Amr! Alas for Amr!"

And war was kindled and all was marred and the folk held stubbornly on their evil course and Utba's advice was wasted on them. When Utba heard how Abu Jahl had taunted him, he said,"He with the befoulded garment will found out whose lungs are swollen, mine or his." Then Utba looked for a hamlet to put on his head; but seeing hat his head was so big that he could not find in the Army a helmet that would contain it, he wound a piece of cloth he had round his head.' [7] [8]

>>> **আদি মুসলিম ঐতিহাসিকদের বর্ণনায় যে সত্যটি অত্যন্ত স্পষ্ট, তা হলো, "মুহাম্মদ ও তাঁর সহচরদের উপর্যুপরি নৃশংস অমানবিক সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডে আক্রান্ত ও জান-মালের ক্ষতি সত্ত্বেও [খুন, বন্দী ও সম্পদ লুণ্ঠন] কুরাইশরা মুহাম্মদ ও তাঁর সহচরদের বিরুদ্ধে কোনোরূপ "আক্রমণাত্মক ও প্রতিহিংসা পরায়ণ" পদক্ষেপ নিতে বদর অভিযানে আগত প্রায় সকল কুরাইশ গোত্রই ছিল অনাগ্রহী।" কেন তাঁরা রাজী ছিলেন না, সে বিষয়টিও অত্যন্ত স্পষ্ট! সংক্ষেপে:**

১) তাঁরা এসেছিলেন মুহাম্মদ ও তাঁর সহচরদের আগ্রাসী আক্রমণের হাত থেকে তাঁদের প্রিয়জনের প্রাণ, বন্দী-দশা ও এই মরু-দস্যুদের হাত থেকে তাঁদের পরিবার-পরিজনদের জীবনধারণের উপজীব্য (livelihood) অর্থ ও বাণিজ্যসম্পদ রক্ষার্থে।

২) তাঁরা ছিলেন সংখ্যায় ও শক্তিতে মুহাম্মদ ও তাঁর সহচরদের তুলনায় অনেক বেশি। এমন একটি **অসম যুদ্ধে তাঁরা নিজেদের জড়াতে চাননি।** কারণ, তাঁরা বিশ্বাস করেন এমন একটা অসম যুদ্ধে জড়িয়ে মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীদের পরাস্ত করায় আদৌ কোনো বীরত্ব নেই।

৩) মুহাম্মদের সহচররা ছিলেন তাঁদেরই বিপথগামী পথভ্রষ্ট ধর্মত্যাগী একান্ত নিকট-আত্মীয়, পরিবার-পরিজন, বন্ধু-বান্ধব অথবা পাড়া-প্রতিবেশী। **সুতরাং, মুহম্মদ ও তাঁর সহচরদের সাথে যুদ্ধ করার অর্থই হলো নিজেরই পরিবার-পরিজন, বন্ধু-বান্ধব, প্রতিবেশীদের মধ্যে খুনাখুনি করা; যা তাঁরা করতে চাননি**।

অন্যদিকে, সহকারীদের প্রতি স্বঘোষিত আখেরি নবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর আদেশ ছিল কুরাইশদের ওপরে-বর্ণিত মনোভাব ও মানসিকতার সম্পূর্ণ বিপরীত! বাণিজ্য ফেরত কুরাইশ কাফেলার উপর অতর্কিত আক্রমণ, লুণ্ঠন, খুন, বন্দী ও মুক্তিপণ দাবীকারী মুহাম্মদ বিন আবদ আল্লাহ তাঁর সহচরদেরকে তাদেরই পরিবার-পরিজন, প্রতিবেশী ও বন্ধু-বান্ধবদেরকে যে কী পরিমাণ নিষ্ঠুরতায় খুন ও পরাস্ত করার অবশ্য পালনীয় [ঐশী হুকুম] জারি করেছিলেন, তা ইতিহাস হয়ে আছে কুরানের পাতায়। কী সেই বার্তা?

বার্তা টি হলো,

" তাদের গর্দানের উপর আঘাত হান এবং কাট জোড়ায় জোড়ায়।"

মুহাম্মদের ভাষায়:

৮:১২-১৪: 'যখন নির্দেশ দান করেন ফেরেশতাদিগকে তোমাদের পরওয়ারদেগার যে, আমি সাথে রয়েছি তোমাদের, সুতরাং তোমরা মুসলমানদের চিত্তসমূহকে ধীরস্থির করে রাখ। আমি কাফেরদের মনে ভীতির সঞ্চার করে দেব। কাজেই গর্দানের উপর আঘাত হান এবং তাদেরকে কাট জোড়ায় জোড়ায়। যেহেতু তারা অবাধ্য হয়েছে আল্লাহ এবং তাঁর রসূলের, সেজন্য এই নির্দেশ। বস্তুতঃ যে লোক আল্লাহ ও রসূলের অবাধ্য হয়, নিঃসন্দেহে আল্লাহর শাস্তি অত্যন্ত কঠোর। আপাততঃ বর্তমান এ শাস্তি তোমরা আস্বাদন করে নাও এবং জেনে রাখ যে, কাফেরদের জন্য রয়েছে দোযখের আযাব'। [9]

>>> **কিন্তু,** মুহাম্মদের এই অবশ্যকরণীয় [কুরানের বানী] আদেশটি **(৮:১২-১৪)** সবার জন্য প্রযোজ্য ছিল না! যদিও বদর অভিযানে অংশগ্রহণকারী সকল কুরাইশই ছিলেন নিঃসন্দেহে আল্লাহ এবং তাঁর রসূলের অবাধ্য [তাঁরা মুহাম্মদে বিশ্বাসী বা অনুসারী

নয়]", বনি হাশিম গোত্রের লোকজন, তাঁর চাচা আল-আব্বাস এবং আবু আল বকতারি নামের এক লোক এই নির্দেশের আওতায় ছিলেন না। কারণ? কারণ, মুহাম্মদের দাবী - তাঁর নিজ গোত্র বনি হাশিমের লোক বাধ্য হয়ে বদর অভিযানে সামিল হয়েছেন, যদিও তাদের ইচ্ছা নয় যে তারা মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন। তাই মুহাম্মদ আদেশ করেছিলেন যেন তাঁর সহকারীরা তাঁর গোত্রের কোনো লোককে হত্যা না করে।

একান্ত অনিচ্ছায় বনি হাশিম গোত্রের লোকেরা যুদ্ধ করতে এসেছেন - মুহাম্মদের এই দাবি সত্য হলেও সেই অজুহাতে "তাদেরকে হত্যা না করার আদেশ" নিঃসন্দেহে পক্ষপাতদুষ্ট। কারণ আদি উৎসের উপরি উল্লিখিত বর্ণনার ভিত্তিতে যে বিষয়টি অত্যন্ত স্পষ্ট, তা হলো আবু সুফিয়ানের বুদ্ধিমত্তা ও তত্ত্বাবধানে কুরাইশদের বাণিজ্য কাফেলা ও বাণিজ্যসম্পদ নিরাপদে মক্কা পৌঁছার খবর পেয়ে **আবু জেহেল ছাড়া প্রায় সকল কুরাইশ গোত্র ও নেতৃবর্গ মুহাম্মদ ও তাঁর সহকারীদের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হতে চাননি।** আর তার কারণটিও অত্যন্ত স্পষ্ট; আর তা হলো - বদর অভিযানে আগত মুহাম্মদের সকল আদি মক্কাবাসী অনুসারী (মুহাজির) কুরাইশদের কোনো না কোনো পরিবার সদস্য, অথবা নিকট-আত্মীয়, অথবা প্রতিবেশী বা বন্ধু-স্বজন। সুতরাং **"অনিচ্ছা সত্ত্বেও যুদ্ধে অংশগ্রহণ"** কারণটি যদি বনি হাশিম গোত্রের লোকদের দণ্ড-মুক্তির (Impunity) কারণ হয়, তবে বদর অভিযানে আগত প্রায় সকল কুরাইশ গোত্রের জন্যই তা প্রযোজ্য। একমাত্র বনি হাশিম গোত্র ও আল বাকতারির জন্য নয়। তাই মুহাম্মদের এমত **পক্ষপাতদুষ্ট** আদেশে মুহাম্মদের এক অনুসারী আবু হুদেইফা বিন ওতবা [উপরি বর্ণিত ওতবা বিন রাবিয়ার ছেলে] কঠোর প্রতিবাদ করেন । আবু হুদেইফা বিন ওতবা প্রশ্ন করেন, **"আমাদেরকে খুন করতে হবে আমাদের পিতাকে, পুত্রকে, ভাইকে এবং পরিবার-পরিজনদেরকে কিন্তু আব্বাসকে দিতে হবে ছেড়ে?" এ কেমন বিচার!** বদর যুদ্ধে আবু হুদেইফার এই ন্যায় সংগত প্রতিবাদের খেসারত তাকে দিতে হয়েছিল বাকি সমস্ত জীবন!

ঘটনাটি ছিল নিম্নরূপ:

‘(ইবনে হুমায়েদ <সালামহ <) মুহাম্মদ বিন ইশাক < আল আব্বাস বিন আবদ আল্লাহ বিন মা'বাদ < তার পরিবারের এক সদস্য <ইবনে আব্বাস হইতে বর্ণিত:

সেদিন আল্লাহর নবী তাঁর অনুসারীদের বলেন, "আমি জানি বনি হাশিম গোত্রের কিছু লোক এবং কিছু অন্যান্য জনগণ বাধ্য হয়ে তাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে এই অভিযানে সামিল হয়েছে, তাদের ইচ্ছা নয় যে তারা আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে। **তাই যদি তোমরা কেউ বনি হাশিম গোত্রের কাউকে অথবা আবু আল বকতারি বিন হিশাম বিন আল হারিথ বিন আসাদ অথবা আল আব্বাস বিন আবদ আল মুত্তালিব (নবীর চাচা) কে দেখতে পাও তবে তাকে তোমরা খুন করবে না। কারণ তারা তাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে বাধ্য হয়ে এসেছে।"**

আবু হুদেইফা বিন ওতবা বিন রাবিয়া বলেন, "আমাদেরকে খুন করতে হবে আমাদের পিতা কে, আমাদের পুত্র সন্তানদের কে, আমাদের ভাই কে এবং আমাদের পরিবার পরিজনদের কে কিন্তু আব্বাস কে দিতে হবে ছেড়ে? আল্লাহর কসম, যদি আমি তার সাক্ষাত পাই তবে আমার তলোয়ারের ক্ষুধা মেটাবো [তার চোয়ালে তলোয়ারের ঘা বসাবো]।" [10]

তার এই কথগুলো নবীর কানে পৌঁছায় এবং তিনি উমর আল খাত্তাবকে বলেন, "আবু হাফস”, - এবং উমর বলেছেন যে, নবী তাকে তখনই সর্বপ্রথম এই সম্মানজনক নামে সম্বোধনে করেছিলেন-, “আবু হুদেইফা কি বলেছে, তা কি তুমি শুনেছ? সে বলেছে, 'আমি নবীর চাচার মুখে আমার তরবারির আঘাত করবো!’" উমর উত্তরে বলেন, **"আমি তার গর্দান নেব! আল্লাহর কসম, সে একজন ভণ্ড মুসলমান!"**

আবু হুদেইফা প্রায়ই বলতেন, **"সেদিনের সেই উক্তির পর আমি কখনোই নিজেকে নিরাপদ বোধ করতাম না। আমি সর্বদায় ভীতিগ্রস্ত থাকতাম, আশা করতাম যেন শহীদ হওয়ার মাধ্যমে এর প্রায়শ্চিত্ত হয়।"** তিনি ইয়ামামার যুদ্ধে শহীদ হন।'

আল্লাহর নবী আবু আল বকতারিকে খুন করতে নিষেধ করেছিলেন এই জন্য যে, যখন তিনি মক্কায় ছিলেন তখন সে আল্লাহর নবীর ক্ষতিসাধন করা থেকে লোকদের বিরত রাখতেন। আবু আল বকতারি ছিলেন ঐ সকল লোকদের একজন, যারা বনি হাশিম ও বনি মুত্তালিব গোত্রের উপর কুরাইশদের আরোপিত [সামাজিক] "বয়কট" রহিত করার প্রচেষ্টায় সক্রিয় ছিলেন।’ [11][12]

[‘According to Ibne Humayd <Salamah <Muhammad b Ishaq < Al Abbas b Abd Allah b Ma’bad < a member of his family <Ibn Abbas:

The Messenger of God said to his companions that day, “I know that some of the Banu Hashim and others have been forced to march against us against their will, having no desire to fight us. So if any of you meet one of Banu Hashim or Abu al-Bakhtari b Hisham bin al-Harith b Asad or al-Abbas b Abd al-Muttalib the apostle’s uncle do not kill him, for he has been forced to come out against his will.”

Abu Hudhayfah b Utbah b Rabiah said, “Are we to kill our fathers, our sons, our brothers, and our families, and leave al-Abbas? By God if I meet him I will flesh my sword in him (I will strike his jaw with my sword)!” [10]

This saying reached the apostle’s ears and he said to Umar b Al-Khattab, “Abu Hafs”, - and Umar said that this was the first time the apostle called him by this honorific-, “have you heard what Abu Hudhayfah says? He says, ‘I will strike the face of of the apostle’s uncle to be marked with the sword!’

Umar replied, “Let me off with his head! By God, he is a Hypocrite!”

Abu Hudhayfah used to say, "I never felt safe after my words that day. I was always afraid unless martyrdom atoned for them". He was killed as a martyre on the day of Yamamah.'] [11][12]

>>> পৃথিবীর প্রায় সকল ইসলাম বিশ্বাসী দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করেন যে স্বঘোষিত আখেরি নবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর সমকালীন ও তার পূর্ববর্তী সময়ের মক্কার কুরাইশরা ছিলেন অমানবিক, নৃশংস ও নীতিহীন। মুহাম্মদ ও তাঁর সহচরদের যাবতীয় আগ্রাসী সন্ত্রাসী কর্ম-কাণ্ডের বৈধতা দিতে কুরাইশদের চিত্রিত করা হয় **"আইয়্যামে জাহিলিয়াত"**, অর্থাৎ অন্ধকারের যুগ/বাসিন্দা রূপে। আর মুহাম্মদ ও তাঁর সহচরদের চিত্রিত করা হয় আলোকিত, শান্তির প্রবর্তক এবং ধারক ও বাহক রূপে। পৃথিবীর প্রায় সকল ইসলাম বিশ্বাসী দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করেন যে, জাতি, ধর্ম ও বর্ণ নির্বিশেষে সর্বকালের সকল মানুষের একমাত্র অনুকরণীয় যে মানুষ তাঁর নাম "হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)"! তাঁরা বিশ্বাস করেন যে, তাঁকে সৃষ্টি না করলে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের কোনোকিছুই সৃষ্টি হতো না, এবং তিনি পৃথিবীতে এসেছিলেন ইসলাম পূর্ববর্তী সেই "আইয়্যামে জাহিলিয়াত যুগের" অবসান ঘটিয়ে সমস্ত পৃথিবী আলোকময় করার বার্তা নিয়ে!

ইতিহাস হলো বিজয়ী জনগোষ্ঠীর বর্ণিত ও লিখিত দলিল। যে বর্ণনা ও লিখনে পরাজিত জনগোষ্ঠীর যাবতীয় ইতিবাচক গুণাবলীকে গোপন এবং/অথবা বিকৃত ও যাবতীয় নেতিবাচক দিকগুলোকে সত্য-অর্ধসত্য-মিথ্যা ও ডাহা মিথ্যা জাতীয় যাবতীয় কসরতের মাধ্যমে পরাজিত জনগোষ্ঠীকে জগতের সামনে হেয় ও নিচু সাব্যস্ত করার প্রয়াস সর্বদায় সচল। বিশেষ করে যদি সেই বিজয়ী জাতি বা জনগোষ্ঠীটি হয় আগ্রাসী, সন্ত্রাসী ও স্বৈরতন্ত্রী; যারা কঠোর হস্তে দমন করেন সকল বিরুদ্ধ মত-আদর্শ, শিক্ষা-সংস্কৃতি, কৃষ্টি-সভ্যতা ও বিরুদ্ধ-কণ্ঠদের। সে ক্ষেত্রে সেই আগ্রাসী ও স্বৈরতন্ত্রী বিজয়ীর অপকর্মের বৈধতার প্রয়োজনেই পরাজিত জনগোষ্ঠীকে যে কোনো মূল্যে হেয় প্রতিপাদ্য করা অত্যন্ত আবশ্যক। বিফলে তাদের কৃত অপকর্মের যে কোনো বৈধতায় থাকে না!

সেই বিজয়ী জাতি ও জনগোষ্ঠীদেরই রচিত আদি বিশিষ্ট ইসলামে নিবেদিত প্রাণ লেখকদেরই লেখা ইতিহাসের পর্যালোচনায় আমরা জানছি যে, ইসলাম বিশ্বাসীদের দাবীকৃত সেই তথাকথিত আইয়্যামে জাহিলিয়াত যুগের কুরাইশ জনপদ মুহাম্মদ ও তাঁর সহকারীদের উপর্যুপরি নৃশংস অমানবিক সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডে আক্রান্ত ও চরম ক্ষতিগ্রস্ত (খুন, বন্দী ও সম্পদ লুণ্ঠন) হওয়া সত্ত্বেও তাঁরা মুহাম্মদ ও তাঁর সহচরদের বিরুদ্ধে কোনোরূপ সহিংস আক্রমণাত্মক প্রতিহিংসা পরায়ণ পদক্ষেপ নিতে রাজি ছিলেন না। তাঁদের এই ধৈর্য ও সহিষ্ণুতা আজকের একবিংশ শতাব্দীর সভ্য সমাজেও এক বিরল উদাহরণ। আমরা জানতে পারছি যে, তাঁরা "অসম যুদ্ধে" জড়িয়ে বিজয়ী হয়ে বীরত্ব প্রদর্শনকে হেয় জ্ঞান করতেন। আমরা আরও জানতে পারছি যে, সেই তথাকথিত আইয়্যামে জাহিলিয়াত যুগের কুরাইশ জনগোষ্ঠী মুহাম্মদের প্ররোচনায় বিপথগামী পথভ্রষ্ট ধর্মত্যাগী একান্ত নিকট-আত্মীয়, পরিবার-পরিজন, বন্ধু-বান্ধব ও পাড়া-প্রতিবেশীদের প্রতি মানবিক দৃষ্টিভঙ্গির অধিকারী। ইসলামে নিবেদিতপ্রাণ আদি ও বিশিষ্ট মুসলিম ইতিহাসবিদদেরই রচিত ইতিহাসেই গত ১৪০০ বছরের প্রায় সকল ইসলাম বিশ্বাসীদের দাবি ও বিশ্বাসের সম্পূর্ণ বিপরীত চিত্র অত্যন্ত স্পষ্ট। পরের পর্বগুলোতে তা হবে আরও স্পষ্টতর।

মুহাম্মদ ও মুহাম্মদ অনুসারীরা তাদের অনৈতিক, অমানবিক, নিষ্ঠুর কর্মকাণ্ডের বৈধতা দিতে মক্কায় অবস্থানকালে তাদের উপর কুরাইশদের **"যথেচ্ছভাবে"** নিষ্ঠুর অত্যাচার, অপমান, অপদস্থ করা এবং এতদ উপায়ে তাদেরকে জোরপূর্বক মক্কা থেকে তাড়িয়ে দেবার যে উপাখ্যান শতাব্দীর পর শতাব্দী বিশ্ববাসীদের শুনিয়ে এসেছেন, তার কোনো আদি ভিত্তি নেই। এই উপাখ্যান ইসলামের হাজারো মিথ্যাচারের একটি এবং সত্য তার সম্পূর্ণ বিপরীত।

[কুরানের উদ্ধৃতি সৌদি আরবের বাদশাহ ফাহাদ বিন আবদুল আজিজ (হারাম শরীফের খাদেম) কর্তৃক বিতরণকৃত বাংলা তরজমা থেকে নেয়া, অনুবাদে ত্রুটি-বিচ্যুতির দায় অনুবাদকারীর। কুরানের ছয়জন বিশিষ্ট ইংরেজি অনুবাদকারীর ও চৌত্রিশ-টি বিভিন্ন ভাষায় পাশাপাশি অনুবাদ এখানে]

পাদটীকা ও তথ্যসূত্র:

[1] ক) "সিরাত রসুল আল্লাহ"- লেখক: ইবনে ইশাক (৭০৪-৭৬৮ খৃষ্টাব্দ), সম্পাদনা: ইবনে হিশাম (মৃত্যু ৮৩৩ খৃষ্টাব্দ), ইংরেজি অনুবাদ: A. GUILLAUME, অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, করাচী, ১৯৫৫, ISBN 0-19-636033-1, পৃষ্ঠা ২৯৬-৩০১
http://www.justislam.co.uk/images/Ibn%20Ishaq%20-%20Sirat%20Rasul%20Allah.pdf

খ) "তারিক আল রসুল ওয়াল মুলুক"- লেখক: আল-তাবারী (৮৩৮-৯২৩ খৃষ্টাব্দ), ভলুউম ৭, ইংরেজী অনুবাদ: W. Montogomery Watt and M.V. McDonald, নিউ ইয়র্ক ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯৮৭, ISBN 0-88706-344-6 [ISBN 0-88706-345-4 (pbk)], পৃষ্ঠা (Leiden) ১২৮৮-১৩১৬
http://books.google.com/books?id=efOFhaeNhAwC&printsec=frontcover&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false

গ) কিতাব আল-তাবাকাত আল-কাবির – লেখক: মুহাম্মদ ইবনে সা'দ (৭৮৪-৮৪৫ খৃষ্টাব্দ)', অনুবাদ এস মইনুল হক, প্রকাশক কিতাব ভবন, নয়া দিল্লি, সাল ২০০৯ (3rd Reprint), ISBN 81-7151-127-9(set), ভলুউম ২, পার্ট- ১, পৃষ্ঠা ৯-৩০
http://kitaabun.com/shopping3/product_info.php?products_id=4170

[2] আবু জেহেল ছিলেন বনি মাখযুম গোত্রের অন্তর্ভুক্ত, মুহাম্মদেরই প্রায় সমবয়সী এবং তাঁর এক তিক্ত প্রতিদ্বন্দ্বী। তিনি বদর অভিযানে কুরাইশ দলের নেতৃত্বে ছিলেন, যারা বের হয়েছিল তাদের কাফেলা রক্ষা করতে। তিনি বদর যুদ্ধে নিহিত হন।

[3] Ibid মুহাম্মদ ইবনে ইশাক-পৃষ্ঠা ২৯৬;
আল-তাবারী - পৃষ্ঠা (Leiden) ১৩০৭-১৩০৮;
মুহাম্মদ ইবনে সা'দ - পৃষ্ঠা ১৫-২৬

[4] Ibid মুহাম্মদ ইবনে ইশাক পৃষ্ঠা ২৯৭-২৯৮;

আল তাবারী পৃষ্ঠা (Leiden) ১৩১২-১৩১৩

[5] Ibid মুহাম্মদ ইবনে ইশাক পৃষ্ঠা ২৯৮;

আল-হানজালিয়া ছিলেন আবু-জেহেলের মা। তার নাম ছিল আসমা বিনতে মুখাররিবা।

[6] Ibid আল তাবারী – পৃষ্ঠা (Leiden) ১২৮৮

[7] আমির বিন আল হাদরামী ছিল আমর বিন আল হাদরামীর ভাই। মুহাম্মদের সহকারীরা আমর বিন আল হাদরামী কে খুন করেছিল নাখলায় (বিস্তারিত-২৯ পর্বে)।

[8] Ibid মুহাম্মদ ইবনে ইশাক পৃষ্ঠা ২৯৭-২৯৮;

আল তাবারী পৃষ্ঠা (Leiden) ১৩১৩-১৩১৬।

[9] বদর যুদ্ধ শেষ হবার পর এ বিশয়ে হযরত মুহাম্মদ (সা:) সম্পূর্ণ সুরা আনফাল (চ্যাপ্টার ৮) অবতারণ করেন।

[10] আবু হুদেইফা বিন ওতবা বিন রাবিয়া ছিল আবদ সামস গোত্রের অন্তর্ভুক্ত। তাঁর পিতা সহ আরও কিছু আত্মীয়-পরিজন বদর যুদ্ধে খুন হয়।

[11] এই ভয়ঙ্কর যুদ্ধটি সংঘটিত হয়েছিল ডিসেম্বর, ৬৩৩ সালে (খলিফা আবু বকরের শাসন আমলে), যেখানে ভণ্ড নবী মুসাইলামাকে পরাজিত করা হয়।

[12] Ibid মুহাম্মদ ইবনে ইশাক -পৃষ্ঠা ৩০১;

আল তাবারী-পৃষ্ঠা (Leiden) ১৩২৩-১৩২৪

৩২: বদর যুদ্ধ- ৩: নৃশংস যাত্রার সূচনা

ত্রাস, হত্যা ও হামলার আদেশ– পাঁচ

১০ই অক্টোবর, ৬৮০ সাল। ইরাকের ফোরাত (Euphrates) নদীর সন্নিকটে কারবালা প্রান্তরে আখেরি নবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর প্রাণপ্রিয় কনিষ্ঠ দৌহিত্র হুসেইন বিন আলী বিন আবু তালিব বিন আবদ আল মুত্তালিবের পরিবার সদস্য ও সহযাত্রীদের [প্রায় ৭২ জন যোদ্ধা] একের পর এক নৃশংস ভাবে খুন করেন ইয়াজিদ বিন মুয়াবিয়া বিন আবু সুফিয়ানের সৈন্যরা। সেই যুদ্ধে ইমাম হুসেইনের পরিবারের সকল পরিবার সদস্য ও সহযাত্রীদের **"পানি-বঞ্চিত অবস্থায়"** প্রচণ্ড নিষ্ঠুরতায় তৃষ্ণার্ত ও পিপাসিত রাখা হয়েছিল। ছোট শিশু ও কিশোররাও এই নৃশংসতার হাত থেকে রক্ষা পায়নি। ইয়াজিদের সৈন্যরা ফোরাত নদীর কিনারা অবরুদ্ধ করে রেখেছিলেন। উদ্দেশ্য - ইমাম হুসেইনের লোকেরা যেন কোনোরূপেই ফোরাত নদীর পানি সংগ্রহ করে তাঁদের পিপাসা নিবৃত্ত করতে না পারেন। পানির অপর নাম জীবন, পানি ছাড়া জীবন অচল! যুদ্ধে বিজয়ী হবার অমানবিক নৃশংস মোক্ষম কৌশল! বর্তমান পৃথিবীতে এমন একজন সুস্থ-মস্তিষ্ক প্রাপ্তবয়স্ক ইসলাম বিশ্বাসীকেও, বোধ করি, খুঁজে পাওয়া যাবে না, যিনি কারবালা প্রান্তরের সেই ভয়াবহ হৃদয়বিদারক ঘটনার উপাখ্যান কখনোই শোনেননি। **কিন্তু পৃথিবীর ক'জন লোক জানেন যে, কারবালা যুদ্ধের সাড়ে ছাপ্পান্ন বছর পূর্বে, ৬২৪ সালের মার্চ মাসে, এই ইমাম হুসেইনেরই নানা স্বঘোষিত মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) বদর অভিযানে অংশগ্রহণকারী কুরাইশদেরকে প্রচণ্ড নিষ্ঠুরতায় অনুরূপ পানি-বঞ্চিত, তৃষ্ণার্ত ও পিপাসিত রাখার কৌশলের গোড়াপত্তন করেছিলেন?** মুহাম্মদ ইবনে ইশাক (৭০৪-৭৬৮ সাল), আল তাবারী (৮৩৯-৯২৩ সাল) ও মুহাম্মদ ইবনে সা'দ

(৭৮৪-৮৪৫ সাল) এর লিখিত বর্ণনা অনুযায়ী স্বঘোষিত আখেরি নবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) বদর অভিযানে "শত্রুপক্ষকে পানি-বঞ্চিত" করার যে অমানবিক কৌশল অবলম্বন করেছিলেন তা ছিল নিম্নরূপ: [1]

কুরাইশদের পানি-বঞ্চিত করার কৌশল অবলম্বন:

'কুরাইশরা তাদের যাত্রা অব্যাহত রাখে এবং উপত্যকার অন্য পাশের দূরবর্তী আল-আকানকিল পাহাড়ের পিছনে পৌঁছে যাত্রা বিরতি দেয়। উপত্যকার পাদদেশ (যাকে বলা হয় ইয়ালইয়াল) ছিল বদর ও বালুময় আল-আকানকিল পাহাড়ের মাঝখানে, যার পিছনে অবস্থান নিয়েছিল কুরাইশরা; যদিও বদরের কূপগুলি ছিল উপত্যকার মদিনা সন্নিকট অংশে। আল্লাহ বৃষ্টিবর্ষণ করেন, যার ফলে উপত্যকার নরম বালি হয় শক্ত, যা নবীর চলাচলে কোনোরূপ ব্যাঘাত ঘটায় না। কিন্তু কুরাইশদের চলাচলে তা সাংঘাতিক বাধা সৃষ্টি করে। তাই আল্লাহর নবী তাঁর অনুসারীদের নিয়ে দ্রুত অগ্রসর হয়ে তাদের আগেই কূপের কাছে পৌঁছান এবং বদরের [মদিনার] নিকটবর্তী কুপগুলোর কাছে গিয়ে যাত্রা বিরতি দেন।

ইবনে হুমায়েদ < সালামাহ < মুহাম্মদ ইবনে ইশাক < বনি সালিমাহর কিছু লোক হইতে বর্ণিত:

আল-হুবাব বিন আল-মুনধির বিন আল-জামুহ বলেন, "হে আল্লাহর নবী, আপনি কি আল্লাহর হুকুমে এই স্থানটি বেছে নিয়েছেন, যার ফলে আমরা না পরবো সামনে অগ্রসর হতে অথবা পিছনে ফিরে যেতে; নাকি এটি একটি যুদ্ধকৌশল ও মতামতের বিষয়? নবী বললেন, "অবশ্যই নয়; এটি বিবেচনা ও মতামত যোগ্য যুদ্ধকৌশল"। তখন আল-হুবাব বিন আল-মুনধির বিন আল-জামুহ নবীকে বলেন, "হে আল্লাহর নবী, আপনার এই স্থানটি যথাযথ নয়। আপনি আপনার লোকজন সমেত উঠে দাঁড়ান এবং শত্রুর সবচেয়ে নিকটবর্তী কুপের কাছে যান। সেখানে যাত্রা বিরতি দিয়ে তার সামনের কুপগুলোকে ভরাট করুন। তারপর তার প্রায় পাশেই এক চৌবাচ্চা/জলাশয় নির্মাণ করে তা পানি ভর্তি করুন। **এমতাবস্থায় আমরা শত্রুর সাথে যুদ্ধ করব যেখানে**

আমাদের কাছে থাকবে পিপাসা নিবৃত্তের পর্যাপ্ত পানি, কিন্তু তারা থাকবে পানি-বঞ্চিত।" আল্লাহর নবী বললেন, "তোমার পরামর্শ সু-দূরদর্শী।"

তারপর আল্লাহর নবী ও তাঁর অনুসারীরা উঠে দাঁড়ালেন এবং শত্রুর সবচেয়ে কাছের কুপগুলির কাছে গিয়ে যাত্রা বিরতি দিলেন। তারপর তিনি অন্যান্য কুপগুলো ভরাট করার আদেশ জারী করলেন এবং তাঁরা যে কূপের কাছে যাত্রাবিরতি দিয়েছিলেন, তার প্রায় পাশেই এক চৌবাচ্চা/জলাশয় নির্মাণ করা হলো। তাতে পানি ভর্তি করা হলো এবং সেখান থেকে তাঁদের পানের পানির পাত্রগুলো তাঁরা ভর্তি করলেন।' [2] [3] [4]

>>> বদর যুদ্ধে মুহাম্মদ ও তাঁর সহচরদের সেদিনের সেই নিষ্ঠুরতার শিকার হয়েছিলেন ১৪০ জন কুরাইশ। ৭০ জন কুরাইশকে নৃশংসভাবে করা হয় খুন ও ৭০ জনকে বন্দী। **এই সেই ইয়াজিদ বিন মুয়াবিয়ার বিন আবু সুফিয়ান, যার দুইজন চাচা ও ছিলেন বদর প্রান্তে সেদিনের সেই হতভাগ্যদের তালিকায়।** তাঁরা হলেন হানজালা বিন আবু সুফিয়ান এবং আমর বিন আবু সুফিয়ান। সেদিন বদর প্রান্তে মুহাম্মদ ও তাঁর সহচররা পানি-বঞ্চিত অবস্থায় প্রচণ্ড নিষ্ঠুরতায় আবু সুফিয়ান বিন হারব এর ছেলে হানজালা বিন আবু সুফিয়ানকে করেন খুন এবং আমর বিন আবু সুফিয়ানকে করেন বন্দী [বিস্তারিত আলোচনা করবো 'লুণ্ঠন ও মুক্তিপণের আয়ে জীবিকা' পর্বে]। আর, সেদিনের সেই লোমহর্ষক ঘটনার নায়ক স্বঘোষিত আখেরি নবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর মৃত্যুর সাড়ে ছাপ্পান্ন বছর পর আবু-সুফিয়ান বিন হারব এর নাতি ইয়াজিদ বিন মুয়াবিয়া বিন আবু সুফিয়ান কারবালা প্রান্তরে মুহাম্মদের নাতি হুসেইন বিন আলী ও তাঁর পরিবার এবং সহকারীদের একই কায়দায় তৃষ্ণার্ত-পিপাসিত অবস্থায় হত্যা করেন। **ইসলামের ইতিহাস হলো রক্তাক্ত তরবারির ইতিহাস!** যে ইতিহাসের গোড়াপত্তন করেছেন মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ ও তাঁর সহকর্মীরা, যার বিস্তারিত বর্ণনা আগের চারটি পর্বে করা হয়েছে।

ইসলামের ইতিহাসের প্রথম রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ এই বদর যুদ্ধে মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীরা যে নৃশংসতার প্রকাশ ঘটিয়েছিলেন তার আরও কিছু উদাহরণ:

আল-আসওয়াদ বিন আবদুল আসাদ আল-মাখযুমিকে হত্যা

'ঝগড়াটে ও বদমেজাজি আল-আসওয়াদ বিন আবদুল আসাদ আল-মাখযুমি সম্মুখে অগ্রসর হন এবং বলেন, **"আল্লাহর কসম, আমি তাদের ঐ জলাশয় থেকে পানি পান করবো অথবা তা ধ্বংস করবো অথবা সেখানে পৌঁছানোর আগেই মৃত্যু বরণ করবো।"** হামজা বিন আবদ আল মুত্তালিব তাঁর বিরুদ্ধে এগিয়ে আসেন এবং যখন তাঁরা একে অপরের সম্মুখীন হন, হামজা তাঁকে আঘাত করেন।

তিনি জলাশয়ে পৌঁছার আগেই হামজা তাঁর পা সহ ঠ্যাংয়ের অর্ধেক কেটে ফেলেন। তিনি ভূপাতিত হন এবং তার ঠ্যাং থেকে রক্ত ফিনকি দিয়ে তাঁর সহচরদের নিকটে গিয়ে পরে। তখন তিনি হামাগুড়ি দিয়ে জলাশয়ের দিকে যেতে থাকেন এবং প্রতিজ্ঞা রক্ষার মানসে নিজেকে তিনি তার [জলাশয়] ভিতরে নিক্ষেপ করেন। কিন্তু হামজা তাঁকে অনুসরণ করে সেই জলাশয়ের মধ্যেই তাঁকে হত্যা করেন।'

ওতবা বিন রাবিয়া, তার ভাই সেইবা এবং ছেলে আল-ওয়ালিদকে খুন

'আল-আসওয়াদ বিন আবদুল আসাদ আল-মাখযুমির পর ওতবা বিন রাবিয়া তাঁর ভাই সেইবা ও ছেলে আল-ওয়ালিদ কে তাঁর দুই পাশে নিয়ে সম্মুখে অগ্রসর হন। যুদ্ধের স্থানে পৌঁছে তিনি **একক দ্বন্দ্বযুদ্ধ** আহ্বান করেন। আনসারদের মধ্য থেকে তিন ব্যক্তি তাঁর বিরুদ্ধে এগিয়ে আসেন: হারিথের দুই ছেলে আউফ ও মুয়ায়িদ (তাঁদের মায়ের নাম ছিল আফরা) এবং আবদুল্লাহ বিন রাওয়া নামের অন্য এক ব্যক্তি।

কুরাইশরা বলেন, "তোমরা কে?"

তাঁরা উত্তর দেন, "আমরা আনসার দলের কিছু লোক।"

তখন সেই তিনজন কুরাইশ বলেন, "তোমাদের সাথে আমাদের কোনোই বিবাদ নেই।"

তারপর তাঁরা উচ্চস্বরে ঘোষণা করেন, "হে মুহাম্মদ! আমাদের বিপক্ষে আমাদেরই গোত্রের [কুরাইশ] কোনো ব্যক্তিকে পাঠাও।" আল্লাহর নবী বলেন, "হে ওবায়েদা বিন হারিথ, হামজা ও আলী উঠে এসো।" যখন তাঁরা উঠে সামনে এগিয়ে আসেন, কুরাইশরা

বলেন, "কে তোমরা?" তাঁদের নামের ঘোষণা শোনার পর তাঁরা বলেন, "হ্যাঁ, এরাই হলো উচ্চ-বংশ এবং আমাদের সমকক্ষ।"

ওবায়েদা ছিলেন তাঁদের মধ্যে সবচেয়ে বেশী বয়স্ক। তিনি ওতবা বিন রাবিয়ার, হামজা সেইবাহ বিন রাবিয়ার এবং আলী আল-ওয়ালিদ বিন ওতবার মুখামুখি হন। খুব শীঘ্রই হামজা সেইবাহকে এবং আলী আল-ওয়ালিদকে হত্যা করেন। ওবায়েদা এবং ওতবা একে অপরকে বার দুই আঘাত করে একে অপরকে ধরাশায়ী করেন। হামজা ও আলী তাঁদের তলোয়ার নিয়ে ওতবার দিকে ফিরে আসেন এবং তাঁকে সাবাড় [হত্যা] করে ওবায়েদা কে তাঁদের অনুসারীদের কাছে নিয়ে আসেন। তাঁর [ওবায়েদা] ঠ্যাং বিচ্ছিন্নভাবে কেটে গিয়েছিল এবং তা থেকে অস্থিমজ্জার ক্ষরণ হচ্ছিল।' [5] [6]

>>> পাঠক, এই সেই ওতবা বিন রাবিয়া, যিনি চেয়েছিলেন মুহাম্মদ ও তাঁর সহচরদের বিরুদ্ধে সংঘর্ষে না জড়াতে [পর্ব-৩১] । যিনি বদর প্রান্তে উপস্থিত কুরাইশদের উদ্দেশ্যে বলেছিলেন, **"যদি তোমরা তাদেরকে আক্রমণ করো, তোমরা সর্বদাই বিতৃষ্ণ চোখে প্রত্যেকেই প্রত্যেক সহচরদের দিকে তাকিয়ে দেখবে যে, তোমারই এক সহচর খুন করেছে তোমারই কোনো চাচাতো ভাইকে, কিংবা মামাতো ভাইকে বা আত্মীয়-স্বজনকে। সুতরাং ফিরে চলো এবং মুহাম্মদকে বাকি আরবদের হাতে ছেড়ে দাও।"** এই সেই ওতবা বিন রাবিয়া, যার ছেলে আবু হুদেইফা বিন ওতবা মুহাম্মদের পক্ষপাতদুষ্ট আদেশের বিরুদ্ধে উচ্চারণ করেছিলেন, **"আমাদেরকে খুন করতে হবে আমাদের পিতাকে, পুত্রকে, ভাইকে এবং পরিবার-পরিজনদেরকে কিন্তু আব্বাসকে দিতে হবে ছেড়ে?"**

নাখলা এবং নাখলা পূর্ববর্তী কোন অভিযানেই আনসাররা জড়িত ছিলেন না, শুধু মুহাজিররাই ঐ অপকর্মগুলো চালিয়েছিলেন। কিন্তু বদর অভিযানে আনসাররা ও মুহাজিরদের সাথে কুরাইশদের বিরুদ্ধে অনুরূপ লুট-তারাজে অংশগ্রহণ করেন। তা সত্ত্বেও কুরাইশরা আনসারদের সাথে কোনো সংঘর্ষ জড়াতে চাননি। তাঁরা আক্রমণ

উদ্যত আনসারদের বলছেন, "তোমাদের সাথে আমাদের কোনোই বিবাদ নেই (We have nothing to do with you)"।

অর্থাৎ আদি ও বিশিষ্ট মুসলিম ঐতিহাসিকদের বর্ণনায় যে বিষয়টি অত্যন্ত স্পষ্ট, তা হলো - কুরাইশরা শুধু মুহাম্মদ ও তাঁর মক্কাবাসী সহচরদের বিরুদ্ধেই নয়, তাঁরা আনসারদের বিরুদ্ধে ও সংঘর্ষ ও খুন-খারাবীতে সম্পৃক্ত হতে চাননি।

এখানে আরও একটি বিষয় লক্ষণীয়, ওতবা বিন রাবিয়া মুসলমানদের চ্যালেঞ্জ দিয়েছিলেন একক দ্বন্দ্বযুদ্ধে। কিন্তু আলী ও হামজা তা লঙ্ঘন করে তাঁদের সহচর ওবায়েদার সহযোগী হয়ে ওতবা বিন রাবিয়াকে হত্যা করেন!

আবু আল বাখতারি (আল আস) বিন হিশাম কে খুন

'আনসার বানু সালিম বিন আউফ গোত্রের মিত্র আল মুযাধধার বিন ধিয়াদ আল বালাওয়ি নামের এক ব্যক্তি আবু আল বাখতারি বিন হিশামের সাক্ষাৎ পান। **আল মুযাধধার বিন ধিয়াদ তাঁকে বলেন যে, আল্লাহর নবী তাদেরকে বলেছেন, তারা যেন তাঁকে [আবু আল বাখতারি] হত্যা না করে।** আবু আল বাখতারির সাথে ছিলেন তাঁর সহ-আরোহী (Rider) জুনাদা বিন মুলেইহা, যিনি তাঁরই সাথে মক্কা থেকে আগমন করেছিলেন। জুনাদা ছিলেন বানু লেইথ গোত্রের সদস্য এবং আবু আল বাখতারির পুরা নাম ছিল আল আস বিন হিশাম বিন আল হারিথ বিন আসাদ। তিনি [আবু আল বাখতারি] বলেন, "সে ক্ষেত্রে আমার বন্ধুর (সহ-আরোহী) কী হবে?" আল মুযাধধার বলেন, "না, আল্লাহর কসম। আমি তোমার সহ-আরোহীকে ছাড়বো না। আল্লাহর নবী শুধু তোমার ব্যাপারেই এই হুকুমটি দিয়েছেন।" **তিনি [জবাবে] বলেন, "সেক্ষেত্রে, আমি তার সাথেই মরবো।** মক্কার মেয়েরা যেন কখনোই বলতে না পারে যে, আমি আমার নিজের জীবন বাঁচাতে আমার এক বন্ধুকে পরিত্যাগ করেছিলাম।" তিনি দৃঢ়কণ্ঠে যুদ্ধ আহ্বান করেন। পরিণতিতে আল মুযাধধার তাঁকে করেন হত্যা। তারপর আল মুযাধধার নবীর কাছে যান এবং তাঁকে বলেন যে, তিনি আল বাখতারিকে বন্দী করে তাঁর কাছে নিয়ে আসার

যথাসাধ্য চেষ্টা করেছিলেন কিন্তু তাঁর যুদ্ধ-জেদের কারণে তাঁকে খুন হতে হয়েছে।' [7][8]

>>> আবু আল বাখতারি ইচ্ছা করলেই অতি সহজে তাঁর জীবন বাঁচাতে পারতেন। তা না করে মৃত্যু অবধারিত জেনেও তিনি তাঁর সহ-আরোহীর সাথে নিজেকে বিসর্জন দিয়েছিলেন। সুতরাং আবারও সেই একই প্রশ্ন। কুরাইশদের অন্ধকার যুগের (আইয়্যামে জাহিলিয়াত) বাসিন্দা বলে ইসলাম বিশ্বাসীরা যে শতাব্দীর পর শতাব্দী তাচ্ছিল্য করে চলেছেন, তার কি কোনো সত্যতা আমরা দেখতে পাচ্ছি? আদি ইসলাম বিশ্বাসীদেরই ওপরে-বর্ণিত ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে কি কুরাইশদের নিষ্ঠুর, অমানবিক, নীতিহীন, বিবেকবর্জিত অন্ধকার যুগের বাসিন্দা বলে আখ্যায়িত করা যায়? **সত্য যে তার সম্পূর্ণ বিপরীত, তা আদি ও বিশিষ্ট মুসলিম ঐতিহাসিকদেরই বর্ণনায় সুস্পষ্ট।** এ ব্যাপারে যদি কোনো পাঠকের এখনও কোনো সন্দেহের অবকাশ থাকে, তবে তাঁকে পরবর্তী পর্বগুলোর জন্য একটু ধৈর্য সহকারে অপেক্ষা করতে হবে।

উমাইয়া বিন খালাফ কে খুন

'ইয়াহিয়া বিন আব্বাদ বিন আবদুল্লাহ বিন আল জুবায়ের তাঁর পিতার উদ্ধৃতি দিয়ে আমাকে [মুহাম্মদ ইবনে ইশাক] যা বলেছেন, আবদুল্লাহ বিন আবু বকর এবং আরও অন্যান্যরা আবদ আল-রাহমান বিন আউফের উদ্ধৃতি দিয়ে আমাকে সেই একই ঘটনা বর্ণনা করেছেন:

মক্কায় উমাইয়া বিন খালাফ আমার বন্ধু ছিল এবং আমার নাম ছিল আবদ আমর, কিন্তু মুসলমান হওয়ার পর আমাকে ডাকা হতো আবদ আল-রাহমান নামে। মক্কায় অবস্থানকালে যখন আমরা মিলিত হতাম, সে বলতো, "তুমি কি তোমার পিতা-মাতা প্রদত্ত নামকে অপছন্দ করো?" আমি বলতাম, "হ্যাঁ"; এবং সে বলতো, "আমার কথা হলো আমি আল-রাহমান জানি না, তাই এমন একটা নাম বেছে নাও, যে নামে আমরা নিজেদের আহ্বান করতে পারি। তোমার আসল নামে ডাকলে তুমি জবাব দাও না এবং আমি জানি না এমন নাম ব্যবহার করতে আমারও ইচ্ছা হয় না।" যখন সে ডাকতো,

"এই আবদ আমর", আমি তার জবাব দিতাম না। পরিশেষে আমি বলেছিলাম, "এই আবু আলী, তোমার যা ইচ্ছা, সে নামেই আমাকে ডেকো"; এবং সে আমাকে ডাকতো, "আবদ আল্লাহ" এবং আমি তার জন্য তাতেই সম্মত ছিলাম।

বদর যুদ্ধের দিন সে [উমাইয়া বিন খালাফ] তার ছেলে আলীর হাত ধরে দাঁড়িয়েছিল এবং আমি তার পাশ দিয়ে যাচ্ছিলাম। আমি একটা বর্ম-আবরণ (coats of mail) বহন করছিলাম, যেটা আমি লুণ্ঠন করেছিলাম। আমাকে দেখে সে বলে, "এই আবদ আমর", আমি তার কোনোই জবাব দিইনি, যতক্ষণ না সে আমাকে "এই আবদ আল্লাহ" বলে ডাকে। তারপর সে বলে, "তোমার এই বর্ম-আবরণের চেয়ে আমি অনেক বেশি দামী, তুমি কি আমাকে বন্দী হিসাবে চাও না? আমি বলি, "আল্লাহর কসম, আমি চাই।" তাই আমি বর্ম-আবরণ ফেলে দিয়ে তার ও তার ছেলের হাত আঁকড়ে ধরি। তখন সে বলে, "আমি এমন দিন কখনোই দেখিনি। তুমি কি দুধ ব্যবহার করো না? (দুধ ব্যবহার বলতে সে বুঝিয়েছে যে দুগ্ধবতী উটের বিনিময়ে সে নিজেকে মুক্ত করাবে)।] আমি তাদের দু'জনকে নিয়ে হাঁটতে থাকি।

আবদ আল ওয়াহিদ বিন আবু আনু < সা'দ বিন ইবরাহিম < তার পিতা আবদ আল-রাহমান বিন আউফ হইতে বর্ণিত:

'তাদের দু'জনের হাত আঁকড়ে ধরে যাওয়ার সময় উমাইয়া আমাকে বলে, "বুকে উটপাখির পালক পরিহিত ব্যক্তিটি কে?" যখন আমি তাকে বলি যে, সে হামজা, সে বলে, ঐ লোকটিই তাদের প্রচুর ক্ষতিসাধন করেছে। আমি তাদের নেতৃত্ব নিয়ে যাবার সময় বেলাল তাকে আমার সাথে দেখতে পায়। উমাইয়া ছিল সেই লোক, যে মক্কায় বেলালকে নিপীড়ন করতো যেন সে [বেলাল] ইসলাম পরিত্যাগ করে। সে তাকে ঠা-ঠা সূর্যের তাপে নিয়ে আসতো, পিঠ-শোয়া করতো এবং বুকে বড় পাথর চাপা দিয়ে রাখতো; এবং তাকে বলতো যে, যতক্ষণ সে মুহাম্মদের ধর্ম ত্যাগ না করবে ততক্ষণ তাকে সেখানে থাকতে হবে। বেলাল বলতো, "এক! এক!" আমি বেলালকে দেখা মাত্র সে বলে, "শয়তান অবিশ্বাসী উমাইয়া বিন খালাফ! তাঁকে বাঁচিয়ে আমার স্বস্তি নাই

('May I not live if he lives')!" আমি বলি, "তুমি কি আমার বন্দীদের আক্রমণ করবে?" কিন্তু আমার তীব্র আপত্তি সত্ত্বেও বেলাল ঐ বাক্যগুলো বলতেই থাকে এবং পরিশেষে উচ্চকণ্ঠে চিৎকার করে বলে, "হে আল্লাহর সাহায্যকারীরা, শয়তান অবিশ্বাসী উমাইয়া বিন খালাফ! তাঁকে বাঁচিয়ে আমার স্বস্তি নাই!" যেহেতু আমি তাদের রক্ষায় ছিলাম, লোকজন আমাদেরকে ঘিরে ধরে।

তারপর এক ব্যক্তি তলোয়ারের আঘাতে তার ছেলের পা কেটে ফেললে ছেলেটি পড়ে যায় এবং উমাইয়া এত জোরে চিৎকার দিয়ে ওঠে, যা আমি কখনো শুনিনি। আমি তাকে বলি, "পালানোর চেষ্টা করো (যদিও তার পালাবার কোনো সুযোগই ছিল না), আমি তোমার জন্য কিছুই করতে পারবো না।" তারা তলোয়ার দিয়ে তাদেরকে কুপিয়ে টুকরো টুকরো করে ফেলে যতক্ষণ না তাদের মৃত্যু হয়।

আবদ আল-রাহমান বলতেন, "আল্লাহ যেন বেলালকে দয়া করে। আমি আমার বর্ম-কোটটি খুইয়েছি এবং সে আমাকে বন্দী প্রাপ্তি থেকে বঞ্চিত করেছে।" [9][10]

>>> ইসলাম ধর্ম গ্রহণের পর ক্রীতদাস বেলালের উপর মনিব উমাইয়া বিন খালাফের নৃশংস অত্যাচারের উপাখ্যান শোনেননি এমন প্রাপ্তবয়স্ক সুস্থমস্তিষ্ক ইসলাম বিশ্বাসী জগতে বিরল। এই উপাখ্যানের ফাঁকটি কোথায়, তার বিস্তারিত আলোচনা করবো "আইয়্যামে জাহিলিয়াত তত্ত্বে"। পাঠকরা যাতে বিভ্রান্ত না হন, তাই আপাতত সেই আলোচনাটি স্থগিত রেখে এই পর্বে বদর প্রান্তে উমাইয়া বিন খালাফ ও তাঁর ছেলেকে নৃশংসভাবে কুপিয়ে কুপিয়ে হত্যা করার ওপরে-বর্ণিত ঘটনাটির মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখছি। উক্ত বর্ণনার যে বিষয়টি স্পষ্ট, তা হলো - উমাইয়া বিন খালাফ তার ক্রীতদাস বেলালকে মক্কায় অবস্থানকালীন অমানুষিক শারীরিক অত্যাচার করতেন। আর তারই **প্রতিহিংসায়** বেলাল ও তাঁর সহযোগী মুহাম্মদ অনুসারীরা উমাইয়া বিন খালাফ এবং তাঁর ছেলেকে বন্দী অবস্থায় তাঁদেরই একজন সহকারীর রক্ষা কবজ (protection) থেকে ছিনিয়ে নিয়ে অমানুষিক নিষ্ঠুরতায় তলোয়ার দিয়ে কুপিয়ে কুপিয়ে হত্যা করেন। এখন মুক্তমনা নিরপেক্ষ পাঠকদের কাছে আমার এক অতি সরল প্রশ্ন, **"এখানে কে বেশী নৃশংস?**

মনিব উমাইয়া বিন খালাফ? যিনি অবাধ্যতার কারণে তাঁর ক্রীতদাসকে শাস্তি দিয়েছিলেন, কিন্তু কাউকেই খুন করেননি; নাকি বেলাল ও তাঁর সহকারী মুহাম্মদ অনুসারী, যাঁরা তলোয়ার দিয়ে কুপিয়ে কুপিয়ে প্রাক্তন মনিব [বাবা] ও তাঁর ছেলেকে একই সাথে নৃশংসভাবে হত্যা করেন?" ভুললে চলবে না যে, মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীরা বদর প্রান্তে জড়ো হয়েছিলেন আবু সুফিয়ানের মালামাল লুণ্ঠন (ডাকাতি) করতে, আর কুরাইশরা এসেছিলেন এই ডাকাতদের হাত থেকে তাদের মালামাল ও প্রিয়জনদের রক্ষা করতে।

আবু জেহেল কে খুন

'ইবনে হুমায়েদ > সালামাহ < মুহাম্মদ ইবনে ইশাক < থায়র বিন জায়েদ <ইকরিমা < আব্বাস ও একই সাথে আবদুল্লাহ বিন আবু বকর হইতে বর্ণিত:

শত্রুদের সাবাড় করার পর আল্লাহর নবী নিহতদের মধ্য থেকে আবু জেহেলকে খোঁজার নির্দেশ জারি করেন এবং বলেন, "হে আল্লাহ, সে যেন তোমার কাছ থেকে পালিয়ে যেতে না পারে!" যে লোকটি সর্ব প্রথম আবু জেহেলকে দেখতে পান, তিনি হলেন সালামাহর ভাই মুয়াদ বিন আমর বিন আল-যুমাহ। তাঁদের বর্ণনা মতে তিনি [মুয়াদ বিন আমর] বলেছেন, "আমি শুনলাম, লোকেরা বলছে যে, আবু জেহেল ঝোপ (Thicket) বুঝে চলছে এবং তারা বলাবলি করছে, 'আবু আল হাকামকে ধরা যাবে না।'" এটা শুনে আমি তাকে ধরার জন্য মনোনিবেশ করি। **তাকে ঘা-মারার দূরত্বে পৌঁছে আমি তার উপর সজোরে আঘাত করি, এতে তার পা এবং ঠেং এর অর্ধেক ছিন্ন হয়ে ছিটকে পরে।** সে ঘটনার তুলনা আমি শুধুই খেজুর গুঁড়া করার সময় খেজুর বিচি ছিটকে পরার সাথেই করতে পারি। তার ছেলে ইকরিমা আমার কাঁধে আঘাত করে এবং তাতে আমার বাহু কেটে যায়, ফলে সেটা আমার পাশে চামড়ার সাথে ঝুলে থাকে এবং সে অবস্থায় আমি লড়াইয়ের প্রয়োজনে তাকে ছেড়ে যেতে বাধ্য হই। কাটা হাতটাকে আমার পেছনে টেনে নিয়ে সারাদিন আমি যুদ্ধ করি এবং যখন তা যন্ত্রণাদায়ক হয়ে উঠে আমি আমার পা তার ওপর উঠিয়ে দাঁড়িয়ে থাকি যতক্ষণ না তা ছিন্ন হয়ে

যায়।" মুয়াদ এই ঘা থেকে বেঁচে গিয়েছিলেন এবং ওসমান বিন আফফানের খেলাফত পর্যন্ত জীবিত ছিলেন। **তারপর মুয়ায়িদ বিন আফরা আবু জেহেলকে অসহায় অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখে তাকে আঘাত করতেই থাকেন, যতক্ষণ না আবু জেহেল নড়া-চড়ার শক্তি হারিয়ে ফেলে এবং তার শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগের সময় তিনি তাকে ফেলে আসেন। পরে ফিরে গিয়ে মুয়ায়িদ তাকে হত্যা করেন।**

আল্লাহর নবী মৃতদের মধ্যে আবু জেহেলকে খুঁজে দেখার আদেশ জারি করার পর আবদুল্লাহ বিন মাসুদ আবু জেহেলের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। আমি শুনেছি যে, আল্লাহর নবী তাঁদেরকে বলেছিলেন, "যদি তোমরা মৃতদের ভেতরে আবু জেহেলকে শনাক্ত করতে না পারো, তবে তার হাঁটুর দাগের খোঁজ করো। কারণ আমরা যখন ছোট ছিলাম তখন আবদ আল্লাহ বিন যুদানের দেয়া ভোজের দিন আমি তাকে ধাক্কা মেরেছিলাম। আমি তার চেয়ে একটু পাতলা ছিলাম। আমার ধাক্কায় সে তার হাঁটুর ওপর পড়ে যায় এবং তাতে তার এক হাঁটুতে এত গভীর খোঁচা লাগে যে তার দাগ কখনোই মিশে যায়নি।"

আবদুল্লাহ বিন মাসুদ বলেন যে, তিনি আবু জেহেলের শেষ নিঃশ্বাসের সময় তাকে দেখতে পান এবং তাঁর পা তার [আবু জেহেলের] গর্দানের উপর ঠেসে ধরেন (**কারণ** সে মক্কায় তাকে একবার নখের আঘাত ও ঘুষি নিক্ষেপ করেছিল) এবং তাকে বলেন, "তুই আল্লাহর শত্রু। আল্লাহ তোকে কলঙ্কিত করেছে।" **জবাবে সে বলে, "কীভাবে সে আমাকে কলঙ্কিত করেছে? তোরা যে মানুষদের খুন করেছিস, তাদের চেয়ে কি আমি বেশি গুরুত্বপূর্ণ?** বল্ তো, কে বিজয়ী হয়েছে?" আবদুল্লাহ তাকে বলেন যে, বিজয়ী হয়েছে আল্লাহ ও তার রসুল।

ইবনে হুমায়েদ < সালামাহ < মুহাম্মদ ইবনে ইশাক < বানু মাখযুম গোত্রের কিছু লোক বর্ণনা করেছেন যে:

আবদুল্লাহ বিন মাসুদ বলতেন, "আবু জেহেল আমাকে বলেছে, 'এই ছোট্ট মেষপালক, তোর বার বেড়েছে'। **তারপর আমি তার কল্লা কেটে ফেলি এবং আল্লাহর নবীর কাছে**

তা নিয়ে এসে বলি, "এই সেই আল্লাহর শত্রু আবু জেহেলের মুণ্ডু।" তখন আল্লাহর নবী আমাকে বলেন, "আল্লাহর কসম, তিনি ছাড়া অন্য কোন মাবুদ নাই, তাই না?" আমি বলি, "হ্যাঁ, এবং তার কল্লা আল্লাহর নবীর সামনে ছুড়ে মারি, তিনি আল্লাহ কে ধন্যবাদ জানান।"' [11] [12]

\>>> **কী নৃশংস বর্ণনা!**

"আবদুল্লাহ বিন মাসুদ তাঁর পা আবু জেহেলের গর্দানের উপর ঠেসে ধরেন। তারপর, তাঁর কল্লা কেটে ফেলেন। তারপর, সেই সদ্য কাটা রক্তাক্ত 'মুণ্ডু"-টা আল্লাহর নবীর কাছে নিয়ে আসেন। কাটা রক্তাক্ত 'মুণ্ডু"-টা হাতে ধরে বলেন, 'এই সেই আবু জেহেলের মুণ্ডু'। তারপর, কাটা রক্তাক্ত 'মুণ্ডু" টা আল্লাহর নবীর সামনে ছুড়ে মারেন। আল্লাহর নবী আবদুল্লাহ বিন মাসুদকে ধন্যবাদ জানান।"

আর, সেই নৃশংসতার ন্যায্যতার সপক্ষে কী অদ্ভুত যৌক্তিকতা!

"কারণ, সে মক্কায় তাকে একবার নখের আঘাত ও ঘুষি নিক্ষেপ করেছিল!"

ইমাম বুখারির বর্ণনা: ভলিউম ৫, বই ৫৯, নম্বর ২৯৮

আবদুল্লাহ হইতে বর্ণিত:

বদর যুদ্ধের দিন উনি আবু জেহেলের সম্মুখীন হন, তখন আবু জেহেলের অন্তিম সময়।

আবু জেহেল বলে, "আমাকে খুন করায় তোমার কোনোই গৌরব নেই, আর নিজের লোকদের হাতে খুন হয়ে আমি লজ্জিতও নই।" [13]

[ইসলামী ইতিহাসের ঊষালগ্ন থেকে আজ অবধি প্রতিটি ইসলাম বিশ্বাসী প্রকৃত ইতিহাস জেনে বা না জেনে ইতিহাসের এ সকল অমানবিক অধ্যায়গুলো যাবতীয় চতুরতার মাধ্যমে বৈধতা দিয়ে এসেছেন। বিষয়গুলো অত্যন্ত স্পর্শকাতর বিধায় বাংলা অনুবাদের সাথে মূল ইংরেজি অনুবাদের অংশটিও সংযুক্ত করছি। - অনুবাদ, টাইটেল ও [**] যোগ - লেখক।]

Deprivation of water for the Quraysh:

'Quraysh went on until they halted on the further bank of the wadi behind al-Aqanqal. The bed of the wadi (which is called Yalyal) lies

between Badr and al-Aqanqil, the sand dune behind which were Quraysh, while the wells at Badr are on the bank of the Yalyal which is nearer to Medina. God had sent rain, which turned the soft sand of the wadi into a compact surface which did not hinder the apostle's movements, but gravely restricted the movements of Quraysh. So the Messenger of God set out to get to the water before them, and when he got to the nearest well of Badr he halted.

According to Ibne Humayd <Salamah < Muhammad bin Ishaq <some men of Banu Salimah:

Al-Hubab b Al-Mundhir b al-Jamuh said, "O messenger of God, do you consider that this is a position in which God has placed you, and that it is not for us to move it forward or back, or do you consider that it is a matter of judgement, tactics and startagem?" He replied, "Certainly not; it is a matter judgement, tactics and stratagem." Then Al-Hubab b Al-Mundhir b al-Jamuh said,

"O messenger of God, this is not the proper position for you. Arise with your men and go to the nearest well to the enemy. Halt there and then fill the other wells beyond it. Then build a cistern next to it and fill it with water. Then we will fight the enemy and have plenty of water to drink while they do not." The Messenger of God said "You have given judicious advice."

Then the messenger of God and the men who were with him arose and went to the well nearest to the enemy and halted there. Then he gave order to fill in the other wells, and to build a cistern next

to the well at which he had halted. This was filled with water and then they drew water from it in their drinking vessels'. [2][3][4]

Killing of Al-Aswad b Abdu'l Asad al-Makhzumi:

'Al-Aswad b Abdu'l Asad al-Makhzumi, who was a quarrelsome ill-natured man stepped forth and said, "I swear to God that I will drink from their cistern or destroy it or die before reaching it." Hamza b Abd-Al Muttalib came forth against him, and when the two met, Hamza struck him and cut his foot together with half his leg before he had reached the cistern. He fell on his back with blood gushing from his leg toward his companions. Then he crawled toward the cistern and flung himself into it, intending to fulfill his oath; but Hamza followed him and smote him and killed him in the cistern'.

Killing of Utba bin Rabi'ah, his brother Shayba and his son al-Walid:

'Then after him Utba bin Rabi'ah stepped forth between his brother Shayba and his son al-Walid b Utba. When he had drawn clear of the battle line, he issued a challenge to single combat. Three men from the Ansar came out against him: Auf and Muawwidh the sons of Harith (their mother was Afra) and another man called Abdullah b Rawaha.

The Quraysh said, "Who are you?" They answered, "Some of the Ansar," where upon the three Quraysh said, "We have nothing to do with you."

Then the herald of Quraysh shouted, “O’ Muhammad! Send forth against us our peers of our own tribe!” The apostle said, “Arise, O’ Ubayda b Harith, and arise O’ Hamza, and arise O’ Ali. When they arosed and approached them, the Quraysh said, “Who are you?” And having heard each declare his name, they said, “Yes, these are noble and our peers.” Now Ubayda was the eldest of them, and he faced Utba b Rabi’ah, while Hamza faced Shayba b Rabi’ah and Ali faced al-Walid b Utba. It was not long before Hamza slew Shayba and Ali slew al-Walid. Ubayda and Utba exchanged two blows with one another and each laid his enemy low. Then Hamza and Ali turned on Utba with their swords and finished him off and lifted up their companion Ubayda and brought him back to his companions. His leg had been cut off and the marror was oozing from it.’ [5] [6]

Killing of Abu al Bakhtari (Al As) bin Hisham:

‘Abu al Bakhtari (Al As) bin Hisham was met by Al-Mujadhdhar b Dhiyad al-Balawi, an ally of the Ansar of the clan of Banu Salim b Auf. Al-Mujadhdhar b Dhiyad told him that the apostle had forbidden them to kill him. Abu Al-Baktari was accompanied by his fellow rider Junada b Mulayha, who had come wth him from Mecca. Junada was a member of the Banu Layth, and Abu Bakhtari’s full name was Al As b Hisham b al Harith b Asad. He replied, “What about my friend (fellow rider) here?” Al Mujadhdhar said, “No, by God. We will not spear your fellow rider. The messenger of God only gave us orders about you.” “In that case” he said, “I will die

with him. The woman of Mecca shall not say that I forsook my friend to save my own life." He insisted on fighting. The result was that al-Mujhadhdhar killed him. Then al Mujadhdhar went to the apostle and told him that he had done his best to take him prisoner and bring him to him, but that he had insisted on fighting and the result had been fatal to him.' [7] [8]

Killing of Umaya bin Khalaf:

'Yahaya b Abbad b Abdullah b al-Zubayr told me on the authority of his father; and Abdullah b Abu Bakr and others on the authority of Abd al Rahman b Auf told me the same saying:

Umayyya b Khalaf was a friend of mine in Mecca and my name was Abd Amr, but I was called Abd al-Rahman when I became a Muslim. When we used to meet in Mecca he would say, "Do you dislike the name your parents gave you?" I would say, "Yes," and he would say, "As for me I do not know al-Rahman, so adapt a name which I can call you between ourselves. You won't reply to your original name and I won't use one that I don't know." When he said, "O' Abd Amr" I would not answer him, and finally I said, "O' Abu Ali, call me what you like," and he called me, "Abd Allah" and I accepted the name from him.

On the day of Badr, I passed by him standing with his son Ali holding him by the hand. I was carrying coats of mail which I had looted; and when he saw me he said, "O' Abd Amr", but I would not answer until he said, "O' Abd Allah." Then he said, "Won't you take me

prisoner, for I am more valuable than these coats of mail which you have?" "By God, I will," I said. So I threw away the mail and took him and his son by the hand while he said, "I never saw a day like this. Have you no use for milk?"(By 'milk' he meant, "I shall redeem myself from my captors with camels rich in milk.") Then I walked off with the pair of them.

Abd al-Wahid b Abu Aun from Sa'd b Ibrahim from his father Abd Al-Rahman b Auf told me that the latter said: Umyya said to me as I walked between them holding their hands, "Who is that man who is wearing an ostrich feather on his breast?" When I told him it was Hamza he said that it was he who had done them so much damage.

As I was leading them away, Bilal saw him with me. Now it was Umayya he used to torture Bilal in Mecca to make him abandon Islam, bringing him out to the scorching heat of the sun, laying him on his back and putting a great stone on his chest, telling him that he could stay there until he gave up the religion of Muhammad, and Bilal kept saying, "One!One!" As soon as he saw him he said, "The arch-Infidel Umayya b Khalaf! May I not live if he lives." I said, "Would you attack my prisoners?" But he kept crying out these words in spite of my remonstrances until finally he shouted at the top of his voice, "O' God's helpers, the arch-Infidel Umyayya b Khalaf! May I not live if he lives." The people formed a ring round us as I was protecting him.

Then a man drew his sword and cut off his son's foot so that he fell down and Umayya let out a cry such as I have never heard; and I said to him, "Make your escape (though he had no chance of escape), I can do nothing for you." They hewed them to pieces with their swords until they were dead.

Abd Al-Rahman used to say, "God have mercy on Bilal. I lost my coats of mail and he deprived me of my prisoners." [9][10]

Killing of Abu Jahl:

'According to Ibn Humayd <Salamah <Muhammad Ibn Ishaq <Thawr b Zayd from Ikrima from Ibn Abbas: as well as Abd Allah b Abu bakr: When the apostle had finished with the enemy he ordered that Abu Jahl should be looked for among the slain and said, "O' God, let him not have escaped you!" The first man who encountered Abu jahl was Muadh b Amr b al-Jamuh, brother of Salamah, whom they reported as saying: "I heard the people saying when Abu Jahl was in a sort of thicket, 'Abu al-Hakam can not be get at.' When I heard that I made it my business and made for him.

When I got within a striking distance I fell upon him and fetched him a blow which severed his foot and half his leg flying. I can only compare it to a date stone flying from the pestone when it is beaten. His son Ikrima struck me on the shoulder and severed my arm and it hung by the skin from my side, and the battle compelled me to leave him. I fought the whole of the day dragging my arm behind me and when it became painful to me I put my foot on it and

standing on it until I tore it off.” Muadh survived this wound and lived until the caliphate of Uthman b Affan.

Then Muawwidh b Afra passed Abu Jahl as he lay there helpless and struck him until he could no longer move, leaving him at his last gasp. Then Muawwidh faught him until he was killed. Abd Allah b Masud passed by Abu Jahl when the apostle had ordered that he was to be searched for among the slain. I have heard that the apostle had told them, “If you can not identify him among the dead, look for the mark of a wound on his knee, for I jostled against him at a feast given by Abd Allah b Judan when we were boys. I was little thinner than he was and I pushed him, so that he felt on his knees and got a scratch on one of them so deeply that the mark of which never went away.”

Abd Allah b Masud said that he found Abu Jahl at his last gasp and put his foot on his neck (for he had once clawed at him and punched him in Mecca) and said to him, “Has God put you to shame, you enemy of God?” He replied, “How has he shamed me? Am I anything more important than a man you have killed? Tell me, to whom is the victory?” Abdullah told him that it went in favor of God and his apostle.

According to Ibn Humayd <Salamh <Muhammd Ibn Ishaq <some men of Banu Makhzum assert that Ibne Masud used to say, “Abu Jahl said to me, ‘you have climbed high, you little shepherd’. Then I cut off his head and brought it the apostle saying, ‘This is the head of the

enemy of God, Abu Jahl.' Then the messenger of God said, "By God than whom there is no other, is it?' 'Yes', I said and I threw his head before the apostle and he gave thanks to God."' [11] [12]

>>> ইসলামের ইতিহাসের আদি ও বিশিষ্ট মুসলিম ঐতিহাসিকদেরই বর্ণনায় আমরা জানতে পারি যে, তৎকালীন ক্বাবা শরীফের মধ্যে ছিল ৩৬০ টি বিভিন্ন ধর্ম ও গোত্রের দেব ও দেবী মূর্তি। সেই ক্বাবা শরীফের ভেতরে বসে সকল ধর্ম, বর্ণ ও গোত্রের মানুষরা উপাসনা করতেন সহ-অবস্থানের মাধ্যমে। মক্কাবাসী কুরাইশরা কোনো বিশেষ ধর্ম ও বর্ণের মানুষদের **"শুধু মাত্র ভিন্ন ধর্মমত অবলম্বন-পালন ও প্রচার"**-এর কারণে কাউকে কখনো কোনো অবমাননা করছেন, এমন উদাহরণ ইতিহাসে নেই। তৎকালীন আরবে কোনো ব্যক্তি তাঁর নিজের ধর্ম ও দেব-দেবীকে ত্যাগ করে অন্য কোন ধর্ম অবলম্বন, পালন ও দেব-দেবীর পূজা করলে মক্কাবাসী কুরাইশরা অথবা তাঁদের পরিবারের সদস্যরা তাঁদের প্রতি অত্যাচার করতেন, এমন উদাহরণ নেই। তৎকালীন আরবের কিছু কুরাইশ ছিলেন ধর্মান্তরিত একেশ্বরবাদী "হানিফ সম্প্রদায়"-এর সদস্য, যার মধ্যে ছিলেন মুহাম্মদের ও কিছু পরিবার সদস্য। কিন্তু সে কারণে কোনো মক্কাবাসী কুরাইশ কিংবা তাঁদের কোনো পরিবার সদস্য তাঁদেরকে কোনোরূপ অবমাননা করেছেন বা অসম্মান করেছেন, এমন ইতিহাস কোথাও নেই। মুহাম্মদের প্রথম স্ত্রী খাদিজা বিনতে খুয়ালিদ এর চাচাত ভাই ওয়ারাকা বিন নওফল ছিলেন ধর্মান্তরিত খ্রিষ্টান। মক্কাবাসী কোনো কুরাইশ কিংবা ওয়ারাকা বিন নওফল-এর কোন পরিবারের সদস্য ওয়ারাকাকে অবমাননা করতেন, এমন উদাহরণ কোথাও নেই। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়, এই ওয়ারাকা বিন নওফল ছিলেন সম্ভ্রান্ত এবং কুরাইশদের অনেকেই যেতেন তাঁর কাছে ধর্ম-জ্ঞান শিক্ষা করতে। মুহাম্মদের কাছে সর্বপ্রথম কথিত ওহী আসার পর বিবি খাদিজা তাঁর এই চাচাত ভাই ওয়ারাকা বিন নওফল এর কাছেই গিয়েছিলেন এর ব্যাখ্যা জানতে। [14]

ধর্মীয় সহিষ্ণুতার পরম দৃষ্টান্তের অধিকারী সেই একই কুরাইশ জনপদ মুহাম্মদ এবং তাঁর সহচরদের বিরুদ্ধে সামাজিক প্রতিরোধ গড়ে তুলছিলেন! **কেন? কেন তাঁরা মুহাম্মদ ও তাঁর ভাবাদর্শে আকৃষ্ট ধর্মান্তরিত ব্যক্তিদের প্রতি ছিলেন বিরক্ত? কেন তাঁরা মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীদের বিরুদ্ধাচরণ করেছিলেন?** এর জবাব অত্যন্ত প্রাঞ্জল ভাষায় আদি মুসলিম ঐতিহাসিকরা বর্ণনা করেছেন। তাঁদের বর্ণনায় যে বিষয়টি অত্যন্ত স্পষ্ট, তা হলো, মুহাম্মদ যতদিন শান্তিপূর্ণভাবে তাঁর প্রচারণা চালিয়েছেন, ততদিন কুরাইশরা মুহম্মদের প্রচারণায় কোনোই বাধা সৃষ্টি করেননি। কুরাইশরা মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীদের ধর্মপ্রচারণায় তখনই বাধা সৃষ্টি করেছিলেন, যখন তাঁরা কুরাইশদের ধর্ম ও পূজনীয় দেব-দেবীদের উপহাস এবং পূর্ব পুরুষদের **"অবমাননা ও তাচ্ছিল্য"** করা শুরু করেছিলেন।

মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীদের ওপর কুরাইশদের "যথেচ্ছ অকথ্য অত্যাচার" এবং তাঁদেরকে মক্কা থেকে বিতাড়িত করার পৌরাণিক উপাখ্যান গত ১৪০০ বছর যাবত পৃথিবীর সকল ইসলাম পণ্ডিত ও বিশ্বাসীরা উচ্চস্বরে প্রচার করে আসছেন! ইসলামের ইতিহাসের সবচেয়ে নির্ভর যোগ্য দলিল হলো কুরান। **তাঁদের এই দাবির যে আদৌ কোনো সত্যতা নেই, তার সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য সাক্ষ্য হলো কুরান নিজেই।** কুরাইশরা মুহাম্মদের কোনো অনুসারীকে খুন করেছেন, এমন একটি উদাহরণও মুহাম্মদের [আল্লাহ] বর্ণিত জীবনী গ্রন্থের [কুরান] কোথাও নেই। এমনকি, তাঁরা মুহাম্মদ কিংবা তাঁর কোনো অনুসারীকে কখনো কোনো **"শারীরিক আঘাত"** করেছেন, এমন একটি উদাহরণও নেই।

কিন্তু মুহাম্মদ বিন আবদুল্লাহ যে মক্কাবাসী কুরাইশদের দেব-দেবী ও পূর্ব পুরুষদের প্রতি যথেচ্ছ অবমাননা, তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য, হুমকি, শাসানী ও ভীতি প্রদর্শন করতেন, তার বিস্তারিত বর্ণনা কুরানের পাতায় পাতায় বর্ণিত আছে (বিস্তারিত ২৬ পর্বে)। কুরাইশরা মুহাম্মদ ও তাঁর সহকারীদের সেই অবমাননা ও তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য সহ্য করেছেন সুদীর্ঘ

১২-১৩ বছর (৬১০-৬২২ সাল)। **কুরান সাক্ষ্য দিচ্ছে যে, কুরাইশরা নয়, মুহাম্মদ ও তাঁর সহকারীরাই ছিলেন আগ্রাসী, আক্রমণকারী, অবমাননাকারী ও তুচ্ছ-তাচ্ছিল্যকারী।** ইতোমধ্যেই আমরা জেনেছি যে, কুরাইশরা বদর অভিযানে অংশ নিয়েছিলেন রাতের অন্ধকারে তাঁদের বাণিজ্য-ফেরত কাফেলার ওপর মুহাম্মদ ও তাঁর সহচরদের পূর্ববর্তী আক্রমণাত্মক গর্হিত লুণ্ঠন কর্মের (ডাকাতি) হাত থেকে তাঁদের মালামাল রক্ষার্থে, মুহাম্মদ ও তাঁর সহচরদের হাতে তাঁদের পরিবার ও প্রিয়জনদের খুন অথবা বন্দিত্ব বরণের বিভীষিকা থেকে রক্ষা করতে (পর্ব ৩০)। মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ চরম ক্ষতিগ্রস্ত (Victim) কুরাইশরা আবু জেহেলের পরামর্শে বদর প্রান্তে একত্রিত হয়েছিলেন মুহাম্মদ ও তাঁর মক্কাবাসী অনুসারীদের (মুহাজির) মোকাবিলা করতে। তাঁরা মোকাবিলা করতে এসেছেন ঐ লোকদের সাথে, যারা মক্কায় অবস্থানকালে সুদীর্ঘকাল তাঁদের ও তাঁদের দেব-দেবী ও পূর্ব-পুরুষদের করেছেন যথেচ্ছ তাচ্ছিল্য, হুমকি-শাসানী-ভীতি-অসম্মান ও দোষারোপ। তাঁরা মোকাবিলা করতে এসেছেন সেই লোকদের সাথে, যারা মদিনায় স্বেচ্ছা-নির্বাসনে [তাদেরকে কেউ তাড়িয়ে দেয়নি] এসেও তাঁদেরকে জ্বালাতন করা বন্ধ করেনি! শুরু করেছেন তাঁদের বাণিজ্য ফেরত মালামাল লুণ্ঠন, আরোহী, স্বজনদের খুন এবং সন্তানদের বন্দী করে নিয়ে এসে মুক্তিপণ দাবী [পর্ব-২৯]। **ইসলামের ইতিহাসের প্রথম রক্তক্ষয়ী এই সংঘর্ষে কুরাইশদের অংশগ্রহণ ছিল নিঃসন্দেহে মুহাম্মদ ও তাঁর সহকারীদের আগ্রাসী, নৃশংস কর্মকাণ্ডের বিপক্ষে আত্মরক্ষার প্রচেষ্টা।** তাই আবু সুফিয়ানের বুদ্ধিমত্তায় তাঁদের মালামাল ও প্রিয়জনরা রক্ষা পাওয়ার খবর পেয়ে আবু জেহেল ছাড়া বদর অভিযানে আগত প্রায় প্রতিটি কুরাইশ নেতৃবৃন্দ মুহাম্মদ ও তাঁর সহচরদের বিরুদ্ধে কোনো আক্রমণাত্মক সংঘর্ষে অংশগ্রহণে রাজি ছিলেন না। (পর্ব-৩১)।

মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীদের [যাঁরা ছিলেন তাদেরই একান্ত পরিবার সদস্য, প্রতিবেশী বা বন্ধু-বান্ধব] প্রতি তাঁদের সেই সহনশীলতার উদাহরণ আমরা দেখতে পেয়েছি আদি মুসলিম ঐতিহাসিকদেরই রচিত ইতিহাসে। কুরাইশদের এই মহানুভবতা, ধর্মান্তরিত

স্বজনদের প্রতি তাঁদের ভালবাসা ও অনুকম্পার (Compassion) অকল্পনীয় চরম মূল্য তাঁদেরকে দিতে হয়েছিল এই বদর প্রান্তে! তাঁদের সেই **মানবিক দুর্বলতার** মূল্য যে কত করুণ ও হৃদয়বিদারক, তা তাঁরা চরম মূল্যের বিনিময়ে সেদিনই প্রথম উপলব্ধি করেছিলেন। ইতিপূর্বে তাঁরা ঘুণাক্ষরে কল্পনাও করতে পারেননি যে, মুহাম্মদ বিন আবদুল্লাহ ও তাঁর সহচররা কতটা নিষ্ঠুর ও ভয়ংকর! মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীদের সেদিনের সেই নৃশংসতার প্রাণবন্ত (vivid) বর্ণনা আদি মুসলিম ঐতিহাসিকরা লিখে রেখেছেন মুহাম্মদের জীবনীগ্রন্থে। এ সকল বর্ণনার মাপকাঠিতে কুরাইশদেরকে নীতিহীন, অবিবেচক অন্ধকার যুগের [আইয়্যামে জাহিলিয়াত] বাসিন্দা আর মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীদেরকে নীতিপরায়ণ, আলোকিত সম্প্রদায় রূপে আখ্যায়িত করার কোনই সুযোগ নেই। সত্য যে তার সম্পূর্ণ বিপরীত, তা বোঝা যায় অতি সহজেই।

পাদটীকা ও তথ্যসূত্র:

[1] *ক) "সিরাত রসুল আল্লাহ"- লেখক: ইবনে ইশাক (৭০৪-৭৬৮ খৃষ্টাব্দ), সম্পাদনা: ইবনে হিশাম (মৃত্যু ৮৩৩ খৃষ্টাব্দ), ইংরেজি অনুবাদ: A. GUILLAUME, অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, করাচী, ১৯৫৫, ISBN 0-19-636033-1, পৃষ্ঠা ২৯৬-৩০৪-*
http://www.justislam.co.uk/images/Ibn%20Ishaq%20-%20Sirat%20Rasul%20Allah.pdf

খ) "তারিক আল রসুল ওয়াল মুলুক"- লেখক: আল-তাবারী (৮৩৮-৯২৩ খৃষ্টাব্দ), ভলুউম ৭, ইংরেজী অনুবাদ: W. Montogomery Watt and M.V. McDonald, নিউ ইয়র্ক ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯৮৭, ISBN 0-88706-344-6 [ISBN 0-88706-345-4 (pbk)], পৃষ্ঠা (Leiden) ১৩০৯-১৩৩১
http://books.google.com/books?id=efOFhaeNhAwC&printsec=frontcover&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false

গ) কিতাব আল-তাবাকাত আল-কাবির – লেখক: মুহাম্মদ ইবনে সা'দ (৭৮৪-৮৪৫ খৃষ্টাব্দ)', অনুবাদ এস মইনুল হক, প্রকাশক কিতাব ভবন, নয়া দিল্লি, সাল ২০০৯ (3rd

Reprint), ISBN 81-7151-127-9 (set), ভলুউম ২, পার্ট- ১, পৃষ্ঠা ১৪
http://kitaabun.com/shopping3/product_info.php?products_id=4170

[2] Ibid *আল-তাবারী-* পৃষ্ঠা (Leiden) ১৩০৯-১৩১০

[3] Ibid মুহাম্মদ ইবনে ইশাক - পৃষ্ঠা ২৯৬-২৯৮

[4] Ibid মুহাম্মদ ইবনে সা'দ - পৃষ্ঠা ১৪

[5] আল তাবারী – পৃষ্ঠা (Leiden) ১৩১৭-১৩১৮

[6] মুহাম্মদ ইবনে ইশাক- পৃষ্ঠা ২৯৮-২৯৯

[7] মুহাম্মদ ইবনে ইশাক- পৃষ্ঠা ৩০১-৩০২

[8] আল তাবারী -পৃষ্ঠা (Leiden) ১৩২৪-১৩২৫

[9] মুহাম্মদ ইবনে ইশাক- পৃষ্ঠা ৩০২-৩০৩

[10] আল তাবারী -পৃষ্ঠা (Leiden) ১৩২৫-১৩২৭

[11] মুহাম্মদ ইবনে ইশাক- পৃষ্ঠা ৩০৪

[12] আল তাবারী -পৃষ্ঠা (Leiden) ১৩২৯-১৩৩১

[13] সহি বুখারি: ভলিউম ৫, বই ৫৯, নম্বর ২৯৮
http://www.hadithcollection.com/sahihbukhari/92/5778-sahih-bukhari-volume-005-book-059-hadith-number-298.html

[14] খাদিজার পিতা ও ওয়ারাকার পিতা ছিলেন সহদর ভাই, তাঁদের দাদা ছিলেন আসাদ বিন আবদ উজ্জাহ। তাঁদের বড় দাদা [দাদার আব্বা] ছিলেন আবদ উজ্জাহ বিন কুছে বিন কিলাব; যিনি [আবদ উজ্জাহ] ছিলেন মুহাম্মদের দাদার [আবদ আল মুত্তালিব] দাদা আবদ মানাফ [আরেক নাম-'আল মুগিরাহ'] এর নিজের ভাই। অর্থাৎ, মাত্র চার পুরুষ আগে খদিজা, ওয়ারাকা ও মুহাম্মদের পূর্ব-পুরুষরা ছিলেন একই পরিবার ভুক্ত।

৩৩: বদর যুদ্ধ-৪: খুন ও নৃশংসতা অতঃপর ঘোষণা "আল্লাহই তাদেরকে হত্যা করেছেন"

ত্রাস, হত্যা ও হামলার আদেশ- ছয়

ইসলামের ইতিহাসের সর্বপ্রথম রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষটি সংঘটিত হয় বদর প্রান্তে। এই যুদ্ধের কারণ ও প্রেক্ষাপট, অধিকাংশ কুরাইশ গোত্র ও নেতৃবৃন্দের আক্রমণাত্মক সংঘর্ষে অনীহা ও তার কারণ এবং অনিচ্ছা সত্ত্বেও কুরাইশরা আবু-জেহেলের পীড়াপীড়িতে মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীদের নাখালায় তাঁদের নিরীহ বাণিজ্য কাফেলায় হামলা, মালামাল লুণ্ঠন, আরোহীকে খুন ও বন্দীর প্রতিবাদে পরিশেষে কীরূপে এই যুদ্ধে জড়িত হয়েছিলেন, তার আলোচনা আগের চারটি পর্বে করা হয়েছে। মুহাম্মদের নেতৃত্বে সেদিন তাঁর অনুসারীরা তাঁদেরই নিকট-আত্মীয়, বন্ধু-বান্ধব ও পাড়া-প্রতিবেশীদের পানিবঞ্চিত তৃষ্ণার্ত-পিপাসিত অবস্থায় প্রচণ্ড নিষ্ঠুরতায় কীরূপে খুন করেছিলেন, তার বিস্তারিত আলোচনাও আগের পর্বে করা হয়েছে। মুহাম্মদ ও তাঁর সহচরদের সেদিনের সেই নিষ্ঠুরতার শিকার হয়েছিলেন ১৪০ জন কুরাইশ। ৭০ জন কুরাইশকে নৃশংসভাবে করা হয় খুন ও ৭০ জনকে বন্দী। [1]

কুরাইশদের খুন করার পর তাঁদের মৃতদেহগুলো মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীরা প্রচণ্ড অবমাননা ও অশ্রদ্ধায় একে একে বদরের এক নোংরা শুকনো গর্তে নিক্ষেপ করেন। আদি ও বিশিষ্ট মুসলিম ঐতিহাসিকরা সেই সকল ঘটনার বর্ণনা অত্যন্ত প্রাঞ্জল ভাষায় লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন। কিছু উদাহরণ:

উমাইয়া বিন খালাফের লাশ:

আয়েশা হইতে বর্ণিত> উরওয়া বিন আল-জুবায়ের হইতে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে ইয়াজিদ বিন রুমান আমাকে [মুহাম্মদ ইবনে ইশাক] বলেছে যে পরবর্তী জন বলেছেন:

যখন আল্লাহর নবী লাশগুলো গর্তে ফেলে দেয়ার আদেশ জারি করেছিলেন, উমাইয়া বিন খালাফের লাশ ছাড়া আর সবার লাশই গর্তে নিক্ষেপ করা হয়েছিল। বর্মের ভিতরে তার লাশটি ফুলে এমনভাবে ভর্তি হয়ে গিয়েছিল যে নড়া চড়া করার সময় তাঁর বিভিন্ন অংশ খসে পড়ছিল। তাই তাঁর লাশটি যেখানে ছিল, সেখানেই রেখে তাঁরা মাটি ও পাথর চাপা দিয়েছিলেন। যখন লাশ গুলো গর্তে ফেলা হচ্ছিল তখন আল্লাহর নবী দাঁড়িয়ে যান এবং বলেন, "হে গর্ত-বাসী, আল্লাহর হুমকি যে সত্য, তা কি তোমরা উপলব্ধি করছো? কারণ আমি উপলব্ধি করছি যে, আমার আল্লাহ যা প্রতিজ্ঞা করেছে, তা সত্য।" তাঁর অনুসারীরা জিজ্ঞাসা করেন, "আপনি কি মরা মানুষের সাথে কথা বলছেন?" তিনি জবাবে বলেন, তারা জানে যে, আল্লাহর প্রতিজ্ঞা সত্য। ---মুসলমানেরা জিজ্ঞেস করে, "হে আল্লাহর নবী, **আপনি কি গলিত লাশদের সম্বোধন করছেন?"** তিনি বলেন, "তোমাদের শ্রবণ শক্তি তাদের [গলিত লাশের] শ্রবণ শক্তির চেয়ে উত্তম নয়; কিন্তু তারা আমার কথার জবাব দিতে পারে না।"

ওতবা বিন রাবিয়ার লাশ:

'যখন আল্লাহর নবী লাশগুলো গর্তে ফেলে দেয়ার আদেশ জারি করলেন, [আবু হুদেইফার পিতা] ওতবা বিন রাবেয়ার লাশ গর্তে টেনে নিয়ে আসা হয়েছিল। আমাকে [ইবনে ইশাক] বলা হয়েছে যে, আল্লাহর নবী ওতবার ছেলে আবু হুদেইফা বিন ওতবার মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করেন, **ছেলেটির মুখটি ছিল বিমর্ষ ও ছলছলে।**

তিনি [নবী] বলেন, **"আবু হুদেইফা, তোমার আব্বার এই অবস্থাদৃষ্টে সম্ভবতঃ তুমি কিছুটা বিষণ্ণতা অনুভব করছো"**, অথবা এ জাতীয় কোন বাক্য। তিনি [আবু হুদাইফা] বলেন, "না। আমার আব্বার ব্যাপারে আমার কোনো সংশয় নাই, সে মৃত। আমি জানতাম যে, আমার আব্বা ছিলেন একজন জ্ঞানী, সুশিক্ষিত ও ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তি, তাই আমি আশা করেছিলাম যে, তিনি ইসলামে দীক্ষিত হবেন। তাঁর এই পরিণতি এবং

অবিশ্বাসী অবস্থায় তাঁর মৃত্যুবরণ হওয়ায় আমি মনঃক্ষুণ্ণ।" আল্লাহর নবী তাঁকে আশীর্বাদ করেন এবং তাঁর সাথে সদয় ভাবে কথা বলেন'। [2] [3] [4]

>>> পাঠক, এই সেই ওতবা বিন রাবিয়ার ছেলে আবু হুদেইফা বিন ওতবা, যিনি বদর যুদ্ধে শুধু তাঁর পিতাকেই হারাননি, হারিয়েছেন তাঁর চাচা সেইবা বিন রাবিয়া এবং ভাই আল-ওয়ালিদ বিন ওতবাকেও। এই সেই ওতবা বিন রাবিয়ার ছেলে আবু হুদেইফা যিনি মুহাম্মদের পক্ষপাতদুষ্ট আদেশের বিরুদ্ধে উচ্চারণ করেছিলেন, "আমাদেরকে খুন করতে হবে আমাদের পিতাকে, পুত্রকে, ভাইকে এবং পরিবার-পরিজনদেরকে, কিন্তু আব্বাসকে দিতে হবে ছেড়ে?" --- পরিণতিতে উমর ইবনে খাত্তাব আবু হুদেইফাকে খুন করার হুমকি দিয়েছিলেন এবং বলেছিলেন, "আমি তার গর্দান নেব!" এই ঘটনার পর আবু হুদেইফা এতই ভীত সন্ত্রস্ত থাকতেন যে, তিনি প্রায়ই বলতেন, সেদিনের সেই উক্তির পর তিনি নিজেকে কখনোই নিরাপদ বোধ করতেন না! [পর্ব ৩১-৩২)] সুতরাং, এমত পরিস্থিতিতে আবু হুদেইফা **একই দিনে নিজের বাবা, চাচা ও ভাইয়ের নৃশংস খুন** হবার পর যতই বিষণ্ণ হোন না কেন, তাঁদের করুণ মৃত্যুতে যত মনঃকষ্টই পান না কেন, তা প্রকাশ করে আবার ও মৃত্যু-ঝুঁকির বলি হতে যে চাইবেন না, তা বলাই বাহুল্য।

সহি বুখারি: ভলিউম ৫, বই ৫৯, নং ৩১৪

'আবু তালহা হইতে বর্ণিত:

বদর যুদ্ধের দিন আল্লাহর নবী চব্বিশ জন কুরাইশ নেতৃবৃন্দের লাশ **বদরের এক নোংরা শুকনো গর্তে নিক্ষেপ করার আদেশ জারী করেন'।**---- [5]

[ইসলামী ইতিহাসের ঊষালগ্ন থেকে আজ অবধি প্রতিটি ইসলাম বিশ্বাসী প্রকৃত ইতিহাস জেনে বা না জেনে ইতিহাসের এ সকল অমানবিক অধ্যায়গুলো যাবতীয় চতুরতার মাধ্যমে বৈধতা দিয়ে এসেছেন। বিষয়গুলো অত্যন্ত স্পর্শকাতর বিধায় বাংলা অনুবাদের সাথে মূল ইংরেজি অনুবাদের অংশটিও সংযুক্ত করছি। - অনুবাদ, টাইটেল ও [**] যোগ - লেখক।]

Corpse of Umayya b Khalaf:

'Yazid b Ruman from Urwa b al-Zubayr from Ayesha told me that latter said:

When the apostle ordered that the dead should be thrown into a pit, they were all thrown in except Umayya b Khalaf whose body had swelled within his armor so that it filled it and when they went to move him his body disintegrated. So they left it where it was and heaped earth and stones upon it. As they threw them into the pit the apostle stood and said, "O' people of the pit, have you found that what God threatened is true? For, I have found that what my Lord promised me is true." His companions asked: "Are you speaking to dead people?" He replied that they knew that what their Lord had promised them was true. ----- The Muslims said, "O' messenger of God, are you addressing peple who have putrified?" He replied, "You hear what I say no better than they, but they can not answer me."'

Corpse of Utba b Rabiah:

When the apostle gave the order for them to be thrown into the pit Utba b Rabiah (father of Hudhayfa) was dragged to it. I (Ibn Ishaq) have been told that the apostle looked at the face of his son Abu Hudhayfa b Utba, which was sad and his color had changed. He said, "Abu Hudhayfa, perhaps some sadness has entered you on account of your father," or words to that effect. "No" he said, "I have no doubt about my father and his death. But I used to know my father

as a wise, cultured and virtuous man and so I hoped that he would be guided to Islam. When I saw what had befallen him and that he had died in unbelief after my hopes for him it saddened me.” The apostle blessed him and spoke kindly to him. [2] [3] [4]

>>> স্বঘোষিত আখেরি নবী মুহাম্মদ বিন আবদুল্লাহর আদেশে তাঁর সহচররা তাঁদেরই (মুহাম্মদের মক্কাবাসী সহচর) নিকট-আত্মীয়, পরিবার পরিজনদের অমানুষিক নিষ্ঠুরতায় খুন, জখম ও মৃত স্বজনদের লাশের অবমাননায় যখন আত্মগ্লানিতে ভুগছিলেন। মুহাম্মদ যথারীতি ঐশী বাণী আমদানি করলেন! এই নৃশংস হত্যা-যজ্ঞের পর মুহাম্মদ তাঁর অনুসারীদের উদ্দেশ্যে আল্লাহর শক্তিমত্তার প্রশংসা করে ঘোষণা দিলেন,

“সুতরাং তোমরা তাদেরকে হত্যা করনি, বরং আল্লাহ্‌ই তাদেরকে হত্যা করেছেন”

মুহাম্মদের ভাষায়,

৮:১৭ – ‘সুতরাং তোমরা তাদেরকে হত্যা করনি, বরং আল্লাহ্‌ই তাদেরকে হত্যা করেছেন| আর তুমি মাটির মুষ্ঠি নিক্ষেপ করনি, যখন তা নিক্ষেপ করেছিলে, বরং তা নিক্ষেপ করেছিলেন আল্লাহ স্বয়ং, যেন ঈমানদারদের প্রতি এহসান করতে পারেন যথার্থভাবে| নি:সন্দেহে আল্লাহ শ্রবণকারী; পরিজ্ঞাত’| [6] [7]

>>> ধর্মশাস্ত্রে অশুভ শক্তির প্রতীক হলো "শয়তান", আর শুভ শক্তির প্রতীক হলো “স্রষ্টা”। স্রষ্টা ও শয়তানে বিশ্বাসী পৃথিবীর প্রায় সকল ধর্মবিশ্বাসীই কোনো **"অপকর্ম সম্পাদনের পর আত্ম-গ্লানির"** বশবর্তী হয়ে তাঁরা সেই অপকর্মের দায়ভার শয়তানের ওপর চাপানোর চেষ্টা করেন। আর কোনো **"সৎকর্ম সম্পাদনের পর আত্মতুষ্টির"** বশবর্তী হয়ে তা আরোপ করেন স্রষ্টার উদ্দেশে। এ দৃশ্য আমাদের সবারই পরিচিত। ইসলাম-বিশ্বাসীরাও এর ব্যতিক্রম নয়। অপকর্ম সম্পাদনের পর আল্লাহর শক্তিমত্তার প্রশংসা করে কোনো মুমিন বান্দা নিশ্চয়ই 'আলহামদুলিল্লাহ (সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর)' বলেন না; বলেন, 'নাউজুবিল্লা'! একই ভাবে কোনো সৎকর্ম সম্পাদনের পর আল্লাহর শক্তি মত্তার প্রশংসা করে মুমিন বান্দারা বলেন 'আলহামদুলিল্লাহ' জাতীয় কোন শব্দ;

নিশ্চয়ই "নাউজুবিল্লা' নয়! নিজেদেরই একান্ত পরিবার-পরিজন, আত্মীয়-স্বজন, পাড়া-প্রতিবেশী ও বন্ধু-বান্ধবদের অমানুষিক নৃশংসতায় হত্যা করা; হত্যা করার পর তাঁদের লাশগুলোকে চরম অবমাননায় নোংরা গর্তে নিক্ষেপ করা; রাতের অন্ধকারে ওৎ পেতে নিরীহ বাণিজ্য-ফেরত কাফেলা ও অমুসলিম জনপদের ওপর আক্রমণ করে তাঁদের সর্বস্ব লুণ্ঠন, পরাস্ত, খুন, জখম ও বন্দী করে ধরে নিয়ে এসে মুক্ত মানুষকে চিরদিনের জন্য দাস-দাসীতে রূপান্তরিত করা - পৃথিবীর সকল সভ্য সমাজেই কুৎসিত অপকর্ম রূপেই চিহ্নিত। এ সকল **"সর্বজনগ্রাহ্য অপকর্ম" সম্পাদনের পর আত্মতুষ্ট** মুহাম্মদ তাঁর কল্পিত বিশ্ব-স্রষ্টা আল্লাহর প্রশংসা ও শক্তিমত্তার জয়গান করছেন।

অর্থাৎ, মুহাম্মদের উক্ত ৮:১৭ উক্তিটি এই পরিচিত সংস্কৃতির সম্পূর্ণ বিপরীত। কেন? কারণ, ইসলামের মূল শিক্ষা পৃথিবীর অন্যান্য প্রচলিত "সর্বজন গ্রাহ্য" মূল শিক্ষার মত নয়; এবং অনেক ক্ষেত্রেই তা সম্পূর্ণ বিপরীত।

ন্যায়-অন্যায়ের "সর্বজন গ্রাহ্য" পরিচিত রূপ/শব্দমালার অর্থ "ইসলামিক পরিভাষায়" সম্পূর্ণ বিপরীত অর্থ বহন করতে পারে। স্বঘোষিত আখেরি নবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর নির্দেশিত মতবাদে অবিশ্বাসী বিরুদ্ধবাদী কোনো ব্যক্তি, গোষ্ঠী বা জনপদের বিরুদ্ধে এ সকল যাবতীয় "সর্বজনগ্রাহ্য" কুৎসিত অপকর্ম ইসলামী মতবাদে (Islamic Ideology) সম্পূর্ণরূপে শুধু যে বৈধ তাইই নয়; তা বিবেচিত হয় **"সর্বোৎকৃষ্ট সৎকর্ম"** রূপে। ইসলামী পরিভাষায় যাকে **জিহাদ** নামে অভিহিত করা হয়। আর তা কী রূপে সম্পাদন করতে হবে, তার ব্যবহারিক দৃষ্টান্ত মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ ও তাঁর প্রত্যক্ষ অনুসারীরা বদর প্রান্তেই সর্বপ্রথম প্রদর্শন করেছিলেন। নিবেদিতপ্রাণ ইসলাম-বিশ্বাসীরা মুহাম্মদের এই নির্দেশিত সর্বোৎকৃষ্ট সৎকাজটি আজও নিষ্ঠার সঙ্গে পালনের চেষ্টা করছেন।

ইসলামের মূল শিক্ষা সম্বন্ধে যাদের কোনো স্বচ্ছ ধারণা নেই, তাঁরা পদে পদে বিভ্রান্ত হন **"ইসলামিক পরিভাষার (Islamic Vocabulary)" এই মারপ্যাঁচে!** শুধু অমুসলিমরাই নয়, প্রায় সকল সাধারণ তথাকথিত মডারেট মুসলমানরাও [ইসলামে

কোনো কমল, মডারেট বা মৌলবাদী শ্রেণীবিভাগ নেই] ইসলামিক পরিভাষার এ সকল মারপ্যাঁচ বিষয়ে স্বচ্ছ ধারণা রাখেন না। তাই তাঁরা বিভ্রান্ত হন পদে পদে। কিছুদিন আগে এক মডারেট মুমিন বান্দা আমাকে বোঝানোর চেষ্টা করলেন। প্রশ্ন করলেন, "প্রতিবেশীদের সাথে সৎ ব্যবহারের নির্দেশ, পিতা মাতার প্রতি সর্বদাই ভাল ব্যবহার করার আদেশ কি ইসলামে নেই?" সবিনয়ে জানালাম, "নিশ্চয়ই আছে! যদি তাঁরা ইসলাম অনুসারী (মুসলমান) হন।" যদি তাঁরা তা না হন, তবে ইসলামের নির্দেশ হলো তাঁদেরকে "সর্বান্তকরণে ঘৃণা করা। যদি তাঁরা ইসলামের বিরুদ্ধ কটূক্তি করেন, সমালোচনা করেন কিংবা করেন বিরুদ্ধাচরণ - তবে তাঁদের বিরুদ্ধে **'জিহাদ' ও প্রয়োজনে তাঁদেরকে "হত্যা"** করা প্রত্যেক ইসলাম বিশ্বাসীর অবশ্যকর্তব্য ইমানী দায়িত্ব। হোন না তিনি সেই মুমিন বান্দার পিতা-পুত্র, ভাই-বোন, বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজন বা প্রতিবেশী। বদর যুদ্ধে মুহাম্মদ তাঁর এই নির্দেশের সর্ব-প্রথম বাস্তবায়ন ঘটান। [৪]

স্বঘোষিত আখেরি নবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) তাঁকে অবিশ্বাসকারী, তাঁর মতবাদের সামান্যতম সমালোচনাকারী ও বিরুদ্ধবাদীদের যথেচ্ছ তাচ্ছিল্য, প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ হুমকি, শাসানী ও ভীতি-প্রদর্শন করেছেন সুদীর্ঘ তেইশটি বছর (৬১০-৬৩২ সাল)। আর তা তিনি করেছেন তাঁর আবিষ্কৃত আল্লাহর রেফারেন্স দিয়ে, **"আপ্তবাক্য (ঐশী বাণী)"** মোড়কের আড়ালে। যখনই কেউ তাঁকে অস্বীকার করেছেন কিংবা বিরুদ্ধাচরণ করেছেন, তখনই তিনি আত্মপক্ষ সমর্থনে প্রয়োজনীয় ঐশী বাণীর প্রকাশ ঘটিয়েছেন। যখনই তাঁর মতবাদ প্রচার ও প্রসারে কেউ বাধা সৃষ্টি করেছেন, আত্মপক্ষ সমর্থন এবং সেই বাধাকে অতিক্রম করার কর্মকৌশলের বাহন হিসাবে তিনি প্রয়োজনীয় ঐশী বাণীর আবির্ভাব ঘটিয়েছেন। যখন কেউ তাঁকে কিংবা তাঁর পরিবার ও অনুসারীদের মনঃকষ্ট দিয়েছেন, সেই ঘটনার বিপরীতে নাজিল হয়েছে তাঁর মুখনিঃসৃত শ্লোক, যা তিনি 'আপ্তবাক্য (ঐশী বাণী)' বলে প্রচার করেছেন। মোটকথা, তাঁর মতবাদ প্রতিষ্ঠা, প্রচার ও প্রসারের কর্মকৌশলের বাহন হিসাবে তাঁকে ও তাঁর মতবাদে অস্বীকারকারী,

সমালোচনাকারী ও বিরুদ্ধবাদীদের বিপক্ষে প্রয়োজন মোতাবেক যখন যেমন দরকার তখন তেমন আপ্তবাক্য প্রকাশ (Revelation) করেছেন তাঁর কল্পিত আল্লাহর নামে। কোনো মানুষ যখন তাঁর নিজের জীবনেরই বিভিন্ন ঘটনা ও পারিপার্শ্বিকতার পরিপ্রেক্ষিতে শ্লোক-বাক্য উদ্ধৃত করেন; তাঁর নিজের জীবনেরই বিভিন্ন অনুকূল ও প্রতিকুল পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে তাঁর নিজস্ব চিন্তাধারা ও কর্মপ্রণালীর প্রকাশ ঘটান শ্লোক-বাক্য উদ্ধৃতির মাধ্যমে। তবে তাঁর উদ্ধৃত সেই শ্লোক-বাক্যের সমষ্টিকে বলা হয় তাঁর [স্বরচিত বা স্বলিখিত] ব্যক্তি-মানস জীবনী (Psycho-biography)। **'কুরান' হলো এমনই এক গ্রন্থ;** সেই সকল শ্লোক-বাক্যের সমষ্টি যা স্বঘোষিত আখেরি নবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) তাঁর কর্মময় নবী জীবনের (৬১০-৬৩২ সাল) বিভিন্ন ঘাত-প্রতিঘাত ও অনুকূল-প্রতিকুল পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে তাঁর নিজস্ব চিন্তাধারা ও কর্মপ্রণালীর বাহন হিসাবে উদ্ধৃত করেছিলেন, যা বই আকারে সংকলিত হয়েছে মুহাম্মদের মৃত্যুর (৬৩২ সাল) উনিশ বছর পরে, খলিফা উসমান বিন আফফানের শাসন আমলে। কুরানের কোনো বিশেষ শ্লোক (Verse) বুঝতে হলে সেই শ্লোকটি মুহাম্মদ তাঁর জীবনের কোন ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে উদ্ধৃত করেছিলেন, তা অবশ্যই জানতে ও বুঝতে হবে। ইসলামী পরিভাষায় যা **"শানে নজুল"** নামে আখ্যায়িত। তাঁর মুখনিঃসৃত এ সকল আপ্তবাক্য (শ্লোক) তাঁর ঘটনাবহুল নবী জীবনের কর্মকাণ্ড, পারিপার্শ্বিকতা ও নিজস্ব মনস্তত্ত্বেরই বহিঃপ্রকাশ। মুহাম্মদ ছিলেন প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা বঞ্চিত ষষ্ঠ-সপ্তম শতাব্দীর (৫৭০-৬৩২ সাল) এক আরব বেদুইন। **কুরান তাঁর স্বরচিত "Psychobiography"।** স্বলিখিত নয়। (বিস্তারিত পর্ব-১৬)।

কুরাইশ ও অবিশ্বাসীদের প্রতি মুহাম্মদের যাবতীয় তাচ্ছিল্য, প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ হুমকি, শাসানী এবং ভীতি-প্রদর্শনের সাক্ষ্য তাঁর স্বরচিত এই জবানবন্দীর (কুরান) পাতায় পাতায় বর্ণিত আছে, যার আলোচনা ২৬ ও ২৭ পর্বে করা হয়েছে। মক্কায় অবস্থানকালীন সময়ে (৬১০-৬২২ সাল) মক্কাবাসী কুরাইশদের প্রতি মুহাম্মদের এসকল তাচ্ছিল্য, হুমকি, শাসানী ও ভীতি-প্রদর্শনের অধিকাংশই ছিল পরোক্ষ। **মক্কাবাসী কুরাইশরা**

মুহাম্মদকে জানতেন এক মিথ্যাবাদী, উন্মাদ ও যাদুগ্রস্ত ব্যক্তিরূপে (পর্ব ১৮)। মদিনায় স্বেচ্ছানির্বাসনে এসে মুহাম্মদ ও তাঁর মক্কাবাসী অনুসারীরা [মুহাজির] কুরাইশদের বাণিজ্য-ফেরত কাফেলার ওপর হামলা, মালামাল লুণ্ঠন এবং একজনকে খুন ও দুইজনকে বন্দী [পর্ব ২৯] করার পরও কুরাইশরা মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীদের বিরুদ্ধে সংঘর্ষে জড়াতে চাননি। তাঁরা ধারনা করেছিলেন যে মুহাম্মদের মতবাদের অনুসারীরা [যারা তাঁদেরই নিকট-আত্মীয় আপনজন ও প্রিয়পাত্র] পথভ্রষ্ট, বিপথগামী, নীতিভ্রষ্ট, উপদ্রবকারী মরুদস্যু ছাড়া আর কিছুই নয়। তাঁরা আন্দাজ করতে ও পারেননি যে, মুহাম্মদের নেতৃত্বে এই নব্য মরুদস্যুর দল কী পরিমাণ নিষ্ঠুর ও ভয়ংকর! বদর যুদ্ধেই কুরাইশরা তা প্রথম উপলব্ধি করেছিলেন! চরম মূল্যের বিনিময়ে!

[কুরানের উদ্ধৃতি সৌদি আরবের বাদশাহ ফাহাদ বিন আবদুল আজিজ (হারাম শরীফের খাদেম) কর্তৃক বিতরণকৃত বাংলা তরজমা থেকে নেয়া, অনুবাদে ত্রুটি-বিচ্যুতির দায় অনুবাদকারীর। কুরানের ছয়জন বিশিষ্ট ইংরেজি অনুবাদকারীর ও চৌত্রিশ-টি বিভিন্ন ভাষায় পাশাপাশি অনুবাদ এখানে]

পাদটীকা ও তথ্যসূত্র:

[1] **সহি বুখারি: ভলিউম ৫, বই ৫৯, নং ৩২২**

http://www.hadithcollection.com/sahihbukhari/92/5734-sahih-bukhari-volume-005-book-059-hadith-number-322.html

Volume 5, Book 59, Number 322: Narrated Al-Bara' bin 'Azib: On the day of Uhud the Prophet appointed 'Abdullah bin Jubair as chief of the archers, and seventy among us were injured and martyred. On the day (of the battle) of Badr, the Prophet and his companions had inflicted 140 casualties on the pagans, 70 were taken prisoners, and 70 were killed. Abu Sufyan said, "This is a day of (revenge) for the day of Badr and the issue of war is undecided."

[2] *ক) "সিরাত রসুল আল্লাহ"- লেখক: ইবনে ইশাক (৭০৪-৭৬৮ খৃষ্টাব্দ), সম্পাদনা: ইবনে হিশাম (মৃত্যু ৮৩৩ খৃষ্টাব্দ), ইংরেজি অনুবাদ: A. GUILLAUME, অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, করাচী, ১৯৫৫, ISBN 0-19-636033-1, পৃষ্ঠা ৩০৫-৩০৭*
http://www.justislam.co.uk/images/Ibn%20Ishaq%20-%20Sirat%20Rasul%20Allah.pdf
খ) "তারিক আল রসুল ওয়াল মুলুক"- লেখক: আল-তাবারী (৮৩৮-৯২৩ খৃষ্টাব্দ), ভলুউম ৭, ইংরেজী অনুবাদ: W. Montogomery Watt and M.V. McDonald, নিউ ইয়র্ক ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯৮৭, ISBN 0-88706-344-6 [ISBN 0-88706-345-4 (pbk)], পৃষ্ঠা (Leiden) ১৩৩১-১৩৩৩
http://books.google.com/books?id=efOFhaeNhAwC&printsec=frontcover&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
[3] **সহি বুখারি: ভলিউম ৫, বই ৫৯, নং ৩৬০**
http://www.hadithcollection.com/sahihbukhari/92/5695-sahih-bukhari-volume-005-book-059-hadith-number-360.html
[4] **সহি বুখারি: ভলিউম ৫, বই ৫৯, নং ৩১৬ -৩১৭**
http://www.hadithcollection.com/sahihbukhari/92/5742-sahih-bukhari-volume-005-book-059-hadith-number-316.html
http://www.hadithcollection.com/sahihbukhari/92/5740-sahih-bukhari-volume-005-book-059-hadith-number-317.html
[5] **সহি বুখারি: ভলিউম ৫, বই ৫৯, নং ৩১৪**
http://www.hadithcollection.com/sahihbukhari/92/5744-sahih-bukhari-volume-005-book-059-hadith-number-314.html

Narrated Abu Talha: On the day of Badr, the Prophet ordered that the corpses of twenty four leaders of Quraish should be thrown into one of the dirty dry wells of Badr. -----.

[6] **Tafsir Ibne Kathir**

http://www.qtafsir.com/index.php?option=com_content&task=view&id=1558&Itemid=63

[7] **Tafsir al-Jalalayn, translated by Feras Hamza**

http://www.altafsir.com/Tafasir.asp?tMadhNo=0&tTafsirNo=74&tSoraNo=8&tAyahNo=17&tDisplay=yes&UserProfile=0&LanguageId=2

[8] **Love and hate for the sake of Muhammmad (Allah)**

http://wikiislam.net/wiki/Love_and_Hate_in_Islam

৩৪: বদর যুদ্ধ-৫: মুহাম্মদের বিজয় ও কুরাইশদের পরাজয়ের কারণ

ত্রাস, হত্যা ও হামলার আদেশ– সাত

বদর যুদ্ধে কুরাইশরা ছিলেন সংখ্যায় ও শক্তিতে স্বঘোষিত আখেরি নবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) ও তাঁর অনুসারীদের তুলনায় অনেক বেশি। কুরাইশদের সংখ্যা ছিল প্রায় ৯৫০ জন আর মুহাম্মদ অনুসারীদের সংখ্যা ছিল তাঁদের সংখ্যার এক-তৃতীয়াংশেরও কম (প্রায় ৩১৩ জন)। এতদস্বত্বেও তাঁরা মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীদের কাছে অত্যন্ত করুণভাবে পরাজিত হয়েছিলেন! **কী কারণে তা সম্ভব হয়েছিল?**

বিজয়ী মুহাম্মদের দাবী:

মুহাম্মদ তাঁর এই সফলতার পেছনের কারণ হিসাবে তাঁর কল্পিত আল্লাহর পরম করুণা ও **অলৌকিকত্বের দাবি করেছেন।** তিনি দাবি করেছেন যে, এই অলৌকিক সফলতার দৃষ্টান্তই হলো তাঁর সত্যবাদিতা আর কুরাইশদের মিথ্যাচারের প্রমাণ। তাঁর দাবি, "এই সত্য" প্রতিষ্ঠার জন্য মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ কুরাইশ কাফেরদের খুন করার জন্য বদর প্রান্তে আসমান থেকে জিবরাইল সহ প্রায় এক হাজার দুর্ধর্ষ সশস্ত্র বীর ফেরেশতার আগমন ঘটান! [1][2][3][4]

মুহাম্মদের ভাষায়,

৮:৭-৯- "আর যখন আল্লাহ দু'টি দলের একটির ব্যাপারে তোমাদের সাথে ওয়াদা করেছিলেন যে, সেটি তোমাদের হস্তগত হবে, আর তোমরা কামনা করছিলে যাতে কোন রকম কণ্টক নেই, তাই তোমাদের ভাগে আসুক; **অথচ আল্লাহ চাইতেন সত্যকে স্বীয় কালামের মাধ্যমে সত্যে পরিণত করতে এবং কাফেরদের মূল কর্তন করে দিতে,** যাতে করে সত্যকে সত্য এবং মিথ্যাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে দেন, যদিও পাপীরা অসন্তুষ্ট

হয়। তোমরা যখন ফরিয়াদ করতে আরম্ভ করেছিলে স্বীয় পরওয়ারদেগারের নিকট, তখন তিনি তোমাদের ফরিয়াদের মঞ্জুরি দান করলেন যে, **আমি তোমাদিগকে সাহায্য করব ধারাবাহিকভাবে আগত হাজার ফেরেশতার মাধ্যমে।"**

>>> পাঠক, আসুন আমরা মুহাম্মদের এই দাবিটিকে একটু মনোযোগের সাথে পর্যালোচনা করি। মুহাম্মদের স্ব-রচিত ব্যক্তি-মানসজীবনী গ্রন্থে (কুরান) তাঁর এই জবানবন্দিটি ভালভাবে বুঝতে হলে তাঁর এই দু'টি বাক্যের আগের দুটি বাক্য (৮:৫-৬) থেকে শুরু করতে হবে। আপনাদের নিশ্চয়ই মনে আছে যে, আবু সুফিয়ায়ের বাণিজ্য কাফেলার খবর পেয়ে মুহাম্মদ তাঁর অনুসারীদের ডেকে ঘোষণা দিয়েছিলেন, **"'এই সেই কুরাইশদের ধন-সম্পদ সমৃদ্ধ বাণিজ্য-বহর। যাও তাদের আক্রমণ কর, সম্ভবত: আল্লাহ এটি তোমাদের শিকার রূপে দান করবেন।' তাঁরা তাঁর ডাকে সাড়া দেয়; কিছু লোক আগ্রহের সাথে, কিছু লোক অনিচ্ছায়। কারণ আল্লাহর নবী যে যুদ্ধে যেতে পারেন তা তাঁরা চিন্তা করেন নাই।"** [পর্ব ৩০]"

মুহাম্মদ সেই ঘটনারই বর্ণনা দিয়েছেন এভাবে:

৮:৫-৬ – "যেমন করে তোমাকে তোমার পরওয়ারদেগার ঘর থেকে বের করেছেন ন্যায় ও সৎকাজের জন্য, অথচ ঈমানদারদের একটি দল (তাতে) সম্মত ছিল না। তারা তোমার সাথে বিবাদ করছিল সত্য ও ন্যায় বিষয়ে, তা প্রকাশিত হবার পর; তারা যেন মৃত্যুর দিকে ধাবিত হচ্ছে দেখতে দেখতে।"

>>> অর্থাৎ মুহাম্মদের কিছু অনুসারী [আনসার] তাঁদের ইচ্ছার বিরুদ্ধেই মুহাম্মদের নির্দেশ ও পীড়াপীড়ির কারণে ('তারা তোমার সাথে বিবাদ করছিল') এই আগ্রাসী অনৈতিক লুণ্ঠনকর্মে যোগ দিয়েছিলেন। তাঁদের ধারণা ছিল যে, এই লুণ্ঠনকর্মটি হবে ঝুঁকিহীন ('যাতে কোন কণ্টক নেই')। ঝুঁকিহীন এই কারণে যে, তাঁরা ছিলেন সংখ্যায় ৩১৩ জন, আর আবু-সুফিয়ানের সাথে ছিল মাত্র ৭০ জন। কিন্তু তাঁরা বদর প্রান্তে এসে অপ্রত্যাশিতভাবে কুরাইশ দলের সম্মুখীন হন। বদর প্রান্তে পৌঁছার আগে তাঁরা এই কুরাইশ দলের ব্যাপারে কিছুই জানতেন না। কুরাইশ দলটিকে দেখে মুহাম্মদ অনুসারীরা

স্বভাবতঃই অত্যধিক ঝুঁকিপূর্ণ [তাঁদের দলে ৩১৩ জন আর কুরাইশ দলে ৯৫০ জন] সংঘর্ষে জড়িত হতে চাননি। কিন্তু মুহাম্মদ চান কুরাইশদের সাথে যুদ্ধ করতে।

মুহাম্মদ তাঁর এই জবানবন্দির পরের দু'টি বাক্যে **(৮:৭-৯)** ঐ ঘটনারই বর্ণনা দিচ্ছেন, এবং দাবী করছেন:

ক) - "আর যখন আল্লাহ দু'টি দলের একটির ব্যাপারে তোমাদের সাথে ওয়াদা করেছিলেন যে, সেটি তোমাদের হস্তগত হবে, আর তোমরা কামনা করছিলে যাতে কোন রকম কণ্টক নেই, তাই তোমাদের ভাগে আসুক;"

>>> এখানে দু'টি দল বলতে মুহাম্মদ বুঝাতে চাচ্ছেন:

১) আবু সুফিয়ানের বাণিজ্য কাফেলা, ও

২) বদর অভিযানে সমবেত কুরাইশ দল

সুরা আনফাল ((৮ নম্বর সুরা) নাজিল হয় **বদর যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর**। যুদ্ধ শেষে ফলাফল মুসলমানদের অনুকূলে আসার পর বিজয়ী মুহাম্মদ দাবি করছেন যে, তাঁর আল্লাহ আগে থেকেই এই বিজয়ের "ওয়াদা' করেছিলেন। সাক্ষী কে? বক্তা নিজেই! দাবিকারী নিজেই তাঁর দাবির "একমাত্র সাক্ষী"!

খ) - "অথচ আল্লাহ চাইতেন সত্যকে স্বীয় কালামের মাধ্যমে সত্যে পরিণত করতে এবং কাফেরদের মূল কর্তন করে দিতে, যাতে করে সত্যকে সত্য এবং মিথ্যাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে দেন, যদিও পাপীরা অসন্তুষ্ট হয়"

>>> মুহাম্মদ দাবি করছেন যে, তাঁর অনুসারীরা যদিও ঝুঁকিহীন লুটতরাজ [ডাকাতি] জনিত উপার্জন কামনা করেছিলেন, কিন্তু তাঁর আল্লাহ চাইতেন কাফেরদের 'মূল কর্তন' করে দিতে। আর তার জন্য মুহাম্মদের আল্লাহ সাহায্য পাঠিয়েছিলেন। কীভাবে?

গ) - "তোমরা যখন ফরিয়াদ করতে আরম্ভ করেছিলে স্বীয় পরওয়ারদেগারের নিকট, তখন তিনি তোমাদের ফরিয়াদের মঞ্জুরি দান করলেন যে, আমি তোমাদিগকে সাহায্য করব ধারাবাহিকভাবে আগত হাজার ফেরেশতার মাধ্যমে।"

>>> এই অনন্ত চমকপ্রদ মহাবিশ্বের কোনো স্রষ্টা আছে, এমন কোনো প্রমাণ নেই। আলোচনার খাতিরে ধরে নেয়া যাক যে, এই অনন্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের একজন স্রষ্টা আছেন, যিনি মহাক্ষমতাধর এক সত্তা। অন্যত্র মুহাম্মদ দাবি করেছেন যে, তাঁর **'আল্লাহ যখন কোনো কিছু করতে ইচ্ছা করেন, তখন তাকে কেবল বলে দেন, 'হও' তখনই তা হয়ে যায় ["কুন ফা ইয়া কুন" (৩৬:৮২)]'**। আর এই খানে মুহাম্মদ দাবি করছেন যে, সেই মহাক্ষমতাধর **"আল্লাহ চাইতেন কাফেরদের মূল কর্তন করে দিতে"।** কোনো সত্তার "ইচ্ছা করার" সঙ্গে সঙ্গেই যদি তা কার্যে পরিণত হয়, তাহলে সঙ্গত কারণেই সে সত্তাটির পক্ষে একজন অতি সাধারণ মানুষের মত খুনি ক্যাডার বাহিনী পাঠানো অসম্ভব, অবাস্তব ও অপ্রয়োজনীয়। কারণ ইচ্ছা করার সঙ্গে সঙ্গেই তার সেই ইচ্ছার বাস্তবায়ন হয়ে যাবে। সেক্ষেত্রে তার ইচ্ছা = তার কর্ম। কর্ম সম্পাদনের জন্য তার কোনো কিছুরই সাহায্যের কোনোই প্রয়োজন নেই। [পর্ব-১১]

এর পরেও ধরে নেয়া যাক, যে কোনো কারণেই হোক, মুহাম্মদের দাবিকৃত মহা-মতাধর আল্লাহ আকাঙ্ক্ষা করেছেন যে, তিনি কাফেরদেরকে নৃশংসভাবে কুপিয়ে কুপিয়ে খুন করবেন। [৮:১২] আর সেই অভিপ্রায়ে আল্লাহ তাঁর প্রিয়পাত্র স্বঘোষিত আখেরি নবী হযরত মুহাম্মদকে সাহায্য করার জন্য আসমান থেকে ঢাল-তলোয়ার সজ্জিত দুর্ধর্ষ ফেরেশতাকে বদর প্রান্তরে পাঠিয়েছিলেন। এ ক্ষেত্রে অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবে যে-প্রশ্নটি অত্যন্ত জরুরি, তা হলো,

"৯৫০ জন কুরাইশ কে শায়েস্তা করার জন্য ঠিক কত জন অতিরিক্ত সৈন্য প্রয়োজন?"

উচ্চ কর্তৃপক্ষ (Superior authority) যদি "নিশ্চিতরূপে জানেন" যে, তাঁর একজন ফেরেশতা একাই ৯৫০ জন কাফেরকে পরাস্ত করতে সক্ষম, তবে তিনি কেন দশ জন ফেরেশতা পাঠাবেন? যদি তিনি নিশ্চিতরূপে জানেন যে, ৯৫০ জন কাফেরকে পরাস্ত করার জন্য ৫০০ জন ফেরেশতার প্রয়োজন, তবে ১০০০ জন ফেরেশতাকে তিনি মাঠে নামাবেন কোন অজুহাতে?

অপরপক্ষে, উচ্চ কর্তৃপক্ষ যদি এই একান্ত গুরুত্বপূর্ণ তথ্যটি সম্পর্কে **"সম্পূর্ণ অজ্ঞ"** হন, তবে তিনি সফলকাম হওয়ার জন্য অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবেই যথাসম্ভব অধিক পরিমাণ সাহায্যকারী সৈন্য পাঠাবেন। যা হতে পারে প্রয়োজনের তুলনায় অনেক অধিক। আর তা তিনি নির্ধারণ করবেন "**তাঁর ধারণায়"** শত্রু পক্ষের সৈন্যদলের এক একটি সৈন্যের গড় শক্তির বিরুদ্ধে তাঁর সৈন্যদলের এক একটি সৈন্যের গড় শক্তির আনুমানিক তারতম্যের ওপর ভিত্তি করে। তবে **যে কোনো মনুষ্য সন্তান [যেমন, মুহাম্মদ]** এরূপ অনিশ্চিত পরিস্থিতিতে বিজয় নিশ্চিত করার জন্য একজন কুরাইশের শক্তির পরিমাণ একজন ফেরেশতার শক্তির সমতুল্য জ্ঞানে ৯৫০ জন কুরাইশকে পরাস্ত করার জন্য কমপক্ষে সমপরিমাণ অথবা তার অধিক সংখ্যক অস্ত্রসজ্জিত সাহায্যকারী সৈন্য মাঠে নামাবেন।

মুহাম্মদ দাবী করেছেন যে, তাঁর আল্লাহ ৯৫০ জন কাফেরকে পরাস্ত করার জন্য ১০০০ জন ফেরেশতাকে মাঠে নামিয়েছিলেন!

অর্থাৎ, স্বঘোষিত আখেরি নবী মুহাম্মদের বর্ণিত এই দাবীটি "হুবহু" একজন মনুষ্য সন্তান অনিশ্চিত বিষয়ে ঠিক যেমনটি "ধারণা" করেন ঠিক তেমনই।

সেই ১০০০ জন বহিরাগত দুর্ধর্ষ স্পেশাল ফেরেশতা বাহিনীকে সাহায্য করার জন্য মুহাম্মদের নেতৃত্বে ছিল আরও ৩১৩ জন মানবসন্তান। অর্থাৎ, আল্লাহ ও মুহাম্মদের সম্মিলিত সৈন্যের পরিমাণ ১৩১৩ জন। যা কুরাইশদের সৈন্য সংখ্যার প্রায় দেড় গুণ! এই দেড় গুণ বেশী সৈন্য নিয়ে আল্লাহ ও মুহাম্মদের সম্মিলিত সৈন্যরা সারাদিন যুদ্ধ করে **"মাত্র"** ৭০ জন নরাধম কাফের কুরাইশকে খুন এবং ৭০ জনকে বন্দী করতে সফলকাম হয়েছিলেন। বাকি ৮১০ জন (৮৫ শতাংশ) কুরাইশ সফলভাবে পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছিলেন।

মুহাম্মদের দাবীর সার সংক্ষেপ:

(১) আল্লাহর অদ্ভুত বিবেচনাবোধ!

- ডাকাতি নয়, যুদ্ধ করে নিজেরই একান্ত পরিবার পরিজনদের **খুন করার আকাঙ্ক্ষা**

(২) অনিশ্চিত পরিস্থিতিতে সাধারণ মানবসন্তানের মতই আল্লাহর **অতি সাবধানতা!**

- ৯৫০ জন যুদ্ধে অনিচ্ছুক কাফের মানবসন্তানের বিরুদ্ধে সশস্ত্র ১০০০ ফেরেশতা প্রেরণ

(৩) **মহা সফলতার এমন উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত!**

- তার ও তার নবীর সম্মিলিত চেষ্টার পরও ৮৫% শত্রুর সফল পলায়ন!

স্বঘোষিত আখেরি নবী মুহাম্মদ বিন আবদুল্লাহর ওপরোক্ত উদ্ভট (৮:৭-৯) দাবি স্রষ্টার শক্তিমত্তাকে নিয়ে চরম তামাশা ছাড়া অন্য কোনোভাবে ব্যাখ্যা করার সুযোগ নেই। মুহাম্মদ ছিলেন সপ্তম শতাব্দীর প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাবঞ্চিত এক আরব বেদুইন। তাঁর এ সকল উদ্ভট দাবি ও উক্তিতে অবাক হওয়ার কোনোই কারণ নেই। অবাক হওয়ার বিষয় হলো, আজকের পৃথিবীর ঐ সকল ইসলাম বিশ্বাসীদের মানসিকতা ও কর্মকাণ্ড, যারা মুহাম্মদের এই সব **অর্থহীন ও উদ্ভট দাাবিকে** পরম সত্য জ্ঞানে প্রচার ও প্রতিষ্ঠার ব্রতে ব্রতী।

এই মহাবিশ্বের কোনো স্রষ্টা আছে এমন কোন প্রমাণ নেই; তা সত্ত্বেও বর্তমান পৃথিবীর অধিকাংশ মানুষ কোনো না কোনো স্রষ্টায় বিশ্বাসী। তাঁদের প্রায় প্রত্যেকেই তাঁদের সেই নিজ নিজ স্রষ্টার পরিচয় পেয়েছেন তাঁদের পিতা-মাতা, নিজ পরিবার-পরিজন, সমাজ-সংস্কৃতি ও পরিপার্শ্বিকতা থেকে। স্বাভাবিক পরিবেশে ধর্মান্তরিতের সংখ্যা অত্যন্ত নগণ্য। যারা এই সত্যকে হৃদয়ঙ্গম করতে অসমর্থ, তাঁদের কাছে আমার অতি সরল প্রশ্ন, "আপনি যে ধর্ম ও স্রষ্টায় বিশ্বাসী, তা আপনি কীভাবে পেয়েছেন? জন্মসূত্রে নাকি ধর্মান্তরিত হয়ে?" যদি আপনি ধর্মান্তরিত ব্যক্তিদের একজন হয়ে থাকেন তবে আপনার কাছে আমার প্রশ্ন, "আপনার পিতা-মাতা, ভাই-বোন, বন্ধু-বান্ধব এবং আপনার পরিপার্শ্বের প্রায় সকল লোক তাঁদের নিজ নিজ ধর্ম ও স্রষ্টার বিশ্বাস কোথা থেকে পেয়েছেন? ধর্ম ও ঈশ্বর বিশ্বাস যে মূলত: পরিবার থেকে প্রাপ্ত বিষয়, এই সত্যকে বুঝতে কোনো মহাজ্ঞানী হওয়ার প্রয়োজন নেই।

মুহাম্মদের বিজয় ও কুরাইশদের পরাজয়ের প্রকৃত কারণ:

আদি ও বিশিষ্ট মুসলিম ঐতিহাসিকদের বর্ণনায় আমরা অতি সহজেই বুঝতে পারি যে, কুরাইশদের এই করুণ পরাজয়ের পেছনে **কোনো অলৌকিকত্ব লুকিয়ে নেই।** মুহাম্মদের প্ররোচনায় যে সমস্ত কুরাইশ মুহাম্মদের মতবাদে দীক্ষিত হয়ে মুহাম্মদের আদেশে মদিনায় হিজরত করেছেন, তাঁরা সবাই ছিলেন মক্কাবাসী কোনো না কোনো কুরাইশদেরই একান্ত নিকটাত্মীয়, পাড়া-প্রতিবেশী অথবা বন্ধু-বান্ধব। তাঁরা এই সব পথভ্রষ্ট স্বজন ও আনসারদের বিরুদ্ধে কোনরূপ রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষে জড়াতে চাননি - যা ছিল তাঁদের অন্তর্নিহিত মানবিক বৈশিষ্ট্যেরই বহিঃপ্রকাশ। (পর্ব- ৩১)

বদর যুদ্ধের প্রাক্কালে সহকারীদের উদ্দেশে মুহাম্মদের আদেশ,

৮:১২ -১৩ - "--**আমি কাফেরদের মনে ভীতির সঞ্চার করে দেব। কাজেই গর্দানের উপর আঘাত হান এবং তাদেরকে কাট জোড়ায় জোড়ায়। যেহেতু তারা অবাধ্য হয়েছে আল্লাহ এবং তাঁর রসূলের, সেজন্য এই নির্দেশ। --"।**

সহি বুখারি: ভলিউম ৪, বই ৫২, নং ২২০

আবু হুরাইরা হইতে বর্ণিত: আল্লাহর নবী বলেছেন,

"--সন্ত্রাসের মাধ্যমেই আমি জয়যুক্ত হয়েছি" ---[5]

>>> নিঃসন্দেহে, কুরাইশদের পরাজয়ের প্রকৃত কারণ হলো মুহাম্মদ ও তাঁর সহচরদের প্রতি তাঁদের মানবিক দুর্বলতা, স্বজনদের প্রতি তাঁদের সহিষ্ণুতা, অনুকম্পা ও মানবতাবোধ। আর মুহাম্মদের দীক্ষায় দীক্ষিত নব্য মুসলমানদের জয়লাভের প্রকৃত কারণ হলো কুরাইশদেরই প্রতি তাঁদের সীমাহীন ঘৃণা, আক্রোশ ও নৃশংসতা।

ইসলামের ইতিহাসের প্রথম রক্তক্ষয়ী এই যুদ্ধটিই ছিল বিরুদ্ধবাদীদের প্রতি মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীদের প্রচণ্ড ঘৃণা, আক্রোশ ও নৃশংসতার সর্বপ্রথম চরম বহিঃপ্রকাশ ও দৃষ্টান্ত। তাই স্বাভাবিকভাবেই কুরাইশদের পক্ষে কল্পনা করাও সম্ভব ছিল না যে, মুহাম্মদ ও তাঁর মতবাদে দীক্ষিত স্বজনরা কতটা ভয়ংকর ও নিষ্ঠুর।

বিরুদ্ধবাদীদের মনে ভীতি সঞ্চারের জন্য তাঁদেরকে নৃশংসভাবে জবাই করার আদেশ জারির **প্রয়োজন মুহাম্মদের।** আর সেই প্রয়োজনেই তাঁর এই নৃশংসতার আদেশ।

এখানে এই "আমি" আর কেউ নয়, স্বয়ং মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ! কুরাইশদের মনে ভীতি সঞ্চার করার জন্য মাফিয়া স্টাইলে "সন্ত্রাসী খুনি বাহিনী" পাঠানোর প্রয়োজন হয় রক্ত মাংসের মানুষের; স্রষ্টার নয়। মুহাম্মদ বিন আবদুল্লাহর ওপরোক্ত হাস্যকর দাবী ও আদেশের সাথে স্রষ্টার কোনোই সম্পর্ক নেই।

মহাবিশ্বের সৃষ্টিকর্তা (যদি থাকে) কি এত ক্ষুদ্র ও নীচ হতে পারেন?

(চলবে)

[কুরানের উদ্ধৃতি সৌদি আরবের বাদশাহ ফাহাদ বিন আবদুল আজিজ (হারাম শরীফের খাদেম) কর্তৃক বিতরণকৃত বাংলা তরজমা থেকে নেয়া, অনুবাদে ত্রুটি-বিচ্যুতির দায় অনুবাদকারীর। কুরানের ছয়জন বিশিষ্ট ইংরেজি অনুবাদকারীর ও চৌত্রিশ-টি বিভিন্ন ভাষায় পাশাপাশি অনুবাদ এখানে]

তথ্যসূত্র:

[1] **Tafsir Jalalayn:**

http://www.altafsir.com/Tafasir.asp?tMadhNo=0&tTafsirNo=74&tSoraNo=8&tAyahNo=7&tDisplay=yes&UserProfile=0&LanguageId=2

[2] **Tafsir Ibne Kathir:**

http://www.qtafsir.com/index.php?option=com_content&task=view&id=1565&Itemid=63#1

[3] **সহি বুখারি: ভলিউম ৫, বই ৫৯, নং ৩২৭**

http://www.hadithcollection.com/sahihbukhari/92/5728-sahih-bukhari-volume-005-book-059-hadith-number-327.html

Narrated Rifaa: (who was one of the Badr warriors) Gabriel came to the Prophet and said, "How do you look upon the warriors of Badr among yourselves?" The Prophet said, "As the best of the Muslims."

or said a similar statement. On that, Gabriel said, "And so are the Angels who participated in the Badr (battle)."

[4] সহি বুখারি: ভলিউম ৫, বই ৫৯, নং ৩৩০

http://www.hadithcollection.com/sahihbukhari/92/5725-sahih-bukhari-volume-005-book-059-hadith-number-330.html

Narrated Ibn 'Abbas: The Prophet said on the day (of the battle) of Badr, "This is Gabriel holding the head of his horse and equipped with arms for the battle.

[5] সহি বুখারি: ভলিউম ৪, বই ৫২, নং ২২০

http://www.hadithcollection.com/sahihbukhari/85/3671-sahih-bukhari-volume-004-book-052-hadith-number-220.html

Narated By Abu Huraira : Allah's Apostle said, "I have been sent with the shortest expressions bearing the widest meanings, and I have been made victorious with terror (cast in the hearts of the enemy), and while I was sleeping, the keys of the treasures of the world were brought to me and put in my hand." Abu Huraira added: Allah's Apostle has left the world and now you, people, are bringing out those treasures (i.e. the Prophet did not benefit by them).

৩৫: বদর যুদ্ধ-৬: বন্দীহত্যা ও নিষ্ঠুরতা

ত্রাস, হত্যা ও হামলার আদেশ– আট

বদর যুদ্ধ জয়ের পর স্বঘোষিত আখেরি নবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) লুণ্ঠিত মালামাল ও ৭০ জন বন্দী কুরাইশকে নিয়ে মদিনায় উদ্দেশে যাত্রা করেন। মদিনা পৌঁছার আগেই **পথিমধ্যে তিনি দু'জন ধৃত বন্দীকে খুন করার আদেশ জারি করেন।** সেই হতভাগ্য দু'জন বন্দীর নাম:

১) আল নাদর বিন আল-হারিথ, এবং

২) ওকবা বিন আবু মুয়ায়েত

আলী ইবনে আবু তালিব নৃশংস ভাবে হত্যা করেন আল নাদর বিন আল-হারিথকে। আর ওকবা বিন আবু মুয়ায়েতকে হত্যা করেন আসিম বিন থাবিত বিন আবু আকলাহ আল-আনসারি। অপরাধ? অপরাধ হলো মুহাম্মদের মক্কায় অবস্থানকালে তাঁরা মুহাম্মদের আগ্রাসী আক্রমণাত্মক প্রচারণার সমালোচনা ও বিরুদ্ধাচরণ করেছিলেন।

মুহাম্মদ ইবনে ইশাক (৭০৪-৭৬৮ সাল), আল তাবারী (৮৩৯-৯২৩ সাল) ও ইমাম বুখারীর (৮১০-৮৭০ সাল) বর্ণনা:

পথিমধ্যে বন্দী ওকবা বিন আবু মুয়ায়েত এবং আল নাদর বিন আল-হারিথকে খুন

‘তারপর আল্লাহর নবী অবিশ্বাসী বন্দীদের নিয়ে মদিনায় যাত্রা করেন। বন্দীদের মধ্যে ছিল ওকবা বিন আবু মুয়ায়েত এবং আল নাদর বিন আল-হারিথ। মুশরিক (Polytheist) কুরাইশদের কাছ থেকে লুণ্ঠিত সামগ্রী আল্লাহর নবীর সাথে ছিল, যার দায়িত্বে ছিলেন আবদুল্লাহ বিন কাব। তারপর আল্লাহর নবী সামনে অগ্রসর হয়ে আল-সাফরার গিরিপথ ও আল-নাযিয়ার মধ্যবর্তী সায়ার বৃক্ষ নামক এক বালির স্তূপে এসে

যাত্রাবিরতি দেন। সেখানে তিনি আল্লাহ প্রদত্ত লুণ্ঠন সামগ্রী মুসলমানদের মধ্যে সমানভাবে বিতরণ করেন। তাঁরা রাউহা নামক স্থানে পৌঁছলে মুসলমানেরা তাঁদেরকে তাঁদের বিজয়ের জন্য অভিনন্দন জানান।'

[ইবনে হুমায়েদ < সালামাহ <] মুহাম্মদ ইবনে ইশাক <আসিম বিন আমর বিন কাতাবা এবং ইয়াজিদ বিন রুমান বলেন, "তোমরা আমাদের কী কারণে অভিনন্দন জানচ্ছো? আল্লাহর কসম, আমরা কিছু টাক-পড়া বৃদ্ধার দেখা পেয়েছিলাম যারা বলীর উটের মত খুঁড়িয়ে চলছিল, যাদেরকে আমরা হত্যা করেছি।" আল্লাহর নবী হাসলেন এবং বললেন, "কিন্তু ভাইপো, তারা ছিল নেতৃস্থানীয়।"

যখন আল্লাহর নবী আল-সাফরায় ছিলেন তখন আল-নাদর বিন আল-হারিথকে খুন করে আলী, যা আমি (মুহাম্মদ ইবনে ইশাক) মক্কাবাসীদের কাছ থেকে জানতে পেরেছি। **যখন তিনি ইরকুল-জাবিয়ায়, ওকবা বিন আবু মুয়ায়েতকে খুন করা হয়।** তিনি আবদুল্লাহ বিন সালিমার হাতে বন্দী হয়েছিলেন।

আল্লাহর নবী ওকবা বিন আবু মুয়ায়েতকে খুন করার আদেশ জারী করলে ওকবা বলেন,

"হে মুহাম্মদ, তাহলে আমার সন্তানদের কে দেখাশোনা করবে?"

মুহাম্মদ জবাবে বলেন, "জাহান্নাম"।

আসিম বিন থাবিত বিন আবু আকলাহ আল-আনসারি তাকে হত্যা করে, যা আবু ওবায়েদা বিন মুহাম্মদ বিন আম্মার বিন ইয়াছির আমাকে [মুহাম্মদ বিন ইশাক] বলেছেন। আল্লাহর নবী বন্দীদের আগমনের এক দিন আগেই মদিনায় পৌঁছেন।' [1]

>>> **পাঠক, আপনি যে বয়সেরই হউন না কেন, যে ধর্ম বা বর্ণের মানুষই হোন না কেন; মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে একটু কল্পনা করুন!**

একজন ভীত-সন্ত্রস্ত মানুষকে লুণ্ঠনকারীরা বন্দী অবস্থায় ধরে নিয়ে যাচ্ছে। সেই অবস্থায় লুণ্ঠনকারী দল নেতা সেই মানুষটিকে খুন করার আদেশ জারি করলো। তা শুনে সেই ভীত সন্ত্রস্ত মানুষটি তাঁর ফেলে আসা সন্তানদের ভবিষ্যৎ চিন্তায় আকুল আবেদন

করছেন, "তাহলে কে আমার সন্তানদের দেখাশোনা করবে?" ভীত সন্ত্রস্ত মানুষটির এই করুণ আকুতি শুনে দস্যু দলপতি সেই মানুষটির এতিম বাচ্চাদের উদ্দেশে চরম অবমাননায় তাচ্ছিল্য করে বলছে, "জাহান্নামের আগুনই তাদের দেখাশুনা করবে!" মুহাম্মদের এই সন্ত্রাসী, অমানুষিক, নৃশংস চরিত্রকে বর্তমানের ইসলাম-বিশ্বাসীরা অস্বীকার করুন; বিভিন্ন কসরতের মাধ্যমে তার ন্যায্যতা প্রতিপাদনের চেষ্টা করুন; এ সকল বর্ণনার জন্য ইবনে ইশাক, আল-তাবারী সহ সকল ইসলাম-বিশ্বাসী আদি ও বিশিষ্ট নিবেদিতপ্রাণ স্কলারদের ইচ্ছেমত গালি-গালাজ করুন; সত্য হলো মুহাম্মদের এই চরিত্র নথিভুক্ত (well recorded)। এটিকে বাতিল করতে চাইলে মুহাম্মদ ইবনে ইশাকের চাইতেও প্রাচীন কোনো ইতিহাসবিদদের রেফারেন্স হাজির করতে হবে। পথিমধ্যে বন্দী অবস্থায় ওকবা বিন আবু মুয়ায়েতকে নৃশংসভাবে কেন হত্যা করা হয়েছিল, তা আমাদের জানিয়েছেন ইসলামের ইতিহাসের আরেক দিকপাল আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে ইসমাইল [ইমাম বুখারী]। ইমাম বুখারীর বর্ণনা:

সহি বুখারী, ভলিউম ১, বই ৯, নম্বর ৪৯৯

আমর ইবনে মাইমুয়িন হইতে বর্ণিত:

আবদুল্লাহ বিন মাসুদ বলেছেন, "যখন আল্লাহর নবী কাবার পাশে প্রার্থনা করছিলেন, সেখানে কিছু কুরাইশদের কিছু লোক জমায়েত হয়ে বসেছিল। তাঁদের একজন বলেছিল, 'তোমরা কি দেখো না (সে লোক দেখানো কাজ করে)? তোমাদের মধ্যে কে গোবর ও অমুকের জবেহ করা উটের নাড়ি-ভুঁড়ি (intestines, etc) নিয়ে আসতে পারবে এবং সিজদা করার সময় তা তার ঘাড়ের ওপর রাখতে পারবে?' তাদের মধ্যে সবচেয়ে হতভাগ্য (ওকবা বিন আবু মুয়ায়েত) উঠে গিয়েছিল (এবং তা নিয়ে এসেছিল) এবং আল্লাহর নবী সেজদা করার সময় তা তাঁর ঘাড়ের উপর রেখেছিল। আল্লাহর নবী সেজদায় পড়েছিলেন এবং তারা এত হাসা হাসি করেছিল যে তারা একে অপরের গায়ে ঢলে পড়ছিল। এক পথিক ফাতিমার কাছে যায়, সে সময় ফাতিমা ছিলেন অবিবাহিতা কিশোরী। তিনি দৌড়ে এসে দেখেন যে তখনও নবী সেজদায় পড়ে আছেন।

তিনি [ফাতিমা] তা অপসারণ করেন এবং কুরাইশদের মুখের ওপরই তাদের অভিশাপ দেন। **আল্লাহর নবী নামাজ শেষ করে বলেন, "হে আল্লাহ, কুরাইশদের ওপর প্রতিশোধ নাও।" তিনি তা তিনবার উচ্চারণ করেন এবং আরও বলেন, "হে আল্লাহ প্রতিশোধ নাও** আমর বিন হিশাম, ওতবা বিন রাবিয়া, সেইবাহ বিন রাবিয়া, আল-ওয়ালিদ বিন ওতবা, উমাইয়া বিন খালাপ, ওকবা বিন আবু মুয়ায়েত এবং উমর বিন আল-ওয়ালিদ এর বিরুদ্ধে।" আবদুল্লাহ আরও বলেন, "আল্লাহর কসম! বদর যুদ্ধের দিন তারা সকলেই খুন হয় এবং তাদের সবার লাশই টেনে এনে বদরের কালিবে (কুপে) নিক্ষেপ করা হয়: তারপর আল্লাহর নবী বলেন, 'আল্লাহর অভিশাপ কালিব-বাসীদের (কুপ-বাসীদের) ওপর অবতরণ করেছে।'" [2]

>>> **আর আল-নাদর বিন আল-হারিথকে খুন করা হয়েছিল এই কারণে তিনি মক্কায় আল্লাহর নবীকে উপহাস ও সমালোচনা করেছিলেন এবং তাঁর বিপক্ষে কবিতা ও গল্প লিখেছিলেন।** পুরাকালের ইতিহাস বিষয়ে তিনি সম্যক অবগত ছিলেন। তিনি অভিযোগ করেছিলেন যে, আল্লাহর নামে মুহাম্মদের এই কথাগুলো **"পূর্ববর্তী ইতিকথা (Tales of ancient)"** ছাড়া আর কিছুই নয় । তিনি মুহাম্মদের প্রচারণার বিরুদ্ধে সক্রিয় ভূমিকা নিয়েছিলেন তাঁর জ্ঞান ও প্রজ্ঞার মাধ্যমে। কোনরূপ শারীরিক আঘাতকারী হিসেবে নয়। [3] [4] [5]

“মক্কায় মুহাম্মদের বাণী ও কর্মকাণ্ড ছিল শান্তিপ্রিয়” - এ দাবীর যে আদৌ কোনো ভিত্তি নেই, তা মুহাম্মদের ব্যক্তিমানস জীবনীগ্রন্থ (কুরান), সিরাত ও হাদিসের পর্যালোচনায় অত্যন্ত স্পষ্ট! ইসলামের প্রকাশ্য যাত্রা শুরু হয়েছে নিজেরই চাচা আবু-লাহাব ও তাঁর স্ত্রীকে মুহাম্মদের অভিশাপের মাধ্যমে (পর্ব-১২)! মক্কায় ক্ষমতাহীন অবস্থায়ও মুহাম্মদ তাঁর প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে যথেচ্ছ শাপ-অভিশাপ করেছেন (পর্ব-১১); করেছেন যথেচ্ছ হুমকি-শাসানী-তাচ্ছিল্য ও ভীতি প্রদর্শন (পর্ব ২৬)। মদিনার ক্ষমতাধর মুহাম্মদের অমানুষিক নৃশংস কর্মকাণ্ডে অবাক হবার কোনো কারণ নেই। মদিনায় এসে হঠাৎ করে

মুহাম্মদের চরিত্রের এ পরিবর্তন ঘটেছে বলে যে দাবী করা হয়, তার কোনোই সত্যতা নেই। মুহাম্মদ তাঁর প্রচারণায় প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে সর্বাবস্থায় ছিলেন কঠোর ও আগ্রাসী। কুরাইশ ও তাঁদের পূর্ব পুরুষ ও দেব দেবীদের প্রতি মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীদের তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য, শাপ-অভিশাপ, ভীতি-প্রদর্শন ও প্রচারণার বিরুদ্ধে সমালোচনা করার কথিত অপরাধে সমালোচনাকারীকে বন্দী অবস্থায় পথিমধ্যেই যে মানুষ ঠাণ্ডা মাথায় খুন করার আদেশ জারি করতে পারে, সে যে এক **প্রচণ্ড প্রতিহিংসাপরায়ণ নৃশংস** ব্যক্তি, তাতে কি কোনো সন্দেহ আছে?

বন্দী আবু ইয়াজিদ সুহায়েল বিন আমরকে "সওদার" সমবেদনা ও নবীর ধমক

'ইবনে হুমায়েদ < সালামাহ < মুহাম্মদ ইবনে ইশাক < আবদুল্লাহ বিন আবু বকর আমাকে (মুহাম্মদ ইবনে ইশাক) বলেছেন যে তিনি ইয়াহিয়া বিন আবদ আল-রাহমান বিন আসাদ বিন জুরারা তাঁকে বলেছেন:

যখন বন্দীদেরকে আনা হয়, নবী-পত্নী সওদা বিনতে জামা শোকাহত আফরার পরিবারের সাথে ছিলেন। আফরা তাঁর দুই ছেলে আউফ এবং মুয়ায়িদের জন্য বিলাপ করছিলেন। এটি ছিল মেয়েদের পর্দা প্রথা চালু হওয়ার আগের ঘটনা। সওদা বলেন, "যখন আমি তাদের সাথে ছিলাম, হঠাৎ বলা হলো, 'বন্দীদের আনা হয়েছে'। আমি আমার বাড়িতে ফিরে আসি, যেখানে আল্লাহর নবীও ছিলেন। সেখানে ঘরের এক কোণায় ছিল দুই হাত ঘাড়ের সাথে বাঁধা অবস্থায় আবু ইয়াজিদ সুহায়েল বিন আমর। আমি তাকে এমন অবস্থায় দেখে অনেক কষ্টেও নিজেকে সংবরণ করতে না পেরে বললাম, **'হে আবু ইয়াজিদ, তুমি সহজেই ধরা দিয়েছ। এর চেয়ে মহৎ মৃত্যুই তোমার উচিত ছিল।'**

অকস্মাৎ আল্লাহর নবীর আওয়াজ শুনে আমি চমকে উঠি, 'সওদা, তুমি কি আল্লাহ ও তার নবীর বিরুদ্ধে ঝামেলা করবে?' আমি বললাম, 'আল্লাহর কসম, আমি আবু ইয়াজিদকে এমন অবস্থায় দেখে নিজেকে সংবরণ করতে না পেরে এমনটি বলেছি।" [6][7]

বন্দী আবু আজিজ বিন উমায়ের বিন হাশিমের প্রতি তাঁর নিজ ভাইয়ের নিষ্ঠুরতা

[ইবনে হুমায়েদ < সালামাহ বিন আল ঋাদল <] মুহাম্মদ ইবনে ইশাক < বানু আবদ আল-দারের ভাই নুবায়েহ বিন ওহাব:

আল্লাহর নবী তাঁর সহকারীদের মধ্যে বন্দীদের ভাগাভাগি করে দিলেন এবং বললেন, "তাদের সাথে ভাল ব্যবহার করবে।" সেখানে ঐ বন্দীদের একজন ছিলেন মুসাব বিন উমায়েরের ভাই আবু আজিজ বিন উমায়ের বিন হাশিম। তিনি [আবু আজিজ] বলেছেন: "একজন আনসার আমাকে বেঁধে ফেলার সময় আমার ভাই মুসাব আমার পাশ দিয়ে যাচ্ছিল। সে [মুসাব] বলে, **'তাঁকে শক্ত করে বাঁধো, কারণ তার মা খুবই সম্পদশালী মহিলা, সম্ভবত: সে মুক্তিপণের মাধ্যমে তাকে তোমার কাছ থেকে মুক্ত করাবে।'"**

বদর যুদ্ধে আল-নাদর এর পর আবু আজিজ ছিলেন মুশরিকদের পতাকাবাহী। আবু আল ইয়াসার তাকে বন্দী করেন। যখন আবু আল ইয়াসারকে আবু আজিজের ভাই মুসাব এই কথাগুলো বলে তা শুনে আবু আজিজ বলেন, **"ভাই, আমার সম্বন্ধে তুমি তাকে এ কী পরামর্শ দিচ্ছো?" মুসাব জবাবে বলে, "এখন তোমার স্থানে সে-ই আমার ভাই।"** [8]

[ইসলামী ইতিহাসের ঊষালগ্ন থেকে আজ অবধি প্রতিটি ইসলাম বিশ্বাসী প্রকৃত ইতিহাস জেনে বা না জেনে ইতিহাসের এ সকল অমানবিক অধ্যায়গুলো যাবতীয় চতুরতার মাধ্যমে বৈধতা দিয়ে এসেছেন। বিষয়গুলো অত্যন্ত স্পর্শকাতর বিধায় বাংলা অনুবাদের সাথে মূল ইংরেজি অনুবাদের অংশটিও সংযুক্ত করছি। - অনুবাদ, টাইটেল ও [**] যোগ - লেখক।]

Killing of two captives Uqba b Abu-Muayt and al-Nadr b al-Harith in route

'Then the apostle began his return journey to Medina with the unbelieving prisoners, among whom were Uqba b Abu-Muayt and

al-Nadr b al-Harith. The apostle carried with him the booty that he had taken from polytheists and put Abdullah b Ka'b in charge of it. Then the apostle went forward until when he came out of the pass of al-Safra, he halted on the sandhill between the pass and al-Naziya called *Sayar* tree. There he divided the booty which God had granted to the Muslims equally. Then he marched until he reached Rauha when the Muslims met him congratulating him and the Muslims on the victory of God had given them.

According to [Ibn Humayd <Salamah <] Muhammad Ibn Ishaq <Asim b Umar b Qataba and Yazid b Ruman said, "What are you congratulating us about? By God, we only met some bald old women like the sacrificial camels who are hobbled, and we slaughtered them!" The apostle smiled and said, "But nephew, those were the chiefs."

When the apostle was in al-Safra, 'al-Nadr b al-Harith' was killed by Ali, as I [Ibn Ishaq] learned Meccan told me.

When he was in Irqul-Zabya 'Uqba b Abu-Muayt' was killed. He had been captured by Abdullah b Salima. When the apostle ordered him to be killed Uqba said,

"But who will look after my children, O' Muhammad?"

"Hell", Muhammad replied.

He was killed by Asim b Thabit b Abu al-Aqlah al-Ansari according to what Abu Ubayda b Muhammad b Ammar b Yasir told me [Ibn

Ishaq]. The apostle arrived in Medina a day before the prisoners'. [1]

Muhammad's warning to Sawda for her Sympathy to captive Abu Yazid

'According to [Ibn Humayd <Salamah <] Muhammad b Ishaq < Abdullah b Abu Bakr told me that Yahya b Abdullah b Abd al-Rahman b Asab b Zurara told him that:

When the captives were brought in, Sawda binte Zamaa, the wife of the prophet' was with the family of 'Afra' participating in their mourning for her sons, Auf and Muawwiddh. This was before the veil was imposed on women. Sawda said, "As I was with them, suddenly it was said: 'Here are the prisoners' and I returned to my house where the apostle was. And there was Abu Yazid Suhayl b Amr in a corner of the room with his hands tied with his neck. I could hardly contain myself when I saw Abu Yazid in this state and I said, 'O' Abu Yazid, you surrendered too readily. You ought to have died a noble death!'

Suddenly the prophet's voice startled me, "Sawda, would you stir up trouble against God and his apostle?" I said, "By God, I could hardly contain myself when I saw Abu Yazid in this state and that is why I said what I did."'

Abu Yazid is from Meccan clan of Amir (to which Sawda belonged), and brother of her former husband. [6][7]

Cruelties of Brother of Captive Abu Aziz bin Umayr

'According to [Ibn Humayd < Salamah b al-Fadl<] Muhammad Ibn Ishaq < Nubayh b Wahb, the brother of Banu Abd al-Dar:

The apostle divided the prisoners amongst his companioins and said, "Treat them well." Now Abu Aziz b Umayr b Hashim, brother of Musab b Umayr, was among the prisoners and he said, "My brother Musab passed by me as one of the Ansar was binding me and he said: 'Bind him fast, for his mother is a wealthy woman, perhaps she will redeem him from you.'

Abu Aziz was the standard-bearer of the polytheist at Badr after al-Nadr. When his borther Musab said these words to Abu Al-Yasar who had captured him, Abu Aziz said, "Brother is this the sort of advice you give about me?" Musab answered, "He is now my brother in your place." [8]

>>> প্রকৃত ইতিহাস জেনে বা না জেনে পৃথিবীর সিংহভাগ তথাকথিত মডারেট মুসলমানেরা দাবী করেন যে, ইসলামে কোনোই সন্ত্রাস নেই। আর তা প্রমাণ করতে বিভিন্ন ইসলামী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও সভা-সমিতিতে তাঁরা বক্তৃতা করেন, বিবৃতি দেন, টেলিভিশন টক-শো করেন, সংবাদ-মাধ্যমে প্রবন্ধ লেখেন। এই সমস্ত কর্মকাণ্ডে তাঁরা জেনে বা না জেনে যে চাতুরীর আশ্রয় নেন, তা হলো পেশীশক্তিহীন মুহাম্মদের মক্কা ও প্রাথমিক মদিনা জীবনের (৬১০-৬২৩ সাল) **<u>বিশেষ কিছু গৎবাঁধা শান্তিপূর্ণ</u>** কর্মকাণ্ড ও আপ্তবাক্যের উদ্ধৃতি। তাঁরা জানেন না (অজ্ঞতা) কিংবা জেনেও ঘুণাক্ষরেও প্রকাশ করেন না (ভণ্ডামি) যে, দুর্বল মুহাম্মদের মক্কা ও প্রাথমিক মদিনা জীবনের শান্তিপূর্ণ সেই সব আপ্তবাক্য শক্তিমান মুহাম্মদের মদিনা অবস্থানকালে নৃশংস ও কঠোর আপ্তবাক্যের মাধ্যমে বাতিল হয়ে গিয়েছে। ইসলামের পরিভাষায় যা **<u>"নাসেক মানসুক</u>** (Abrogation)" নামে আখ্যায়িত। মুহাম্মদের ১০ বছরের মদিনা জীবনের ইতিহাস

হলো তাঁকে অস্বীকারকারী ও বিরুদ্ধবাদীদের প্রতি চরম সন্ত্রাস ও নৃশংসতার ইতিহাস। ইসলামের ইতিহাসের সকল দিকপাল আদি মুসলিম ঐতিহাসিকরা অত্যন্ত প্রাঞ্জল ভাষায় তা বর্ণনা করেছেন।

ইসলামকে সঠিক ভাবে বুঝতে হলে মুহাম্মদের জীবন ইতিহাস সঠিকভাবে জানতেই হবে। এর কোনোই বিকল্প নেই। আর তা জানার জন্য প্রয়োজন সদিচ্ছা এবং মুক্ত ও নিরপেক্ষ মানসিকতা নিয়ে মুহাম্মদের রচিত আপ্তবাক্য (কুরান) ও আদি উৎসের ঐতিহাসিকদের লিখিত মুহাম্মদের জীবনীগ্রন্থের পর্যালোচনা। **"মুহাম্মদের মদিনা জীবনের কর্মকাণ্ড"** সঠিকভাবে না জানলে ইসলামের প্রকৃত পরিচয় জানা কারও পক্ষে কোনভাবেই সম্ভব নয়। শতাব্দীর পর শতাব্দী যাবত তথাকথিত মডারেট ইসলামী পণ্ডিতরা সাধারণ মুসলমানদের নিকট মুহাম্মদের মদিনা জীবনের কর্মকাণ্ড বিভিন্ন কৌশলে আড়াল করে এসেছেন অথবা বৈধতা দিয়ে এসেছেন বিভিন্ন চাতুরীর মাধ্যমে। তাই সাধারণ সরলপ্রাণ মুসলমানেরা মদিনায় মুহাম্মদের কর্মকাণ্ডের বিষয়ে সামান্যই অবগত।

(চলবে)

পাদটীকা ও তথ্যসূত্র:

[1] a) *"সিরাত রসুল আল্লাহ"- লেখক:* ***ইবনে ইশাক*** *(৭০৪-৭৬৮ খৃষ্টাব্দ), সম্পাদনা: ইবনে হিশাম (মৃত্যু ৮৩৩ খৃষ্টাব্দ), ইংরেজি অনুবাদ: A. GUILLAUME, অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, করাচী, ১৯৫৫, ISBN 0-19-636033-1,* পৃষ্ঠা ৩০৮-৩১০

b) "তারিক আল রসুল ওয়াল মুলুক"- লেখক: ***আল-তাবারী*** *(৮৩৮-৯২৩ খৃষ্টাব্দ), ভলুউম ৭, ইংরেজী অনুবাদ: W. Montogomery Watt and M.V. McDonald, নিউ ইয়র্ক ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯৮৭, ISBN 0-88706-344-6 [ISBN 0-88706-345-4 (pbk)],*

- পৃষ্ঠা (Leiden) ১৩৩৫-১৩৩৮

[2] **সহি বুখারী, ভলিউম ১, বই ৯, নম্বর ৪৯৯**

http://www.usc.edu/org/cmje/religious-texts/hadith/bukhari/009-sbt.php#001.009.499

Narrated 'Amr bin Maimuin:

'Abdullah bin Mas'ud said, "While Allah's Apostle was praying beside the Ka'ba, there were some Quraish people sitting in a gathering. One of them said, 'Don't you see this (who does deeds just to show off)? Who amongst you can go and bring the dung, blood and the abdominal contents (intestines, etc). of the slaughtered camels of the family of so and so and then wait till he prostrates and put that in between his shoulders?' The most unfortunate amongst them ('Uqba bin Abi Mu'ait) went (and brought them) and when Allah's Apostle prostrated, he put them between his shoulders. The Prophet remained in prostration and they laughed so much so that they fell on each other. A passerby went to Fatima, who was a young girl in those days. She came running and the Prophet was still in prostration. She removed them and cursed upon the Quraish on their faces. When Allah's Apostle completed his prayer, he said, 'O Allah! Take revenge on Quraish.' He said so thrice and added, 'O Allah! take revenge on 'Amr bin Hisham, 'Utba bin Rabia, Shaiba bin Rabi'a, Al-Walid bin'Utba, Umaiya bin Khalaf, 'Uqba bin Abi Mu'ait and 'Umar a bin Al-Walid." Abdullah added, "By Allah! I saw all of them dead in the battle field on the day of Badr and they were dragged and thrown in the Qalib (a well) at Badr: Allah's Apostle

then said, 'Allah's curse has descended upon the people of the Qalib (well).

[3] Ibid ইবনে ইশাক- পৃষ্ঠা ১৩৩-১৩৪; ১৩৫-১৩৬; ১৬২-১৬৩

[4] কুরান: ৮৩:১৩; ৮:৩১; ২৫:৪-৫; ৪৫:৭-১০

[5] http://www.answering-islam.org/Muhammad/Enemies/nadr.html

[6] **সুন্নাহ আবু দাউদ, বই নম্বর ৮, হাদিস নম্বর ২৬৭৪**
http://www.hadithcollection.com/abudawud/240-Abu%20Dawud%20Book%2008.%20Jihad/16900-abu-dawud-book-008-hadith-number-2674.html

[7] আবু ইয়াজিদ সওদার সগোত্রীয় আমির গোত্রের এবং তাঁর আগের স্বামীর ভাই

[8] Ibid ইবনে ইশাক- পৃষ্ঠা ৭৪০

৩৬: বদর যুদ্ধ-৭: বন্দীদের বিষয়ে সিদ্ধান্ত- কী ছিল "আল্লাহর" পছন্দ?

ত্রাস, হত্যা ও হামলার আদেশ– নয়

বদর যুদ্ধের আদি কারণ; আক্রান্ত ও ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া সত্ত্বেও মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারী বিরুদ্ধে কোনোরূপ রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষে জড়াতে অনিচ্ছুক কুরাইশদের প্রতি স্বঘোষিত আখেরি নবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) ও তাঁর সহচরদের সীমাহীন অমানুষিক ঘৃণা ও নৃশংসতার ফসল মুহাম্মদের বিজয়; বিজয়ের পর প্রচণ্ড অবমাননা ও তাচ্ছিল্যে ৭০ জন নিহত কুরাইশ স্বজন ও নিকটাত্মীয়ের লাশ বদর প্রান্তের এক নোংরা শুকনো গর্তে একে একে নিক্ষেপ; তারপর লুণ্ঠিত মালামাল (গণিমত) ও ৭০ জন যুদ্ধ বন্দী কুরাইশ স্বজনদের নিয়ে মদিনায় প্রত্যাবর্তনের প্রাক্কালে পথিমধ্যেই দুইজন বন্দীকে মুহাম্মদ ও তাঁর সহকারীদের ঠাণ্ডা মাথায় খুন - এই বিষয়গুলোর ধারাবাহিক উপাখ্যান আগের ছয়টি পর্বে করা হয়েছে।

মদিনায় প্রত্যাবর্তনের পর যুদ্ধবন্দীদের নিয়ে কী করা হবে, সে বিষয়ে মুহাম্মদ তাঁর অনুসারীদের সাথে আলোচনায় বসেন। তিনি তাঁর বিশিষ্ট সাহাবিদের মতামত জানতে চান। আবু বকর তাঁর সিদ্ধান্তে জানান যে, যেহেতু ধৃত বন্দীরা তাঁদেরই চাচাতো-মামাতো-ফুপাত ভাই, ভাইপো-বোনপো ও সগোত্রীয় - তাই নবীর উচিত তাদেরকে **মুক্তি-পণের বিনিময়ে ছেড়ে দেয়া।** কিন্তু উমর ইবনে আল-খাত্তাব ও অন্য একজন মুহাম্মদ অনুসারী আবু বকরের এই সিদ্ধান্তে দ্বিমত প্রকাশ করেন। তাঁরা তাঁদের সিদ্ধান্তে জানান যে, নবীর উচিত **অবশিষ্ট ৬৮ জন বন্দীকে নৃশংসভাবে হত্যা করা।** উমর ইবনে খাত্তাব নবীকে এই বলে পরামর্শ দেন যে, তিনি যেন বন্দী আল-আব্বাস ইবনে আবদুল মুত্তালিবকে [মুহাম্মদের নিজের চাচা] আল-আব্বাসের সহোদর ভাই

হামজা ইবনে আবদুল মুত্তালিবের হাতে সোপর্দ করেন **যাতে হামজা তার নিজ ভাইয়ের কল্লা কাটতে পারে,** আকিল ইবনে আবু তালিবকে [মুহাম্মদের নিজের চাচাত ভাই] সোপর্দ করেন আকিলের সহোদর ভাই আলী ইবনে আবু তালিবের হাতে **যাতে আলী তার নিজ ভাইয়ের কল্লা কাটতে পারে** এবং আরও কিছু লোককে তাঁর হাতে সোপর্দ করেন যাতে তিনি তাদের কল্লা কাটতে পারেন। মুহাম্মদ আবু বকরের পরামর্শ গ্রহণ করেন এবং ঘোষণা দেন যে, বন্দীদের একজনও যেন মুক্তিপণ ছাড়া রেহাই না পায়, অথবা যেন তাদের গর্দান যায়। মুহাম্মদ দাবি করেছেন যে, তাঁর এই সিদ্ধান্তের পর তাঁর আল্লাহ হুঁশিয়ারি ও গজবের হুমকি দিয়ে তাঁকে এক অতি কঠিন বার্তা মারফত জানিয়ে দিয়েছেন যে, তাঁর এই সিদ্ধান্ত সঠিক ছিল না।

মুহাম্মদের ভাষায় সেই বার্তাটি হলো:

৮:৬৭-৬৯ - **"নবীর পক্ষে উচিত নয় বন্দীদিগকে নিজের কাছে রাখা, যতক্ষণ না দেশময় প্রচুর রক্তপাত ঘটাবে।** তোমরা পার্থিব সম্পদ কামনা কর, অথচ আল্লাহ চান আখেরাত। আর আল্লাহ হচ্ছেন পরাক্রমশালী হেকমতওয়ালা। যদি একটি বিষয় না হত যা পূর্ব থেকেই আল্লাহ লিখে রেখেছেন, তাহলে **তোমরা যা গ্রহণ করছ সেজন্য বিরাট আযাব এসে পৌছাত।** সুতরাং তোমরা খাও গনীমত হিসাবে তোমরা যে পরিচ্ছন্ন ও হালাল বস্তু অর্জন করেছ তা থেকে। আর আল্লাহকে ভয় করতে থাক। নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাশীল, মেহেরবান।"

আবু জা'ফর মুহাম্মদ বিন জারীর আল-তাবারী ও অন্যান্য আদি ও বিশিষ্ট মুসলিম ঐতিহাসিকদের বর্ণনা মতে ঘটনাটি ছিল নিম্নরূপ: [1]

বন্দিদের পরিণতি ব্যাপারে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত:

'বদর যুদ্ধের ঘটনা শেষ হলে আল্লাহ পাক সে বিষয়ে সম্পূর্ণ সুরা আল-আনফাল [সুরা নম্বর ৮] নাজিল করেন।

'সালিম বিন জুনাদা <আবু মুয়াবিয়া <আল-আমাশ <আমর বিন মুরাহ <আবু উবাইদা <আবদ আল্লাহ হইতে বর্ণিত:

বদর যুদ্ধের প্রাক্কালে যখন বন্দীদেরকে ধরে নিয়ে আসা হয়েছিল, আল্লাহর নবী জিজ্ঞাসা করেন, "এই বন্দীদের ব্যাপারে তোমাদের মতামত কী?"

আবু বকর জবাবে বলেন, "হে আল্লাহর নবী, তারা আপনারই লোক এবং আপনারই পরিবার পরিজন। **তাদেরকে ছেড়ে দিন এবং তাদের সময় দিন।** সম্ভবত: আল্লাহ তাদের প্রতি সদয় হবে।"

উমর বলেন, "হে আল্লাহর নবী, তারা আপনাকে মিথ্যুক বলেছে ও আপনাকে বিতাড়িত করেছে। **তাদেরকে সামনে নিয়ে আসুন এবং তাদের কল্লা কাটুন।"**

আবদুল্লাহ বিন রাওয়াহা বলেন, "হে আল্লাহর নবী, প্রচুর জ্বালানি কাঠ সমৃদ্ধ এক জলশূন্য পাথুরিয়ে **নদীখাতের মধ্যে তাদেরকে আগুন দিয়ে পোড়ান।**" আল-আব্বাস [মুহাম্মদের হাতে বন্দি তাঁর নিজেরই চাচা] তাকে বলেন, "নিজের পরিবারই আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করেছে।"

আল্লাহর নবী নীরব ছিলেন এবং তাদের কোনো জবাব দেননি। তারপর তিনি ভিতরে যান। কিছু লোক বলে, "তিনি আবু বকরের পরামর্শ নেবেন।" কিছু লোক বলে, "তিনি উমরের পরামর্শ নেবেন" এবং অন্যরা বলে, "তিনি আবদুল্লাহ বিন রাওয়াহার পরামর্শ নেবেন।"

আল্লাহর নবী আবার বাহিরে এলেন এবং বললেন, "তোমরা আজ একই পরিবারভুক্ত। **এদের একজনও যেন মুক্তিপণ ছাড়া রেহাই না পায়, অথবা যেন তাদের গর্দান যায়।"**

আবদ আল্লাহ বিন মাসুদ [জবাবে] বলেন, "ব্যতিক্রম শুধু 'সুহায়েল বিন বেইদা' কারণ আমি শুনেছি যে, সে মুক্তকণ্ঠে ইসলাম স্বীকার করেছে।" আল্লাহর নবী নীরব থাকলেন এবং আমি [আবদ আল্লাহ বিন মাসুদ] মনে করি না যে, আমি ঐ দিনের তুলনায় অধিক ভীত আর কখনো হয়েছিলাম, আমি মনে করেছিলাম, আল্লাহর আরশ থেকে আমার ওপর কোনো প্রস্তর পতিত হবে; কিন্তু অবশেষে আল্লাহর নবী পুনরাবৃত্তি করলেন, **"ব্যতিক্রম শুধু 'সুহায়েল বিন বেইদা'।"** এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ নাজিল করেছিল,

"নবীর পক্ষে উচিত নয় বন্দীদিগকে নিজের কাছে রাখা, যতক্ষণ না দেশময় প্রচুর রক্তপাত ঘটাবে| (৮:৬৭) ----' তিনটি আয়াতের শেষ পর্যন্ত।"

আহমদ বিন মানসুর <আসিম বিন আলি <ইকরিমা বিন আম্মার <আবু জুমায়েল <আবদ আল্লাহ বিন আব্বাস <উমর বিন আল-খাত্তাব হইতে বর্ণিত:

বদর যুদ্ধের দিনে দুই সেনাদল একে অপরের সম্মুখীন হয়, আল্লাহ মুসরিকদের (polytheist) পরাজিত করে। তাদের ৭০ জনকে খুন ও ৭০ জনকে বন্দী করা হয়। সেদিন আল্লাহর নবী আবু বকর, আলী ও উমরের সাথে পরামর্শ করেন।

আবু বকর বলেন, "হে আল্লাহর নবী, **এই লোকগুলি আমাদেরই চাচাতো-মামাতো-ফুপাতো ভাই, আমাদেরই স্বগোত্রীয় ও ভাইপো-বোনপো। আমি মনে করি আপনার উচিত মুক্তি-পণের বিনিময়ে তাদের কে ছেড়ে দেয়া, তাহলে তাদের কাছ থেকে আমাদের যে উপার্জন হবে তা আমাদের শক্তিবৃদ্ধি করবে** এবং সম্ভবত: আল্লাহ তদেরকে সঠিকভাবে হেদায়েত করবে যাতে তারা আমাদের সাহায্যে আসতে পারে।"

আল্লাহর নবী বলেন, "আল-খাত্তাব, তোমার কি মনে হয়?"

আমি [উমর বিন আল-খাত্তাব] বললাম, "না, আল্লাহর কসম! আমি আবু বকরের সাথে একমত নই। আমি মনে করি যে, **আপনি তাদের অমুক অমুককে আমার হাতে সোপর্দ করবেন, যাতে আমি তাদের কল্লা কাটতে পারি; আপনার উচিত হামজার ভাইকে তার কাছে সোপর্দ করা, যাতে সে তার ভাইয়ের কল্লা কাটতে পারে এবং আকিলকে আলীর কাছে সোপর্দ করা, যাতে সে তার ভাইয়ের কল্লা কাটতে পারে। তাতে আল্লাহ জানবে যে, আমাদের অন্তরে অবিশ্বাসীদের জন্য কোনোরূপ প্রশ্রয় নেই। এই লোকগুলি তাদের শীর্ষস্থানীয় নেতা ও সর্দার।"**

আল্লাহর নবী আমার মতামত পছন্দ না করে আবু বকরের মতটি পছন্দ করলেন এবং বন্দীদের জন্য মুক্তিপণ গ্রহণে সম্মত হলেন।

পরের দিন সকালে আমি আল্লাহর নবীর কাছে গেলাম। তিনি আবু বকরের সাথে বসেছিলেন এবং **তাঁরা কাঁদছিলেন।** আমি বললাম, "হে আল্লাহর নবী, আমাকে বলুন,

কী এমন কারণ ঘটেছে যা আপনাকে এবং আপনার সহচরকে কাঁদাচ্ছে? যদি কারণটি কাঁদার মত হয় তবে আমিও আপনাদের সাথে কাঁদবো, আর তা না হলে আমি কাঁদার ভান করবো এই কারণে যে, আপনারা কাঁদছেন।"

আল্লাহর নবী বললেন, **"এটি এই কারণে যে, বন্দীদের মুক্তির জন্য মুক্তিপণ নেয়া** যা তোমার সহচররা উপস্থাপন করেছিল। এই গাছের (তিনি তাঁর কাছের এক গাছের দিকে নির্দেশ করলেন) চেয়েও অধিক নিকট থেকে **আমার সামনে উপস্থাপিত হয়েছে যে, আমি যেন তাদেরকে শাস্তি প্রদান করি।" আল্লাহ নাজিল করেছে,**

৮:৬৭- ৬৮- "নবীর পক্ষে উচিত নয় বন্দীদিগকে নিজের কাছে রাখা, যতক্ষণ না দেশময় প্রচুর রক্তপাত ঘটাবে। তোমরা পার্থিব সম্পদ কামনা কর, অথচ আল্লাহ্ চান আখেরাত। আর আল্লাহ্ হচ্ছেন পরাক্রমশালী হেকমতওয়ালা| --- **এখান থেকে ঐ বাক্য পর্যন্ত ("যদি একটি বিষয় না হত যা পূর্ব থেকেই আল্লাহ্ লিখে রেখেছেন) --তাহলে তোমরা যা গ্রহণ করছ সেজন্য বিরাট আযাব এসে পৌঁছাত।"**

তারপরে আল্লাহ লুণ্ঠিত দ্রব্যাদি তাদের জন্য বৈধ [হালাল] করে'। [2][3][4]

>>> এখানে বলা হচ্ছে যে, কুরাইশদের বন্দী করে ধরে নিয়ে আসা এবং মুক্তিপণের বিনিময়ে তাদেরকে ছেড়ে দেয়া মুহাম্মদের উচিত হয়নি। **তাঁর উচিত ছিল তাঁদেরকে হত্যা করা (৮:৬৭)। আর তা না করার কারণে মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীদের ওপর "আযাব" অবধারিত ছিল;** কিন্তু যেহেতু "আল্লাহ আগে থেকেই এই ঘটনা লিখে রেখেছেন" তাই এই অবধারিত আযাব থেকে তাঁরা রক্ষা পেয়েছেন (৮:৬৮)। আর তার পরের বাক্যে (৮:৬৯) বলা হয়েছে, **"সুতরাং তোমরা খাও গনিমত হিসাবে তোমরা যে পরিচ্ছন্ন ও হালাল বস্তু অর্জন করেছ তা থেকে।** আর আল্লাহকে ভয় করতে থাক। নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাশীল, মেহেরবান।"

এভাবেই মুহাম্মদ জোরপূর্বক অপরের সম্পত্তি ও মালামাল লুণ্ঠন (গণিমত) ও মুক্ত মানুষকে ধরে নিয়ে এসে তাঁদের পরিবারের কাছ থেকে মুক্তিপণ বাবদ উপার্জিত অর্থে তাঁর ও তাঁর অনুসারীদের জীবিকা নির্বাহ হালাল করার স্থায়ী ব্যবস্থা নিশ্চিত করেন।

'আবু জাফর আল-তাবারী <ইবনে হুমায়েদ < সালামাহ < মুহাম্মদ ইবনে ইশাক হইতে বর্ণিত:

যখন নাজিল হয় এই আয়াত **"'নবীর পক্ষে উচিত নয় বন্দীদিগকে নিজের কাছে রাখা--",** আল্লাহর নবী বলেন, "যদি আল্লাহর আরশ থেকে গজব অবতীর্ণ হতো, তবে একমাত্র সা'দ বিন মুয়াদ ছাড়া কেহই রক্ষা পেত না, কারণ সে-ই শুধু বলেছিল, 'হে আল্লাহর নবী, লোকদের জীবিত ছেড়ে দেয়ার চেয়ে ব্যাপক হত্যাকাণ্ডই আমার বেশি প্রিয়'।"

বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী মুহাজিরদের মোট সংখ্যা ছিল ৮৩, যাদেরকে আল্লাহর নবী তাঁদের ভাগ বুঝিয়ে দিয়েছিলেন এবং পুরস্কৃত করেছিলেন। অংশগ্রহণকারী আল-আউস গোত্রের [মদিনা-বাসী আনসার] মোট লোকসংখ্যা ছিল ৬১, যাদেরকে আল্লাহর নবী তাঁদের ভাগ বুঝিয়ে দিয়েছিলেন এবং আল-খাজরাজ [মদিনা-বাসী আনসার] মোট লোকসংখ্যা ছিল ১৭০। মুসলমানদের মধ্যে মোট শহীদ হয়েছিলেন ১৪ জন, ছয় জন মুহাজির ও আট জন আনসার।

আল-ওয়াকিদির মতে মুশরিকদের সংখ্যা ছিল ৯৫০ জন যোদ্ধা এবং তাদের অশ্বারোহী বাহিনীর ঘোড়া ছিল ১০০ টি'। [5]

[ইসলামী ইতিহাসের ঊষালগ্ন থেকে আজ অবধি প্রতিটি ইসলাম বিশ্বাসী প্রকৃত ইতিহাস জেনে বা না জেনে ইতিহাসের এ সকল অমানবিক অধ্যায়গুলো যাবতীয় চতুরতার মাধ্যমে বৈধতা দিয়ে এসেছেন। বিষয়গুলো অত্যন্ত স্পর্শকাতর বিধায় বাংলা অনুবাদের সাথে মূল ইংরেজি অনুবাদের অংশটিও সংযুক্ত করছি। - অনুবাদ, টাইটেল ও [**] যোগ - লেখক।]

Discussions about the lawfulness of taking captives:

'When the events of Badr were over, God revealed al-Anfal (Sura 8) in its entirely concerning it.

'According to Salm b Junadah <Abu Muawiyah <Al-Amash <Amr b Murah <Abu Ubayda <Abd Allah:

When it was the day of Badr and the captives were brought, the Messenger of God asked, “What do you say concerning these captives?”
Abu Bakr replied, “O Messenger of God, they are your people and your family. Spare them and give them time. Perhaps God will relent against them.”
Umar said, “O Messenger of God, they have called you a liar and driven you out. Bring them forward and cut off their heads.”
Abdullah b Rawahah said, “O Messenger of God, look for a Wadi with a lot of firewood in it, put them in it and set fire to it around them.”
Al Abbas said to him, “Your own kin have severed the bonds of Kinship.”
The Messenger of God was silent and did not answer them. Then he went indoors, and some people said, “He will take Abu Bakr’s advice,” some said, “He will take Umar’s advice,” and othe people said, “He wil take advice of Abd Allah b Rawahah.”
When the Messenger of God came out again, ---said,
“You today are a single household. Let not one of them escape without paying a ransom or losing his head.”
Abd Allah b Masud said, “Except for ‘Suhayl b Bayda’ for I heard him professing Islam.” The messenger of God was silent and I do not think that I have ever been more fearful that stones would fall on me from Heaven than I was that day; but at last the Messenger of God repeated, “Except for Suhayl b Bayda’.”

In respect of this matter God revealed,

"It is not for any Prophet to have captives until he hath made slaughter in the land---(8:67)" to the end of the three verses.

According to Ibn Humayd < Salamah < Muhammad b Ishaq:

When it was revealed, "It is not for any Prophet to have captives --" the Messenger of God said, "If punishment were to descend from Heaven none would escape from it but Sa'd Mu'ad, because he said, 'O Prophet of God, extensive killing is dearer to me than sparing men's lives."

According to Ahmad b Mansur <Asim b Ali <Ikrima b Ammar <Abu Zumayl <Abd Allah b Abbas <Umar b al-Khattab:

On the day of Badr, the two armies meet, and God defeated the polytheist. Seventy of them were killed and sevety were taken captives. On that day the messenger of God consulted Abu Bakr, Ali and Umar.

Abu Bakr said, "O prophet of God, these people are cousins, fellow clansmen and nephews. I think that you should accepet ransoms for them so that what we take from them will strengthen us, and perhaps God will guide them aright so that they may be assistance for us."

The messenger of God said, "What do you think, Ibn al-Khattab?"

I said, "I say no, by God! I am not of the same opinion as Abu Bakr. I think that you should hand so-and-so over to me so that I can cut of his head, and that you should hand Hamza's brother

[Muhammad's own uncle Al-Abbas] over to him so that he can cut off his head, and that you should hand over Aqil [Ali's brother] to Ali so that he can cut off his head. Thus God will know that there is no leniency in our hearts towards the unbelievers. These are their chiefs, their leaders and their formost men."

The messenger of God liked what Abu Bakar said and did not like what I [Umar b al-Khattab] said and accpepted ransoms for their captives.

The next day I went to the prophet in the morning. He eas sitting with Abu Bakr and they were weeping. I said, "O Messenger of God, tell me what has made you and your companion wipe? If I find cause to weep I will weep with you, and if not I will pretend to weep because you are weeping."

The Messenger of God said, "It is because of the taking of ransoms which has been laid before your companions. It was laid before me that I should punish them more nearly than this tree (and he pointed to a nearby tree)." God revealed,

8:67-68 - "It is not for any Prophet to have captives until he hath made slaughter in the land" - -to the words, "[Had it not been for an ordinance of Allah which has gone before] --an awful doom had come upon you on account of what ye took."

After that God made the booty lawful for them-----". [2][3][4]

According to Abu Jafar al-Tabari from Ibn Humyd from Salama from Ibn Ishaq:

The total number of Emigrants who were present at Badr and who were given a share and a reward from it by the Messenger of God was eighty three. The total number of Al-Aws who were present and received a share was sixty one and the total number of al-Khazraz who were present was one hundred and seventy. The total number of Muslims martyred on that day was fourteen men, six from Emmigrants and eight from the Ansars.

The polytheist, so al-Waqidi asserts, consisted of nine hundred and fifty fighters and their cavalry consisted of hundred horses. [5]

>>> চরম উদার ও সহনশীল **ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গির** অধিকারী মক্কাবাসী কুরাইশদের প্রিয়জনরা মুহাম্মদের দীক্ষায় দীক্ষিত হয়ে সেই ধর্মের কারণেই তাদেরই নিকটাত্মীয়, পরিবার-পরিজন, আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধব সহ সকল অবিশ্বাসীদের প্রতি যে কী পরিমাণ ঘৃণা দৃষ্টি পোষণের অধিকারী হয়েছে, তা কুরাইশরা ঘুণাক্ষরেও উপলব্ধি করতে পারেননি। আর সেই ঘৃণার বশবর্তী হয়ে তাঁদের ধর্মান্তরিত সন্তানরা বিনা দ্বিধায় তাঁদেরই একান্ত পরিবার-পরিজন ও নিকটাত্মীয়দের অমানুষিক নৃশংসতায় যে খুন করতে পারে, কুরাইশরা তা কল্পনাও করতে পারেননি। অবিশ্বাসীদের প্রতি বিশ্বাসীদের মনোভাব ও কার্যকম কেমন হওয়া উচিত, তা মুহাম্মদ অত্যন্ত স্পষ্ট ভাষায় বহুবার বহুভাবে ঘোষণা করেছেন।

মুহাম্মদের ভাষায় তার আরো কিছু উদাহরণ:

"কাফেরদেরকে বন্ধু বানিও না 'যদিও' তারা পিতা, পুত্র, ভ্রাতা অথবা জ্ঞাতি-গোষ্ঠী হয়!

৫৮:২২ - যারা আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাস করে, তাদেরকে আপনি আল্লাহ ও তাঁর রসূলের বিরুদ্ধাচরণকারীদের সাথে বন্ধুত্ব করতে দেখবেন না, **যদিও তারা তাদের পিতা, পুত্র, ভ্রাতা অথবা জ্ঞাতি-গোষ্ঠী হয়।** তাদের অন্তরে আল্লাহ ঈমান লিখে দিয়েছেন এবং তাদেরকে শক্তিশালী করেছেন তাঁর অদৃশ্য শক্তি দ্বারা। তিনি তাদেরকে জান্নাতে

দাখিল করবেন, যার তলদেশে নদী প্রবাহিত। তারা তথায় চিরকাল থাকবে। আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট এবং তারা আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট। তারাই আল্লাহর দল। জেনে রাখ, আল্লাহর দলই সফলকাম হবে।

৯:২৩ - **হে ঈমানদারগণ! তোমরা স্বীয় পিতা ও ভাইদের অভিভাবকরূপে গ্রহণ করো না, যদি তারা ঈমান অপেক্ষা কুফরকে ভালবাসে।** আর তোমাদের যারা তাদের অভিভাবকরূপে গ্রহণ করে তারা সীমালংঘনকারী।

৯:১১৩ - **নবী ও মুমিনের উচিত নয় মুশরেকদের মাগফেরাত কামনা করে, যদিও তারা আত্নীয় হোক** একথা সুস্পষ্ট হওয়ার পর যে তারা দোযখী।

৩১:১৫ - **পিতা-মাতা যদি তোমাকে আমার সাথে এমন বিষয়কে শরীক স্থির করতে পীড়াপীড়ি করে, যার জ্ঞান তোমার নেই; তবে তুমি তাদের কথা মানবে না** এবং দুনিয়াতে তাদের সাথে সদ্ভাবে সহঅবস্থান করবে। যে আমার অভিমুখী হয়, তার পথ অনুসরণ করবে। অতঃপর তোমাদের প্রত্যাবর্তন আমারই দিকে এবং তোমরা যা করতে, আমি সে বিষয়ে তোমাদেরকে জ্ঞাত করবো।

৫:৫৭ - হে মুমিনগণ, আহলে কিতাবদের মধ্য থেকে **যারা তোমাদের ধর্মকে উপহাস ও খেলা মনে করে, তাদেরকে এবং অন্যান্য কাফেরকে বন্ধু রূপে গ্রহণ করো না।** আল্লাহকে ভয় কর, যদি তোমরা ঈমানদার হও।

৫৮:১৪ - আপনি কি তাদের প্রতি লক্ষ্য করেননি, **যারা আল্লাহর গযবে নিপতিত সম্প্রদায়ের সাথে বন্ধুত্ব করে? তারা মুসলমানদের দলভুক্ত নয়** এবং তাদেরও দলভূক্ত নয়। তারা জেনেশুনে মিথ্যা বিষয়ে শপথ করে।

৬০:১ - **মুমিনগণ, তোমরা আমার ও তোমাদের শত্রুদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না।** তোমরা তো তাদের প্রতি বন্ধুত্বের বার্তা পাঠাও, অথচ তারা যে সত্য তোমাদের কাছে আগমন করেছে, তা অস্বীকার করছে। --

৬০:১৩ - **মুমিনগণ, আল্লাহ যে জাতির প্রতি রুষ্ট, তোমরা তাদের সাথে বন্ধুত্ব করো না।** তারা পরকাল সম্পর্কে নিরাশ হয়ে গেছে যেমন কবরস্থ কাফেররা নিরাশ হয়ে গেছে।

অনুরূপ বাণী: ৩:২৮, ৩:১১৮, ৪:১৩৭-১৪০, ৪:১৪৪, ৫:৫১, ৯:১৬-১৭, ইত্যাদি।

>>> মুহাম্মদ তাঁর মতবাদ প্রচারের সেই শুরু থেকে (৬১০ খৃষ্টাব্দ) তাঁকে অবিশ্বাসকারী ও তাঁর আগ্রাসী মতবাদ প্রচার ও প্রসারে বাধাদানকারী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে যে কী পরিমাণ অমানুষিক ঘৃণা, হুমকি, শাসানী, ভীতি প্রদর্শন, অসম্মান, দোষারোপ, তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য, পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষ হুমকি প্রদর্শন করেছেন, তা মুহাম্মদের ব্যক্তি-মানস জীবনী গ্রন্থের পাতায় পাতায় বর্ণিত আছে।

অনিশ্চিত পরমুখাপেক্ষী বেকার জীবনের অভিশাপ থেকে পরিত্রাণের আশায় যে সন্ত্রাসী নবযাত্রা (পর্ব ২৮) মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীরা শুরু করেছিলেন, তারই ধারাবাহিকতায় বদর যুদ্ধ জয়ই তাঁদের **"সর্বপ্রথম বৃহৎ সফলতা"**। নাখলায় বাণিজ্য কাফেলা হামলায় নগদ-প্রাপ্তির তুলনায় বদরের নগদ-প্রাপ্তির পরিমাণ অনেক বেশি। সেখানে মাত্র দু'জন বন্দীর মুক্তিপণের কড়ি মিলেছিল (পর্ব-২৯)। আর এখানে ৬৮ জন বন্দির মুক্তিপণের "বিশাল উপার্জন"-এর সম্ভাবনা! বন্দীদের সবাইকে হত্যা করলে 'নগদ প্রাপ্তি' আসবে কোত্থেকে? বন্দিদেরকে হত্যা করলে প্রতিহিংসা চরিতার্থ হয়, কিন্তু কোনো "কড়ি" মেলে না। আবু বকরের মত মুহাম্মদও এই সত্য অনুধাবন করেছিলেন।

উমর ইবনে খাত্তাবের সিদ্ধান্ত **["নিজের ভাইয়ের কল্লা কাটা"]** এবং সা'দ বিন মুয়াদের সিদ্ধান্ত **["লোকদের জীবিত ছেড়ে দেয়ার চেয়ে ব্যাপক হত্যাকাণ্ডই আমার বেশি প্রিয়"]** সিদ্ধান্তই যে সঠিক, তা অনুধাবন করে অনুশোচনায় মুহাম্মদ ও আবু বকরের বুকভরা কান্নায় আশ্চর্য হওয়ার কোনো কারণ নেই। নিশ্চিতভাবেই এই নরাধম কাফেরদের জবাই করা মুহাম্মদের (আল্লাহ) পছন্দ। তিনি তাঁর উদাহরণ ও রেখেছেন ইতিহাসের পাতায়। এই ঘটনার মাত্র তিন বছর পর **৬২৭ সালের মার্চ মাসে তিনি ও তাঁর**

অনুসারীরা, মাত্র ৬৮ জন নয়, ৭০০-৯০০ জন কাফেরকে বন্দী অবস্থায় এক দিনে একটা একটা করে 'জবাই' করে হত্যা করেছিলেন (পর্ব ১২)।

কিন্তু বদর যুদ্ধে মুহাম্মদ (আল্লাহ) তাঁর এই ইচ্ছে সম্বরণ করতে বাধ্য হয়েছিলেন পরিস্থিতির কারণে। আর সে কারণেই তাঁর এই অনুশোচনা ও ক্রন্দন!

(চলবে)

[কুরানের উদ্ধৃতি সৌদি আরবের বাদশাহ ফাহাদ বিন আবদুল আজিজ (হারাম শরীফের খাদেম) কর্তৃক বিতরণকৃত বাংলা তরজমা থেকে নেয়া, অনুবাদে ত্রুটি-বিচ্যুতির দায় অনুবাদকারীর। কুরানের ছয়জন বিশিষ্ট ইংরেজি অনুবাদকারীর ও চৌত্রিশ-টি বিভিন্ন ভাষায় পাশাপাশি অনুবাদ এখানে]

পাদটীকা ও তথ্যসূত্র:

[1] **আবু জা'ফর মুহাম্মদ বিন জারীর আল-তাবারী**

http://en.wikipedia.org/wiki/Muhammad_ibn_Jarir_al-Tabari

[2] *"তারিক আল রসুল ওয়াল মুলুক"- লেখক:* ***আল-তাবারী*** *(৮৩৮-৯২৩ খৃষ্টাব্দ), ভলুউম ৭, ইংরেজী অনুবাদ: W. Montogomery Watt and M.V. McDonald, নিউ ইয়র্ক ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯৮৭, ISBN 0-88706-344-6 [ISBN 0-88706-345-4 (pbk)],* - পৃষ্ঠা (Leiden) ১৩৫৪-১৩৫৫

http://books.google.com/books?id=efOFhaeNhAwC&printsec=frontcover&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false

[3] **সহি মুসলিম - বই নম্বর ১৯, হাদিস নম্বর ৪৩৬০**

http://www.hadithcollection.com/sahihmuslim/147-Sahih%20Muslim%20Book%2019.%20Jihad%20and%20Expedition/12741-sahih-muslim-book-019-hadith-number-4360.html

"Abu Zumail said that the badith was narrated to him by Ibn 'Abbas who said: -----------Then the Messenger of Allah (may peace be upon

him) said: What is your opinion. Ibn Khattab? He said: Messenger of Allah. I do not hold the same opinion as Abu Bakr. I am of the opinion that you should hand them over to us so that we may cut off their heads. Hand over 'Aqil to 'Ali that he may cut off his head, and hand over such and such relative to me that I may but off his head. They are leaders of the disbelievers and veterans among them----".

[4] ***তফসীর ইবনে কাথির:***
http://www.qtafsir.com/index.php?option=com_content&task=view&id=1379&Itemid=63#1

[5] Ibid আল তাবারী- পৃষ্ঠা ১৩৫৬-১৩৫৯

৩৭: বদর যুদ্ধ-৮: লুঠ ও মুক্তিপণের আয়ে জীবিকাবৃত্তি

ত্রাস, হত্যা ও হামলার আদেশ– দশ

স্বঘোষিত আখেরি নবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর নেতৃত্বে বদর যুদ্ধে মুহাম্মদ অনুসারীরা তাদেরই একান্ত নিকটাত্মীয়, পরিবার ও প্রতিবেশী ৭০ জন কুরাইশকে নৃশংসভাবে খুন করার পর লাশগুলোকে চরম অবমাননা ও অশ্রদ্ধায় বদর প্রান্তের এক নোংরা শুষ্ক গর্তে একে একে নিক্ষেপ করেন (পর্ব ৩২-৩৩)। লাশগুলো গর্তে নিক্ষেপ করার পর আল্লাহর নবী কুরাইশদের কাছ থেকে প্রাপ্ত লুণ্ঠন সামগ্রী ভাগাভাগির ব্যবস্থা করেন। পাঠকদের নিশ্চয়ই মনে আছে যে, মুহাম্মদের নেতৃত্বে তাঁর অনুসারীরা বদর প্রান্তে জড়ো হয়েছিলেন আবু-সুফিয়ানের নেতৃত্বে সিরিয়া থেকে আগমনকারী কুরাইশদের এক বিশাল বাণিজ্য বহরে অতর্কিত হামলা (ডাকাতি) করে তাঁদের সমস্ত মালামাল লুণ্ঠন এবং সম্ভব হলে কাফেলা আরোহীদের বন্দী করে নিয়ে এসে তাঁদের আত্মীয় স্বজনদের কাছ থেকে মুক্তিপণ আদায়ের লাভজনক জীবিকা অর্জনের অভিপ্রায়ে (পর্ব-৩০)। বদর প্রান্তে পৌঁছার পূর্বে মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীরা জানতেন না যে, তাঁদের হামলার খবর পেয়ে আবু-সুফিয়ান মক্কার কুরাইশদের আহ্বান করেছেন যেন তারা তাঁর সাহায্যে এগিয়ে আসে। মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীরা ধারণা করেছিলেন যে, তাঁরা এই লুণ্ঠন কর্মটি অতি সহজেই সমাধা করে লুণ্ঠনকৃত মালামাল নিয়ে মদিনায় ফিরে যেতে পারবেন। বিশেষ করে তাঁদের এই অভিযানে মুহাজিরদের সাথে আনসাররাও জড়িত থাকায় অন্যান্য লুণ্ঠন অভিযানের তুলনায় এ যাত্রায় তাঁরা ছিলেন দলে ভারী। তাই এ ব্যাপারে তাঁরা ছিলেন বেশ নিশ্চিত। কিন্তু পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে অনুষ্ঠিত হয়েছিল

মক্কাবাসী কুরাইশদের সাথে তাঁদের নৃশংস সংঘর্ষ, রক্তপাত ও জয়লাভ। আর এই জয়লাভের পর কুরাইশদের মালামাল লুণ্ঠন। পরিশেষে লুণ্ঠনকৃত মালামাল ভাগাভাগি! **কিন্তু এই লুণ্ঠন-কৃত মালামাল ভাগাভাগির প্রাক্কালে তাঁদের মধ্যে বাঁধলো বিরোধ। আর এই বিরোধ মীমাংসার জন্য মুহাম্মদ যথারীতি আপ্তবাক্য (ঐশী বাণী) নাজিল করলেন।**

লুটের মাল ভাগাভাগি- "তারা আপনার কাছে জিজ্ঞেস করে, গনিমতের হুকুম---"

আদি মুসলিম ঐতিহাসিকদের বর্ণনায় ঘটনাটি ছিলো নিম্নরূপ:

'তারপর [লাশগুলো গর্তে ফেলার পর] আল্লাহর নবী আদেশ করলেন যে কুরাইশদের ক্যাম্প থেকে যা কিছু সংগ্রহীত হয়েছে, তা যেন একত্রিত করা হয়, **মুসলমানেরা তাতে কলহে লিপ্ত হয়।** যে যা সংগ্রহ করেছিলেন, তাঁরা সেটা তাঁর নিজের বলে দাবি করেন। **যারা শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে তাদেরকে খুন বা পরাস্ত করেছিলেন, তাঁরা বলেন,** "আমরা যদি তা না করতাম তবে তোমরা এগুলো নিতে পারতে না। আমরা তোমাদের কাছ থেকে শত্রুদের বিভ্রান্ত করেছিলাম বলেই এ গুলো [তোমরা] নিতে পেরেছ।" **আল্লাহর নবী আক্রান্ত হতে পারেন - এই আশংকায় যাঁরা তাঁর রক্ষার দায়িত্বে ছিলেন তাঁরা বলেন,** "আল্লাহর কসম, এই সম্পদে তোমাদের অধিকার আমাদের অধিকারের চেয়ে বেশি নয়। আল্লাহর দেয়া সুযোগে আমরা শত্রু নিধন চেয়েছিলাম এবং তাদেরকে পালিয়ে যেতে বাধ্য করেছিলাম; [তোমাদের মত] আমরাও চেয়েছিলাম অরক্ষিত সম্পদ হস্তগত করতে কিন্তু আমাদের আশংকা ছিল যে, শত্রুরা পুনরায় ফিরে এসে আক্রমণ করতে পারে। তাই আমরা তাঁর [মুহাম্মদের] প্রহরায় ছিলাম; এই লুটের মালে (Booty) তোমাদের অধিকার আমাদের অধিকারের চেয়ে বেশি নয়।"

ইবনে হুমায়েদ < সালামাহ < মুহাম্মদ ইবনে ইশাক < আবদ আল রাহমান বিন আল হারিথ এবং আমাদের অন্যান্য সঙ্গীরা < সুলাইমান বিন মুসা আল আসদাক < মাখুল < আবু উমামা আল বাহিলি বলেছেন,

"আমি উবাদা বিন আল সামিত কে **'আল আনফাল অধ্যায় [সুরা নম্বর ৮]'** সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেছেন যে, বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীরা যখন **লুটের মাল নিয়ে**

বিবাদ করছিলেন এবং তাদের দুষ্ট প্রকৃতি প্রদর্শন করছিলেন তখন তা নাজিল হয়েছিল। আল্লাহ তা [লুন্ঠন সামগ্রী] তাঁদের হাত থেকে নিয়ে নবীকে দেন এবং আল্লাহর নবী তা সমস্ত মুসলমানদের মধ্যে সমভাবে ভাগ করে দেন।"

৮:১– **"তারা আপনার কাছে জিজ্ঞেস করে, গনিমতের হুকুম। বলে দিন, গণিমতের মাল হল আল্লাহর এবং রসূলের।** অতএব, তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং নিজেদের অবস্থা সংশোধন করে নাও। আর আল্লাহ এবং তাঁর রসূলের হুকুম মান্য কর, যদি ঈমানদার হয়ে থাক।"' [1]

বন্দী স্বজনদের মুক্তিপণের দায় এবং মৃত স্বজনদের জন্য কুরাইশদের বিলাপ:

'ইয়াহিয়া বিন আববাদ বিন আবদ আল্লাহ বিন আল-জুবায়ের তার পিতা আববাদ থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে আমাকে [ইবনে ইশাক] বলেছেন যে, কুরাইশরা তাঁদের মৃত স্বজনদের জন্য যখন বিলাপ করছিলেন, তখন বলেন:

"এটা করো না। কারণ মুহাম্মদ ও তার সহচররা যখন এ [বিলাপের] ঘটনা জানবে, তখন তারা আমাদের দুরবস্থায় আনন্দিত হবে। তোমাদের বন্দী স্বজনদের মুক্তির ব্যাপারে তাদের কাছে কোন বার্তাবহ না পাঠিয়ে বরং অপেক্ষা করো, **যাতে মুহাম্মদ ও তার অনুসারীরা অত্যধিক মুক্তিপণ দাবি না করে।**"

আল-আসওয়াদ বিন আল-মুত্তালিব তাঁর তিন ছেলেকে হারিয়েছিলেন: জামাহ, আকিল এবং আল-হারিথ বিন জামাহ। তিনি তাদের জন্য বিলাপ করতে চাচ্ছিলেন। [2]

বন্দি আবু আজিজ বিন উমায়ের বিন হাশিমের মুক্তিপণ:

আবু আজিজের মা জিজ্ঞেস করেছিলেন যে, কুরাইশ বন্দিদের মুক্ত করতে সর্বোচ্চ কত টাকা মুক্তিপণ লেগেছে। যখন তাঁকে বলা হয় যে, তা ছিল ৪,০০০ দিরহাম তখন তিনি সেই পরিমাণ টাকা পরিশোধ করে তাকে মুক্ত করেন। [3]

>>> পাঠক, এই সেই আবু আজিজ বিন উমায়ের বিন হাশিম, যিনি বলেছিলেন,

"একজন আনসার আমাকে বেঁধে ফেলার সময় আমার ভাই মুসাব আমার পাশ দিয়ে যাচ্ছিল। সে [মুসাব] বলে, **'তাঁকে শক্ত করে বাঁধো, কারণ তার মা খুবই সম্পদশালী**

মহিলা, সম্ভবত সে মুক্তিপণের মাধ্যমে তোমার কাছ থেকে তাকে মুক্ত করাবে।’”[পর্ব -৩৫]

বন্দি আবু ওয়াদা বিন দুবায়েরা আল-সাহমি

‘বন্দীদের মধ্যে ছিলেন আবু ওয়াদা বিন দুবায়েরা আল-সাহমি। **আল্লাহর নবী মন্তব্য করেন যে, মক্কায় তার এক বিচক্ষণ ও সম্পদশালী ছেলে আছে, হয়তো সে শীঘ্রই তার পিতাকে মুক্তি পণের বিনিময়ে ছাড়িয়ে নিতে আসবে।**

অত্যধিক মুক্তিপণের পাল্লায় যেন না পড়তে হয়, সেই কারণে যখন কুরাইশরা মুক্তিপণ নিয়ে এগিয়ে আসতে বিলম্ব করার মনোভাব পোষণ করেছিলেন, তখন আল মুত্তালিব বিন আবু ওয়াদা, আল্লাহর নবী যার সম্বন্ধে বলছিলেন, বলেন, "তোমরা ঠিকই বলেছ। তাড়াহুড়া করো না।" তারপর এক রাতে তিনি হঠাৎ মদিনা এসে **৪,০০০ দিরহাম** বিনিময়ে তাঁর পিতাকে মুক্ত করে নিয়ে যান।’ [4]

বন্দি সুহায়েল বিন আমর

‘কুরাইশরা বন্দি স্বজনদের মুক্ত করতে মুক্তিপণ পাঠায় এবং মালিক বিন আল দুখসুমের হাতে বন্দি সুহায়েল বিন আমরকে মুক্ত করতে আসে মিকরাজ বিন হাফস বিন আখিয়াফ। সুহায়েল ছিল সেই লোক যার নিচের ঠোঁট ফেটে ভাগ হয়ে গিয়েছিল।

মুহাম্মদ বিন আমর বিন আতা আমাকে [মুহাম্মদ ইবনে ইশাক] বলেছেন যে, উমর আল্লাহর নবীকে বলেন, "আমাকে সুহায়েলের সামনের দুইটি **দাঁত উপড়ে ফেলার** অনুমতি দিন; তাহলে তার জিহ্বা বেড়িয়ে পড়বে এবং সে কখনোই আপনার বিরুদ্ধে কিছু বলতে পারবে না।" তিনি জবাবে বলেন, "আমি তাকে বিকলাঙ্গ করবো না, তাহলে যদিও আমি নবী আল্লাহ আমাকে বিকলাঙ্গ করবে।" আমি শুনেছি যে আল্লাহর নবী উমরকে এই হাদিসে বলেন, "সম্ভবত সে এমন কাজ করবে যাতে তুমি নিন্দার কিছু পাবে না।"

যখন মিকরাজ তার (সুহায়েল) বিষয়ে কথা বলেন এবং পরিশেষে তাদের শর্তে রাজি হন, তাঁরা [মুসলমানরা] বলেন, **"আমাদের পাওনা বাকি টাকা পরিশোধ করো।"**

জবাবে তিনি [মিকরাজ] বলেন, **"তার পরিবর্তে আমার পায়ে শৃঙ্খল পরাও এবং তাকে ছেড়ে দাও যেন সে তোমাদের কাছে তার মুক্তিপণের টাকা পাঠাতে পারে।"**

তাই তাঁরা সুহায়েল কে ছেড়ে দেয় এবং তার পরিবর্তে মিকরাজ কে বন্দি করে।' [5]

আবু সুফিয়ান বিন হারবের ছেলে আমর বিন আবু সুফিয়ান কে বন্দি

'[ইবনে হুমায়েদ < সালামাহ বিন আল-ফাদল <] মুহাম্মদ ইবনে ইশাক < আবদুল্লাহ বিন আবু বকর বিন মুহাম্মদ বিন আমর বিন হাজম:

আল্লাহর নবীর কাছে বন্দী ছিলেন আমর বিন আবু সুফিয়ান বিন হারব (বদর যুদ্ধে আলী তাকে বন্দী করেন), যাঁর বিয়ে হয়েছিল উকাবাহ বিন আবু মুয়াতের কন্যার সাথে। যখন আবু সুফিয়ানকে তাঁর ছেলে আমরের মুক্তির জন্য মুক্তিপণের ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করা হয়,

তিনি বলেন, "আমাকে কি খুন ও বন্দীজনিত দ্বিগুণ ক্ষতির ভোগান্তি পোহাতে হবে? **তারা খুন করেছে [আমার এক ছেলে] হানজালাকে এবং [আরেক ছেলে] আমরের মুক্তির জন্য আমাকে দিতে হবে মুক্তিপণ?** তাকে তাদের কাছেই থাকতে দাও। যত দিন ইচ্ছা তত দিন তারা তাকে ধরে রাখুক।"

যখন তিনি [আমর] এমনি ভাবে মদিনায় আল্লাহর নবীর কাছে বন্দী ছিলেন, বানু আমর বিন আউফের ভাই সা'দ বিন আল নুমান বিন আখাল তার কম বয়সী স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে মক্কায় তীর্থযাত্রী হন। তিনি ছিলেন একজন বৃদ্ধ মুসলমান, যাঁর ভেড়াগুলো ছিল আল-নাকিতে (মদিনার নিকটবর্তী একটি স্থান)। অনভিপ্রেত কোন বিপদের আশংকা না করে তিনি সেখান থেকেই তীর্থযাত্রা করেছিলেন। যেহেতু তিনি তীর্থযাত্রায় মক্কায় এসেছেন, তাই **তিনি কখনো চিন্তাও করেননি যে, মক্কায় তাঁকে কেউ আটকে রাখবে। কারণ তিনি জানেন যে, কুরাইশরা তীর্থযাত্রীর সাথে খুব ভাল ব্যবহার করে এবং তীর্থযাত্রী কোন কাজে সাধারণত: নাক গলায় না।** কিন্তু আবু সুফিয়ান মক্কায় তাঁর ওপর চড়াও হন এবং তাঁর ছেলে আমরের প্রতিশোধ নেয়ার জন্য তাঁকে বন্দী করেন।

তখন বানু আমর বিন আউফ গোত্রের লোকেরা আল্লাহর নবীর কাছে যান ও এই ঘটনাটি [তাঁকে] অবহিত করান এবং অনুরোধ করেন যে, তিনি যেন আমর বিন আবু সুফিয়ানকে ফিরিয়ে দেন, যাতে তাদের এই লোককে [সা'দ বিন আল নুমান] তারা আমরের পরিবর্তে মুক্ত করে। আল্লাহর নবী রাজি হন। তাই তাঁরা আমরকে আবু সুফিয়ানের কাছে ফেরত দেন এবং আবু সুফিয়ান মুক্তি দেন সা'দ কে।' [6]

>>> বদর প্রান্তে (মার্চ, ৬২৪ সাল) মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীরা অন্যান্য কুরাইশদের সাথে পানিবঞ্চিত অবস্থায় প্রচণ্ড নিষ্ঠুরতায় হানজালা বিন আবু সুফিয়ানকে খুন এবং আমর বিন আবু সুফিয়ানকে বন্দী করে **ইসলাম নামক "রক্তাক্ত তরবারির ইতিহাস"** এর সূচনা করেন। এই রক্তাক্ত ইতিহাসেরই ধারাবাহিকতায় হানজালা বিন আবু সুফিয়ান ও আমর বিন আবু সুফিয়ানেরই **ভাই** মুয়াবিয়া বিন আবু সুফিয়ান এই ঘটনার ঠিক ছেচল্লিশ বছর পর ৬৭০ সালের মার্চ মাসে **বিষ প্রয়োগে হত্যা করেন** এই মুহাম্মদেরই প্রাণপ্রিয় জ্যেষ্ঠ দৌহিত্র হাসান বিন আলী বিন আবু তালিবকে। এই সেই হানজালা বিন আবু সুফিয়ান ও আমর বিন আবু সুফিয়ান যার **ভাতিজা** ইয়াজিদ বিন মুয়াবিয়া বিন আবু সুফিয়ানের সৈন্যরা এই ঘটনার ঠিক সাড়ে ছাপ্পান্ন বছর পর ৬৮০ সালের অক্টোবর মাসে প্রচণ্ড নিষ্ঠুরতায় পানিবঞ্চিত, তৃষ্ণার্ত ও পিপাসিত অবস্থায় **কারবালা প্রান্তরে একে একে নৃশংসভাবে খুন করেন** এই মুহাম্মদেরই আর এক দৌহিত্র হুসেইন বিন আলী বিন আবু তালিব এবং তাঁর পরিবার সদস্য ও সহযাত্রীদের (পর্ব-৩২)।

বদর প্রান্তে স্বঘোষিত আখেরি নবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) যে প্রতিহিংসা ও রক্তাক্ত তরবারির ইতিহাসের সূচনা করেছিলেন, তার জের চলছে আজও! মুহাম্মদ বিন আবদ-আল্লাহর আবিষ্কৃত ধর্মবিশ্বাস (Cult) নামক এই ঘৃণা, হিংসা, সন্ত্রাস, বিভেদ ও আধিপত্য বিস্তারের মতবাদ প্রচার ও প্রসারের **প্রত্যক্ষ বলী হয়ে জীবন দিতে হয়েছে আনুমানিক প্রায় ২৭ কোটি (২৭০ মিলিয়ন) অবিশ্বাসী কাফেরকে!** শুধু ভারতবর্ষেই যার সংখ্যা নয় কোটি: ৮ কোটি হিন্দু ও ১ কোটি বৌদ্ধ। আফ্রিকায় ১২ কোটি। খ্রিষ্টান ৬ কোটি ও

কয়েক হাজার ইহুদি। আর মুসলমান? ঠিক কত জন মুসলমান এই ইতিহাসের বলী হয়েছেন, তার কোনো সঠিক সংখ্যা জানা যায় না। **ধারণা করা হয় যে, এই রক্তাক্ত ইতিহাসের বলী মুসলমানদের সংখ্যা অমুসলমানদের চেয়ে অনেক বেশি।** আজকের পৃথিবীর দিকে তাকালে সেই একই দৃশ্য আমরা দেখতে পাই। মুসলমানদের হাতে যত অমুসলমান নিধন হয়, তার চেয়ে অনেক বেশি মুসলমান নিধন হয় তাঁদের নিজেদের মধ্যেই খুনাখুনি ও বিবাদের কারণে। [7]

[ইসলামী ইতিহাসের ঊষালগ্ন থেকে আজ অবধি প্রতিটি ইসলাম বিশ্বাসী প্রকৃত ইতিহাস জেনে বা না জেনে ইতিহাসের এ সকল অমানবিক অধ্যায়গুলো যাবতীয় চতুরতার মাধ্যমে বৈধতা দিয়ে এসেছেন। বিষয়গুলো অত্যন্ত স্পর্শকাতর বিধায় বাংলা অনুবাদের সাথে মূল ইংরেজি অনুবাদের অংশটিও সংযুক্ত করছি। - অনুবাদ, টাইটেল ও [**] যোগ - লেখক।]

The Division of the booty – "They will ask you about the spoils-"

'Then the apostle ordered that everything that had been collected in the camp should be brought together, and the Muslims quarreled about it.

Those who had collected it claimed it, and those who had fought and pursued the enemy said, "If it had not been for us you would not have taken it. We distracted the enemy from you so that you could take what you took."

Those who were guarding the messenger of God for fear that enemy would attack him said, "By God, you have no better right to it than we have. We wanted to kill the enemy when God gave us the opportunity and made them turn there backs, and we wanted to take property when there was no one to protect it; but we were afraid that the enmy might return and attack, so we remained

standing before him; you have no better right to booty than we have."

According to [Ibn Humayd < Salamah <] Muhammad b Ishaq < Abd al-rahman b al-Harith and other companioins of ours < Sulayman b Musa al-Ashdaq from <Makhul < from Abu Umama al-Bahili said, "I asked Ubada b al-Samit about the **chapter of al-Anfal** and he said that it came down concerning those who took part in the battle of Badr when they quarreled about the booty and showed their evil nature. God took it out of their hands and gave it to the apostle, and he divided it equally among the Muslims.'" --

Q: 8:1-- **"They will ask you about the spoils, say, the spoils belong to God and the apostle,** so fear God and be at peace with one another and obey God and His apostle if you are believers." [1]

Liability of Ransom of Captives and bewailing dead relatives of Quraysh:

'Yahya bin Abbad b Abd Allah b Al-Zubayr from his father Abbad told me [Ibn Ishaq] that Quraysh bewailed their dead. Then they said, "Do not do this, for the news will reach Muhammad and his companions and they will rejoice over your misfortune; and do not send messengers about your captives but hold back so that Muhammad and his companions may not demand excessive ransoms."

Al-Aswad b al-Muttalib had lost three of his sons: Zama'a, Aqil and Al-Harith b Zama'a and he wanted to bewail them.' [2]

Abu Wada'a b Dubayra al-Sahmi

'Among the prisoners was Abu Wada's b Dubayra al-Sahmit. The apostle remarked that in Mecca he had a son who was a shrewed and rich merchant and that he would soon come to redeem his father. When Quraysh counseled delay in redeeming the prisoners so that the ransom should not be extortionate al-Muttalib b Abu Wada'a, the man the apostle meant, said, "You are right, don't be in a hurry." And he slipped away at night and came to Medina and recovered his father for 4,000 dirhams and took him away.' [4]

Suhayl b Amr

'Then Quraysh sent to redeem the prisoners and Mikraz b Hafs b al-Akhhyaf came about Suhayl b Amr who had been captured by Malik b al-Dukhshum. Suhayl was a man whose lower lip was split.

Muhammad b Amr b Ata told me [Ibn Ishaq] that Umar said to the apostle, "Let me pull out Suhayl's two front teeth; his tongue will stick out and he will never be able to speak against you again." He answered, "I will not mutilate him, otherwise God would mutilate me though I am a prophet." I have heard that the messenger of God said to Umar in this hadith, "Perhaps he will play a role which you will not find blameworthy."

When Mikraz had spoken about him and finally agreed on terms with them, they said, "Give us what is due to us."

He replied, "Fetter my foot instead of his and let him go, so that he can send you his ransom."

So they let Suhayl go and imprisoned Mikraz in his place. [5]

Amr b Abu Sufyan b Harb

'According to Ibn Humayd from Salamah b al-Fadl from Muhammad bin Ishaq from Abdullah b Abu Bakr b Muhammad b Amr b Hazm: Amr b Abu Sufyan b harb, who was married to the daughter of Uqbah b Abu Muyat, was a prisoner in the apostles hands from Badr (Ali had captured him). When Abu Sufyan was asked to ransom his son Amr he said, "Am I to suffer the double loss of my blood and my money? They have killed Hanzala and am I to ransom Amr? Leave him with them. They can keep him as long as they like!"

While he was thus held prisoner in Medina with the apostle Sa'd b al-Numan b Akhal, the brother of B Amr b Auf, from the subclan of B Muawwiya, went forth on pilgrimage accompanied by his young wife. He was an old man and a Muslim who had sheep in al-Naqi (a place near Medina).

He left that place on pilgrimage without fear of any untoward events, never thinking that he would be detained in Mecca, as he came as a pilgrim, for he knew that Quraysh did not usually interfere with pilgrim, but treat them well. But Abu Sufyan fell upon him in Mecca and imprisoned him in retaliation for his son Amr.

– Then Banu Amr b Auf went to the apostle and told him the news and asked him to give them Amr b Abu Sufyan so that they could let him go in exchange for their man and the apostle did so. So they sent him to Abu Sufyan and he released Sa'd. [6]

বিনা মুক্তিপণেই যে বন্দিদের কে ছেড়ে দেয়া হয়েছিল:

পাঁচজন বন্দীকে বিনা মুক্তিপণেই ছেড়ে দেয়া হয়েছিল। মুহাম্মদ ইবনে ইশাকের বর্ণনা: 'যা আমাকে [ইবনে ইশাক] জানানো হয়েছে, বন্দীদের মধ্যে যাদেরকে বিনা মুক্তিপণে ছেড়ে দেয়া হয়েছিল তারা হলেন:

১) মুহাম্মদের নিজ জামাতা আবু আল-আস ইবনে আল রাব্বি

মুহাম্মদ তাঁকে মুক্ত করেছিলেন নিজ কন্যা জয়নাবের কাছ থেকে মুক্তি পণ পাওয়ার পর। [পরবর্তীতে সেই মুক্তি পণের টাকা আবার জয়নাবের কাছে ফেরত পাঠানো হয়- বিস্তারিত পরবর্তী পর্বে।]

২) 'সেয়ফি বিন আবু রিফা বিন আবিদ বিন আবদুল্লাহ বিন উমর বিন মাখযুম

বন্দীকারীরা তাকে ধরে রাখেন। তাঁর মুক্তিপণের জন্য যখন কেউই এগিয়ে আসেন না, তখন তারা তাকে এই শর্তে মুক্তি দেন যে, তিনি ফিরে গিয়ে তাঁর মুক্তিপণের টাকা পাঠিয়ে দেবেন। কিন্তু তাদেরকে দেয়া সে ওয়াদা তিনি রক্ষা করেননি'।

৩) 'আবু আজযা আমর বিন আবদুল্লাহ বিন উসমান বিন উহায়েব বিন হুদাফা বিন যুমাহ

তিনি ছিলেন গরীব, কন্যাদের নিয়ে তাঁর পরিবার। তিনি আল্লাহর নবীকে বলেন, "আপনি জানেন যে, আমার কাছে কোনো টাকা-পয়সা নেই, আমাকে বিনা মুক্তিপণেই ছেড়ে দিন যাতে আমি আমার বৃহৎ পরিবারের প্রয়োজনে আসি।" আল্লাহর নবী তাঁকে বিনা মুক্তিপণেই ছেড়ে দেন এই শর্তে যে, তিনি আর কোনোদিন তাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবেন না"।'

৪) 'আল-মুত্তালিব বিন হানতাব বিন আল-হারিথ বিন ওবায়েদা বিন উমর বিন মাখযুম

তিনি বন্দী হয়েছিলেন বানু আল-হারিথ বিন আল-খাজরাযদের হাতে। তারা তাঁকে অনেকদিন ধরে রাখার পর মুক্ত করলে তিনি তাঁর পরিবারের কাছে ফিরে যান।’ [৪]

৫) আমর বিন আবু সুফিয়ান

মুহাম্মদ যাকে বিনা মুক্তিপণে ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়েছিলেন।

>>> বদর অভিযানে মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীরা আবু-সুফিয়ানের বাণিজ্য-সামগ্রী লুণ্ঠনে বিফলকাম হলেও চরম নৃশংসতায় নিজেদেরই একান্ত প্রিয়জন, আত্মীয়-স্বজন, পাড়া-প্রতিবেশী ও বন্ধু-বান্ধবদের হত্যা ও বন্দী করে তাঁদের মালামাল লুণ্ঠন ও বন্দীদের মুক্তিপণের অর্থে আরও অধিক মুনাফার অধিকারী হয়েছিলেন। মদিনায় স্বেচ্ছা নির্বাসনের (হিজরত) মাত্র সাত মাস পর মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীরা যে-সন্ত্রাসী নবযাত্রার সূচনা (মার্চ, ৬২৩ সাল) করেছিলেন, তারই ধারাবাহিকতার প্রথম চরম নৃশংস বহিঃপ্রকাশ ঘটেছিল বদর নামক স্থানে। ৭০ জন ধৃত বন্দীদের মধ্যে তাঁরা দুইজন কে পথিমধ্যে খুন ও পাঁচ জনকে বিনা মুক্তিপণে মুক্তি দিয়েছিলেন।

বাকি ৬৩ জন বন্দীর প্রত্যেকের মুক্তিপণ বাবদ বন্দীর প্রিয়জনদের কাছ থেকে মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীরা সর্ব্বোচ্চ ৪০০০ দেরহাম আদায় করেন। ৬২৩ সালে ৪,০০০ দেরহামের সমতুল্য মূল্য বর্তমানে কত তা আমার জানা নাই। তবে এটুকু নির্দ্বিধায় বলা যায় অল্প সময়ে বিনা পুঁজিতে এত অধিক মুনাফা অন্য কোন পেশায় উপার্জন প্রায় অসম্ভব। শুধু পার্থিব জীবিকায় নয়, সাথে আছে ধৃত নারী বন্দীদের সাথে যৌনসংগমের অপার আনন্দ-সুখ।

মুহাম্মদকে নবী হিসাবে অস্বীকারকারী, তাঁর সমালোচনাকারী ও বিরুদ্ধবাদীদের ওপর মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীরা বিভিন্ন অজুহাতে আগ্রাসী তৎপরতার চালান। আধিপত্য বিস্তার ও জীবিকা উপার্জনের এই পেশায় ক্রমান্বয়ে মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীরা সন্ত্রাস ও নৃশংসতার নতুন নতুন কায়দায় অভিজ্ঞ হওয়ার পর শুধু সফলতা আর সফলতা। মদিনায় তাঁদের এই আগ্রাসী তৎপরতার সর্বপ্রথম বলি হয়েছিলেন, সেই অবিশ্বাসীরা যারা মুহাম্মদ ও তাঁর মক্কাবাসী অনুসারীদের হিজরত পরবর্তীকালে সাহায্য করেছিলেন

প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষভাবে। কারা সেই হতভাগ্য তার বিস্তারিত আলোচনা পরবর্তীতে করা হবে।

(চলবে)

[কুরানের উদ্ধৃতি সৌদি আরবের বাদশাহ ফাহাদ বিন আবদুল আজিজ (হারাম শরীফের খাদেম) কর্তৃক বিতরণকৃত বাংলা তরজমা থেকে নেয়া, অনুবাদে ত্রুটি-বিচ্যুতির দায় অনুবাদকারীর। কুরানের ছয়জন বিশিষ্ট ইংরেজি অনুবাদকারীর ও চৌত্রিশ-টি বিভিন্ন ভাষায় পাশাপাশি অনুবাদ এখানে]

পাদটীকা ও তথ্যসূত্র:

[1] a) *"সিরাত রসুল আল্লাহ"- লেখক: **ইবনে ইশাক** (৭০৪-৭৬৮ খৃষ্টাব্দ), সম্পাদনা: ইবনে হিশাম (মৃত্যু ৮৩৩ খৃষ্টাব্দ), ইংরেজি অনুবাদ: A. GUILLAUME, অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, করাচী, ১৯৫৫, ISBN 0-19-636033-1,* পৃষ্ঠা ৩০৭-৩০৮ ও ৩২১

http://www.justislam.co.uk/images/Ibn%20Ishaq%20-%20Sirat%20Rasul%20Allah.pdf

*b) "তারিক আল রসুল ওয়াল মুলুক"- লেখক: **আল-তাবারী** (৮৩৮-৯২৩ খৃষ্টাব্দ), ভলুউম ৭, ইংরেজী অনুবাদ: W. Montogomery Watt and M.V. McDonald, নিউ ইয়র্ক ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯৮৭, ISBN 0-88706-344-6 [ISBN 0-88706-345-4 (pbk)],* - পৃষ্ঠা (Leiden) ১৩৩৩-১৩৩৪

http://books.google.com/books?id=efOFhaeNhAwC&printsec=frontcover&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false

[2] Ibid ইবনে ইশাক- পৃষ্ঠা ৩১১

[3] Ibid ইবনে ইশাক- পৃষ্ঠা ৭৪০

[4][5][6] Ibid ইবনে ইশাক- পৃষ্ঠা ৩১১-৩১৩; আল তাবারী পৃষ্ঠা ১৩৪৪-১৩৪৬

[7] ইসলাম নামক ঘৃণা, হিংসা, বিভেদ ও রাজনৈতিক মতবাদ প্রচার ও প্রসারের বলী HYPERLINK "http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/www.politicalislam.com/blog/tears-of-jihad/"http://www.politicalislam.com/blog/tears-of-jihad/

[8] Ibid ইবনে ইশাক- পৃষ্ঠা ৩১৭-৩১৮

৩৮: বদর যুদ্ধ-৯: নিকটাত্মীয়রাও রক্ষা পায়নি!

ত্রাস, হত্যা ও হামলার আদেশ– এগার

ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়, স্বঘোষিত আখেরি নবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) মক্কার নবী-জীবনে সুদীর্ঘ ১২-১৩ বছর (৬১০-৬২২ সাল) বহু চেষ্টার পরও ১২০-১৩০ জনের বেশি লোককে তাঁর মতবাদে দীক্ষিত করতে পারেননি। অল্প কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া এদের প্রায় সকলেই ছিলেন বিদ্যা-বুদ্ধি, জ্ঞান-গরিমা, সহায়-সম্বল ও সামাজিক পদমর্যাদায় সমাজের নিম্নশ্রেণীভুক্ত। তাঁর নিজ পরিবার হাশেমী বংশের একমাত্র সমবয়সী চাচা হামজা ইবনে আবদ আল-মুত্তালিব ছাড়া আর কোনো **"প্রাপ্তবয়স্ক"** ব্যক্তিই তাঁকে নবী হিসাবে স্বীকার করে তাঁর মতবাদে দীক্ষা লাভ (ইসলাম গ্রহণ) করেননি। আর হাশেমী বংশের এই একমাত্র প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তি হামজার ইসলাম গ্রহণও ছিল আবেগপ্রবণ জেদের বশে, মুহাম্মদের মতবাদে আকৃষ্ট হয়ে নয় (বিস্তারিত আলোচনা করবো আইয়্যামে জাহিলিয়াত তত্বে)। **ইসলাম গ্রহণকালে আলী ইবনে আবু তালিব শুধু যে মুহাম্মদের ওপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভরশীল ছিলেন তাইই নয়, তিনি ছিলেন অপ্রাপ্তবয়স্ক। মাত্র নয় কিংবা দশ বছর বয়েসী বালক।**

পিতৃ-মাতৃহীন মুহাম্মদ ছিলেন চাচা আবু তালিবের বিশেষ স্নেহধন্য। ধনাঢ্য সমৃদ্ধিশালী খাদিজা বিনতে খুয়ালিদকে বিয়ে করার পূর্ব পর্যন্ত তিনি ছিলেন চাচা আবু তালিব বিন আবদ আল-মুত্তালিবের পরিবারের ওপর নির্ভরশীল। এই বিয়ের সময় মুহাম্মদ ছিলেন ২৫ বছর বয়েসী যুবক আর খাদিজা ছিলেন ৪০ বছর বয়েসী প্রৌঢ়া। বিশিষ্ট বিদুষী অভিজাত ধনী ব্যবসায়ী খাদিজা বিনতে খুয়ালিদ বিন আসাদ বিন আবদ উজ্জাহকে

বিয়ে করে মুহাম্মদ তাঁর চাচা আবু তালিবের পরিবার থেকে খাদিজার পরিবারে আশ্রয় নেন। তিনি ছিলেন খাদিজা পরিবারের ঘর-জামাই। [1]

আবু তালিবের বৃহৎ সংসারে ছিল অস্বচ্ছলতা। ধনাঢ্য খাদিজাকে বিয়ে করে স্ত্রী খাদিজার সম্পদে মুহাম্মদ তখন বেশ সচ্ছল। সেই অবস্থায় আবু তালিবের অসচ্ছল পরিবারকে সাহায্যের জন্য এগিয়ে আসেন ভাতিজা মুহাম্মদ এবং ভাই আল-আব্বাস বিন আবদ-আল মুত্তালিব। আবু তালিবের দুই পুত্র আলী ইবনে আবু তালিবের ভরণপোষণের দায়িত্ব নেন ভাতিজা মুহাম্মদ এবং জাফর বিন আবু তালিবের ভরণপোষণের দায়িত্ব নেন ভাই আল-আব্বাস। মুহাম্মদ তাঁর চাচাত ভাই আলীকে এবং আল-আব্বাস তাঁর ভাতিজা জাফরকে তাঁদের নিজ নিজ পরিবারে নিয়ে আসেন। [2]

এই জাফরও ছোট বেলায় ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন এবং মুহাম্মদের আদেশে অন্যান্য অনুসারীদের সাথে স্ত্রী আসমা বিনতে উমায়াকে সঙ্গে নিয়ে আবিসিনিয়ায় (বর্তমান ইথিওপিয়া) হিজরত করেছিলেন। আবিসিনিয়ায় তাঁর এক পুত্রসন্তান জন্মলাভ করে, নাম রাখেন আবদুল্লাহ। মুহাম্মদের আরও কিছু অনুসারীর সাথে জাফর সেখানেই অবস্থান করেন। মদিনায় হিজরতের পর মুহাম্মদ তাঁদেরকে ফিরিয়ে আনার জন্য আমর বিন উমাইয়া আল-দামরিকে আবিসিনিয়ার রাজার কাছে পাঠান। পরিশেষে, হুদাইবিয়া সন্ধি চুক্তির পর তিনি ও তাঁর পরিবার অবশিষ্ট অন্যান্য আবিসিনিয়ায় হিজরতকারী মুহাম্মদ অনুসারীদের সাথে দু'টি নৌকাযোগে ফিরে এসে মুহাম্মদ ও তাঁর মদিনায় অবস্থানকালীন অনুসারীদের সাথে খাইবারে মিলিত হন। তিনি ছিলেন সিরিয়ায় মু'তা যুদ্ধের নেতৃত্বে এবং এই যুদ্ধেই তিনি নিহত হন। [3]

মুহাম্মদের পরিবারের যে-ব্যক্তিটি প্রত্যক্ষভাবে তাঁর নবী জীবনের কর্মকাণ্ডের সক্রিয় বিরোধিতা করেছিলেন, তিনি ছিলেন তাঁর নিজেরই চাচা আবু লাহাব। এই সেই আবু লাহাব যাকে প্রকাশ্য দিবালোকে উপস্থিত অন্যান্য কুরাইশদের সামনে মুহাম্মদ অভিশাপ বর্ষণ করেছিলেন (পর্ব-১২)। এই আবু লাহাবের নাম জানেন না, এমন ইসলামবিশ্বাসী জগতে বিরল। কিন্তু যে-ইতিহাসটি অধিকাংশ ইসলাম বিশ্বাসীই জানেন না, তা হলো

শুধু আবু লাহাবই নয়, মুহাম্মদ পরিবারের অনেক সদস্য বদর যুদ্ধে কুরাইশদের সঙ্গে একাত্ম হয়ে তাঁর ও তাঁর অনুসারীদের বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ যুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন। অন্যান্য কুরাইশদের মত তাঁর পরিবারের কিছু সদস্য বন্দিত্ব বরণও করেছিলেন।

মুহাম্মদের যে ঘনিষ্ঠ পরিবার সদস্যরা বদর যুদ্ধে মুহাম্মদ ও তাঁর সহকারীদের হাতে বন্দী হয়েছিলেন, তাঁরা হলেন:

১) আল-আব্বাস ইবনে আব্দুল মুত্তালিব - মুহাম্মদের নিজের চাচা

২) আকিল ইবনে আবু তালিব - চাচাতো ভাই, আলীর আরেক ভাই

৩) নওফল ইবনে আল-হারিথ বিন আব্দুল মুত্তালিব - আরেক চাচাতো ভাই

৪) আবু আল-আস ইবনে আল রাব্বি - মুহাম্মদের নিজের জামাই, মেয়ে জয়নাবের স্বামী

আরেক চাচাতো ভাই তালিব বিন আবু তালিব (আবু তালিবের বড় ছেলে, আলীর বড় ভাই) বদর যুদ্ধে অংশ নেয়ার জন্য কুরাইশদের সঙ্গে মক্কা থেকে রওনা হয়েছিলেন। কিন্তু পথিমধ্যে যাত্রা পরিবর্তন করে তিনি নিরুদ্দেশ হন (পর্ব-৩০)। [4]

মুহাম্মদের নিজ পরিবারের এই বন্দী সদস্যরাও তাঁর নৃশংসতার হাত থেকে রেহাই পাননি। মুহাম্মদ তাঁদের পরিবারের কাছ থেকেও যথারীতি মুক্তিপণ আদায় করেন। মুক্তিপণের বিনিময়ে তাঁরা নিজেদের মুক্ত করেন। মুহাম্মদ ইবনে ইশাক (৭০৪-৭৬৮ সাল) ও আল তাবারীর (৮৩৯ -৯২৩ সাল) বর্ণনা:

আল আব্বাস, আকিল, নওফল এবং ওতবা বিন আমরের বন্দিত্ব ও মুক্তিপণ:

'(ইবনে হুমায়েদ < সালামাহ <) মুহাম্মদ ইবনে ইশাক < আল কালবি < আবু সালিহ < ইবনে আব্বাস হইতে বর্ণিত:

আল্লাহর নবী আল আব্বাস বিন আবদ আল-মুত্তালিব কে (বন্দি করে) তাঁর সাথে মদিনায় নিয়ে আসেন এবং তাকে বলেন, "আল আব্বাস, তোমাকে তোমার ও তোমার দুই ভাতিজা আকিল বিন আবু তালিব ও নওফল বিন আল-হারিথের মুক্তিপণ এবং

তোমার মিত্র ওতবা বিন আমর বিন জাহদামের মুক্তিপণ অবশ্যই পরিশোধ করতে হবে; কারণ তুমি সম্পদশালী।"

সে (আল-আব্বাস) বলে, "আমি মুসলমান ছিলাম, কিন্তু তারা আমাকে আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে (যুদ্ধ করতে) বাধ্য করেছে।"

তিনি (মুহাম্মদ) বলেন, "আল্লাহই তোমার ইসলাম সম্বন্ধে ভাল জানে। তুমি যা বলছো, তা যদি সত্য হয়, তবে সে জন্য আল্লাহ তোমাকে পুরস্কৃত করবে। কিন্তু যাবতীয় বাহ্যিক দৃষ্টিকোণ থেকে তুমি আমাদের বিরুদ্ধে। সুতরাং তোমাদের মুক্তিপণের টাকা পরিশোধ করো।"

বদর যুদ্ধের পর আল্লাহর নবী তার কাছ থেকে ২০ আউন্স (উকিয়াহ) সোনা হস্তগত করেছিলেন। আল আব্বাস বলে, "হে নবী, সেই সম্পদের বিনিময়ে আপনি আমাদের মুক্তি দিন।"

তিনি (মুহাম্মদ) বলেন, **"না, সেটা ঐ সম্পদ যা তোমার কাছ থেকে আল্লাহ আমাদের দিয়েছে।"**

তখন আল আব্বাস বলে, "আমার কোনো টাকা-পয়সা নেই।"

"তুমি মক্কা থেকে আসার সময় যে টাকা-পয়সা উম্মে আল-ফাজল বিনতে আল-হারিথের কাছে গচ্ছিত রেখেছ, সেগুলো কোথায়? তোমারা দু'জন সেখানে একাই ছিলে, যখন তুমি তাকে বলেছিলে, 'যদি আমি খুন হই, তবে এই পরিমাণ আল-ফজলের জন্যে, এই পরিমাণ আবদুল্লাহর জন্যে, এই পরিমাণ কুলসুমের জন্য এবং এই পরিমাণ ওবায়েদুল্লাহর জন্যে?"

সে (আল-আব্বাস) বলে, "তার শপথ, যে তোমাকে সত্য সহ পাঠিয়েছে। এই ঘটনা সে এবং আমি ছাড়া আর কেউ জানে না। এখন আমি জানি যে, তুমি আল্লাহর নবী।"

তাই মুক্তিপণ পরিশোধ করে আল-আব্বাস নিজেকে এবং তার দুই ভাতিজা ও মিত্রকে মুক্ত করে।' [5]

>>> কুরান সাক্ষী, মুহাম্মদ তাঁর সুদীর্ঘ নবী-জীবনে কুরাইশদের বারংবার আহ্বান সত্ত্বেও তাঁর নবুয়তের সত্যতার প্রমাণ "একটি মোজেজা"-ও হাজির করতে পারেননি। তা সত্ত্বেও মুহাম্মদের মৃত্যুর পর তাঁর অনুসারীরা তাঁদের লিখিত মুহাম্মদের জীবনীগ্রন্থ (সিরাত), হাদিস-গ্রন্থ, প্রবন্ধ, গল্প, কবিতায় এবং বক্তৃতা, বিবৃতি, হামদ ও নাত, জারী-সারী-মুর্শিদী গান, গীত, গজল ইত্যাদিতে ওপরে বর্ণিত মোজেজার অনুরূপ অথবা এর চেয়েও আরও আশ্চর্য কল্পকাহিনীর অবতারণা করেছেন। ইসলামের প্রাথমিক সংজ্ঞা (মুহাম্মদ+আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস) অনুযায়ী কোনো ইসলাম বিশ্বাসীরই মুহাম্মদের কোনো বাণী বা কর্মের সামান্যতম সমালোচনা করারও সুযোগ নেই! অত্যন্ত কঠোর হুঁশিয়ারির মাধ্যমে মুহাম্মদ তাঁদের সেই পথ চিরকালের জন্য রুদ্ধ করে দিয়েছেন (পর্ব ১০)। একই সাথে মুহাম্মদ দাবী করেছেন যে, সৃষ্টিকর্তা "আল্লাহ স্বয়ং" তাঁর প্রশংসা করেন (পর্ব ১৯)!

পৃথিবীর সকল ইসলাম বিশ্বাসীর জন্য মুহাম্মদ যে একটি পথ খোলা রেখেছেন, তা হলো "সর্বাবস্থায় 'তাঁর' ভূয়সী প্রশংসা করা ও 'তাঁর' সমস্ত বাণী ও কর্মের বৈধতা প্রদান করা"। গত ১৪০০ বছর যাবত মুহাম্মদ অনুসারীরা নিরলস ভাবে বিভিন্ন কসরতের মাধ্যমে তা অত্যন্ত সুচারুরূপে পালন করে চলেছেন এবং চলবেন। তাঁদের সামনে "দ্বিতীয় কোন পথ" খোলা নেই। যার ফলশ্রুতিতে মুহাম্মদের মৃত্যুর (৬৩২ সাল) পর অতিবাহিত সময়ের সাথে পাল্লা দিয়ে এ সব কল্পকাহিনীর সংখ্যা ও বৈচিত্র্য দ্রুত গতিতে বাড়তে থাকে। যার পরিণতিতে আমরা দেখতে পাই:

ক) **"কুরান":**

মুহাম্মদের মৃত্যুর প্রায় ১৯ বছর পরে সংকলিত ইসলামের সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য দলিল **কুরানে বর্ণিত মুহাম্মদের মোজেজার পরিমাণ "শূন্য, শূন্য"**। কুরাইশরা মুহাম্মদের কাছে তাঁর নবুয়তের প্রমাণস্বরূপ তাঁরই দাবীকৃত পূর্ববর্তী নবীদের অনুরূপ প্রমাণ বহুবার বহুভাবে হাজির করার অনুরোধ করেছেন; চ্যালেঞ্জ ছুড়েছেন! তাঁদের সেই অনুরোধ ও চ্যালেঞ্জের জবাবে মুহাম্মদ তাঁদের সঙ্গে যথেচ্ছ অপ্রাসঙ্গিক বাক্য বিনিময় করেছেন;

হুমকি-শাসানী-ভীতি-প্রদর্শন ও তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করেছেন। কিন্তু কোনো প্রমাণ (মোজেজা) হাজির করতে পরেননি (বিস্তারিত পর্ব ২৩-২৫)।

খ) **"সিরাত রসুল আল্লাহ":**

মুহাম্মদের মৃত্যুর প্রায় ১১০ বছর পর মুহাম্মদ ইবনে ইশাকের লিখা মুহাম্মদের **"সর্বপ্রথম পূর্ণাঙ্গ জীবনীগ্রন্থে"** মুহাম্মদের মোজেজার পরিমাণ যৎসামান্য, অপেক্ষাকৃত কম বিচিত্র ও কম উদ্ভট।

গ) **"কিতাব আল-তাবাকাত আল-কাবির":**

মুহাম্মদের মৃত্যুর প্রায় ১৮৫ বছর পর মুহাম্মদ ইবনে সা'দের (৭৮৪-৮৪৫ সাল) লেখা মুহাম্মদের এই জীবনীগ্রন্থে মুহাম্মদের মোজেজার পরিমাণ প্রচুর, বিচিত্র ও উদ্ভট।

ঘ) **হাদিস সংকলন কাল:**

মুহাম্মদের মৃত্যুর ২০০ বছরেরও অধিক পরে বিভিন্ন হাদিস সংকলকদের লেখা হাদিসগ্রন্থে মুহাম্মদের মোজেজার পরিমাণ অসংখ্য, আরও বেশি বিচিত্র ও উদ্ভট।

ঙ) **বর্তমান কাল:**

মুহাম্মদের মৃত্যুর ১৪০০ বছর পর প্রায় সমস্ত ইসলাম বিশ্বাসী দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করেন যে, আখেরি নবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) ছিলেন "অভূতপূর্ব অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী এবং তাঁর জীবনের সমস্তই ছিল মহান আল্লাহপাকের অপার কুদরতের নিদর্শন"।

সুতরাং মুহাম্মদের যাবতীয় মোজেজার কিচ্ছা যে নিবেদিতপ্রাণ মুহাম্মদ-অনুসারীদের মগজ-নিঃসৃত কর্ম, তা বোঝা যায় অতি সহজেই। যেমন করে বর্তমানের **"পীর ও সাধু-বাবার অনুসারীরা"** তাদের নিজ নিজ পীর ও সাধু-বাবার অলৌকিক মাহাত্ম্যের প্রচার রটান, মুহাম্মদ অনুসারীরাও সেই একইভাবে তাঁদের প্রিয় নবীর অলৌকিক মাহাত্ম্যের প্রচার ঘটিয়েছেন।

মক্কায় স্বাভাবিক পরিবেশে কোনো অবিশ্বাসী কুরাইশ মুহাম্মদের কোনো মোজেজার পরিচয় না পেলেও মুহাম্মদ ইবনে ইশাকের এ বর্ণনায় আমরা জানছি যে, **বন্দী অবস্থায়** আল-আব্বাস মুহাম্মদের অলৌকিক ক্ষমতার পরিচয়ে মুগ্ধ হয়ে মুক্তিপণের অর্থ

পরিশোধ করে নিজ ভাতিজার কবল থেকে নিজেকে, তাঁর দুই ভাতিজা কে (মুহাম্মদের নিজেরই দুই চাচাতো ভাই) ও তাঁর এক মিত্রকে মুহাম্মদের কবল থেকে মুক্ত করেছিলেন।

মুহাম্মদের নিজ জামাতা আবু আল-আস বিন আল-রাবি

মুহাম্মদ ইবনে ইশাক ও আল-তাবারীর বর্ণনা:

'মুহাম্মদের নিজ কন্যা জয়নাবের স্বামী, জামাতা আবু আল-আস বিন আল-রাবি ও ছিলেন বন্দীদের একজন (বানু হারাম গোত্রের খিরাশ বিন আল-সিমা নামের এক লোক তাকে বন্দী করেন)। **আবু আল-আস ছিলেন মক্কার গুরুত্বপূর্ণ সম্পদশালী সম্মানিত সওদাগরদের একজন।** তাঁর মায়ের নাম ছিল হালা বিনতে খুয়ালিদ। (মুহাম্মদের প্রথম স্ত্রী) খাদিজা বিনতে খুয়ালিদ ছিলেন তাঁর নিজের খালা। খাদিজা আল্লাহর নবীকে তাঁর জন্য বিয়ের পাত্রী খুঁজতে বলেছিলেন। এ ঘটনাটি ছিল নবুয়ত প্রাপ্তির পূর্বে। যেহেতু আল্লাহর নবী কখনোই তাঁর (খাদিজা) কথায় আপত্তি করেননি, তাই তিনি তাঁর কন্যার সাথে তাঁর বিয়ে দেন। খাদিজা তাঁকে নিজের ছেলের মতই স্নেহ করতেন। আল্লাহ যখন নবুয়তের মাধ্যমে নবীকে সম্মানিত করলেন (৬১০ সাল), খাদিজা ও তাঁর কন্যা তা বিশ্বাস করে তাঁর ধর্মে দীক্ষিত হন এবং সাক্ষ্য দেন যে, তিনি সত্য আনয়ন করছেন। যদিও আবু আল-আস মুশরিকই (Polytheist) থেকে যান।

আল্লাহর নবী রুকাইয়া অথবা উম্মে কুলসুমকে (আবু লাহাব পুত্র) ওতবা বিন আবু লাহাবের সাথে বিয়ে দেন। যখন তিনি কুরাইশদের সামনে প্রকাশ্যে তাঁর ধর্ম প্রচার শুরু করেন **এবং তাদের সাথে শত্রুতা প্রদর্শন করেন,** তখন তারা একে অপরকে স্মরণ করিয়ে দেয় যে, তারা মুহাম্মদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করবে এবং সে মোতাবেক তারা মুহাম্মদের দুই কন্যাকে মুহাম্মদের কাছে ফেরত পাঠাবে, যেন তাদের ভরণপোষণের দায়িত্ব মুহাম্মদের ওপর বর্তায়।

তারা আবু আল-আস এর কাছে যায় এবং তাঁকে বলে যে, তিনি যেন তাঁর স্ত্রীকে (জয়নাব) তালাক দেন। এর বিণিময়ে তিনি যে-মেয়ে চাইবেন, তাকেই তা দেয়া হবে।

তিনি তাতে রাজী হননি এবং বলেন যে তিনি কুরাইশদের কাছ থেকে অন্য কোনো মেয়ে নিতে রাজি নন। আমি (মুহাম্মদ ইবনে ইশাক) শুনেছি যে, আল্লাহর নবী উষ্ণতার সথে তাঁর জামাইয়ের এই ব্যবহারের কথা বলতেন।

তারপর তারা (কুরাইশরা) ওতবা বিন আবু লাহাবের কাছে এই একই অনুরোধ নিয়ে যায়। সে (ওতবা) বলে যে, যদি তারা আবান বিন সাইদ বিন আল-আস এর কন্যা অথবা সাইদ বিন আল-আস এর কন্যাকে এনে দিতে পারে, তবে সে তার স্ত্রীকে তালাক দেবে। তারা সেই ব্যবস্থা করলে সে তার স্ত্রীকে তালাক দেয়। স্ত্রীর সাথে তার কোনো বিবাহ-দৈহিক সম্পর্ক হয়েছিল না। এই ভাবে নবীর কন্যাকে আল্লাহ নবীর কাছে নিয়ে আসে, পরে ওসমান তাকে বিয়ে করেন। সে কারণে মক্কায় প্রীতির সম্পর্কে আবদ্ধ হওয়া বা ছিন্ন করার ক্ষমতা আল্লাহর নবীর ছিল না। তাঁর পরিস্থিতি ছিল সীমাবদ্ধ। [6]

ইসলামের কারণে জয়নাব ও তাঁর স্বামী আবু আল আসের সম্পর্কে বিভাজন ঘটে। **কিন্তু তাঁরা, এক মুসলমান ও এক অবিশ্বাসী, আল্লাহর নবীর হিজরতের পূর্ব পর্যন্ত একত্রেই বসবাস করতেন।**

আবু আল আস বদর যুদ্ধে অংশ নেন এবং অন্যান্য বন্দীর সাথে বন্দিত্ব বরণ করে আল্লাহর নবীর সাথে মদিনায় অবস্থান করেন'।

'[ইবনে হুমায়েদ < সালামাহ <] মুহাম্মদ ইবনে ইশাক < ইয়াহিয়া বিন আববাদ বিন আবদুল্লাহ বিন আল-জুবায়ের <তার পিতা আববাদ (আয়েশা ছিলেন আববাদের খালা) < আল্লার নবীর স্ত্রী আয়েশা হতে বর্ণিত:

আয়েশা বলেছেন, "যখন মক্কাবাসীরা বন্দীদের মুক্তির জন্য তাদের মুক্তিপণ পাঠাচ্ছিলেন, **জয়নাব আবু আল আসের মুক্তির জন্য মুক্তিপণ পাঠায়। আবু আল আসের সাথে বিয়ের সময় তাঁর মা খাদিজার দেয়া নেকলেসটি তিনি পাঠিয়ে দেন।** আল্লাহর নবী তা দেখে আবেগপ্রবণ হয়ে ওঠেন এবং (তাঁর অনুসারীদের) বলেন, 'যদি তোমরা এই মুক্তিপণের অর্থ তাকে ফিরিয়ে দিয়ে তার বন্দী স্বামীকে তার কাছে ফেরত পাঠাতে

পছন্দ করো, তবে তাই করো।' তাঁর অনুসারীরা তৎক্ষণাৎ তাতে রাজী হয়। তারা তাকে মুক্ত করে ও মুক্তিপণের অর্থ ফেরত পাঠায়।

সেই সময় আল্লাহর নবী আবু আল আসের উপর এক শর্ত আরোপ করেছিলেন অথবা আবু আল আস স্বেচ্ছায় রাজি হয়েছিলেন, যার প্রকৃত সত্য স্পষ্টভাবে কখনো উদঘাটন হয়নি, **এই মর্মে যে তিনি জয়নাবকে নবীর কাছে [মদিনায়] পাঠিয়ে দেবেন।**

সে যা-ই হোক, আবু আল আস মক্কায় পৌঁছার পর আল্লাহর নবী একজন আনসারসহ জায়েদ বিন হারিথাকে ইয়াযায উপত্যকায় (মক্কা থেকে ৮ মাইল দূরবর্তী) পাঠান এবং তাকে বলেন, "যতক্ষণ না জয়নাব তোমার পাশ দিয়ে অতিবাহিত হয় ততক্ষণ তোমারা ইয়াযায উপত্যকায় অবস্থান করবে; তারপর তাকে সঙ্গে নিয়ে আমার কাছে ফিরবে।" বদর যুদ্ধের প্রায় মাস দুয়েক পর এই দু'জন সেখানে যায়।

আবু আল আস মক্কায় পৌঁছে জয়নাবকে তার পিতার কাছে যেতে বলেন এবং জয়নাব যাত্রার প্রস্তুতি আরম্ভ করে।' [7]

[ইসলামী ইতিহাসের ঊষালগ্ন থেকে আজ অবধি প্রতিটি ইসলাম বিশ্বাসী প্রকৃত ইতিহাস জেনে বা না জেনে ইতিহাসের এ সকল অমানবিক অধ্যায়গুলো যাবতীয় চতুরতার মাধ্যমে বৈধতা দিয়ে এসেছেন। বিষয়গুলো অত্যন্ত স্পর্শকাতর বিধায় বাংলা অনুবাদের সাথে মূল ইংরেজি অনুবাদের অংশটিও সংযুক্ত করছি। - অনুবাদ, টাইটেল ও [**] যোগ - লেখক।]

Muhammad's own uncle, two cousins and Utbah b Amr b Jahdam

Ibne Hamid from Salama from Ibne Ishaq from al-Kalbi from Abu Salih from Ibn Abbas:

The messenger of God said to al-Abbas b abd al-Muttalib when he was brought to medina with him, "Al-Abbas, you must ransom yourself, your two nephews, Aqil b Abu Talib and Nawfal b al-Harith, and your confiderate Utbah b Amr b Jahdam; for you are a wealthy man."

He replied, “I was a Muslim but the people compelled me (to fight) against my will.”

He answered, “God knows best about your Islam. If what you say is true God will reward you for it. But to all outward appearance you have been against us, so pay us your ransom.”

Now the apostle had taken twenty ounces (uqiyyah) of gold from him after Badr and Al-Abbas said, “O’ apostle of God credit me with this amount in my ransom.”

He repilied, “No, that was something which God gave to us from you.”

Al-Abbas then said, “I have no money.”

“Where is the money which you deposited with Umm al-Fadl bt al-Harith in Mecca when you were setting out? You were two alone when you said to her, ‘If I am killed so much is for al-Fadl, so much is for Abdullah, so much is for Qutham and so much is for Ubaydullah?”

“By him who sent you with the truth” he said, “Nobody knows this exceptmyself and her, and now I know that you are the messenger of God.”

So Al-Abbas ransomed himself, his two nephews and his confiderate’. [5]

Abu Al-As bin al-Rabi – son in law (husband of Zaynab) of Muhammad

‘Among the prisoners was Abu Al-As b al-Rabi, son in law of the apostle, married to his daughter Zaynab (Khirash b al-Sima, one of B Haaram, had captured him). Abu Al-As was one of the important men of Mecca in wealth, respect and merchandise. His mother was Hala b Khuwalid [sister of Khadiza] and Khadija binte Khuwalid was his aunt. Khadija had asked the apostle to find him a wife. Now the apostle never opposed her, this was before revelation came to him, so he married him to his daughter. Khadija used to regard him as her son.

When God honored His apostle with prophecy Khadija and her daughter believed in him and testified that he had brought the truth and followed his religion, though Abu Al-As persisted in his polytheism.

Now the apostle had married Ruqaya or Umm Kulthum to Utba b Abu Lahab and when he openly preached to Quraysh the command of God and showed them hostility they reminded one another that they had relieved Muhammad of his care for his daughters and decided to return them so that he should have the resposibilty of looking after them himself.

They went to Abu Al-As and told him to divorce his wife and they would give him any woman he liked. He refused, saying that he did not want any other woman from Quraysh; and I [Ibne Ishaq] have heard that the apostle used to speak warmly of his action as a son in law.

Then they went to Utba b Abu Lahab with the same request and he said that if they would give him the daughter of Aban b Sa'id b Al-As or the daughter of Sa'id b Al-As he would divorce his wife; and when they did so he divorced her, not having consummated the marriage. Thus God took her from him to her honor and his shame and Uthman afterwards married her. Now the apostle had no power of binding and loosing in Mecca, his circumstances being circumscribed. [6]

Islam had made a division between Zaynab and her husband Abu Al-As, but they lived together, Muslim and unbeliever, until the apostle migrated.

Abu Al-As joined the expedition to Badr and was captured among the prisoners and remained at Medina with the apostle.

According to [Ibne Humayd from Salamah from] Muhammad b Ishaq from Yahya b Abbad b Abdullah b al-Zubayr from his father Abbad (Aisha was maternal aunt of Abbad) from Ayesha the wife of the apostle:

Aisha said, "When the Meccans sent to ransom their prisoners, Zaynab sent the money for Abu Al-As; with it she sent a necklace which Khadija had given her on her marriage to Abu Al-As. When the apostle saw it his feelings overcame him and he said, 'If you would like to let her have her captive husband back and return her money to her, do so.' The people at once agreed and they let him go and sent her money back.

Now the apostle had imposed a condition on Abu Al-As or the later had undertaken it voluntarily, the facts were never clearly established, that he should let Zaynab come to him.
At any rate, after Abu Al-As had reached Mecca the apostle sent Zayd b Haritha and one of the Ansar saying, "Be in the valley of Yajaj (about 8 miles from Mecca) until Zaynab passed by you and then accompany her back to me." The two went there a month or so after Badr.
When Abu Al-As reached Mecca, he told Zaynab to go to her father and she proceeded to get ready to travel. [7]

>>> পৃথিবীর প্রায় সকল ইসলাম-বিশ্বাসী দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করেন যে, মক্কায় কুরাইশরা মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীদের ওপর যথেচ্ছ অমানুষিক নিপীড়ন ও নির্যাতন করতেন। তাঁরা মনে প্রাণে বিশ্বাস করেন যে, কুরাইশদের এই অমানুষিক অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে মুহাম্মদের নির্দেশে তাঁর অনুসারীরা প্রথমে আবিসিনিয়ায় ও পরে মদিনায় হিজরত করেছিলেন।
কিন্তু মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীরা মদিনায় এসে কুরাইশদের বাণিজ্য-কাফেলার ওপর উপর্যুপরি হামলা, বাণিজ্য সামগ্রী লুণ্ঠন, আরোহীদের খুন অথবা বন্দী করে ধরে নিয়ে এসে মুক্তিপণ আদায় সত্ত্বেও জয়নাবের স্বামী বা অন্য কোনো কুরাইশ মুহাম্মদের এই মুসলিম কন্যার ওপর কোনোরূপ অত্যাচার, নিপীড়ন, নির্যাতন বা দুর্ব্যবহার করেছিলেন এমন আভাসের বিন্দুমাত্র মুহাম্মদ ইবনে ইশাকের ওপরোক্ত বর্ণনার কোথাও নেই! শুধু কি তাই? আমরা দেখছি সম্পূর্ণ বিপরীত এক চিত্র!

যে চিত্রের বর্ণনায় যে সত্যটি অত্যন্ত স্পষ্ট, তা হলো:

১) **আবু আল-আস প্রলোভনের মুখে ও তাঁর মুসলিম স্ত্রীর সাথে বিবাহ বিচ্ছেদে রাজি হননি।**

২) **আবু আল-আস নিজে পৌত্তলিক হওয়া সত্ত্বেও তাঁর মুসলিম স্ত্রী জয়নাবের সাথে সুদীর্ঘ বারোটি বছর (৬১০-৬২২ সাল) একত্রেই বসবাস করতেন**; যা আজকের আধুনিক সেকুলার সমাজেও এক বিরল উদাহরণ। এমন একটি সমাজের সমস্ত লোককে মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীরা গত ১৪০০ বছর যাবত **"অন্ধকারের যুগ/বাসিন্দা"** বলে আখ্যায়িত করে আসছেন।

৩) **স্ত্রী জয়নাব তাঁর স্বামীর এই চরম অসহায় মুহুর্তে তাঁর পিতা মুহাম্মদের কাছে স্বামীর মুক্তির জন্য মুক্তিপণের অর্থ পাঠিয়েছিলেন।**

৪) **"মুহাম্মদ" তাঁর জামাতা আবু আল আস কে মুক্তি দেয়ার সময় শর্ত আরোপ করেছিলেন যে, তিনি যেন তাঁর মেয়ে জয়নাবকে মদিনায় তাঁর কাছে পাঠিয়ে দেন।**

চরম উদার ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গির অধিকারী এমন এক স্বামী একই সাথে সুদীর্ঘ ১২ টি বছর তাঁর মুসলিম স্ত্রীর সাথে একত্রে অবস্থান করা অবস্থায় তাঁর সেই স্ত্রীরই প্রত্যক্ষ সাহায্যে মুক্ত হয়ে **বিনা অপরাধে তাঁর সেই স্ত্রীকে স্বেচ্ছায় রাজি হয়ে** ('"অথবা" আবু আল আস স্বেচ্ছায় রাজি হয়েছিলেন') বাপের বাড়িতে নির্বাসনে পাঠাবেন এমন অযৌক্তিক দাবি আদৌ গ্রহণযোগ্য নয়।

জামাতা আবু আল আসকে শর্ত আরোপে বাধ্য করে মুহাম্মদ যে তাঁর নিজ কন্যা জয়নাবকে তাঁর স্বামীর কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন করে মদিনায় নির্বাসন নিতে বাধ্য করেছিলেন - তা কোনো বিচ্ছিন্ন ঘটনা ছিল না। আদি মুসলিম ঐতিহাসিকদেরই লিখিত ইতিহাসের পুঙ্খানুপুঙ্খ পর্যালোচনায় যে সত্যটি স্পষ্ট (বিস্তারিত আলোচনা করবো "হিজরত তত্ত্বে") তা হলো:

"কুরাইশরা নয়; মুহাম্মদ নিজেই তাঁর মক্কাবাসী অনুসারীদের বিভিন্ন প্রলোভন, ভীতি-প্রদর্শন ও মৃত্যু-হুমকির মাধ্যমে তাঁদের পরিবার-পরিজনদের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন করে মদিনায় হিজরত করতে বাধ্য করেছিলেন। নিজ কন্যা জয়নাবকে তাঁর স্বামীর কাছ

থেকে বিচ্ছিন্ন করে মদিনায় হিজরত করতে বাধ্য করা সেই ধারাবাহিকতার একটি অংশ মাত্র।"

আবু আল আস মক্কায় এসে তাঁর শ্বশুরের আরোপিত শর্ত অনুযায়ী স্ত্রীকে পরিত্যাগ করতে বাধ্য হন। জয়নাব মদিনায় তাঁর পিতা মুহাম্মদের কাছে যাত্রার প্রস্তুতি গ্রহণ করে।

তথ্যসূত্র ও পাদটীকা

[1] খাদিজার বাবার দাদা আবদ উজ্জাহ বিন কুছে (Qusayy) ছিলেন মুহাম্মদের দাদার [আবদ আল-মুত্তালিব] দাদা আবদ মানাফ বিন কুছে এর সহোদর ভাই। অর্থাৎ, মাত্র তিন-চার পুরুষ আগে খাদিজা ও মুহাম্মদের পূর্ব-পুরুষরা ছিলেন একই পরিবার ভুক্ত।

[2] 'তারিক আল-রাসুল ওয়াল মুলুক'- লেখক আল তাবারী, ভলুম ৬, ইংরেজী অনুবাদ - W Montgomary Watt and M.V McDonald (University of Edinburg), State University of New Yok press 1988,, ISBN 0-88706-707-7. পৃষ্ঠা (Leiden) ১১৬৪

http://books.google.com/books?id=taeamiOj2nYC&printsec=frontcover&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false

[3] *"সিরাত রসুল আল্লাহ"- লেখক: **ইবনে ইশাক** (৭০৪-৭৬৮ খৃষ্টাব্দ), সম্পাদনা: ইবনে হিশাম (মৃত্যু ৮৩৩ খৃষ্টাব্দ), ইংরেজি অনুবাদ: A. GUILLAUME, অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, করাচী, ১৯৫৫, ISBN 0-19-636033-1,* পৃষ্ঠা - ৫২৬

http://www.justislam.co.uk/images/Ibn%20Ishaq%20-%20Sirat%20Rasul%20Allah.pdf

[4] *"তারিক আল রসুল ওয়াল মুলুক"- লেখক: **আল-তাবারী** (৮৩৮-৯২৩ খৃষ্টাব্দ), ভলুউম ৭, ইংরেজী অনুবাদ: W. Montogomery Watt and M.V. McDonald,*

নিউ ইয়র্ক ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯৮৭, ISBN 0-88706-344-6 [ISBN 0-88706-345-4 (pbk)], পৃষ্ঠা (Leiden) -১৩০৮
http://books.google.com/books?id=efOFhaeNhAwC&printsec=frontcover&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false

[5] Ibid ইবনে ইশাক- পৃষ্ঠা ৩১২-৩১৩; আল তাবারী-পৃষ্ঠা (Leiden) ১৩৪৪-১৩৪৫,
[6] আল-তাবারীর পাদটীকা-পৃষ্ঠা (Leiden) ১৩৪৬
"এটি সত্যিকার বিবাহ ছিল না, ছিল বাগদান। কখনও কখনও বলা হয় যে মুহাম্মদের দুই কন্যার বাগদান হয়েছিল আবু লাহাবের দুই পুত্রের সংগে। আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় যে রুকাইয়া ওতবার কাছ থেকে প্রত্যাখ্যাত হয়ে ওসমানের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন"।
[7] Ibid আল তাবারী - পৃষ্ঠা (Leiden) ১৩৪৬-১৩৪৮; ইবনে ইশাক- পৃষ্ঠা ৩১৩-৩১৪

৩৯: বদর যুদ্ধ-১০: আবু সুফিয়ান ও তাঁর স্ত্রী হিন্দের মহানুভবতা

ত্রাস, হত্যা ও হামলার আদেশ– বারো

স্বঘোষিত আখেরি নবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) মদিনায় হিজরতের (সেপ্টেম্বর ২৪, ৬২২ সাল) মাত্র সাত মাস পর ৬২৩ সালের মার্চ মাসে কীভাবে রাতের অন্ধকারে ওৎ পেতে অতর্কিতে কুরাইশ বাণিজ্য-কাফেলার ওপর হামলায় তাঁদের বাণিজ্যসামগ্রী লুণ্ঠনের চেষ্টার সূচনা করেছিলেন; তারপর দশটি মাস একের পরে এক সাতটি অনুরূপ ডাকাতি-চেষ্টা ব্যর্থ হওয়ার পর ৬২৪ সালের জানুয়ারি মাসে **"নাখলা"** নামক স্থানে একজন নিরপরাধ কুরাইশ বাণিজ্য আরোহীকে খুন ও দুইজন নিরপরাধ আরোহীকে বন্দী করে তাঁদের সর্বস্ব লুণ্ঠন ও বন্দীর পরিবারের কাছ থেকে মুক্তিপণ আদায়ের মাধ্যমে **"সর্বপ্রথম উপার্জনের"** কীভাবে অনুষ্ঠিত হয়েছিল তার আলোচনা ২৮ ও ২৯ পর্বে করা হয়েছে।

সেই ধারাবাহিকতারই অংশ হিসেবে মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীদের সন্ত্রাসী, অমানবিক ও নৃশংস কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে আক্রান্ত ক্ষতিগ্রস্ত কুরাইশদের **সর্বপ্রথম প্রতিরক্ষা যুদ্ধ** কীভাবে সংঘটিত হয়েছিল; কী কারণে কুরাইশদের চরম পরাজয় ঘটেছিল এবং কী উপায়ে মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীরা বিজয়ী হয়ে **"সর্বপ্রথম বৃহৎ উপার্জন"**-এর অংশীদার হয়েছিলেন, তার ধারাবাহিক বর্ণনাও গত নয়টি পর্বে করা হয়েছে (পর্ব ৩০ -৩৮)।

সংক্ষেপে:

১) বদর যুদ্ধের প্রাক্কালে মুহাম্মদের নেতৃত্বে তাঁর অনুসারীরা **মোট ৭২ জন (দু'জন বন্দী হত্যাসহ) কুরাইশকে চরম নৃশংসতায় খুন ও ৬৮ জনকে বন্দী** করে মদিনায় ধরে নিয়ে আসেন।

২) এই কুরাইশরা সকলেই ছিলেন তাঁদেরই **একান্ত পরিবার-পরিজন, নিকটাত্মীয়,** বন্ধু-বান্ধব অথবা প্রতিবেশী।

৩) নিহতদের অধিকাংশই ছিলেন কুরাইশদের নেতৃস্থানীয় গণ্যমান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ।

৪) খুন করার পর লাশগুলোকে তাঁরা **চরম অবমাননা ও তাচ্ছিল্যে** বদর প্রান্তের এক নোংরা শুষ্ক গর্তে একে একে নিক্ষেপ করেন।

৫) লাশগুলো গর্তে নিক্ষেপ করার পর তাঁরা কুরাইশদের যাবতীয় **সম্পদ লুণ্ঠন (গণিমত)** করে নিজেদের মধ্যে ভাগাভাগি করে নেন।

৬) মাত্র পাঁচ জন ছাড়া বাকি ৬৩ জন বন্দীর প্রত্যেক পরিবারের কাছ থেকে মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীরা **সর্বোচ্চ ৪০০০ দিরহাম মুক্তিপণ আদায় করেন।**

৭) এই লুটের মাল ও মুক্তিপণের অর্থে জীবিকা উপার্জন ও ভোগ যে সম্পূর্ণ **"পরিচ্ছন্ন ও হালাল বস্তু"** তা মুহাম্মদ নিশ্চিত করেছেন ঐশী বাণী ঘোষণার মাধ্যমে **(৮:৬৭-৬৯)**।

৮) বন্দীদের মধ্যে চার জন ছিলেন মুহাম্মদেরই একান্ত নিকট-আত্মীয় ও পরিবার সদস্য: চাচা আল-আব্বাস ইবনে আব্দুল মুত্তালিব, দুই চাচাত ভাই আকিল ইবনে আবু তালিব বিন আব্দুল মুত্তালিব ও নওফল ইবনে আল-হারিথ বিন আব্দুল মুত্তালিব এবং জামাতা আবু আল আস বিন আল-রাবি।

৯) জামাতা আবু আল আস-এর মুক্তিপণের অর্থ মেয়ে জয়নাবের কাছে ফেরত পাঠিয়ে বিনা মুক্তিপণেই তাঁকে মুক্ত করলেও মুহাম্মদ তাঁর এই জামাতার ওপর এই মর্মে **শর্ত আরোপ করেছিলেন** যে, তিনি মক্কায় গিয়ে তাঁর মেয়ে জয়নাবের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে জয়নাবকে মদিনায় তাঁর কাছে পাঠিয়ে দেবেন।

১০) নবীকন্যা জয়নাব ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হয়েছিলেন তাঁর পিতা মুহাম্মদের নবুয়ত প্রাপ্তির পর (৬১০ সাল)। মুহাম্মদ ইবনে ইশাক লিখেছেন, **"তাঁরা, এক মুসলমান ও এক অবিশ্বাসী, আল্লাহর নবীর হিজরতের [সেপ্টেম্বর, ৬২২ সাল] পূর্ব পর্যন্ত একত্রেই বসবাস করতেন"।** কিন্তু তাঁর বর্ণনার ধারা বিবরণীতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, এই একত্র বাস অবস্থাতেই আবু আল আস অন্যান্য কুরাইশদের সাথে বদর যুদ্ধে (মার্চ,

৬২৪ সাল) অংশগ্রহণ করে বন্দীত্ব বরণ করেছিলেন। এই বন্দীত্ব থেকে মুক্ত হয়ে মক্কায় পৌঁছার পর মুহাম্মদের আরোপিত শর্ত অনুযায়ী **জয়নাবকে মদিনায় পাঠানোর পূর্ব পর্যন্ত [৬১০-মে/জুন, ৬২৪ সাল] সুদীর্ঘ চোদ্দটি বছর** তাঁরা একত্রেই বসবাস করতেন (পর্ব-৩৮)।

১১) আবু আল আস অন্যান্য কুরাইশদের **প্ররোচনা ও প্রলোভনের মুখে ও তাঁর মুসলিম স্ত্রীর সাথে বিবাহবিচ্ছেদে রাজী হননি।** কিন্তু মুহাম্মদের আরোপিত শর্ত রক্ষার্থে তিনি তাঁর সুদীর্ঘ কালের দাম্পত্য জীবনের অবসান ঘটাতে বাধ্য হন। মক্কায় পৌঁছার পর **শর্ত মোতাবেক** স্ত্রী জয়নাবকে তাঁর পিতার কাছে যেতে বলেন এবং জয়নাব যাত্রার প্রস্তুতি আরম্ভ করেন।

১২) অন্যদিকে, মুহাম্মদ তাঁর কন্যা **জয়নাবকে নিয়ে আসার জন্য যায়েদ বিন হারিথা** ও এক আনসারকে মক্কা থেকে ৮ মাইল দূরবর্তী ইয়াযায নামক উপত্যকায় পাঠান। তাঁরা বদর যুদ্ধের দুই মাস পর সেখানে গিয়ে পৌঁছান।

[যায়েদ বিন হারিথা ছিলেন মুহাম্মদের পালিত পুত্র। ফেরেশতা, নবী-রসুল, পৌত্তলিকদের দেবতা ও পুরাকালের ইতিকথার চরিত্রের নাম ছাড়া ***"মুহাম্মদের সমসাময়িক যে দুইজন ব্যক্তির নাম"*** *মুহাম্মদ তাঁর স্বরচিত ব্যক্তিমানস জীবনীগ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, তাঁর প্রথম জন হলেন চাচা* ***আবু লাহাব*** ***(১১১:১),*** *মক্কায় উপস্থিত কুরাইশ জনতার সামনে দাঁড়িয়ে যাঁকে তিনি অভিশাপ বর্ষণ করেছিলেন (পর্ব-১২)। আর দ্বিতীয় জন হলেন তাঁর পালিত পুত্র এই* ***"যায়েদ বিন হারিথা"****; মদিনায় যার স্ত্রী যয়নবকে তিনি বিয়ে করেছিলেন।* ***(৩৩:৩৭-"অতঃপর যায়েদ যখন যয়নবের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করল, তখন আমি তাকে আপনার সাথে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ করলাম যাতে মুমিনদের পোষ্যপুত্ররা তাদের স্ত্রীর সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করলে সেসব স্ত্রীকে বিবাহ করার ব্যাপারে মুমিনদের কোন অসুবিধা না থাকে। আল্লাহর নির্দেশ কার্যে পরিণত হয়েই থাকে")।*** *পালিত পুত্রের স্ত্রীকে বিবাহ করা তৎকালীন আরবে গর্হিত কর্ম বলে বিবেচিত হতো।* ***এই গর্হিত কর্মটি সম্পাদনের বাসনা প্রকাশ ও বিবাহ প্রস্তাব সাঙ্গ করার পর***

*তাঁর সেই কাজের বৈধতা দিতে মুহাম্মদ তাঁর আল্লাহর নামে ঐশী বাণীর অবতারণা করেছিলেন। **আগে"** আল্লাহর প্রদত্ত বৈধতা, **"তারপর"** যেহেতু তা বৈধ, সে কারণে বাসনা প্রকাশ ও বিবাহ প্রস্তাব; ঘটনাটি এমন ছিল না! ঘটনাটি ছিল, "আগে গর্হিত কর্ম সম্পাদন, তারপর তার বৈধতার সার্টিফিকেট"! [1]]*

যে কোনো মুক্তচিন্তার বিবেকবান মানুষ অতি সহজেই বুঝতে পারেন যে, সেই পরিস্থিতিতে পরাজিত ক্ষতিগ্রস্ত স্বজনহারা কুরাইশদের মানসিক অবস্থা ছিল অত্যন্ত বিপর্যস্ত। ধারণা করা কঠিন নয় যে, **কুরাইশদের প্রত্যেকটি পরিবারের** এক বা একাধিক কোনো না কোনো সদস্য, নিকটাত্মীয়, প্রতিবেশী অথবা বন্ধু-বান্ধব নৃশংসভাবে খুন হয়েছিলেন অথবা বন্দীত্ব বরণ করেছিলেন। কুরাইশদের ঘরে ঘরে বিষাদ, বিলাপ ও কান্নার রোল উঠেছিল। আদি ও বিশিষ্ট মুসলিম ঐতিহাসিকদের বর্ণনায় আমরা আরও জেনেছি যে, তাঁদের বিলাপের খবর পেয়ে মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীরা তাঁদের বন্দী স্বজনদের মুক্তির জন্য অতিরিক্ত মুক্তিপণ দাবী করতে পারে, এই আশংকায় **তাঁরা প্রাণ খুলে কান্নাও করতে পারেননি!**

তাঁদের এই শোচনীয় পরিস্থিতির জন্য প্রত্যক্ষভাবে যে-ব্যক্তিটি **একমাত্র দায়ী**, তিনি হলেন স্বঘোষিত নবী মুহাম্মদ বিন আবদুল্লাহ! আর সেই দায়ী ব্যক্তিটির মুসলিম কন্যা জয়নাব তাঁদেরই মাঝে অবস্থান করছেন! এমত পরিস্থিতিতে তথাকথিত অন্ধকার যুগের ("আইয়্যামে জাহিলিয়াত") বাসিন্দারা ক্রোধান্বিত হয়ে তাঁদের এই পরিণতির জন্য **দায়ী ব্যক্তিটির মুসলিম কন্যার ওপর কি কোনোরূপ অত্যাচার বা নিপীড়ন চালিয়েছিলেন? জয়নাবের প্রতি তাঁদের মনোভাব কেমন ছিল?**

জয়নাবের মদিনা যাত্রা:

মুহাম্মদ ইবনে ইশাকের (৭০৪-৭৬৮ সাল) ও আল তাবারীর (৮৩৯-৯২৩ সাল) বর্ণনা:
'[ইবনে হুমায়েদ < সালামাহ <] মুহাম্মদ ইবনে ইশাক < আবদ আল্লাহ বিন আবু বকর বিন মুহাম্মদ বিন আমর বিন হাজম হতে বর্ণিত:

আমাকে [মুহাম্মদ বিন ইশাক] বলা হয়েছে যে জয়নাব বলেছেন, "মক্কায় আমি যখন আমার পিতার সাথে [মদিনায়] যোগদানের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছিলাম, হিন্দ বিনতে ওতবা (আবু সুফিয়ান বিন হারবের স্ত্রী, যিনি ছিলেন জয়নাবের স্বামীর বংশের; যে কারণে জয়নাবের সাথে ছিল তাঁর সখ্যতা। কিন্তু তিনি ছিলেন মুহাম্মদের চাচা হামজার উপর প্রতিহিংসা চরিতার্থে আকুল আকাঙ্ক্ষী, কারণ তিনি [হামজা] তাঁর বাবা ও চাচাকে বদর প্রান্তে খুন করেছিলেন।) আমার সাথে সাক্ষাত করেন এবং বলেন,

'মুহাম্‌মদ-পুত্রী, আমি কি শুনিনি যে, তুমি তোমার বাবার সাথে যোগদানে আকাঙ্ক্ষী?'

আমি বললাম, 'আমি তা করতে চাই না।'

তিনি [জবাবে] বলেন, 'জ্ঞাতি-বোন, অস্বীকার করো না। তোমার যাত্রার সুবিধার জন্য প্রয়োজন এমন কোনো কিছুর দরকার হলে কিংবা তোমার বাবার কাছে পৌঁছতে সাহায্য করবে এমন টাকাকড়ির প্রয়োজন হলে, আমি তোমার সবকিছুর দরকারে আছি। সুতরাং জিজ্ঞেস করতে লজ্জা করো না; কারণ পুরুষদের এই ঝগড়া ফ্যাসাদের পেছনে মহিলাদের কোনোই সম্পর্ক নেই।'

সত্যি বলছি আমি [জয়নাব] নিশ্চিত যে, তিনি যা বলেছেন তা তিনি করতে প্রস্তুত, কিন্তু তাঁকে আমার ভয় হয়েছিল এবং আমি যাওয়ার জন্য যে মনস্থির করেছি, তা অস্বীকার করেছিলাম। যদিও আমি যাত্রার প্রস্তুতি নিচ্ছিলাম।"

নবীকন্যা যখন প্রস্তুতি সম্পন্ন করেন, তাঁর স্বামীর ভাই কেনানা বিন আল রাবি তাঁর জন্য একটা উঠ নিয়ে আসেন, যার ওপর তিনি সওয়ার হন। তারপর কেনানা তার তীর ও তূণী নিয়ে প্রকাশ্য দিবালোকে উটের পিঠের উপর স্থাপিত ডুলির (camel litter) ওপর তাঁকে [জয়নাব] বসিয়ে উটটি পরিচালনা করেন।

কুরাইশরা এ ব্যাপারে বলাবলি শুরু করে এবং তাদের কে অনুসরণ করে এসে ধু-তাওয়া নামক স্থানে তাদেরকে পাকড়াও করে।

যে লোকটি প্রথমেই তাদের কাছে পৌঁছেন, তাঁর নাম ছিল হাববার বিন আল-আসওয়াদ বিন আল-মুত্তালিব বিন আসাদ বিন আবদ আল-উজজা আল-ফিহিরি। যখন হাববার

তাদেরকে বল্লম দিয়ে হুমকি প্রদান করে, তিনি [জয়নাব] ছিলেন উটের পিঠের ওপর স্থাপিত ডুলির ভিতরে। বলা হয়, তখন তিনি ছিলেন গর্ভবতী; যখন তিনি মক্কায় প্রত্যাবর্তন করেন তখন তাঁর গর্ভপাত হয়।

হাববারের হুমকির পর তাঁর দেবর [কেনানা] নতজানু হয়ে বসে পরে, তূণী থেকে তীর বের করে এবং বলে, "আল্লাহর কসম, কেউ আমার নিকটবর্তী হলে আমি তাকে তীরবিদ্ধ করবো।"

ফলে আবু সুফিয়ান ও অন্যান্য গণ্যমান্য কুরাইশরা সেখানে উপস্থিত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত তারা [হাববার বিন আল-আসওয়াদ ও নাফি বিন আবদ কায়েস] পিছু হটে।

আবু সুফিয়ান বলেন, "এই যে [কেনানা], তোমার ধনুক নিচু করো যাতে আমরা তোমার সাথে কথা বলতে পারি।"

সে তার ধনুক নিচু করে; আবু সুফিয়ান তার পাশে এসে দাঁড়ান ও বলেন,

"তোমার ভুল এই যে, তুমি মেয়েটিকে সবার চোখের সামনেই প্রকাশ্যে দূরে বাহিরে নিয়ে যেতে চাইছ, যেখানে তুমি জানো যে আমাদের নিদারুণ দুর্দশা ও বিপর্যয়ের জন্য দায়ী হলো মুহাম্মদ। এই বিপর্যয়ের পরেও যদি প্রকাশ্যে সবার সামনে তার কন্যাকে তুমি বের করে নিয়ে যাও, তবে তা হবে আমাদের জন্য চরম অপমানকর; জনগণ মনে করবে যে, এটা আমাদের চরম দুর্বলতারই বহিঃপ্রকাশ। **আমার জানের কসম, আমরা তার কন্যাকে ধরে রাখতে চাই না এবং এভাবে প্রতিশোধ নেয়ার চেষ্টা আমাদের পন্থা নয়।** কিন্তু মেয়েটিকে এখন ফিরিয়ে নিয়ে যাও এবং যখন বিক্ষোভ থেমে যাবে এবং লোকেরা বলবে যে, আমরা তাকে ফিরিয়ে নিয়ে এসেছি, তখন **তুমি গোপনে তাকে নিয়ে যেও যেন সে তার বাবার সাথে মিলিত হতে পারে।"**

ঠিক ঠিক তাইই ঘটেছিল। এক রাতে সে [জয়নাবের দেবর কেনানা] তাঁকে নিয়ে যায় এবং জায়েদ বিন হারিথা ও তাঁর সঙ্গীর কাছে হস্তান্তর করে; তারা তাঁকে নিয়ে আল্লাহর নবীর কাছে যায়।'

'ইয়াজিদ বিন আবু হাবিব <বুকির বিন আবদুল্লাহ বিন আল-আসাজ < সুলেইমান বিন ইয়াসার < আবু ইশাক আল-দাউসি < আবু হুরাইরা আমাকে (মুহাম্মদ ইবনে ইশাক) বলেছেন যে, শেষোক্ত জন তাকে বলেছেন:

"**আল্লাহর নবী আমাকে আরও কিছু হানাদারদের সাথে এই হুকুম জারী করে পাঠালেন** যে হাববার বিন আল-আস ওয়াদ অথবা অন্যজন (নাফি বিন আবদ কায়েস) যে তার সাথে জয়নাবের নিকটে সর্বপ্রথমে পৌঁছেছিল, যদি আমরা তাদের ধরতে পারি, তবে যেন পুড়িয়ে মারি।

পরের দিন তিনি আমাদের কাছে খবর পাঠালেন, 'এই দুইজন লোককে ধরতে পারলে আমি তোমাদেরকে পুড়িয়ে মারতে বলেছিলাম; তারপর আমি অনুধাবন করলাম যে পুড়িয়ে মেরে শাস্তি দেয়ার অধিকার আল্লাহ ছাড়া আর কারও নেই। **তাই যদি তোমরা তাদের ধরতে পারো, তবে খুন করো।'"** [2] [3]

[ইসলামী ইতিহাসের ঊষালগ্ন থেকে আজ অবধি প্রতিটি ইসলাম বিশ্বাসী প্রকৃত ইতিহাস জেনে বা না জেনে ইতিহাসের এ সকল অমানবিক অধ্যায়গুলো যাবতীয় চতুরতার মাধ্যমে বৈধতা দিয়ে এসেছেন। বিষয়গুলো অত্যন্ত স্পর্শকাতর বিধায় বাংলা অনুবাদের সাথে মূল ইংরেজি অনুবাদের অংশটিও সংযুক্ত করছি। - অনুবাদ, টাইটেল ও [**] যোগ - লেখক।]

Jaynab's jouney to Medina:

According to [Ibne Humayd from Salamah from] Muhammad b Ishaq from Abd Allah b Abu Bakr b Muhammad b Amr b Hazm:

I have been told that Zaynab said, "While I was getting ready to travel in Mecca in order to join my father, Hind bt Utba (the wife of Abu Sufyan b Harb who was the same clan Zaynab's husband, this is why Hind was friendly here. But she thirsted for vengeance on Muhammad's uncle Hamza because he had killed her father and uncle at Badr) met me and said,

‘Daughter of Muhammad, have I not heard that you wish to join your father?’

I said, ‘I do not want to do so.’

She said, ‘Cousin, do not deny it. **If you need anything which will make your jouney more comfortable or any money to help you reach your father, I have whatever you need. So do not be ashamed to ask; for men’s quarrels have nothing to do with the women.’**

By God I am sure that she meant what she said, but I was afraid of her and denied that I wanted to go. Nevertheless, I got ready to travel.”

When the daughter of the apostle had completed her preperations, her brother in law Kinana b al-Rabi, her husband’s brother, brought her a camel which she mounted.

Then, taking his bow and quiver, he went out with her in broad day light, leading the camel with her in the camel litter.

The men of Quraysh discussed this and went out in prsuit of her, catching up with her Dhu Tawa.

The first men to reach her were Habbar b Al-Aswad b al-Muttalib b Asad b Abd al-Uzza al-Fihri. Habbar threatened her with a spear while she was in the camel litter. It is said that she was pregnant and when she went back again to Mecca, she had a miscarriage.

After Habbars threat, her brother in law knelt down, spread out the contents of his quiver [case for holding or carrying arrows] and said, “By God, if any man comes near me I will put an arrow into him.”

At this they drew back from him until Abu Sufyan and the main body of Quraysh arrived.

Abu Sufyan said, "Man, lower your bow so that we can talk to you." He lowered his bow and Abu Sufyan came up and stood by him and said,

"You did the wrong thing in taking the woman away in public under everyone's noses when you know of our misfortune and disaster which Muhammad has brought on us. The people will think, if you take away his daughter publicly over the heads of everyone, that that is a sign of our humiliation after the disaster that has happend and an exhibition of utter weakness. **By my life, we do not want to keep her from her father and that is not our way of seeking revenge.** But take the woman back and when the clamour has died down and people say that we have brought her back, **you can take her away secretly to rejoin her father."**

This is exactly what happened and one night he took her off and delivered her to Zayd b Haritha and his companion, and they took her to the apostle.

Yazid b Abu Habib from Bukyr b Abdullah b al-Ashajj from Sulayman b Yasar from Abu Ishaq al-Dausi from Abu Hurayra, told me that the later said:

"The apostle sent me among a number of raiders with orders that if we got hold of Habbar b Al-Aswad or the other man (Nafi b Abd Qays) who first got to Zaynab with him we were to burn them with

fire. On the following day he sent word to us, 'I told you to burn these two men if you got hold of them; then I reflected that none has the right to punish by fire save God.
So if you capture them kill them.'" [2] [3]

>>> পৃথিবীর প্রায় সকল ইসলাম-বিশ্বাসী আবু-সুফিয়ান বিন হারব ও হিন্দ বিনতে ওতবার নাম ঘৃণা ভরে উচ্চারণ করেন। কারণ আবু সুফিয়ান মক্কা বিজয়ের আগের রাতে মুহাম্মদের বশ্যতা স্বীকার করার (ইসলাম গ্রহণ) পূর্ব পর্যন্ত ছিলেন মুহাম্মদের প্রকাশ্য শত্রুদের "**বিশেষ একজন**" এবং হিন্দ বিনতে ওতবা হলেন সেই মহিলা যিনি তাঁর পিতা ও চাচার হত্যাকারী হামজা বিন আবদ আল-মুত্তালিব ওহুদ যুদ্ধে নিহিত হলে প্রতিহিংসা চরিতার্থে তিনি তাঁর বাবা ও চাচার এই হত্যাকারীর **কলিজা চিবিয়েছিলেন**। [4]

কিন্তু মুহাম্মদ ইবনে ইশাকের উপরি উক্ত বর্ণনায় আমরা এ কী দৃশ্য অবলোকন করছি!

আমরা জানছি যে, যে-মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীরা মাত্র অল্প কিছুদিন আগে হিন্দ বিনতে ওতবার নিজের **বাবা, চাচা ও এক পুত্র হানজালাকে নৃশংসভাবে করেছেন খুন এবং আর এক পুত্র আমরকে করেছে বন্দী** সেই পিতা-পুত্র ও স্বজন-হারা শোকাবহ মহিলাটি তাঁর বাবা-চাচা ও পুত্রের খুন ও বন্দীর জন্য প্রত্যক্ষভাবে দায়ী ব্যক্তিটির কন্যাকে শুধু সমবেদনা প্রকাশই নয়, **সর্বাত্মক সাহায্যের আশ্বাস নিয়ে এগিয়ে এসেছেন!**

যে-মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীরা অল্প কিছুদিন আগে কুরাইশ দলপতি আবু সুফিয়ান বিন হারবের **এক জোয়ান পুত্র সন্তান, শ্বশুর ও চাচা শ্বশুরকে নৃশংসভাবে করেছেন খুন ও আরেক পুত্র সন্তানকে করেছে বন্দী (পর্ব-৩৪),** সেই সন্তানহারা শোকাবহ আবু সুফিয়ান প্রতিহিংসার বশবর্তী হয়ে তাঁর নিজ পুত্রের খুনের জন্য প্রত্যক্ষভাবে দায়ী ব্যক্তিটির কন্যার উপর কোনোরূপ অবিচার ও অসম্মান না করে, জোরপূর্বক মক্কায় আটকে রেখে **প্রতিশোধ গ্রহণের চেষ্টা না করে, পরামর্শ দিচ্ছেন কীভাবে এই সংক্ষুব্ধ স্বজন-হারা বিক্ষুব্ধ কুরাইশদের রোষানল এড়িয়ে তাঁকে তাঁর পিতার কাছে পৌঁছে দিতে হবে।**

পাঠক, স্বঘোষিত আখেরী নবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর মৃত্যুর প্রায় ১১০ বছর পর (হাদিস সংকলন শুরু তাঁর মৃত্যুর ২০০ বছরের বেশী পরে) লেখা মুহাম্মদের "সর্বপ্রথম পূর্ণাঙ্গ জীবনী" গ্রন্থের লেখক নিবেদিতপ্রাণ ইসলাম-বিশ্বাসী মুহাম্মদ ইবনে ইশাকের ওপরোল্লেখিত প্রাণবন্ত বর্ণনাটি পড়ে কি **অবাক হচ্ছেন?**

গত ১৪০০ বছর ধরে মুহাম্মদ অনুসারীরা উচ্চকণ্ঠে প্রচার করে আসছেন যে, কুরাইশরা ছিলেন অসভ্য, নিষ্ঠুর, বিবেকহীন, নীতিবর্জিত সম্প্রদায়, যাদেরকে তাঁরা ঘৃণা ও তাচ্ছিল্য ভরে **"আইয়্যামে জাহিলিয়াত"** বলে আখ্যায়িত করেন। ইসলাম-বিশ্বাসীদের দ্বারা অভিযুক্ত সেই "তথাকথিত" অন্ধকার যুগের মানুষদের কর্মকাণ্ডের পরিচয় জেনেও এখনো কি এই বিশ্বাসে অটল আছেন যে, বিজয়ী মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীরা কুরাইশ ও অন্যান্য সকল অবিশ্বাসীর ধর্ম-সমাজ-সভ্যতা ও মানুষদের যে চরম অবমাননা ও তাচ্ছিল্যে গত ১৪০০ বছর যাবত চিত্রায়িত করে আসছেন, **তার আদৌ কোনো সত্যতা আছে?**

ওপরোক্ত বর্ণনা সবচেয়ে আদি ও বিশিষ্ট মুসলিম ঐতিহাসিকদেরই লিপিবদ্ধ ইতিহাস। মডার্ন ডিজিটাল 'স্কলাররা' বিভিন্ন চতুরতায় মাধ্যমে প্রাণপণে সাধারণ সরলপ্রাণ মুসলমানদের কাছে ইসলামের ইতিহাসের এই তথ্যগুলো গোপন রাখেন এবং মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীর যাবতীয় নৃশংস আগ্রাসী তৎপরতার বৈধতা দেয়ার চেষ্টা করেন! **কেন করেন?**

কারণ, তাঁরা অসহায়!

ইসলামের মৌলিক ও প্রাথমিক আবশ্যকীয় শর্ত অনুযায়ী তাঁরা তা করতে অবশ্য বাধ্য! **মুহাম্মদের বানী ও কর্মের সত্যতা ও শুদ্ধতার বিষয়ে "কোনোরূপ সন্দেহ পোষণ করা", সমালোচনা তো অনেক দূরের বিষয়, ইসলামের সবচেয়ে মৌলিক ও প্রাথমিক শর্তের লঙ্ঘন** (Violation of Absolutely manadatory requirement of Islam)।

এই অসহায়ত্ব থেকেই মুহাম্মদের বাণী ও কর্মকাণ্ডের বৈধতার প্রয়োজনে গত ১৪০০ বছরে হাজার ও ইসলাম বিশ্বাসী পণ্ডিত ও অপপণ্ডিতরা লক্ষ লক্ষ পৃষ্ঠা রচনা করেছেন।

এই লক্ষ লক্ষ পৃষ্ঠা রচনায় তাঁরা কারণে-অকারণে বেহেশতের প্রলোভন ও দোযখের অনন্ত বীভৎস শাস্তির ভীতি প্রদর্শন; মিথ্যা ও চতুরতার আশ্রয়; উদ্ভট অলৌকিক অবিশ্বাস্য গল্পের যথেচ্ছ অবতারণা; প্রচ্ছন্ন পরোক্ষ অথবা প্রত্যক্ষ হুমকি-শাসানী-ভীতি প্রদর্শন - ইত্যাদি বিভিন্ন কলা-কৌশল ও কসরতের মাধ্যমে সপ্তম শতাব্দীর প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাবঞ্চিত এই মানুষটির **সকল উদ্ভট বাণী ও নৃশংস কর্মকাণ্ডের বৈধতা** দেবার আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন। এখনও নিরলস ও একনিষ্ঠভাবে তাঁরা তা করে চলেছেন এবং ভবিষ্যতেও তাঁরা তা করবেন। মুহাম্মদ তাঁদের সামনে **'দ্বিতীয়' কোনো পথই খোলা রাখেননি!**

এই লক্ষ লক্ষ পৃষ্ঠার একপেশে রচনা থেকে **"সত্যকে"** খুঁজে বের করা যেমন অত্যন্ত কঠিন, তার চেয়েও বেশি কঠিন তা প্রকাশ করার সিদ্ধান্ত। পারিবারিক নিগ্রহ এবং সামাজিক, রাজনৈতিক ও রাষ্ট্রীয় নিপীড়ন ও পদে পদে মৃত্যুঝুঁকির সম্ভাবনা!

তা সত্ত্বেও মুহাম্মদের সময় থেকে শুরু করে যুগে যুগে হাজারো মানুষ স্বনামে বা বেনামে মুহাম্মদের বাণী ও নৃশংস কর্মকাণ্ডের সমালোচনা করেছেন প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে। আবদুল্লাহ বিন উবাই (মুহাম্মদ যাকে মুনাফিক বলা ঘোষণা দিয়েছিলেন) থেকে শুরু করে মুহাম্মদ বিন জাকারিয়া আল-রাজী (৮৪৫-৯২৫ সাল), আলী দাস্তি (১৮৯৬ - ১৯৮১ সাল), আরজ আলী মাতুব্বর (১৯০১ -১৯৮৬ সাল) ইত্যাদি অজস্র লেখক ও বুদ্ধিজীবী হাজারো প্রতিকূলতার মধ্যেও যুগে যুগে সত্য প্রকাশের সৎ সাহস দেখিয়েছেন। [5] [6]

মুহাম্মদের চরিত্র ও কুরাইশদের চরিত্রের তুলনামূলক আলোচনা

পাঠক, আসুন, আমরা মুহাম্মদ ইবনে ইশাকের উপরি উল্লেখিত বর্ণনার আলোকে আবু সুফিয়ান বিন হারব ও তাঁর স্ত্রী হিন্দ বিনতে ওতবার মহানুভবতার সাথে মুহাম্মদের চরিত্রের তুলনামূলক আলোচনা করি।

ওপরে বর্ণিত ঘটনায় আমরা জানছি, মাত্র অল্প কিছুদিন আগে মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীরা মোট ৭২ জন কুরাইশকে নৃশংসভাবে খুন ও ৬৮ জনকে বন্দী করে মুক্তিপণ

আদায় করার কারণে বিপর্যস্ত ক্ষতিগ্রস্ত স্বজনহারা কুরাইশ জনপদ স্বাভাবিক কারণেই মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীদের ওপর ছিলেন অত্যন্ত বিক্ষুব্ধ।

এই সংক্ষুব্ধ স্বজনহারা বিপর্যস্ত বিক্ষুব্ধ লোকদের নাকের ডগার সামনে **প্রকাশ্য দিবালোকে** নবীকন্যা জয়নাবকে উঠিয়ে নিয়ে যাওয়ার দৃশ্য দেখে কিছু কুরাইশ তা ঠেকানোর চেষ্টা করেন। সেই প্রচেষ্টায় তাঁরা তাঁদের পিছু ধাওয়া করে ধু-তাওয়া নামক স্থানে তাঁদেরকে ধরে ফেলেন। হাববার বিন আল-আসওয়াদ এবং তাঁর সহকারী নাফি বিন আবদ কায়েস নামক দুই ব্যক্তি (কুরাইশ) সবার আগে সেখানে পৌঁছতে সমর্থ হন। তাঁরা নবী কন্যা জয়নাবের যাত্রা ঠেকাতে জয়নাব ও তাঁর দেবরকে হুমকি প্রদর্শন করেন। **কিন্তু তাঁরা তাঁদেরকে কোনোরূপ শারীরিক আঘাত করেননি।**

তা সত্ত্বেও মুহাম্মদ হাববার বিন আল-আসওয়াদ এবং নাফি বিন আবদ কায়েস কে হত্যা করার হুকুম জারি করে একদল হানাদার বাহিনী প্রেরণ করেন।

অন্যদিকে, যে আবু সুফিয়ান ও তাঁর স্ত্রী হিন্দের বাবা-চাচা (শ্বশুর) ও পুত্র সন্তানকে অল্প কিছুদিন আগে নৃশংস ভাবে হত্যা করেছেন মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীরা, সেই চরম ক্ষতিগ্রস্ত স্বজনহারা কুরাইশ দম্পতি তাঁদের সেই স্বজনদের হত্যাকারীর কন্যার জন্য সর্বাত্মক সাহায্যের আশ্বাস নিয়ে এগিয়ে এসেছিলেন। এই হত্যাকারীর কন্যা কীভাবে এই সংক্ষুব্ধ বিপর্যস্ত স্বজনহারা বিক্ষুব্ধ কুরাইশদের রোষানল এড়িয়ে নিরাপদে তাঁর পিতার কাছে পৌঁছতে পারেন, তার সৎ পরামর্শ দিয়েছিলেন এই কুরাইশ দলপতি আবু সুফিয়ান। এই মহানুভবতার দৃষ্টান্ত আজকের পৃথিবীর সভ্য সমাজেও বিরল এক উদাহরণ !

যে সমাজের লোকেরা আক্রান্ত হয়েও শত্রুর নিকটাত্মীয়ের বিরুদ্ধে প্রতিহিংসাপরায়ন না হয়ে হয় সাহায্যকারী, সেই সমাজকে "অন্ধকারের যুগ" আর সেই সমাজে বসবাসকারী মানুষদের কি অন্ধকার যুগের বাসিন্দা বলে আখ্যায়িত করা যায়?

কুরাইশদের ওপরে বর্ণিত কর্মকাণ্ডকে যদি "অন্ধকার যুগের" বাসিন্দাদের মানসিকতা ও কর্মকাণ্ড বলে আখ্যায়িত করা হয়, তবে সেই একই যুগের বাসিন্দা মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীদের মানসিকতা ও কর্মকাণ্ড কে কী নামে আখ্যায়িত করা উচিত?

তথ্যসূত্র ও পাদটীকা

[1] তফসীরে ইবনে কাথির:

http://www.qtafsir.com/index.php?option=com_content&task=view&id=1855&Itemid=89

--- Imam Ahmad recorded that Thabit said that Anas, may Allah be pleased with him, said: "When Zaynab's `Iddah finished, may Allah be pleased with her, the Messenger of Allah said to Zayd bin Harithah, (Go to her and tell her about me (that I want to marry her).) So, he went to her and found her kneading dough. He (Zayd) said, `When I saw her I felt such respect for her that I could not even look at her and tell her what the Messenger of Allah had said, so I turned my back to her and stepped aside, and said, `O Zaynab! Rejoice, for the Messenger of Allah has sent me to propose marriage to you on his behalf.' She said, `I will not do anything until I pray to my Lord, may He be glorified.' So she went to the place where she usually prayed. Then Qur'an was revealed and the Messenger of Allah came and entered without permission. ----

[2] "সিরাত রসুল আল্লাহ"- লেখক: ইবনে ইশাক (৭০৪-৭৬৮ খৃষ্টাব্দ), সম্পাদনা: ইবনে হিশাম (মৃত্যু ৮৩৩ খৃষ্টাব্দ), ইংরেজি অনুবাদ: A. GUILLAUME, অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, করাচী, ১৯৫৫, ISBN 0-19-636033-1, পৃষ্ঠা - ৩১৪-৩১৫,

http://www.justislam.co.uk/images/Ibn%20Ishaq%20-%20Sirat%20Rasul%20Allah.pdf

*[3] "তারিক আল রসুল ওয়াল মুলুক"- লেখক: **আল-তাবারী** (৮৩৮-৯২৩ খৃষ্টাব্দ), ভলুউম ৭, ইংরেজী অনুবাদ: W. Montogomery Watt and M.V. McDonald, নিউ ইয়র্ক ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯৮৭, ISBN 0-88706-344-6 [ISBN 0-88706-345-4 (pbk)], পৃষ্ঠা (Leiden) - ১৩৪৮-১৩৫০*

http://books.google.com/books?id=efOFhaeNhAwC&printsec=frontcover&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false

[4] Ibid আল তাবারী- পৃষ্ঠা (Leiden) ১৪১৫

[5] মুহাম্মদ বিন জাকারিয়া আল-রাজী (৮৪৫-৯২৫ সাল) ছিলেন প্রখ্যাত ইরানী চিকিৎসক, বিজ্ঞানী ও দার্শনিক। জ্ঞান ও বিজ্ঞানে যার অবদানের উদাহরণ টেনে ইসলাম বিশ্বাসীরা "ইসলামের স্বর্ণযুগের" মহাত্ব বর্ণনা করেন।

ইসলাম বিষয়ে তাঁর উক্তি: *"If the people of this religion are asked about the proof for the soundness of their religion, they flare up, get angry and spill the blood of whoever confronts them with this question. They forbid rational speculation, and strive to kill their adversaries. This is why truth became thoroughly silenced and concealed"*

কুরান বিষয়ে তাঁর উক্তি: *"You claim that the evidentiary miracle is present and available, namely, the Koran. You say: "Whoever denies it, let him produce a similar one." Indeed, we shall produce a thousand similar, from the works of rhetoricians, eloquent speakers and valiant poets, which are more appropriately phrased and state the issues more succinctly. They convey the meaning better and their rhymed prose is in better meter. ... By God what you say*

astonishes us! You are talking about a work which recounts ancient myths, and which at the same time is full of contradictions and does not contain any useful information or explanation. Then you say: "Produce something like it"?"

http://en.wikipedia.org/wiki/Muhammad_ibn_Zakariya_al-Razi

[6] আলী দাস্তি (১৮৯৪/৯৬ -১৯৮১/৮২ সাল) - বিশিষ্ট ইরানী ইসলামিক স্কলার, সাংবাদিক, সাহিত্যিক। তাঁর উক্তি: "Belief can blunt human reason and common sense, even in learned scholars. What is needed is more impartial study." জীবনের শেষ দিকে তিনি বেনামে যে বইটি লিখেছেন তার নাম "Bisto O Seh Sal (Twenty Three Years)"। ইংরেজিতে অনূদিত এই বইটি অন-লাইনে বিনামূল্যে পাওয়া যায়:

Twenty Three Years: A Study of the Prophetic Career of Mohammad – by ALI DASHTI (Translated from the Persian by F.R.C. Bagley, F. R. Bagley)

http://www.abradat.com/Books/English%20Books/23_Years.pdf

৪০: বদর যুদ্ধ-১১: আবু আল আস আবারও আক্রান্ত

ত্রাস, হত্যা ও হামলার আদেশ– তের

স্বঘোষিত আখেরি নবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) কী রূপে তাঁর নিজ কন্যা জয়নাবের স্বামী জামাতা আবু আল-আস বিন আল-রাবিকে বন্দী দশা থেকে মুক্ত কারার সময় **শর্ত আরোপ** করেছিলেন এবং সেই শর্ত অনুযায়ী পৌত্তলিক আবু আল আস তাঁর মুসলিম স্ত্রী জয়নাব কে কীভাবে তাঁর পিতার কাছে পাঠিয়ে দেয়ার ব্যবস্থা করেছিলেন, তার বিস্তারিত বর্ণনা আগের দু'টি পর্বে করা হয়েছে। স্বামী ও স্ত্রী ভিন্ন ধর্ম-মতাবলম্বী হওয়া সত্বেও এই দম্পতি সুদীর্ঘ ১৪ টি বছর (৬১০-৬২৪ সাল) একত্রেই বসবাস করতেন। এই সুদীর্ঘ একত্র বাসের অবসান ঘটিয়ে মুহাম্মদের আরোপিত শর্ত অনুযায়ী আবু আল-আস ও তাঁর পরিবার সদস্যরা বিশিষ্ট কুরাইশ নেতা **আবু সুফিয়ান বিন হারবের পরামর্শ মোতাবেক** নবী কন্যা জয়নাবকে বিনা বাধায় মক্কা থেকে মদিনায় তাঁর পিতার কাছে প্রেরণ করেছিলেন।

এই ঘটনাটি ঘটেছিল বদর যুদ্ধের (১৫ই মার্চ, ৬২৪ সাল) অল্প কিছুদিন পরে। এরপর সুদীর্ঘকাল তাঁরা একে অপরের সাথে থাকেন বিচ্ছিন্ন! আবু আল-আস বসবাস করেন মক্কায়, আর তাঁর স্ত্রী জয়নাব মদিনায়!

অতঃপর মক্কা বিজয়ের (জানুয়ারি, ৬৩০ সাল) অল্প কিছুদিন পূর্বে সিরিয়া থেকে বাণিজ্য সামগ্রী নিয়ে মক্কায় প্রত্যাবর্তনের সময় **মুহাম্মদের এই জামাতা আবারও তাঁর শ্বশুরের অনুসারী হানাদার দস্যুদের কবলে পরেন।** অতর্কিত হামলায় এই ডাকাতরা তাঁর সমস্ত অর্থ ও বাণিজ্য সামগ্রী লুণ্ঠন করে মদিনায় নিয়ে আসে। তবে এ যাত্রায় তিনি এই মরুদস্যুদের কবল থেকে প্রাণ রক্ষা করতে ও বন্দীত্ব এড়াতে সফলকাম হন।

তিনি পালিয়ে আশ্রয় নেন মদিনায় অবস্থানকারী স্ত্রী জয়নাবের কাছে। দুর্গতির হাত থেকে মুক্তির আশায় তিনি স্ত্রীর সাহায্য কামনা করেন। জয়নাব তাঁর স্বামীর মালামাল লুণ্ঠনকারী হানাদার দস্যুদের দলনেতা পিতা মুহাম্মদের কাছে এ ব্যাপারে সাহায্যের আবেদন জানান। মুহাম্মদ তাঁর কন্যাকে সাহায্য করেন। এই ঘটনার পর আবু আল-আস তাঁর শ্বশুর মুহাম্মদকে নবী হিসাবে স্বীকার করেন ও ইসলামে দীক্ষিত হন।

মুহাম্মদ ইবনে ইশাকের (৭০৪-৭৬৮ সাল) বর্ণনায় ঘটনাটি ছিল নিম্নরূপ:

আবু আল-আস আবার ও তাঁর শ্বশুরের অনুসারী হানাদার দস্যুদের দ্বারা আক্রান্ত হন:

'এই ভাবে যখন ইসলামের আবির্ভাব হয়, তখন আবু আল-আস বসবাস করেন মক্কায় আর [তাঁর স্ত্রী] জয়নাব আল্লাহর নবীর সাথে বসবাস করেন মদিনায়।

মক্কা বিজয়ের অল্প কিছুদিন পূর্বে আবু আল-আস তাঁর নিজের ও তাঁর প্রতি আস্থাবান অন্যান্য কুরাইশদের টাকাপয়সা নিয়ে **বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে সিরিয়া গমন করেন**, তিনি ছিলেন কুরাইশদের বিশ্বস্ত।

ব্যবসার কাজ সম্পন্ন করে বাড়ির উদ্দেশে যাত্রার প্রাক্কালে তিনি পথিমধ্যে আল্লাহর নবীর এক হানাদার বাহিনীর কবলে পরেন। অতর্কিত হামলায় তারা তাঁর সমস্ত সম্পদ লুণ্ঠন করে, যদিও তিনি নিজে তাদের কবল থেকে পালিয়ে যেতে সক্ষম হন।

হানাদাররা তাদের লুণ্ঠনকৃত সম্পদ নিয়ে প্রস্থান করার পর আবু আল-আস রাতের অন্ধকারে জয়নাবের বাড়িতে গমন করেন এবং **তাঁর কাছে আশ্রয় ও নিরাপত্তার আবেদন করেন।** তিনি [জয়নাব] তৎক্ষণাৎ তাতে রাজি হন। তিনি [আবু আল-আস] তাঁর লুণ্ঠিত সম্পদ ফিরে পাওয়ার আর্জি করেন।

ইয়াজিদ বিন রুমান হইতে প্রাপ্ত মুহাম্মদ ইবনে ইশাক হইতে বর্ণিত:

যখন আল্লাহর নবী সকালের নামাজের জন্য পা বাড়ান এবং বলেন "আল্লাহ আকবার" এবং তাঁর অনুসারীরা তাতে সাড়া দেন, জয়নাব মহিলাদের সংরক্ষিত আসন থেকে (নামাজের শুরুতে সম্পূর্ণ নীরবতার মুহূর্তে) কান্নাজড়িত কণ্ঠে বলেন, "হে লোকসকল, আমি আবু আল-আস আল-রাবিকে নিরাপত্তার আশ্বাস দিয়েছি।"

আল্লাহর নবী নামাজ শেষ করে উপস্থিত লোকদের দিকে ঘুরে বসেন এবং বলেন, "হে লোক সকল, আমি যা শুনছি, তোমারাও কি তা শুনেছ?"

যখন তারা বলে যে, তারা তা শুনেছে, তিনি বলেন যে, জয়নাবের এই ঘোষণার আগে তিনি এই ব্যাপারে কিছুই জানতেন না। তিনি আরও বলেন, "সবচেয়ে নগণ্য মুসলমানও তার পক্ষ হতে অন্যকে নিরাপত্তা বিধান করতে পারে।"

তিনি তাঁর কন্যার কাছে যান এবং তাকে বলেন যে, সে যেন তার অতিথিকে সম্মান করে, কিন্তু তাকে যেন সে তার সান্নিধ্যে আসার অনুমতি না দেয়, কারণ সে আর তার কাছে (স্ত্রী হিসাবে) বিধিসঙ্গত নয়।

আবদুল্লাহ বিন আবু বকর হইতে প্রাপ্ত মুহাম্মদ ইবনে ইশাকের বর্ণনা মোতাবেক:

যে হানাদার পার্টি আবু আল-আসের সম্পদ লুণ্ঠন করেছিল, আল্লাহর নবী তাদের কাছে খবর পাঠান এবং বলেন, "তোমরা জানো যে এই লোকটি আমাদের সাথে আত্মীয়তা-সূত্রে আবদ্ধ এবং তোমরা তার সম্পদ ছিনিয়ে এনেছ। তার প্রতি সদয় হয়ে তোমরা যদি তার মালামাল তাকে ফেরত দিতে রাজি হও, তবে তা আমরা অবশ্যই পছন্দ করবো; কিন্তু যদি তোমরা তা না করো, তবে **এই লুণ্ঠিত সম্পদ (Booty) আল্লাহ তোমাদের দান করেছেন এবং এ সম্পদে তোমাদেরই অধিকার সর্বাধিক।"**

তারা জবাবে বলে যে, তারা স্ব-ইচ্ছায় তা ফেরত দিতে রাজি এবং এই ব্যাপারে তারা এতটাই সতর্ক ছিল যে, তারা পুরাতন চামড়া, ছোট্ট চামড়ার বোতল এবং এমনকি ছোট্ট কাঠের খণ্ডসহ যাবতীয় লুণ্ঠন সামগ্রী ফেরত নিয়ে আসে, কিছুই অবশিষ্ট রাখে না।

তারপর আবু আল-আস মক্কায় প্রত্যাবর্তন করেন ও যারা তাঁকে টাকা পয়সা দিয়েছিল, তাদের প্রত্যেকের প্রাপ্ত অংশ পরিশোধ করেন এবং তাদের জিজ্ঞেস করেন যে, তার কাছে তাদের আর কোন দাবি দাওয়া আছে কি না।

তারা বলে, “না। আল্লাহ তোমাকে পুরস্কৃত করবে, আমরা তোমাকে বিশ্বস্ত ও মহানুভব হিসাবে পেয়েছি।"

"তারপর," তিনি বলেন, "আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন মাবুদ নাই এবং মুহাম্মদ তার দাস ও প্রেরিত নবী। যখন আমি [মদিনায়] তাঁর কাছে ছিলাম, তখনই মুসলমান হতে পারতাম, কিন্তু আমি আশংকা করেছিলাম যে, তাহলে তোমরা ধারণা করবে, আমি তোমাদের টাকা পয়সা ও সম্পদ হরণ করতে চেয়েছিলাম। এখন যেহেতু আল্লাহ তা প্রত্যার্পণ করেছে এবং আমি তা থেকে দায় মুক্ত হয়েছি, আমি আল্লাহর কাছে নিজেকে আত্মসমর্পণ করছি।"

এরূপ বলার পর তিনি যাত্রা করেন এবং আল্লাহর নবীর সাথে পুনরায় মিলিত হন।' [1] [2]

[ইসলামী ইতিহাসের ঊষালগ্ন থেকে আজ অবধি প্রায় প্রতিটি ইসলাম বিশ্বাসী প্রকৃত ইতিহাস জেনে বা না জেনে ইতিহাসের এ সকল অমানবিক অধ্যায়গুলো যাবতীয় চতুরতার মাধ্যমে বৈধতা দিয়ে এসেছেন। বিষয়গুলো অত্যন্ত স্পর্শকাতর বিধায় বাংলা অনুবাদের সাথে মূল ইংরেজি অনুবাদের অংশটিও সংযুক্ত করছি। - অনুবাদ, টাইটেল ও [**] যোগ - লেখক।]

Abu Al-As was looted became a Muslim and went back to Medina:

'When Islam thus came between them Abu Al-As lived in Mecca while Zaynab lived in Medina with the apostle.

Shortly before the conquest of Mecca Abu Al-As went to Syria trading with his own money and that of Quraysh which they entrusted to him for he was a trustworthy man. Having completed his business he was on his away home when one of the apostle's raiding parties fell in with him and took all he had, though he himself escaped them.

When the raiders went off with their plunder Abu Al-As went into Zaynab's house under cover of night and asked her to give him protection. She at once did so. He came to ask for his property.

According to Muhammad Ibne Ishaq from Yazid b Ruman:When the apostle went out to Morning Prayer and said, “Allah Akbar” and the people responded, Zaynab cried (in a moment of complete silence at the beginning of prayer) from the place the women sat,
“O people, I have given protection to Abu Al-As al-Rabi.”
When the apostle had completed his prayer, he turned round to the people and said,
“O’ people, did you hear what I heard?”
When they said that they had he swore that he knew nothing about the matter until Zaynab made her declaration, addining, ‘the meanest Muslim can give protection on their behalf.’
He went off to see his daughter and told her to honor her guest but not to allow him to approach her for she was not lawful to him (as a wife).
According to Ibne Ishaq from Abdullah b Abu Bakr:
The apostle sent to the raiding party which had taken Abu Al-As’s goods saying,
“This man is related to us as you know and you have taken property of his. If you would do him a kindness and return his property to him, we should like that; but if you will not then it is booty which God has given you and you have the better right to it.”
They replied that they would willingly give it back and they were so scrupulous that men brought back old skins and little leather

bottles and even a little piece of wood until everything was returned and nothing withheld.

Then Abu Al-As went to Mecca and paid everyone what was due, including those who had given him money to lay out on their behalf and asked them if anyone of them had any further claim on him.

"No," they said, "God reward you, we have found you both trusthworthy and generous."

"Then," he said, "I bear witness that there is no God but the God and that Muhammad is his servant and his apostle. I would have become a Muslim when I was with him but that I feared that you would think that I only wanted to rob you of your property; and now that God has restored it to you and I am clear of it I submit myself to God."

Thus saying he went off to rejoin the apostle'. [1] [2]

>>> স্বঘোষিত আখেরি নবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) **মদিনায় এসে** কুরাইশদের ওপর তাঁর যাবতীয় অনৈতিক আগ্রাসী আক্রমণ, মালামাল লুণ্ঠন, খুন-জখম ইত্যাদি সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের **বৈধতা দিতে ও তাঁর অনুসারীদের উজ্জীবিত করতে** তিনি তাঁর স্বরচিত ব্যক্তিমানস জীবনীগ্রন্থে বারংবার ঘোষণা করেছেন যে, মক্কায় অবস্থানকালীন কুরাইশরা তাঁর ও তাঁর অনুসারীদের উপর যথেচ্ছ অত্যাচার ও নিপীড়ন করে তাঁদের ঘর-বাড়ী থেকে অন্যায়ভাবে বহিষ্কার করছে **"শুধু এই অপরাধে যে, তারা বলে আমাদের পালনকর্তা আল্লাহ।"**

মুহাম্মদের ভাষায়,

২২:৩৯-৪০ [মদিনায়]- "যুদ্ধে অনুমতি দেয়া হল তাদেরকে যাদের সাথে কাফেররা যুদ্ধ করে; কারণ তাদের প্রতি অত্যাচার করা হয়েছে। আল্লাহ তাদেরকে সাহায্য করতে

অবশ্যই সক্ষম। যাদেরকে তাদের ঘর-বাড়ী থেকে অন্যায়ভাবে বহিস্কার করা হয়েছে **শুধু এই অপরাধে যে, তারা বলে আমাদের পালনকর্তা আল্লাহ**। আল্লাহ যদি মানবজাতির একদলকে অপর দল দ্বারা প্রতিহত না করতেন, তবে (খ্রীষ্টানদের) নির্ঝন গির্জা, এবাদত খানা, (ইহুদীদের) উপাসনালয় এবং মসজিদসমূহ বিধ্বস্ত হয়ে যেত, যেগুলাতে আল্লাহর নাম অধিক স্মরণ করা হয়। আল্লাহ নিশ্চয়ই তাদেরকে সাহায্য করবেন, যারা আল্লাহর সাহায্য করে। নিশ্চয়ই আল্লাহ পরাক্রমশালী শক্তিধর।"

>>> **শুধুমাত্র ধর্মান্তরিত হওয়ার কারণে কোনো ব্যক্তিকে, শুধু অত্যাচার বা নিপীড়নই নয়, খুন করার উৎকৃষ্ট উদাহরণ হলো "ইসলাম"।**

মুহাম্মদের শিক্ষায় শিক্ষিত ইসলাম-বিশ্বাসীরা ইসলামের সেই ঊষালগ্ন থেকে কুরান ও হাদিসের শিক্ষার বাস্তবায়নকল্পে যুগে যুগে অজস্র **"ইসলামত্যাগী (Apostates)" ব্যক্তিদের নৃশংসভাবে খুন করে চলেছেন।** আজকের পৃথিবীর সভ্য সমাজে 'Freedom of thought, fredom of speech and freedom of religion' যখন সমাদরে পালিত হয়; সেই একই সময়ের পৃথিবীতে মুহাম্মদের মৃত্যুর ১৪০০ বছর পরেও কোনো মুসলিম রাষ্ট্রে কোন মুসলমান যদি **"প্রকাশ্যে ইসলাম ত্যাগের ঘোষণা দেন", তবে সেই রাষ্ট্রযন্ত্র অথবা তার নাগরিকের হাতে সেই ব্যক্তির "খুন" হওয়া প্রায় অনিবার্য।** শুধু মুসলিম রাষ্ট্রই বা বলি কেন, পৃথিবীর যে কোনো উন্নত রাষ্ট্রে বসবাস করা অবস্থায়ও যদি কোনো মুসলমান প্রকাশ্যে তাঁর ইসলাম ত্যাগের ঘোষণা দেন, তবে **"যে কোন সময় নিবেদিত প্রাণ কোনো মুহাম্মদ-অনুসারী তাঁকে হত্যা করতে পারে"** - এই আশংকা নিয়ে তাঁর অবশিষ্ট জীবন কাটাতে হয়। [3]

মুহাম্মদ ইবনে ইশাকের ওপরোক্ত বর্ণনায় আমরা জানছি যে, **আবু আল আস মক্কায় কুরাইশদের সামনেই "ইসলাম গ্রহণ" করেন।** কিন্তু সে কারণে ক্রোধান্বিত হয়ে কোনো কুরাইশই এই নব্য মুসলমানের উপর কোনোরূপ বিরূপ প্রতিক্রিয়া জানিয়েছিলেন, এমন ইতিহাস কোথাও নেই। **"শুধুমাত্র ইসলামে দীক্ষিত হওয়ার কারণে"** কুরাইশরা নব্য মুসলমানদের ওপর যথেচ্ছ অত্যাচার ও নিপীড়ন করতেন এমন দাবী সত্য হলে

আবু আল আস তাঁর এই ঘোষণার পর অক্ষত অবস্থায় নিরাপদে সেখান থেকে প্রস্থান ও মদিনায় প্রত্যাবর্তন করতে পারতেন না।

মনে রাখা প্রয়োজন যে উক্ত ঘটনা টি ঘটেছিল মক্কা বিজয়ের (৬৩০ সাল) অল্প কিছুদিন আগে, যখন মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীরা বদর যুদ্ধ, ওহুদ যুদ্ধ, খন্দক যুদ্ধ, বনি কেউনুকা ও বনি নাদির গোত্র কে ভিটেমাটি থেকে উচ্ছেদ, বনি কুরাইজার গণহত্যা ইত্যাদি অসংখ্য আগ্রাসী সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড ঘটিয়ে চলেছেন! এর পরেও কোনো কুরাইশই এই নব্য মুসলমান আবু আল আসকে অসম্মান করেননি।

সুতরাং, নব্য মুসলমানদের ওপর কুরাইশদের অত্যাচার ও নিপীড়নের **কিচ্ছা** যে মুহাম্মদ **মদিনায় এসে কুরাইশদের উপর তাঁর আগ্রাসী কর্মকাণ্ডের বৈধতার প্রয়োজনে প্রচার করেছিলেন,** তা বোঝা যায় অতি সহজেই (এই পর্বের আলোচনা শুধু প্রাসঙ্গিক ঘটনার মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখবো, বিস্তারিত আলোচনা করবো হিজরত তত্ত্বে)।

নিঃসন্দেহে মুহাম্মদের ওপরোক্ত "২২:৪০ জবান বন্দি"-টি তাঁর ও তাঁর অনুসারীদের জন্য প্রযোজ্য। কুরাইশদের জন্য নয়।

"শুধুমাত্র" অন্য ধর্মে বিশ্বাসী হওয়ার কারণে কাউকে অসম্মান করার শিক্ষার প্রবক্তা যে স্বয়ং মুহাম্মদ, তার সাক্ষ্য আছে তাঁরই স্বরচিত জবান বন্দিতে।

মুহাম্মদের ভাষায়,

২১:৩৬ [মক্কায়] - কাফেররা যখন আপনাকে দেখে তখন আপনার সাথে ঠাট্টা করা ছাড়া তাদের আর কোন কাজ থাকে না, **একি সেই ব্যক্তি, যে তোমাদের দেব-দেবীদের সমালোচনা করে?** এবং তারাই তো রহমান' এর আলোচনায় অস্বীকার করে।

>>> মক্কায় অবস্থানকালীন মুহাম্মদ তাঁর প্রচারনায় কুরাইশদের কৃষ্টি-ধর্ম-সমাজ ও পূর্বপুরুষদের যে কী পরিমাণ হুমকী-শাসানী-তাচ্ছিল্য ও ভীতি প্রদর্শন করেছেন, তা কুরানের পাতায় পাতায় বর্ণিত আছে।

মুহাম্মদ ইবনে ইশাকের ওপরে উল্লেখিত বর্ণনায় আবারও আমরা জানতে পারছি যে, **চাচা আল-আব্বাসের মতই জামাতা আবু আল-আস ও** মক্কায় মুহাম্মদের সুদীর্ঘ ১২-

১৩ বছরের (৬১০-৬২২ সাল) পরোক্ষ হুমকি-শাসানী-ভীতি-অসম্মান ও দোষারোপ সম্বলিত (পর্ব-২৬) তথাকথিত "শান্তির বার্তা" প্রচারণায় মুহাম্মদকে নবী হিসাবে গ্রহণ করার কোনো কারণই খুঁজে না পেলেও তাঁরা সেই কারণটি খুঁজে পেয়েছিলেন তখন, যখন মুহাম্মদ ও তাঁর সহচররা কুরাইশদের প্রতি আক্রমণাত্মক আগ্রাসী সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড শুরু করেছিলেন।

তাঁরা মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীদের সহিংস আক্রমণাত্মক আগ্রাসী কর্মের "বলী" হওয়ার পরই অনুধাবন করতে পেরেছিলেন যে, মুহাম্মদ সত্যই আল্লাহর নবী!

স্বঘোষিত আখেরি নবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর আবিষ্কৃত ইসলাম প্রচার ও প্রতিষ্ঠার পেছনে **"তরবারির গুরুত্ব অপরিসীম"!** এই সত্যকে অস্বীকার করেন একমাত্র তাঁরাই, যাঁরা ইসলামের ইতিহাস বিষয়ে অতি অজ্ঞ, নতুবা অতি ভণ্ড (Hypocrite)।

[কুরানের উদ্ধৃতি সৌদি আরবের বাদশাহ ফাহাদ বিন আবদুল আজিজ (হারাম শরীফের খাদেম) কর্তৃক বিতরণকৃত বাংলা তরজমা থেকে নেয়া, অনুবাদে ত্রুটি-বিচ্যুতির দায় অনুবাদকারীর। কুরানের ছয়জন বিশিষ্ট ইংরেজি অনুবাদকারীর ও চৌত্রিশ-টি বিভিন্ন ভাষায় পাশাপাশি অনুবাদ এখানে]

তথ্যসূত্র ও পাদটীকা

[1] "সিরাত রসুল আল্লাহ"- লেখক: ইবনে ইশাক (৭০৪-৭৬৮ খৃষ্টাব্দ), সম্পাদনা: ইবনে হিশাম (মৃত্যু ৮৩৩ খৃষ্টাব্দ), ইংরেজি অনুবাদ: A. GUILLAUME, অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, করাচী, ১৯৫৫, ISBN 0-19-636033-1, পৃষ্ঠা ৩১৬-৩১৭

http://www.justislam.co.uk/images/Ibn%20Ishaq%20-%20Sirat%20Rasul%20Allah.pdf

*[2] "তারিক আল রসুল ওয়াল মুলুক"- লেখক: **আল-তাবারী** (৮৩৮-৯২৩ খৃষ্টাব্দ), ভলুউম ৭, ইংরেজী অনুবাদ: W. Montogomery Watt and M.V. McDonald, নিউ ইয়র্ক ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯৮৭, ISBN 0-88706-344-6 [ISBN 0-88706-345-4 (pbk)], পৃষ্ঠা (Leiden) - ১৩৫০- ১৩৫২*

http://books.google.com/books?id=efOFhaeNhAwC&printsec=frontcover&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false

[3] ইসলাম ত্যাগের শাস্তি:

http://www.thereligionofpeace.com/Quran/012-apostasy.htm

http://en.wikipedia.org/wiki/Apostasy_in_Islam

http://wikiislam.net/wiki/Islam_and_Apostasy

৪১: বদর যুদ্ধ- ১২: "তারা বলে: এ ভূখন্ডে আমরা ছিলাম অসহায়!"

ত্রাস, হত্যা ও হামলার আদেশ– চোদ্দ

স্বঘোষিত আখেরি নবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) মদিনায় হিজরত করেন সেপ্টেম্বর ২৪, ৬২২ সালে। মদিনায় হিজরত পরবর্তী সময়ে বহিরাগত মুহাম্মদ ও তাঁরই নির্দেশে মদিনায় হিজরতকারী বহিরাগত মক্কাবাসী অনুসারীরা ছিলেন সম্পূর্ণভাবে মদিনাবাসী মুহাম্মদ অনুসারীদের (আনসার) স্বল্প আয়ের ওপর নির্ভরশীল।

এমত পরিস্থিতিতে জীবিকাহীন পরনির্ভর বেকার জীবন হতে পরিত্রাণের চেষ্টায় হিজরতের মাত্র সাত মাস পর (মার্চ, ৬২৩ সাল) মুহাম্মদ তাঁর চাচা হামজা বিন আবদ আল-মুত্তালিবের নেতৃত্বে কীভাবে **রাতের অন্ধকারে ওৎ পেতে অতর্কিতে কুরাইশ বাণিজ্য-কাফেলার ওপর হামলায়** তাঁদের বাণিজ্য-সামগ্রী লুণ্ঠনের চেষ্টার সূচনা করেছিলেন; তারপর পরবর্তী দশটি মাসের একের পরে এক অনুরূপ সাতটি ডাকাতি চেষ্টা ব্যর্থ হওয়ার পর আরবদের পবিত্র মাস রজবে (জানুয়ারি, ৬২৪ সাল) **"নাখলা"** নামক স্থানে একজন নিরপরাধ কুরাইশ বাণিজ্য আরোহীকে খুন ও দুইজন আরোহীকে বন্দী করে তাঁদের সর্বস্ব লুণ্ঠন ও বন্দীদের পরিবারের কাছ থেকে মুক্তিপণ আদায়ের মাধ্যমে মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীরা কীভাবে **ইসলামের ইতিহাসের নৃশংস পথ যাত্রার সূত্রপাত করেছিলেন;** কীভাবে মুহাম্মদ তাঁর এই অনৈতিক নৃশংস কর্মকাণ্ড ও সে উপায়ে অর্জিত পার্থিব উপার্জনের বৈধতা "ঐশী বাণীর" মাধ্যমে নিশ্চিত করেছিলেন; সেই ধারাবাহিকতারই অংশ হিসাবে মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীদের সকল আগ্রাসী অমানবিক নৃশংস সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে আক্রান্ত সংক্ষুব্ধ ক্ষতিগ্রস্ত কুরাইশদের সর্বপ্রথম প্রতিরক্ষা যুদ্ধ বদর প্রান্তে কীভাবে সংঘটিত হয়েছিল; কী কারণে কুরাইশদের চরম

পরাজয় ঘটেছিল; কী উপায়ে মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীরা বিজয়ী হয়ে **"সর্বপ্রথম বৃহৎ উপার্জন**"-এর অংশীদার হয়েছিলেন - ইত্যাদি বিষয়ের ধারাবাহিক বর্ণনা গত ১৩টি পর্বে করা হয়েছে ।

স্বঘোষিত আখেরি নবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) মদিনায় এসে কুরাইশদের ওপর তাঁর এ সকল আক্রমণাত্মক অনৈতিক সহিংস বর্বর সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের বৈধতার প্রয়োজনে তাঁর রচিত ব্যক্তিমানস জীবনীগ্রন্থ কুরানের "**মদিনা পর্বে (মক্কায় নয়)**" বারংবার ঘোষণা দিয়েছেন যে, মক্কায় অবস্থানকালীন সময়ে কুরাইশরা:

১) "**তাঁদের কে অন্যায়ভাবে তাঁদের ভিটে মাটি থেকে বিতাড়িত করেছে শুধু** এই অপরাধে যে তাঁরা মুসলমান;

২) **তাঁদের কে মসজিদে হারামে যেতে বাধা প্রদান করেছে;** এবং

৩) **তাঁদের প্রতি অকথ্য অত্যাচার চালিয়েছে!**" [1]

কিন্তু তাঁর এই দাবীর **ঐতিহাসিক ভিত্তি শুধু যে অত্যন্ত দুর্বল, তাইই নয়**, আদি ও বিশিষ্ট মুসলিম ঐতিহাসিকদেরই বর্ণিত তাঁর জীবনীগ্রন্থ (সিরাত), হাদিস-গ্রন্থ ও তাঁরই রচিত ব্যক্তিমানস জীবনীগ্রন্থের পুংখানুপুংখ পর্যালোচনায় আমরা তাঁর এই দাবির **সম্পূর্ণ বিপরীত চিত্র** দেখতে পাই।

ইতিমধ্যেই আমরা জেনেছি, কীভাবে মুহাম্মদ তাঁর নিজ জামাতা আবু আল আস বিন রাবিকে বাধ্য করেছিলেন যেন তিনি তাঁর স্ত্রী জয়নাবকে মদিনায় পাঠিয়ে দেন। সুদীর্ঘ ১৪ টি বছর (৬১০-৬২৪ সাল) এই পৌত্তলিক স্বামী তাঁর মুসলিম স্ত্রীর সাথে একই বাড়িতে অবস্থান করতেন। তিনি তাঁর মুসলিম স্ত্রীর ওপর কোনোরূপ অত্যাচার বা অসম্মান করতেন, এমন ইতিহাস কোথাও নেই। **পৌত্তলিক আবু আল আস তাঁর মুসলিম স্ত্রীকে মক্কা থেকে বহিষ্কার করেননি। "মুহাম্মদই তাঁকে বাধ্য করেছিলেন"** যেন তিনি তাঁর মুসলিম স্ত্রী জয়নাবের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে তাঁকে মদিনায় পাঠিয়ে দেন। কুরান, সিরাত ও হাদিসের নিরপেক্ষ পুঙ্খানুপুঙ্খ পর্যালোচনায় এমনই বহু খণ্ড খণ্ড চিত্রের বর্ণনায় **"যে সত্যটি স্পষ্ট"** তা হলো, কুরাইশরা কোনো মুহাম্মদ-অনুসারীকেই

মক্কা থেকে **শুধু যে বিতাড়িত করেননি, তাইই নয়,** তাঁরা তাঁদের নব্য ধর্মান্তরিত পরিবার সদস্যদের প্রাণপণে বাধা প্রদান করেছেন, তাঁদের কাছে কাকুতি-মিনতি করেছেন, যেন তাঁদের এই একান্ত প্রিয়জনরা মুহাম্মদের প্ররোচনায় দেশান্তরিত না হয়। [এ ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা করবো হিজরত তত্ত্বে; এই পর্বের পর্যালোচনা শুধু প্রাসঙ্গিক ঘটনার মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখতে চাই।]

কুরাইশরা নয়, "মুহাম্মদই" তাঁর মতবাদ প্রচার ও প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনে তাঁর অনুসারীদের মদিনায় দেশান্তরী হতে বাধ্য করেছিলেন। তাঁর যে সমস্ত অনুসারী তাঁর এই অমানবিক ও গর্হিত 'বিভেদ বিভাজন ও শাসন (Divide and Rule)' আদেশে অনীহা ও অনিচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন, তাঁদেরকে তিনি জোরপূর্বক বিভিন্ন প্রলোভন, ভীতি প্রদর্শন, হুমকি ও এমনকি হত্যার আদেশ জারি করে তাঁদের আত্মীয়-স্বজনদের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন করে হিজরতে বাধ্য করেন ।

মুহাম্মদের নিজের জবানবন্দিই এই সত্যতার সাক্ষ্য হয়ে আছে।

মুহাম্মদের ভাষায়:

৪:৮৯ (মদীনায় অবতীর্ণ)– **"তারা চায় যে, তারা যেমন কাফের, তোমরাও তেমনি কাফের হয়ে যাও**, যাতে তোমরা এবং তারা সব সমান হয়ে যাও। অতএব, তাদের মধ্যে কাউকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না, **যে পর্যন্ত না তারা আল্লাহর পথে হিজরত করে চলে আসে। অতঃপর যদি তারা বিমুখ হয়, তবে তাদেরকে পাকড়াও কর এবং যেখানে পাও হত্যা কর।** তাদের মধ্যে কাউকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না এবং সাহায্যকারী বানিও না।" [2] [3]

৮:৭২ (মদীনায় অবতীর্ণ)– "এতে কোন সন্দেহ নেই যে, যারা ঈমান এনেছে, দেশ ত্যাগ করেছে, স্বীয় জান ও মাল দ্বারা আল্লাহর রাহে জেহাদ করেছে এবং যারা তাদেরকে আশ্রয় ও সাহায্য সহায়তা দিয়েছে, তারা একে অপরের সহায়ক। **আর যারা ঈমান এনেছে কিন্তু দেশ ত্যাগ করেনি তাদের বন্ধুত্বে তোমাদের প্রয়োজন নেই যতক্ষণ না তারা দেশত্যাগ করে।** অবশ্য যদি তারা ধর্মীয় ব্যাপারে তোমাদের সহায়তা কামনা করে,

তবে তাদের সাহায্য করা তোমাদের কর্তব্য। কিন্তু তোমাদের সাথে যাদের সহযোগী চুক্তি বিদ্যমান রয়েছে, তাদের মোকাবেলায় নয়। বস্তুতঃ তোমরা যা কিছু কর, আল্লাহ সেসবই দেখেন।" [4][5]

>>> প্রশ্ন হলো - **কী কারণে** মুহাম্মদ জোরপূর্বক বিভিন্ন প্রলোভন, ভীতি প্রদর্শন, হুমকি ও হত্যার আদেশ জারি করে হিজরতে অনিচ্ছুক অনুসারীদের হিজরতে বাধ্য করেছিলেন?

কারণটি ছিল এই:

"তাঁদের কে অন্যায়ভাবে ভিটে মাটি থেকে বিতাড়িত করা হয়েছে!"

পূর্ব কথা (৫৭০- ৬১০ খ্রিষ্টাব্দ):

মুহাম্মদের পিতা আবদ-আল্লাহ (আবদুল্লাহ) বিন আবদ-আল মুত্তালিব মুহাম্মদের জন্মের আগেই মৃত্যুবরণ করেন। মা আমিনা বিনতে ওয়াহাব তখন ছয় মাসের অন্তঃসত্ত্বা, তাঁর গর্ভে মুহাম্মদ। ৫৭০ খ্রিষ্টাব্দের (Year Of Elephant) ১২ ই রবিউল আউয়াল মাসে মুহাম্মদ ভূমিষ্ঠ হন। মা আমিনা মারফত নাতি মুহাম্মদের জন্মের খবর পেয়ে দাদা আবদ আল-মুত্তালিব খুশির আতিশয্যে মুহাম্মদকে পবিত্র ক্বাবার ভেতরে দেবতা 'হুবাল'-এর সামনে নিয়ে যান। সেখানে দাঁড়িয়ে তিনি আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করেন এবং তাঁর এই পুরষ্কারের জন্য আল্লাহকে ধন্যবাদ জানান।

মুহাম্মদের জন্মের অল্প কিছুদিন পরেই পিতৃহীন মুহাম্মদকে তাঁর মা আমিনা ও দাদা আবদ আল-মুত্তালিব হস্তান্তর করেন হালিমা বিনতে আবু ধুয়ায়েব নামক এক দুধ-মাতার (Foster mother) কাছে। হালিমা ও তাঁর স্বামী হারিথ বিন আবদ-উজ্জা (Foster father) মুহাম্মদকে তাঁদের নিজ পরিবারে নিয়ে আসেন। দুই কিংবা আড়াই বছর বয়স পর্যন্ত মুহাম্মদ তাঁর দুধ-মাতা হালিমা ও পালিত পিতা আল-হারিথ বিন আবদ-উজ্জার সন্তানদের সাথেই পালিত হন। জীবনের এই অত্যন্ত প্রাথমিক সময়ে মুহাম্মদ তাঁর নিজ মাতৃস্নেহ থেকে হন বঞ্চিত।

মুহাম্মদের দুই বছর বয়সের সময় হালিমা ও তাঁর স্বামী মুহাম্মদকে তাঁর মা আমিনা ও দাদা আবদ আল-মুত্তালিবের কাছে ফেরত দিতে নিয়ে আসেন। কথিত আছে, মুহাম্মদকে পেয়ে হালিমা ও তাঁর পরিবার **অলৌকিক উপায়ে এতটাই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি এবং সুখ ও সৌভাগ্যের অধিকারী হয়েছিলেন** যে, হালিমা মুহাম্মদকে তাঁদের কাছে আরও কিছুদিন রাখার জন্য মা আমিনাকে অনুরোধ করেন। হালিমার পীড়াপীড়িতে আমিনা রাজি হন। হালিমা মুহাম্মদকে আবার তাঁর পরিবারে নিয়ে আসেন। **কিন্তু আশ্চর্যজনক হলেও সত্যি,** এত অধিক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও সুখ-সৌভাগ্যের অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও এর অল্প কয়েক মাস পরেই [ছয় মাস কাল] হালিমা ও তাঁর স্বামী মুহাম্মদকে আবারও তাঁর মা ও দাদার কাছে ফেরত নিয়ে আসেন।

কারণ হিসাবে তাঁরা উল্লেখ করেন যে, মা আমিনার কাছ থেকে ফিরে যাওয়ার কয়েক মাস পরেই একদিন তাঁর সন্তানরা তাঁদের তাঁবুর বাহির থেকে দৌড়ে এসে তাঁদের এই বলে খবর দেয় যে, দুই জন সাদা পোশাকধারী লোক এসে মুহাম্মদের পেট চিরে কী যেন পরিষ্কার করে আবার সেলাই করে দিয়েছে। তাই শুনে তাঁরা দ্রুতগতিতে বেরিয়ে আসেন এবং দেখেন যে, মুহাম্মদ ফ্যাকাসে মুখে দাঁড়িয়ে আছে। কী হয়েছিল, তা জানতে তাঁরা মুহাম্মদকে জিজ্ঞেস করেন। **মুহাম্মদ জবাবে বলেন**, "সাদা পোশাকধারী দুই লোক এসে আমাকে মাটিতে শুইয়ে দেয় এবং আমার পেট চিরে তার মধ্যে কী যেন খোঁজে, আমি জানি না, তারা কী খুঁজছিল।" [6]

তারপর তাঁরা মুহাম্মদকে তাঁবুর মধ্যে নিয়ে যান। হালিমা আরও জানান, তাঁর স্বামী এই ভেবে ভীত যে, মুহাম্মদ **"মস্তিষ্ক রোগগ্রস্ত",** তাই অবস্থা বেগতিক হবার আগেই তাঁরা মুহাম্মদকে তাঁর পরিবারের কাছে ফেরত দিতে চান। আমিনা তাঁদের কাছে সরাসরি জানতে চান, তাঁরা মুহাম্মদকে "পিশাচ-গ্রস্ত" মনে করেন কি না। জবাবে তাঁরা বলেন, "হ্যাঁ" (পর্ব-১৮)।

তারপর মুহাম্মদ তাঁর মা আমিনা ও দাদা আবদ আল-মুত্তালিবের আশ্রয় ও স্নেহযত্নে পালিত হন।

মুহাম্মদের বয়স যখন মাত্র ছয় বছর, তখন তাঁর মা আমিনার মৃত্যু হয়। মুহাম্মদের বড় দাদীর (দাদার আম্মা) নাম ছিল সালমা বিনতে আমর, তিনি ছিলেন মদিনার খাজরায গোত্রের অন্তর্ভুক্ত (পর্ব-১২); সেই সূত্রে মদিনার খাজরাজ গোত্রের সাথে মুহাম্মদের পরিবার হাশেমী গোত্রের যোগাযোগ ছিল। মা আমিনা মুহাম্মদের এই বড় দাদীর পরিবারের সাথে সাক্ষাত করতে গিয়েছিলেন মদিনায়। মদিনা থেকে মক্কায় প্রত্যাবর্তন কালে মক্কা ও মদিনার মধ্যবর্তী "আবওয়া" নামক স্থানে মা আমিনার মৃত্যু হয়। সেখানেই তাঁকে কবরস্থ করা হয়।

মা আমিনার মৃত্যুর পর মুহাম্মদ তাঁর দাদা আবদ-আল মুত্তালিবের স্নেহে প্রতিপালিত হন আরও দু'টি বছর। তিনি তাঁর এই অনাথ নাতিকে অত্যন্ত স্নেহ করতেন। **মুহাম্মদের বয়স যখন মাত্র আট বছর, তখন তাঁর দাদা আবদ-আল মুত্তালিব ও মৃত্যুমুখে পতিত হন।** মৃত্যুকালে দাদা আবদ-আল মুত্তালিব মুহাম্মদের ভরণ-পোষণ ও লালন পালনের দায়িত্ব দেন তাঁর ছেলে আবু তালিবের কাছে। কারণ আবু তালিব ও মুহাম্মদের পিতা আবদুল্লাহ ছিলেন **একই মায়ের গর্ভজাত সন্তান** (পর্ব ১২); পিতৃ-মাতৃহীন অনাথ মুহাম্মদ তাঁর দাদা আবদ-আল মুত্তালিবের মৃত্যুর পর এই চাচা আবু তালিবের পরিবারে আশ্রয় নেন। [7]

আবু তালিব তাঁর বাবার দেয়া দায়িত্ব একান্ত নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করেন। অনাথ মুহাম্মদ ছিলেন তাঁর এই চাচা আবু তালিবের বিশেষ স্নেহধন্য। আবু তালিব মুহাম্মদকে তাঁর অন্যান্য সন্তানদের সাথে **পিতৃস্নেহে** প্রতিপালন করেন।

২৫ বছর বয়সে মুহাম্মদ বিদুষী সম্ভ্রান্ত ঐশ্বর্যশালী ৪০ বছর বয়সী খাদিজা বিনতে খুয়ালিদকে বিয়ে করার পূর্ব পর্যন্ত মুহাম্মদ তাঁর এই চাচা আবু তালিবের পরিবারেই পালিত হন। খাদিজাকে বিয়ে করার পর মুহাম্মদ আবু তালিবের পরিবার থেকে ধনী খাদিজার পরিবারে স্থানান্তরিত হন। তিনি ছিলেন খাদিজা পরিবারের ঘর-জামাই।

খাদিজাকে বিয়ে করার পর থেকে মৃত্যুকাল পর্যন্ত মুহাম্মদ জীবিকার প্রয়োজনে কোনোরূপ **"সৎ পেশায়"** জড়িত ছিলেন এমন ইতিহাস কোন নির্ভরযোগ্য সূত্রে খুঁজে

পাওয়া যায় না। কথিত আছে যে, মুহাম্মদ তাঁর ৪০ বছর বয়স পর্যন্ত প্রায়ই হেরা পর্বতের গুহায় গিয়ে ধ্যান করতেন। তাঁর পরিবারের ভরণপোষণের জন্য কোনোরূপ জীবিকার চেষ্টা করেছেন, এমন ইতিহাসও কোন নির্ভরযোগ্য সূত্রে খুঁজে পাওয়া যায় না!

তথাকথিত নবুয়ত পরবর্তী মক্কার ঘটনা (৬১০-৬২২ খ্রিষ্টাব্দ):

৬১০-৬১৩ সাল:

৬১০ খ্রিষ্টাব্দের কোনো এক সময়ে হেরা পর্বতের গুহার ভেতর জিবরাইল ফেরেশতা মারফত মুহাম্মদের তথাকথিত নবুয়ত প্রাপ্তির ঘটনাটি ঘটে। এরপর প্রায় তিন বছর মুহাম্মদ তাঁর মতবাদ প্রচার করেন গোপনে। তারপর তিনি প্রকাশ্যে তাঁর মতবাদ প্রচার শুরু করেন।

৬১৩-৬১৫ সাল:

মুহাম্মদ যখন প্রকাশ্যে তাঁর মতবাদ প্রচার শুরু করেন, কোনো কুরাইশই তাঁর প্রচারে কোনোরূপ বাধা প্রদান করেননি।

কিন্তু মুহাম্মদ যখন তাঁর ধর্মপ্রচারের নামে কুরাইশদের পূজনীয় দেব-দেবী, কৃষ্টি-সভ্যতা ও পূর্বপুরুষদের অসম্মান করা শুরু করেন, তখন তাঁরা তাঁদের ধর্মরক্ষা ও অসম্মানের প্রতিবাদে মুহাম্মদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলেন। [৪]

কুরাইশরা মুহাম্মদকে বারংবার এহেন গর্হিত কর্ম থেকে বিরত হওয়ার আহ্বান জানান। মুহাম্মদ তাঁদের কথায় কোনোই কর্ণপাত করেন না। তিনি বিনা কারণে কুরাইশরদের **কোনো অপরাধ ছাড়াই শুধুমাত্র ভিন্ন ধর্মাবলম্বী (পৈতৃক সূত্রে প্রাপ্ত) হওয়ার কারণে** তিনি তাঁর আল্লাহর নামে **"ওহি মারফত"** কুরাইশদের দেব-দেবী, পূর্বপুরুষদের তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য অসম্মান পুরোদমে চালিয়ে যেতে থাকেন। যারাই তাঁর মতবাদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ, সমালোচনা বা কটাক্ষ করেছেন, তাঁদেরই বিরুদ্ধে তিনি ওহি মারফত তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য, অসম্মান ভীতি প্রদর্শন, শাপ-অভিশাপ পরোক্ষ হুমকি শাসানী প্রদর্শন করেছেন।

মুহাম্মদের নিজ গোত্র হাশেমী বংশের **"গোত্রপ্রধান ছিলেন মুহাম্মদের চাচা আবু তালিব"।** তিনি ছিলেন মক্কার কুরাইশদের সকল সম্মানিত গোত্র প্রধানদের একজন। মুহাম্মদের এই সকল আক্রমণাত্মক কর্মকাণ্ডে অতিষ্ঠ হয়ে সংক্ষুব্ধ কুরাইশরা **পৃথিবীর আর সব সভ্য মানুষদের মতই তাঁর এই গর্হিত কাজের প্রতিবাদে তাঁরা "হাশেমী গোত্রপ্রধান ও মুহাম্মদের অভিভাবক" চাচা আবু তালিবের কাছে প্রতিবাদ জানান।** তাঁরা আবু তালিবকে অনুরোধ করেন, তিনি যেন তাঁর ভাতিজাকে এই গর্হিত কর্ম থেকে বিরত রাখার চেষ্টা করেন। আবু তালিব তাঁর ভাতিজা মুহাম্মদকে অনুরোধ করেন যেন মুহাম্মদ কুরাইশদের দেব-দেবী ও পূর্ব-পুরুষদের কোনোরূপ তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য, উপহাস ও অসম্মান না করে। **মুহাম্মদ তাঁর চাচা আবু তালিবের এই অনুরোধ অগ্রাহ্য করেন।** **ব্যর্থ আবু তালিব** কুরাইশদের তাঁর এই ব্যর্থতার খবর জানিয়ে দেন। তাঁদেরকে তিনি আরও জানান যে মুহাম্মদের মতবাদ ও কর্মকাণ্ডে তিনি বিশ্বাস করেন না। কিন্তু মুহাম্মদের বিরুদ্ধে তিনি কোনো পদক্ষেপ নেবেন না এবং গোত্রপ্রধান ও অভিভাবক হিসাবে তিনি এই ভাতিজাকে যে কোনো আপদে ও বিপদে **সগোত্রীয় নিরাপত্তা সুবিধা** (Clan protection) দান করবেন।

সেই অবস্থায় **বাধ্য হয়ে** মুহাম্মদের অসহনশীল, তাচ্ছিল্য ও আক্রমণাত্মক মতবাদের বিরুদ্ধে কুরাইশরা কঠোর জনমত ও প্রতিরোধ গড়ে তোলেন। তাঁরা তাঁদের ধর্মান্তরিত পরিবার সদস্য, প্রতিবেশী ও বন্ধু-বান্ধবদের **বিভিন্ন উপায়ে পূর্ব-ধর্মে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করেন**। ফলে কুরাইশদের যে পরিবার সদস্য, প্রিয়জন ও বন্ধু-বান্ধবরা মুহাম্মদের মতবাদে একদা দীক্ষিত হয়েছিলেন, তাঁদের অনেকেই আবার তাঁদের **পূর্ব-ধর্মে ফিরে গিয়ে** নিজ নিজ পরিবার পরিজনদের সাথে যোগদান করতে থাকেন। [9]

এই পরিস্থিতি সামাল দিতে মুহাম্মদ তাঁর ধর্মরক্ষার খাতিরে নিজ স্বার্থে নবুয়তের পঞ্চম বর্ষে (৬১৫ সাল) তাঁর অনুসারীদের তাদের পরিবার-পরিজন, আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধবদের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে **আবিসিনিয়ায় হিজরত করার আদেশ জারী করেন।** [10]

৬১৬-৬১৯ সাল:

মুহাম্মদের তাঁর আক্রমণাত্মক অসহনশীল মতবাদ ও কুরাইশদের পূজনীয় দেব-দেবী কৃষ্টি-সভ্যতা এবং পূর্ব-পুরুষদের অসম্মান তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য, হুমকি-শাসানী, ভীতি প্রদর্শন, শাপ-অভিশাপ ইত্যাদি কর্মকাণ্ড চালিয়ে যান।

সুদীর্ঘ সাতটি বছর কুরাইশরা মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীদের এই সব কর্মকাণ্ড সহ্য করার পর মুহাম্মদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ সংক্ষুব্ধ বিক্ষুব্ধ কুরাইশরা আবারও মুহাম্মদের গোত্রপ্রধান ও অভিভাবক চাচা আবু তালিবের কাছে প্রতিবাদ জানান। বৃদ্ধ আবু তালিব তখন অসুস্থ ও শয্যাগ্রস্ত।

তাঁদের দাবি ছিল অত্যন্ত সামান্য! আবু তালিবের কাছে তাঁদের **"একটি মাত্র দাবি"** এই যে, মুহাম্মদ তাঁর ধর্মের নামে যা খুশী প্রচার করতে চান করুন, কিন্তু তিনি যেন মুহাম্মদকে প্রতিহত করার চেষ্টা করেন **যেন মুহাম্মদ তাঁদের পূজনীয় দেব-দেবী ও পূর্বপুরুষদের কোনোরূপ অসম্মান ও তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য না করেন।** তাঁরা গত ৭ টি বছর মুহাম্মদের উপদ্রব সহ্য করেছেন, গোত্রপ্রধান ও অভিভাবক হিসাবে তাঁর কাছে প্রতিবাদ জানিয়েছেন, অনুরোধ করেছেন যেন তিনি মুহাম্মদকে সংযত করেন।

শয্যাগ্রস্ত আবু তালিব আবারও মুহাম্মদকে অনুরোধ করেন যেন তিনি কুরাইশদের দেব-দেবী ও পূর্বপুরুষদের কোনোরূপ তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য উপহাস ও অসম্মান না করেন। মুহাম্মদ আবু তালিবের অনুরোধ আবারও প্রত্যাখ্যান করেন। ব্যর্থ আবু তালিব কুরাইশদের তাঁর ব্যর্থতার খবর আবারও জানিয়ে দেন। [11]

গোত্র প্রধান আবু তালিবের এই সিদ্ধান্তে **অনন্যোপায় কুরাইশরা মুহাম্মদ ও তাঁর পৃষ্ঠপোষক হাশেমী গোত্রের বিরুদ্ধে "সর্বপ্রথম ও সর্বশেষ" কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করেন।**

কী সেই ব্যবস্থা? তাঁরা মুহাম্মদের মত কোনো শারীরিক আক্রমণ, হানাহানি, রক্তপাত, নৃশংসতা কিংবা গুপ্ত-হত্যার আশ্রয় নেননি। সমগ্র কুরানে মুসলমানদের উপর কুরাইশদের একটিও শারীরিক আঘাত বা খুনের ঘটনারও উল্লেখ নেই।

তথাকথিত নবুয়ত প্রাপ্তির পর গত সাতটি বছর তাঁদের পূজনীয় দেব-দেবী ও পূর্বপুরুষদের অপমান-অসম্মান ও তাচ্ছিল্য (পর্ব-২৬) সহ্য করার পর মক্কার কুরাইশরা মুহাম্মদ ও তাঁর পৃষ্ঠপোষক হাশেমী গোত্রের বিরুদ্ধে **সেই সপ্তম শতাব্দীতে যে ব্যবস্থাটি গ্রহণ করেছিলেন, তা আজকের একবিংশ শতাব্দীর উন্নত ও সভ্য সমাজের (Advanced and civilized society) মানুষদের মতই এক ব্যবস্থা।**

ভাবতে অবাক লাগে, মক্কার কুরাইশরা মুহাম্মদের আক্রমণাত্মক অসহিষ্ণু প্রচারণার বিরুদ্ধে **৬১৬ খ্রিষ্টাব্দে** যে ব্যবস্থাটি গ্রহণ করেছিলেন তা আজকের ২০১৪ সালের উন্নত ও সভ্য সমাজের মানুষেরা একই রকম পরিস্থিতিতে অনুরূপ ব্যবস্থায় অবলম্বন করেন। [12]

কী সেই ব্যবস্থা?

ব্যবস্থাটি হলো সামাজিক ও আর্থিক নিষেধাজ্ঞা (Social and Economic embargo) - মুহাম্মদের তথাকথিত নবুয়ত প্রাপ্তির সপ্তম থেকে নবম বছর (৬১৬-৬১৯ খ্রিষ্টাব্দ) পর্যন্ত , দুই–তিন বছর, তাঁরা এই নিষেধাজ্ঞা জারী রাখেন।

পরবর্তীতে মুহাম্মদের ওপরে বর্ণিত গর্হিত কর্ম-তৎপরতা চালু থাকা সত্ত্বেও ৬১৯ খ্রিষ্টাব্দে এই কুরাইশরাই আবার দয়াপরবশ হয়ে এই নিষেধাজ্ঞাটি বাতিল করেন। [13]

৬১৯ - ৬২২ সাল

হিজরতের প্রায় তিন বছর আগে (৬১৯ সাল) সর্বাবস্থায় সাহায্য ও সহায়তাকারী স্ত্রী খাদিজা ও সগোত্রীয় নিরাপত্তা সুবিধাদানকারী চাচা আবু-তালিব অতি অল্প সময়ের ব্যবধানে মৃত্যুবরণ করেন।

আবু-তালিবের মৃত্যুর পর আবু লাহাব হাশেমী বংশের গোত্র প্রধান নিযুক্ত হন। নব নিযুক্ত গোত্র প্রধান চাচা আবু লাহাব তাঁর ভাই আবু তালিবের মতই মুহাম্মদের উপর সগোত্রীয় নিরাপত্তা সুবিধা জারী রাখেন। কিন্তু যখন কিছু কুরাইশ মারফত আবু লাহাব জানতে পারেন যে, **মুহাম্মদ প্রচার করছেন, তাঁর দাদা আবদ আল-মুত্তালিব-এর স্থান হলো নরকের আগুন।**

এ কথা শুনে আবু লাহাব মুহাম্মদের কাছে এর সত্যতা জানতে চান। **জবাবে মুহাম্মদ তাঁকেও জানান যে, আবদ আল-মুত্তালিব ও তাঁর সাথীরা হবেন নরকের অধিবাসী।** মুহাম্মদের নিজ মুখে এ কথা জানার পর আবু লাহাব অত্যন্ত ক্রোধান্বিত হন। তিনি মুহাম্মদের ওপর থেকে সগোত্রীয় নিরাপত্তা সুবিধা উঠিয়ে নেন এবং প্রতিজ্ঞা করেন যে, যতদিন তিনি বেঁচে থাকবেন, ততদিন মুহাম্মদের এমনতর প্রচারণার বিরোধিতা করবেন। [14]

হাশেমী বংশের গোত্রসুবিধা রহিত হওয়ার পর কুরাইশরা মুহাম্মদের অসহনশীল, তাচ্ছিল্য ও আক্রমণাত্মক মতবাদের বিরুদ্ধে আরও কঠোর জনমত ও প্রতিরোধ গড়ে তোলেন। তাঁরা তাঁদের ধর্মান্তরিত পরিবার সদস্য, প্রতিবেশী ও বন্ধু-বান্ধবদের বিভিন্ন কলা-কৌশলের মাধ্যমে পূর্ব-ধর্মে ফিরিয়ে আনার জোর প্রচেষ্টা চালান। ফলে কুরাইশদের যে পরিবার সদস্য ও প্রিয়জনরা মুহাম্মদের মতবাদে দীক্ষিত হয়েছিলেন, তাদের অনেকেই আবার তাঁদের পূর্ব-ধর্মে ফিরে গিয়ে নিজ নিজ পরিবার পরিজনদের সাথে যোগদান করতে থাকেন। সেই পরিস্থিতিতে **"মক্কায় তাঁর নবী-জীবনের অবসান"** কেবলমাত্র সময়ের ব্যাপার ছিল।

এমত পরিস্থিতিতে মক্কায় মুহাম্মদের ধর্ম-প্রচার প্রচণ্ড বাধাগ্রস্ত ও অনিশ্চিত হয়ে পরে। এই সংকটময় পরিস্থিতি সামাল দিতে **মুহাম্মদ গোপনে প্রথমেই গমন করেন তায়েফে** (৬১৯ সাল)। তায়েফের গণ্যমান্য বিশিষ্ট নেতৃবর্গদের তিনি তাঁর নিজ বাসভূমি **মক্কার কুরাইশদের বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তোলার চেষ্টা করেন।**

তাঁরা তাতে রাজী না হলে মুহাম্মদ তাঁদেরকে তাঁর তায়েফে আসার খবর ও তাঁদের সাথে পরামর্শ করার খবর **গোপন রাখার অনুরোধ করেন। তাঁরা এই দেশদ্রোহীর** (নিজের দেশের জনগণের বিরুদ্ধে অন্য দেশ ও সম্প্রদায়ের লোককে ক্ষেপিয়ে তুলে তাঁদের সাহায্য কামনা ও নিজ স্বার্থ হাসিলের চেষ্টাকারী) **অভিসন্ধি বুঝতে পারেন।**

পরিণতিতে তায়েফের কিছু লোক এই দেশদ্রোহীকে পিটিয়ে বিদায় করেন। তায়েফ-বাসীর মারফত মক্কাবাসী মুহাম্মদের এই অপকর্মের খবর জানতে পারেন। এর পরেও

কোনো মক্কাবাসী কুরাইশ মুহাম্মদ কিংবা তাঁর অনুসারীর বিরুদ্ধে কোনোরূপ শাস্তি মূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করেননি। [15]

মুহাম্মদ তাঁর নবী-জীবনের এই কঠিন মুহূর্তে সৌভাগ্যক্রমে মদিনা থেকে মক্কায় আগত কিছু তীর্থযাত্রীর সন্ধান পান। তাঁরা মুহাম্মদের মতবাদে আগ্রহ প্রদর্শন করেন। তায়েফের মতই এবারও মুহাম্মদ **মক্কাবাসী কুরাইশদের বিরুদ্ধে এই বিদেশীদের সাথে গোপনে বৈঠক করেন (১ম ও ২য় আকাবা)।** তাঁরা মুহাম্মদকে মদিনায় হিজরত করার আহ্বান জানান এবং এ ব্যাপারে মুহাম্মদ ও তাঁর হিজরতকারী অনুসারীদের তাঁরা সর্বাত্মক সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দেন।

জীবনের এই কঠিন মুহূর্তে মুহাম্মদ **"তাঁর ধর্ম রক্ষার চেষ্টায়"** তাঁর অনুসারীদের মদিনায় হিজরত করার আদেশ জারি করেন। কিছু কাল পর তিনি নিজেও মদিনায় হিজরত করেন। ইসলামের প্রাথমিক সংজ্ঞা অনুযায়ী, মুহাম্মদের আদেশ পালন করা তাঁর অনুসারীদের জন্য বাধ্যতামূলক। তিনি তাঁর অনুসারীদের প্রলোভন, হুমকি এমনকি হত্যার আদেশ জারী করে অনিচ্ছুক অনুসারীদের মদিনায় হিজরত নিতে বাধ্য করেন। **কুরাইশরা নয়, মুহাম্মদ নিজ স্বার্থে তাঁর অনুসারীদের তাঁদের পরিবারের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন করে মদিনায় তাড়িয়ে নিয়ে আসেন।**

মুহাম্মদ ইবনে ইশাকের (৭০৪-৭৬৮ সাল) বর্ণনা:

'আমাকে [মুহাম্মদ বিন ইশাক] বলা হয়েছে যে **বদর প্রান্তে নিহত হওয়া কিছু মানুষের বিশয়ে কুরানের বানী অবতীর্ণ হয়,**

(৪:৯৯ [৪:৯৭] "---তারা বলেঃ এ ভূখন্ডে আমরা অসহায় ছিলাম। ফেরেশতারা বলেঃ আল্লাহর পৃথিবী কি প্রশস্ত ছিল না যে, তোমরা দেশত্যাগ করে সেখানে চলে যেতে?--") তারা হলেন আল হারিথ বিন জামায়া, আবু কায়েস বিন আল-ফাকিহ, আবু কায়েস বিন আল-ওয়ালিদ, আলী বিন উমাইয়া এবং আল-আস বিন মুনাববিহ।

আল্লাহর নবী যখন মক্কায় ছিলেন, তখন এই লোকেরা ছিল মুসলমান। যখন তিনি মদিনায় দেশান্তরিত হন, **তাঁদের পিতারা ও পরিবার সদস্যারা মক্কায় তাদেরকে রুদ্ধ**

ও বিমোহিত [পূর্ব-ধর্মে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা] করে এবং তারা নিজেরাও নিজেদেরকে বিমোহিত হতে দেয় [পূর্ব ধর্মে ফিরে যায়]।

তারপর তারা বদর অভিযানে অংশ নেই এবং তাদের সকলেই নিহত হয়।' [16] [17]

"I have been told that the Quran came down about certain men who were killed at Badr (4:99 **[4:97]**)---**"was not God Earh wide enough that you could have migrated therein?---")**.

They were Al-Harith b Zamaa, Abu Qays b a-Fakih, Abu Qays b al-Walid, Ali b Umayya and Al-As b Munabbih.

These had been Muslims while the apostle was in Mecca. When he migrated to Medina, their fathers and families in Mecca shut them up and seduced them and they let themselves be seduced.

Then they joined their people in the expedition to Badr and were all killed." [16] [17]

[কুরানের উদ্ধৃতি সৌদি আরবের বাদশাহ ফাহাদ বিন আবদুল আজিজ (হারাম শরীফের খাদেম) কর্তৃক বিতরণকৃত বাংলা তরজমা থেকে নেয়া, অনুবাদে ত্রুটি-বিচ্যুতির দায় অনুবাদকারীর। কুরানের ছয়জন বিশিষ্ট ইংরেজি অনুবাদকারীর ও চৌত্রিশ-টি বিভিন্ন ভাষায় পাশাপাশি অনুবাদ এখানে]

তথ্যসূত্র ও পাদটীকা:

[1] কুরান: ২২:৪০; ৬০:১; ২:২১৭; ৮:৩১-৩৪; ৩:১৯৫; ৯:১৩; ৯:৪০; ৪৭:১৩; ইত্যাদি।

[2] ইবনে কাথিরের তফসির
http://www.qtafsir.com/index.php?option=com_content&task=view&id=622&Itemid=59#2

[3] আল-যালালীনের তফসির- ইংরেজি অনুবাদ ফেরাস হামজা

http://www.altafsir.com/Tafasir.asp?tMadhNo=0&tTafsirNo=74&tSoraNo=4&tAyahNo=89&tDisplay=yes&UserProfile=0&LanguageId=2

[4] ইবনে কাথিরের তফসির
http://www.qtafsir.com/index.php?option=com_content&task=view&id=1378&Itemid=63#1

[5] আল-যালালীনের তফসির- ইংরেজি অনুবাদ ফেরাস হামজা
http://www.altafsir.com/Tafasir.asp?tMadhNo=0&tTafsirNo=74&tSoraNo=8&tAyahNo=72&tDisplay=yes&UserProfile=0&LanguageId=2

[6] কুরান: ৯৪:১ –"আমি কি আপনার বক্ষ উম্মুক্ত করে দেইনি?"

[7] "সিরাত রসুল আল্লাহ"- লেখক: ইবনে ইশাক (৭০৪-৭৬৮ খৃষ্টাব্দ), সম্পাদনা: ইবনে হিশাম (মৃত্যু ৮৩৩ খৃষ্টাব্দ), ইংরেজি অনুবাদ: A. GUILLAUME, অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, করাচী, ১৯৫৫, ISBN 0-19-636033-1, পৃষ্ঠা ৬৯-৭৩
http://www.justislam.co.uk/images/Ibn%20Ishaq%20-%20Sirat%20Rasul%20Allah.pdf

[8] Ibid ইবনে ইশাক- পৃষ্ঠা ১১৮

[9] Ibid ইবনে ইশাক- পৃষ্ঠা ১১৮-১২১

[10] Ibid ইবনে ইশাক- পৃষ্ঠা ১৪৬-১৫০

[11] Ibid ইবনে ইশাক- পৃষ্ঠা ১৯১

[12] Ibid ইবনে ইশাক- পৃষ্ঠা ১৫৯-১৬১

[13] Ibid ইবনে ইশাক- পৃষ্ঠা ১৭২-১৭৫

[14] ***মুহাম্মদ ইবনে সা'দ (৭৮৪-৮৪৫ খৃষ্টাব্দ) - লেখক: "কিতাব আল-তাবাকাত আল-কাবির"***

http://muslim-library.blogspot.com/2011/09/tabqaat-ibn-e-saad.html#!/2011/09/tabqaat-ibn-e-saad.html

অনুবাদ - এস মইনুল হক, প্রকাশক- কিতাব ভবন, নয়া দিল্লি, সাল ২০০৯ (3rd Reprint).

ISBN 81-7151-127-9 (set). ভলুউম ১, পৃষ্ঠা ২৪৩-২৪৪

http://kitaabun.com/shopping3/product_info.php?products_id=4170

[15] মুহাম্মদের তায়েফ গমন (৬১৯ সাল):

Ibid ইবনে ইশাক পৃষ্ঠা ১৯৩; কিতাব আল-তাবাকাত আল-কাবির" - পৃষ্ঠা ২৪৪

"তারিক আল রসুল ওয়াল মুলুক"- লেখক: আল-তাবারী (৮৩৮-৯২৩ খৃষ্টাব্দ), ভলুউম ৬, ইংরেজী অনুবাদ: W. Montogomery Watt and M.V. McDonald, নিউ ইয়র্ক ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯৮৮, ISBN 0-88706-706-9 [ISBN 0-88706-707-7 (pbk)], পৃষ্ঠা (Leiden)- ১২০০-১২০২

http://books.google.com/books?id=taeamiOj2nYC&printsec=frontcover&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false

[16] Ibid ইবনে ইশাক পৃষ্ঠা – ৩০৭

[17] ইবনে কাথিরের তফসির

http://www.qtafsir.com/index.php?option=com_content&task=view&id=614&Itemid=59

৪২: বদর যুদ্ধ-১৩: "শয়তানের বাণী- প্রাপক ও প্রচারক মুহাম্মদ! ত্রাস, হত্যা ও হামলার আদেশ– পনের



স্বঘোষিত আখেরি নবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) মদিনায় এসে কুরাইশদের ওপর যে সকল আক্রমণাত্মক অনৈতিক সহিংস বর্বর সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড শুরু করেছিলেন, **তার বৈধতার প্রয়োজনে** তিনি তাঁর রচিত ব্যক্তিমানস জীবনীগ্রন্থ কুরানের মদিনা পর্বে বারংবার ঘোষণা দিয়েছেন যে, মক্কায় অবস্থানকালে **"কুরাইশরা মুহাম্মদ অনুসারীদের অন্যায়ভাবে তাঁদের ভিটে মাটি থেকে বিতাড়িত করেছে।"** মুহাম্মদের এই দাবি যে ইসলামের হাজারো মিথ্যাচারের একটি তার প্রাসঙ্গিক আলোচনা আগের পর্বে করা হয়েছে।

আর মুহাম্মদকে বিতাড়িত করার পরিপ্রেক্ষিতে যে-উপাখ্যান মুহাম্মদ তাঁর স্বরচিত ব্যক্তিমানস জীবনীগ্রন্থে উল্লেখ করেছেন ও তাঁর মৃত্যুপরবর্তী সময়ে বিশিষ্ট মুসলিম ঐতিহাসিকরা মনের মাধুরী মিশিয়ে বর্ণনা করেছেন, তা **"আরব্য উপন্যাসের"** গল্পের মতই উদ্ভট ও বিচিত্র! আর তা হলো:

মুহাম্মদের রচনা:

সুরা আনফাল (মদিনায়) - আয়াত ৩০

৮:৩০: আর কাফেরেরা যখন প্রতারণা করত আপনাকে বন্দী অথবা হত্যা করার উদ্দেশ্যে কিংবা আপনাকে বের করে দেয়ার জন্য তখন তারা যেমন ছলনা করত তেমনি, আল্লাহও ছলনা করতেন। বস্তুত: আল্লাহর ছলনা সবচেয়ে উত্তম।

>>> স্পষ্টতই মহাজ্ঞানী সর্বজ্ঞ আল্লাহর নামে মুহাম্মদের এই উদ্ধৃতি একজন বিভ্রান্ত মানুষের র **"অনুমান নির্ভর"** উক্তি। যে-মানুষটি জানেন না, "কুরাইশরা তাঁকে বন্দী করতে চান? নাকি, হত্যা করতে? নাকি, দেশ থেকে বহিষ্কার করতে?"

আর ছলনা? ছলনা করার প্রয়োজন হয় কাদের?

ছলনা করার প্রয়োজন হয় ঐ ব্যক্তির, যিনি তাঁর প্রতিপক্ষের তুলনায় "অনেক দুর্বল"। এই চমকপ্রদ অনন্ত মহাবিশ্বের স্রষ্টার (যদি থাকে) কোনো ছলনার প্রয়োজন নেই! কারণ (বলা হয়) তিনি অনন্ত শক্তির অধিকারী। অনন্ত শক্তির অধিকারী কোনো সত্ত্বা তার কর্ম সম্পাদনের জন্য "ক্ষুদ্র মানুষের" সাথে ছলনা করেন, এমন উক্তি সেই মানুষটির পক্ষেই করা সম্ভব যিনি মহাবিশ্বের বিশালতা ও তার স্রষ্টার ব্যাপারে **"সামান্যতম ধারণা"**ও রাখেন না।

আর মুহাম্মদের সাথে কুরাইশদেরও ছলনা করার কোনই প্রয়োজন নেই। কারণ সেই অবস্থায় মক্কায় মুহাম্মদের অবস্থান ছিল কুরাইশদের তুলনায় অত্যন্ত দুর্বল। কুরাইশরা ছিলেন মুহাম্মদ ও তাঁর সুদীর্ঘ ১২-১৩ বছরের অক্লান্ত চেষ্টার ফসল মাত্র ১২০-১৩০ জন (যাদের অনেকেই মুহাম্মদের আগেই আবিসিনিয়ায় ও মদিনায় পলায়ন করেছেন) অনুসারীর তুলনায় অনেক অনেক বেশি শক্তিশালী।

মনে রাখা প্রয়োজন যে, **"নবনিযুক্ত হাশেমী গোত্র প্রধান আবু লাহাব"** এই ঘটনার তিন বছর আগেই (৬১৯ সাল) মুহাম্মদের ওপর থেকে সগোত্রীয় নিরাপত্তা সুবিধা (Clan protection) বাতিল করেছেন এবং মুহাম্মদের অনুসারীরা মুসলমানিত্ব ছেড়ে আবার তাঁদের পূর্ব ধর্মে প্রত্যাবর্তন করছেন - যার আলোচনা আগের পর্বে করা হয়েছে।

মুহাম্মদের অনুসারীরা তাঁর নবীর নির্দেশে যখন নিজেরাই পলায়ন করছেন, তখন তাঁদেরকে যে "বহিষ্কার করার" কোনই প্রয়োজন নেই তা বোঝার জন্য কোনো মহাজ্ঞানী হওয়ার প্রয়োজন নেই।

৬১৯-৬২২ সালের মক্কায় এই পলায়নরত দলেরই দলনেতা ছিলেন মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ।

সুদীর্ঘ ১২-১৩ বছর যাবত **"উপদ্রবকারী ব্যক্তিটি"** যে-মুহূর্তে অত্যন্ত দুর্বল ও পলায়নরত অবস্থায়, তখন তাঁকে হত্যা অথবা বন্দি করে **"অতিরিক্ত ঝামেলা"** পোহানোর প্রয়োজন

কুরাইশদের ছিল না। আর পলায়নরত (যে নিজেই পালাচ্ছে) কোনো ব্যক্তিকে কি বহিষ্কার করা সম্ভব?

যে-পরিস্থিতিতে মুহাম্মদের **"নবী-জীবনের অবসান কেবল সময়ের ব্যাপার মাত্র"** সেই অবস্থায় কুরাইশরা মুহাম্মদকে বন্দী অথবা হত্যা অথবা বহিষ্কার করার **কিচ্ছা** যে মদিনায় এসে কুরাইশদের ওপর মুহাম্মদের যাবতীয় আগ্রাসী কর্মকাণ্ডের বৈধতার প্রয়োজনে **"মিথ্যাচার",** তা বলাই বাহুল্য।

কুরাইশরা যদি মুহাম্মদকে "হত্যা অথবা বন্দী অথবা বহিষ্কার" করতে চাইতেন, তবে তাঁরা তা বহু আগেই অতি সহজেই করতে পারতেন।

মুহাম্মদ ইবনে ইশাক (৭০৪-৭৬৮) ও আল তাবারীর (৮৩৯-৯১৩) রচনার সংক্ষিপ্তসার:

মুহাম্মদের বাড়ির চারপাশে পাহারারত সমস্ত হৃষ্ট-পুষ্ট-সবল-সুঠাম বলিষ্ঠ কুরাইশ জোয়ানদের কিছু সময়ের জন্য **"অলৌকিক উপায়ে আল্লাহ দৃষ্টিশক্তিরহিত করে দেয়"।** আর মুহাম্মদ সেই বলিষ্ঠ জোয়ানদের **"মাথার ওপর ধুলো ছিটিয়ে"** অলৌকিক উপায়ে তাদের চোখের সামনে দিয়ে কুরানের যে বাণী মন্ত্রের মত জপতে জপতে পলায়ন করেন তা হলো এই:

"ইয়া-সীন। প্রজ্ঞাময় কোরআনের কসম। নিশ্চয় আপনি প্রেরিত রসূলগণের একজন। সরল পথে প্রতিষ্ঠিত। কোরআন পরাক্রমশালী পরম দয়ালু আল্লাহর তরফ থেকে অবতীর্ণ, যাতে আপনি এমন এক জাতিকে সতর্ক করেন, যাদের পূর্ব পুরুষগণকেও সতর্ক করা হয়নি। ফলে তারা গাফেল। তাদের অধিকাংশের জন্যে শাস্তির বিষয় অবধারিত হয়েছে। সুতরাং তারা বিশ্বাস স্থাপন করবে না। আমি তাদের গর্দানে চিবুক পর্যন্ত বেড়ী পরিয়েছি। ফলে তাদের মস্তক উর্দ্ধমুখী হয়ে গেছে। আমি তাদের সামনে ও পিছনে প্রাচীর স্থাপন করেছি, অতঃপর তাদেরকে আবৃত করে দিয়েছি, ফলে তারা দেখে না [সুরা ইয়াসিন- ৩৬:১-৯]" [1] [2]

>>> **কী তেলেসমাতি কাণ্ড!** 'মাথার উপর' (চোখে নয়) ধুলা ছিটিয়ে অপেক্ষারত সমস্ত হৃষ্ট-পুষ্ট, সবল-সুঠাম ও বলিষ্ঠ কুরাইশ জোয়ানদের চোখের সামনে দিয়ে "তিনি" পলায়ন করেন!

মুহাম্মদ ইবনে সা'দ (৭৮৪-৮৪৫) এর অতিরিক্ত বর্ণনা:

তারপর পথিমধ্যে 'থোয়ার (Thawr)' নামক এক গুহায় পলাতক মুহাম্মদ ও আবু বকরের আত্মগোপনকালে কুরাইশদেরকে বিভ্রান্ত করার জন্য মহান আল্লাহপাকের অপার কুদরতে গুহাটির প্রবেশ পথে **অলৌকিক উপায়ে**.

১) এক মাকড়শা এসে গুহামুখে জাল বিস্তার করে, ও

২) দুইটি বন্য কবুতর এসে গুহামুখে ডিম পারে!

গুহাটির প্রবেশ পথ **'মাকড়শার জাল বিস্তার ও দুইটি বন্য কবুতরের ডিম পারা'** অবস্থায় দেখে কুরাইশরা বিভ্রান্ত হন এই ভেবে যে, সেই গুহায় কোনোভাবেই কোনো মানুষের লুকিয়ে থাকা সম্ভব নয়। তাই তাঁরা সেই গুহার মুখে এসেও তা খানাতল্লাশ না করেই ফিরে যায়! এমন **অলৌকিক কিচ্ছা** আরব্য উপন্যাসের গল্পের চেয়ে কোনো অংশেই কম "উদ্ভট ও বিচিত্র" নয়! [3]

>>> আজ আমরা নিশ্চিতরূপে জানি **"যেখানেই সাধু-বাবার অলৌকিকত্বের প্রচার" সেখানেই নিশ্চিত শুভংকরের ফাঁকি।** সত্য হলো: কুরাইশরা শুধু মুহাম্মদ-অনুসারীদেরই নয়, "মুহাম্মদ"কেও বিতাড়িত করেননি। ধর্মরক্ষার খাতিরে মুহাম্মদ মদিনায় স্বেচ্ছানির্বাসনে বাধ্য হয়েছিলেন।

"তাঁদের প্রতি অকথ্য অত্যাচার চালিয়েছে!"

মুহাম্মদ বিন ইশাক ও আল-তাবারীর বিশালায়তন গবেষণালব্ধ মুহাম্মদের জীবনীগ্রন্থের পর্যালোচনায় যে সত্যটি স্পষ্ট, তা হলো - **"মুসলমানদের তাড়িয়ে দেয়ার কিচ্ছার" মতই "তাঁদের প্রতি অকথ্য অত্যাচার চালিয়েছে"** মুহাম্মদের এই দাবিরও আদৌ কোনো সত্যতা নেই। এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করবো "আইয়্যামে জাহিলিয়াত পর্বে"।

সংক্ষেপে:

মুহাম্মদের অসহনশীল, তাচ্ছিল্যপূর্ণ ও আক্রমণাত্মক মতবাদের বিরুদ্ধে কুরাইশরা কঠোর জনমত ও প্রতিরোধ গড়ে তোলেন। তাঁদের সেই প্রচেষ্টায় তাঁদের যে পরিবার সদস্য, প্রিয়জন ও বন্ধু-বান্ধবরা মুহাম্মদের মতবাদে একদা দীক্ষিত হয়েছিলেন, তাদের অনেকেই আবার তাঁদের পূর্বধর্মে ফিরে আসেন। এই পরিস্থিতি সামাল দিতে মুহাম্মদ তাঁর ধর্মরক্ষার খাতিরে নিজ স্বার্থে নবুয়তের পঞ্চম বর্ষে (৬১৫ সাল) তাঁর অনুসারীদের তাঁদের পরিবার-পরিজন, আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধবদের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে **আবিসিনিয়ায় হিজরত** করার আদেশ জারি করেন।

মোট ৮২ জন (মতান্তরে ১১ জন) প্রাপ্তবয়স্ক মুহাম্মদ-অনুসারী আবিসিনিয়ায় হিজরত করেন। **তাঁদেরকে কেউ তাড়িয়ে দেয়নি।** মুহাম্মদ ইবনে ইশাকের বর্ণনায় আমরা আরও জানতে পারি যে, কুরাইশরা তাঁদের এই ধর্মান্তরিত আত্মীয়স্বজনদের "আবিসিনিয়া থেকে মক্কায় ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করেছিলেন"। যদি কুরাইশরা তাঁদেরকে বহিষ্কারই করে থাকেন, তাহলে তাঁরা তাঁদেরকে পুনরায় মক্কায় ফিরিয়ে আনার চেষ্টা কেন করবেন?

এদিকে মুহাম্মদ তাঁর গোত্রপ্রধান ও অভিভাবক বৃদ্ধ, অসুস্থ ও শয্যাগ্রস্ত চাচা আবু তালিব মারফত কুরাইশদের **"একটি মাত্র দাবি"** (মুহাম্মদ যেন তাঁদের পূজনীয় দেব-দেবী ও পূর্বপুরুষদের কোনোরূপ অসম্মান ও তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য না করে) বারংবার প্রত্যাখ্যান করেন। মুহাম্মদ ইবনে ইশাকের বর্ণনায় আমরা জানতে পারি যে, কুরাইশরা তাঁদের এই একটি মাত্র দাবিতে কমপক্ষে দুই বার আবু তালিবের সাথে **"আনুষ্ঠানিক বৈঠক"** করেছিলেন।

মুহাম্মদ কুরাইশ ও চাচা আবু তালিবের অনুরোধ অগ্রাহ্য করে "তাঁর আল্লাহর নামে" কুরাইশদের পূজনীয় দেব-দেবী, পূর্বপুরুষ ও কুরাইশ জনপদের বিরুদ্ধে আক্রমণাত্মক তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য, শাপ-অভিশাপ, ঘৃণা ও অবমাননার প্রচার চালিয়ে যান। দীর্ঘ সাতটি বছর মুহাম্মদের যাবতীয় অবমাননা, তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য, শাপ-অভিশাপ সহ্য

করার পর বাধ্য হয়ে কুরাইশরা মুহাম্মদ ও তাঁর পৃষ্ঠপোষক হাশেমী গোত্রের বিরুদ্ধে **সামাজিক ও অর্থনৈতিক বয়কটের আশ্রয় নেন (৬১৬-৬১৯)**।

মুহাম্মদকে বারংবার অনুরোধ/সাবধান ও তাঁর গোত্রপ্রধান ও অভিভাবক আবু তালিবের কাছে অভিযোগ ও বিহিতের নিয়মতান্ত্রিক পদক্ষেপ ব্যর্থ হওয়ার পর এটিই ছিল মুহাম্মদের বিরুদ্ধে কুরাইশদের সংঘবদ্ধ **"সর্বপ্রথম ও সর্বশেষ"** কঠিন পদক্ষেপ।

যে সমস্ত ইসলাম-বিশ্বাসী ও ইসলামে অবিশ্বাসী পণ্ডিত ও অপণ্ডিত ব্যক্তিবর্গ কুরাইশদের **"এই একটি মাত্র অহিংস পদক্ষেপ"** গ্রহণ করাকে বর্বর ও অমানুষিক বলে সমালোচনা করেন, তাঁদের কাছে যখন জানতে চাওয়া হয় যে, কুরাইশরা এর চেয়ে অধিকতর মানবিক অন্য কী পন্থা অবলম্বন করতে পারতেন, তখন তাঁরা "ত্যানা প্যাঁচানো" শুরু করেন।

যাহোক, স্বাভাবিকভাবেই এই বয়কটের ফলে মুহাম্মদ, তাঁর পরিবার ও তাঁর পৃষ্ঠপোষক হাশেমী গোত্র **চরম দুরবস্থায়** পড়েন। এই দুরবস্থা থকে পরিত্রাণের আশায় মুহাম্মদ কুরাইশদের সাথে সন্ধিস্থাপনের উপায় বের করেন। তিনি বরাবরের মতই তাঁর আল্লাহর নামে **"এক ওহী বার্তা"** আনয়ন করেন।

যে ওহী বার্তায় তিনি কুরাইশদের তিন দেবী লাত, মানত ও উজ্জাকে সম্মানিত করেন।

সেই বিখ্যাত ওহী বার্তাটি হলো সুরা আন-নজম এর ১৯ ও ২০ নম্বর (৫৩:১৯-২০) আয়াতের পর এবং ২১ নম্বর আয়াতের আগে:

৫৩:১৯-২০ - "তোমরা কি ভেবে দেখেছ লাত ও ওযযা সম্পর্কে। এবং তৃতীয় আরেকটি মানাত সম্পর্কে?

এরাই হলো সমুচ্চ যাদের মধ্যস্থতা অনুমোদিত।"

[53:19-20 - "Have you thought of al-Lat and al-Uzza and Manat the third, the other?

These are the exalted Gharanik whose intercession is approved."]

মুহাম্মদের এই আচরণে কুরাইশরা স্বস্তি ফিরে পান এই ভেবে যে, মুহাম্মদ তাঁদের পবিত্র পূজনীয় দেব-দেবীদের আর কোনো অসম্মান করবেন না। দীর্ঘ নয় বছর (৬১০-৬১৯ সাল) তাঁদের দেব-দেবী ও পূর্ব-পুরুষদের যথেচ্ছ অবমাননা তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করার পর মুহাম্মদের এই **সংযত আচরণের জন্য** তাঁরা মুহাম্মদকে অভিনন্দন ও সাধুবাদ জানান।

কিন্তু তীক্ষ্ণ বুদ্ধির মুহম্মদ অতি দ্রুতই উপলব্ধি করেন যে, তিনি উক্ত উদ্ধৃতির মাধ্যমে তাঁর "নবী জীবনের যবনিকা" ঘটিয়েছেন।

সুদীর্ঘ নয়টি বছর "কুরাইশদের দেব-দেবীদের মিথ্যা" আখ্যা দেয়ার পর কুরাইশদের বয়কটের কারণে নত হয়ে কুরাইশদের **"সেই দেব-দেবীদেরই প্রশংসা" করার অর্থই হলো - তাঁর গত নয়টি বছরের প্রচারণা ছিল মিথ্যা।** যার সরল অর্থ হলো, "মুহাম্মদ কোনো নবী নয়, তিনি ভণ্ড - যে-আখ্যা কুরাইশরা সঙ্গত কারণেই মুহাম্মদর ওপর আরোপ করে এসেছেন সেই শুরু থেকেই (পর্ব ১৭-১৯)।"

এই যাঁতাকল পরিস্থিতি থেকে বের হয়ে আসার প্রচেষ্টায় মুহাম্মদ ঘোষণা দেন যে, লাত, মানত ও উজ্জাকে সম্মান দেখিয়ে যে-বাণীটি তিনি উদ্ধৃত করেছেন, **"সেই বাণীটি আসলে আল্লাহর নয়, শয়তানের।"** শয়তান তাঁকে বিভ্রান্ত করে তাঁর মুখ দিয়ে এই বাণীটি উদ্ধৃত করিয়েছেন। ইসলামের ইতিহাসে যা **"শয়তানের বাণী/আয়াত (The Satanic Verses)"** নামে বিখ্যাত।

অন্যদিকে আবিসিনিয়ায় হিজরতকারী মুহাম্মদ অনুসারীরা এই ঘটনাটির **"প্রথম অংশ"** দূত মারফত জানতে পারেন। তাঁরা এই মর্মে খবর পান যে, কুরাইশরা মুহাম্মদের মতবাদ মেনে নিয়ে তাঁকে নবী বলে স্বীকার করে নিয়েছে। এই খবরটি পাওয়ার পর ৮২ জন প্রাপ্তবয়স্ক আবিসিনিয়ায় হিজরতকারী মুহাম্মদ-অনুসারীর **৩৩ জনই ফিরে আসেন মক্কায়।** মক্কার অদূরে আসার পর তাঁরা জানতে পারেন যে, তাঁদের জানা এই খবরটি সত্য নয়। কিন্তু তাঁরা আর আবিসিনিয়ায় ফিরে যাননি।

প্রশ্ন হলো,

কুরাইশরা কি এই আবিসিনিয়া-ফেরত মুহাম্মদ-অনুসারীদের ওপর কোনোরূপ শারীরিক অথবা মানসিক অত্যাচার চালিয়েছিলেন?

উত্তর: অবশ্যই নয়!

কুরাইশরা শুধু যে তাঁদের ওপর কোনোরূপ শারীরিক বা মানসিক অত্যাচার করেননি তাইই নয়, এই কুরাইশরাই তাঁদের **নিরাপত্তার (Protection) ব্যবস্থা** করেছিলেন। এই আবিসিনিয়া ফেরত মুসলমানেরা বহাল তবিয়তে অনেকগুলো বছর নিশ্চিন্তে মক্কায় বসবাস করেছিলেন। তারপর,

১) তাঁদের কিছু লোক এই ঘটনার **সুদীর্ঘ তিন বছর পর** (৬২২ সাল) মুহাম্মদের আদেশে মদিনায় হিজরত করেন এবং কুরাইশদের বিরুদ্ধে বদর ও ওহুদ যুদ্ধসহ যাবতীয় আক্রমণাত্মক নৃশংস কর্মকাণ্ডে অংশ নেন;

২) কিছু লোক **পাঁচ বছরেরও** বেশি পর বদর যুদ্ধের (৬২৪ সাল) পরে মদিনায় গিয়ে মুহাম্মদ ও অন্যান্য মুহাম্মদ অনুসারীদের সাথে মিলিত হন, এবং

৩) অবশিষ্টরা মক্কাতেই মৃত্যুবরণ করেন। [4] [5]

>>> যে প্রশ্নটি নিরপেক্ষ পাঠকবৃন্দ ও মুক্তচিন্তার মানুষ সচরাচর করে থাকেন, তা হলো এই **"মক্কায় নব্য মুসলমানদের উপর কুরাইশদের সংঘবদ্ধ অকথ্য অত্যাচারের উপাখ্যান"** ইসলাম-বিশ্বাসীরা গত ১৪০০ বছর ধরে উচ্চস্বরে প্রচার করে আসছেন তার কী কোনোই ভিত্তি নেই?

ইসলামের ইতিহাসের নিবেদিতপ্রাণ আদি ও বিশিষ্ট মুসলিম ঐতিহাসিকদেরই লিখিত বর্ণনার আলোকে এই প্রশ্নের অতি সংক্ষেপ জবাব হলো,

"না! নেই। তাঁদের এই দাবীর কোনো ঐতিহাসিক ভিত্তি নেই!"

আদি উৎসের বর্ণনায় এ বিষয়ে যে ঘটনাগুলোর উপাখ্যান উদ্ধৃত আছে, তা হলো:

১) পারিবারিক দ্বন্দ্ব:

কুরাইশরা মুহাম্মদের অসহনশীল, তাচ্ছিল্যপূর্ণ ও আক্রমণাত্মক মতবাদের বিরুদ্ধে কঠোর জনমত ও প্রতিরোধ গড়ে তুলে তাঁদের ধর্মান্তরিত পরিবার সদস্য, প্রতিবেশী

ও বন্ধু-বান্ধবদের বিভিন্ন কলা-কৌশলের মাধ্যমে পূর্বধর্মে ফিরিয়ে আনার জোর প্রচেষ্টা চালিয়েছিলেন।

"**তাঁদের পরিবারের কোন সদস্য**" মুহাম্মদের অনুসারী হলে সেই নব্য মুসলমানের অভিভাবক ও পরিবার সদস্যরা তাকে বিভিন্নভাবে পূর্বধর্মে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করেন। কোনো কোনো সময় **পরিবারের অভিভাবক ও সদস্যরা** তাঁদের পরিবারের এই ধর্মান্তরিত সদস্যদের ওপর শারীরিক ও মানসিক বলপ্রয়োগও করতেন। এই ঘটনাগুলো ছিল **"একান্তই পারিবারিক বিষয়"।** পরিকল্পিত ভাবে কুরাইশরা ইসলাম-বিশ্বাসীদের ঢালাও নির্যাতন করতেন, এমন কোনো ইতিহাস আদি উৎসে খুঁজে পাওয়া যায় না।

এই শ্রেণীভুক্ত ঘটনার একটি উদাহরণ, যা জগতের প্রায় সকল ইসলাম বিশ্বাসী পণ্ডিত ও অপণ্ডিতদের অতি পরিচিত, বহুল আলোচিত ও প্রচারিত তা হলো:

"ওমর (রাঃ) যখন জানতে পারলেন যে, তাঁর বোন ও বোনের স্বামী ইসলাম গ্রহণ করেছে, তখন ওমর তাদের বাসায় গিয়ে তার বোনকে মারধর করেছিলেন।" [6]

>>> ইসলামে দীক্ষিত হওয়ার কারণে ক্রোধান্বিত হয়ে ভাই পৌত্তলিক ওমর মারধর করেছিলেন তার নব্য মুসলিম বোনকে। অনাত্মীয় কোনো কুরাইশ একক বা সংঘবদ্ধ হয়ে "ওমরের বোন"কে মারধর করতে যাননি।

২) মালিক-দাস দ্বন্দ্ব:

মুহাম্মদের অসহনশীল মতবাদে সাড়া দিয়ে **দাসরা মালিকদের অবাধ্য হতো** ("You are the one who corrupted him--")। এতে মালিকরা হতেন আর্থিক ক্ষতিগ্রস্ত। ক্ষতিগ্রস্ত দাস মালিকরা এই অবাধ্য দাসদের বশে আনার জন্য শারীরিক শাস্তি প্রদান করতেন বলে কিছু বিচ্ছিন্ন ঘটনার যৎসামান্য বর্ণনা মুহাম্মদ ইবনে ইশাক লিপিবদ্ধ করেছেন।

এই শ্রেণীভুক্ত ঘটনার দু'টি উদাহরণ, যা জগতের প্রায় সকল ইসলাম-বিশ্বাসী পণ্ডিত ও অপণ্ডিতদের মুখস্ত, বহুল আলোচিত ও প্রচারিত তা হলো:

ক) উমাইয়া বিন খালফ তার ক্রীতদাস হযরত **বেলাল (রাঃ)** কে মরুভুলমির মধ্যে নিয়ে গিয়ে উত্তপ্ত বালির ওপর শুইয়ে রাখতেন।

"একদা আবু বকর বেলালের এহেন দুরবস্থা দেখতে পেয়ে উমাইয়া বিন খালফকে জিজ্ঞেস করলেন, 'কেন তুমি বেচারাকে শাস্তি দিচ্ছ?'

জবাবে উমাইয়া বললেন, **'তুমিই সেই লোকদের একজন যে একে কলুষিত করেছে,** তাই পারলে এই দুরবস্থা থেকে তাকে রক্ষা কর ('You are the one who corrupted him, so save him from his plight that you see')।" [7]

খ) বনী মাখজুম গোত্রের (আবু জেহেলের গোত্র) লোক ক্রীতদাস **আমর বিন ইয়াসার** ও তার পিতা-মাতাকে নির্মম অত্যাচার চালায়। [8]

>>> এই ঘটনাগুলো নিঃসন্দেহে পারিবারিক দ্বন্দ্ব ও মালিক-দাস দ্বন্দ্বের উদাহরণ। শুধুমাত্র ধর্মান্তরিত হওয়ার কারণে কুরাইশরা **সংঘবদ্ধভাবে** নব্য মুসলমানদের ওপর **যথেচ্ছ অত্যাচার-নিপীড়ন** করতেন, এমন উদাহরণ আদি উৎসের নিবেদিতপ্রাণ মুহাম্মদ-অনুসারীদের বর্ণনায় খুঁজে পাওয়া যায় না।

[কুরানের উদ্ধৃতি সৌদি আরবের বাদশাহ ফাহাদ বিন আবদুল আজিজ (হারাম শরীফের খাদেম) কর্তৃক বিতরণকৃত বাংলা তরজমা থেকে নেয়া, অনুবাদে ত্রুটি-বিচ্যুতির দায় অনুবাদকারীর। কুরানের ছয়জন বিশিষ্ট ইংরেজি অনুবাদকারীর ও চৌত্রিশ-টি বিভিন্ন ভাষায় পাশাপাশি অনুবাদ এখানে]

তথ্যসূত্র ও পাদটীকা:

[1] "সিরাত রসুল আল্লাহ"- লেখক: ইবনে ইশাক (৭০৪-৭৬৮ খৃষ্টাব্দ), সম্পাদনা: ইবনে হিশাম (মৃত্যু ৮৩৩ খৃষ্টাব্দ), ইংরেজি অনুবাদ: A. GUILLAUME, অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, করাচী, ১৯৫৫, ISBN 0-19-636033-1, পৃষ্ঠা ২২১-২২৫
http://www.justislam.co.uk/images/Ibn%20Ishaq%20-%20Sirat%20Rasul%20Allah.pdf

[2] “তারিক আল রসুল ওয়াল মুলুক”- লেখক: আল-তাবারী (৮৩৮-৯২৩ খৃষ্টাব্দ), ভলুউম ৬, ইংরেজী অনুবাদ: W. Montogomery Watt and M.V. McDonald, নিউ ইয়র্ক ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯৮৮, ISBN 0-88706-706-9 [ISBN 0-88706-707-7 (pbk)], পৃষ্ঠা (Leiden)- ১২৩২-১২৩৪
http://books.google.com/books?id=taeamiOj2nYC&printsec=frontcover&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false

[3] **মুহাম্মদ ইবনে সা'দ (৭৮৪-৮৪৫) লেখক: “কিতাব আল-তাবাকাত আল-কাবির”-** *অনুবাদ - এস মইনুল হক, প্রকাশক- কিতাব ভবন, নয়া দিল্লি, সাল ২০০৯ (3rd Reprint). ISBN 81-7151-127-9 (set). ভলুউম ১, পৃষ্ঠা ২৬৪-২৬৬*
http://muslim-library.blogspot.com/2011/09/tabqaat-ibn-e-saad.html#!/2011/09/tabqaat-ibn-e-saad.html
http://kitaabun.com/shopping3/product_info.php?products_id=4170

[4] Ibid ইবনে ইশাক, পৃষ্ঠা ১৬৫-১৬৮

[5] Ibid আল-তাবারী, পৃষ্ঠা (Leiden) ১১৯৫-১১৯৬

[6] Ibid ইবনে ইশাক, পৃষ্ঠা ১৫৬

[7] Ibid ইবনে ইশাক, পৃষ্ঠা ১৪৪

[8] Ibid ইবনে ইশাক, পৃষ্ঠা ১৪৫

৪৩: বদর যুদ্ধ-১৪ (শেষ পর্ব): ইসলামী প্রোপাগান্ডার স্বরূপ

ত্রাস, হত্যা ও হামলার আদেশ– ষোল

স্বঘোষিত আখেরি নবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) মদিনায় এসে কুরাইশদের ওপর যে সকল আক্রমণাত্মক অনৈতিক সহিংস বর্বর সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড শুরু করেছিলেন, **তার বৈধতার প্রয়োজনে** তিনি তাঁর রচিত ব্যক্তিমানস জীবনীগ্রন্থ **কুরানের মদিনা পর্বে** বারংবার ঘোষণা দিয়েছেন যে, মক্কায় অবস্থানকালে **"কুরাইশরা তাঁদের প্রতি অকথ্য অত্যাচার চালিয়েছে, তাঁকে ও তাঁর অনুসারীদের অন্যায়ভাবে তাঁদের ভিটেমাটি থেকে বিতাড়িত করেছে এবং তাঁকে বন্দী অথবা হত্যার পরিকল্পনা করেছে"।**

গত ১৪০০ বছর যাবত পৃথিবীর প্রায় সকল মুহাম্মদ বিশ্বাসী পণ্ডিত ও অপণ্ডিতরা মুহাম্মদের সাথে সুর মিলিয়ে **বিভিন্ন কল্পকাহিনীর মাধ্যমে মুহাম্মদের এই দাবীর প্রচার ও প্রসার ঘটিয়েছেন।** ইসলামের প্রাথমিক সংজ্ঞা অনুযায়ী - এটা তাঁদের একান্ত বাধ্যতামূলক দায়িত্ব (বিস্তারিত দশম পর্বে); এই প্রচারণায় তাঁরা **এতটাই সফল যে,** শুধু ইসলাম-বিশ্বাসীরাই নয়, তাঁদের সাথে একাত্ম হয়ে জগতের বহু অমুসলিম পণ্ডিত ও জনসাধারণ তাঁদের মতই একই ধারণা পোষণ করেন।

কিন্তু ইসলামে নিবেদিতপ্রাণ আদি উৎসের মুসলিম ঐতিহাসিকেদেরই বর্ণনার পুঙ্খানুপুঙ্খ পর্যালোচনায় আমরা জানতে পারি যে, **মুহাম্মদের এই দাবির কোনো ঐতিহাসিক ভিত্তি নেই।** এ বিষয়ের প্রাসঙ্গিক আলোচনা গত দু'টি পর্বে করা হয়েছে; বিস্তারিত আলোচনা 'আইয়্যামে জাহিলিয়াত ও হিজরত তত্ত্বে' করা হবে।

স্বঘোষিত আখেরি নবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) আরও দাবী করেছেন যে, **"কুরাইশরা তাঁদেরকে মসজিদে হারামে যেতে বাধা প্রদান করেছে।"** কুরান, সিরাত ও হাদিসের

পুঙ্খানুপুঙ্খ পর্যালোচনায় যে সত্যটি স্পষ্ট, তা হলো: মুসলমানদের প্রতি অকথ্য অত্যাচার ও তাড়িয়ে দেয়ার কিচ্ছার মতই মুহাম্মদের এই দাবিরও কোনো ঐতিহাসিক ভিত্তি নেই।

"কুরাইশরা তাঁদের কে মসজিদে হারামে যেতে বাধা প্রদান করেছে!"

মুহাম্মদ বিন ইশাক ও আল-তাবারীর বিশালায়তন গবেষণালব্ধ মুহাম্মদের জীবনীগ্রন্থের পর্যালোচনায় আমরা জানতে পারি যে, মদিনায় এসে কুরাইশদের ওপর মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীদের যাবতীয় অনৈতিক আগ্রাসী সন্ত্রাসী আক্রমণ, লুণ্ঠন, হত্যা ইত্যাদি কর্মকাণ্ড সত্ত্বেও **"দুটি মাত্র ব্যতিক্রম"** ছাড়া কোনো কুরাইশই কোনো মুহাম্মদ অনুসারীকে মসজিদে হারামে যেতে বাধা প্রদান করেননি। এই দু'টি ঘটনার **"মাত্র একটি"** ছিল সমষ্টিগত, যেখানে সকল কুরাইশ গোত্র জড়িত ছিলেন। অন্যটি ছিল একান্ত ব্যক্তিগত।

এই দু'টি ঘটনা ছাড়া **মুহাম্মদ অনুসারীরা সকল সময়ই কোনোরূপ বিধিনিষেধ ছাড়াই নির্বিঘ্নে ও নিরাপদে** মদিনা থেকে মক্কায় তীর্থ যাত্রা করেছেন এবং মসজিদে হারাম পরিদর্শন ও আনুষঙ্গিক সকল ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান পালন শেষে নিরাপদে আবার মদিনায় প্রত্যাবর্তন করেছেন।

আর, এই দুটি ঘটনাই ঘটেছিল মুহাম্মদের "মদিনায় হিজরতের পর"! মক্কায় অবস্থানকালে নয়। আর তা সংঘটিত হয়েছিল মুহাম্মদের আগ্রাসী আক্রমণাত্মক সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের পরিপ্রেক্ষিতে কুরাইশদের পাল্টা প্রতিরোধের অংশ হিসাবে।

ঘটনা দুটি হলো:

১) বদর যুদ্ধের পর আবু সুফিয়ান কর্তৃক সা'দ বিন আল নুমান কে মক্কায় ধরে রাখা

মুহাম্মদ যখন আবু সুফিয়ানের এক ছেলে হানজালা বিন আবু সুফিয়ানকে খুন ও আরেক ছেলে আমর বিন আবু সুফিয়ানকে বন্দী করে মদিনায় আটকে রেখে মুক্তিপণ আদায়ের চেষ্টা করেন, তখন স্বজনহারা বিক্ষুব্ধ পিতা আবু সুফিয়ান মুহাম্মদ অনুসারী সা'দ বিন আল নুমানকে মক্কায় বন্দী করে তাঁর ছেলে আমরকে ফেরত পাওয়ার চেষ্টা

করেছিলেন। এই ঘটনাটি "ব্যক্তি আবু সুফিয়ানের" প্রতিরক্ষা চেষ্টা; নিজ ছেলেকে মুহাম্মদের কবল থেকে মুক্ত করার চেষ্টা। [বিস্তারিত পর্ব - ৩৭]।

২) হুদাইবিয়া সন্ধি চুক্তির (মার্চ, ৬২৮ সাল) প্রাক্কালে মসজিদে হারামে যেতে বাধা প্রদান

শুধু ঐ সময়টিতেই কুরাইশরা **সংঘবদ্ধভাবে** মুসলমানদের মসজিদে হারামে যেতে বাধা প্রদান করেন [1]। আর এই ঘটনাটি ঘটেছিল মুহাম্মদের মদিনা **হিজরতের ৬ বছর পরে**, মক্কায় অবস্থানকালে নয় [বিস্তারিত হুদাইবিয়া সন্ধি পর্ব: ১১১-১২৯]। এই একটি মাত্র ঘটনা ছাড়া কুরাইশরা সংঘবদ্ধভাবে কখনোই মুহাম্মদ কিংবা তাঁর কোনো অনুসারীকে মসজিদে হারামে যেতে বাধা প্রদান করেননি।

>>> পৃথিবীর অন্য কোনো ধর্মের সাধারণ ধর্মাম্বলীরা ইসলামের মত এত বেশি সময়সাপেক্ষ অত্যাবশ্যকীয় ধর্মীয় অনুশাসনের যাঁতাকলে পিষ্ট নয়। একজন মানুষের দেহ-মন সুস্থির রাখার জন্য প্রতিদিন গড়ে কমপক্ষে ছয় থেকে আট ঘণ্টা ঘুম আবশ্যক। আরও কমপক্ষে দুই ঘণ্টা দরকার জীবনের অন্যান্য অত্যাবশ্যকীয় কাজ [Activities of Daily Living (ADL)] যেমন: প্রাতঃক্রিয়াদি, রান্না, খাওয়া, গোসল, শরীর-স্বাস্থ্য ও বাসস্থানের পরিচর্যা, সামাজিকতা - ইত্যাদি দৈনন্দিন কাজে। অর্থাৎ প্রতিটি মানুষ প্রতিদিন গড়ে **সর্বোচ্চ ১৬ ঘণ্টা** সময় ব্যবহার করার সুযোগ পান জীবনের অন্যান্য ব্যবহারিক কাজে। [2]

একজন নিবেদিত প্রাণ সাধারণ মুসলমান প্রতিদিন তাঁর অত্যাবশ্যকীয় কাজের (ADL) পর জীবনের অন্যান্য ব্যবহারিক কাজে ব্যবহৃত ১৬ ঘণ্টা লভ্য সময়ের ২-৩ ঘণ্টা সময় ব্যয় করেন **"শুধুমাত্র পাঁচ ওয়াক্ত নামাজেই";** এ ছাড়াও আছে অত্যাবশ্যকীয় ধর্মীয় আরও অন্যান্য অনুশাসন।

জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত প্রতিদিন প্রত্যুষে ঘুম থেকে ওঠার সময় থেকে (ফজর নামাজ) শুরু করে রাতে ঘুমোতে যাবার পূর্ব পর্যন্ত (এশার নামাজ) এই ১৬-১৮ ঘণ্টা সচেতন সময়ে কমপক্ষে পাঁচ বার **(গড়ে প্রতি সাড়ে তিন ঘণ্টায় একবার)** পৃথিবীর প্রত্যেকটি

ইসলাম বিশ্বাসীর মস্তিষ্কে মুহাম্মদের গুণকীর্তন ও আদেশ-নিষেধের বাণী স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয় **উচ্চকণ্ঠ আজানের মাধ্যমে**, পরিবার সদস্যদের মাধ্যমে ও পরিপার্শ্বের অন্যান্য মুসলমানদের মাধ্যমে।

ইসলাম ধর্মের এক বিশেষ বিশেষত্ব এই যে, এই ধর্মের অনুশাসন পালনকারী সকল অনুসারীই প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে 'ইসলাম প্রচারকের ভূমিকা' পালন করেন।

ইসলামের অনুশাসন পালনকারী একান্ত পরিবার সদস্য, আত্মীয় স্বজন, বন্ধু-বান্ধব, পাড়া-প্রতিবেশী থেকে শুরু করে গ্রামের নিরক্ষর কৃষক- শ্রমিক-মজুর ও বাসার গৃহ পরিচারিকা পর্যন্ত সকলেই প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে **"ইসলাম প্রচারকের ভূমিকা"** পালন করেন। ইসলামের অনুশাসন পালনে গাফেল কোন ব্যক্তিকে দ্বীনের রাস্তায় ফিরিয়ে আনার চেষ্টাকে এই ইসলাম অনুশাসন পালনকারীরা (Practicing Muslims) মহৎ কর্ম, বিশেষ সওয়াবের অংশ ও **ইমানী দায়িত্ব** বলে বিশ্বাস করেন।

এ সকল সাধারণ ইসলাম বিশ্বাসীর কাছ থেকে কালেমা, নামাজ, রোজা, হজ, যাকাত এর আহ্বান বিশ্বের প্রতিটি ইসলাম বিশ্বাসী অত্যন্ত শিশুকাল থেকেই নিত্যই শুনে থাকেন। চারিপাশের এ সকল লোকের কাছ থেকে নামাজ-রোজার আহ্বান শোনেননি, এমন একটিও বে-নামাজি ও বে-রোজদার মুসলমান জগতে আছেন বলে কল্পনাও করা যায় না।

"এক ওয়াক্ত নামাজ ক্বাযা হলে কত গুনাহ হয়; দোজখের আগুন ও বেহেশতের আরাম আয়েশের বর্ণনা; দ্বীনের পথে 'আমাদের নবী' কত কষ্ট করছেন; কাফেরেরা আমাদের পাক নবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর উপর কত নির্যাতন করেছেন **কিন্তু** আমাদের দয়াল নবী তাঁদের প্রতি কখনো কোন অন্যায় তো করেনইনি, উল্টো সেই নির্যাতনকারীর অসুস্থতার সময় নবী তার সেবা যত্ন করে সুস্থ করে তুলেছেন (তারপর বয়ান): 'এক বুড়ি নবীর চলার পথে কাঁটা দিতো, একদিন পথে কাঁটা না দেখে দয়াল নবী বুড়ির খোঁজ করতে গিয়ে যখন জানলেন যে বুড়িটি অসুস্থ তখন তিনি বুড়িটির সেবাযত্ন করে সুস্থ করে তুললেন, নবীর মহানুভবতায় মুগ্ধ হয়ে বুড়ি নিজের ভুল বুঝতে পেরে

মুসলমান হলেন'"— ইত্যাদি উপাখ্যান যেখানে যেমন প্রয়োজন, সেখানে সেইভাবে প্রচার করে এই ইসলাম বিশ্বাসীরা ইসলামের অনুশাসন বিচ্যুত মুসলমানদের ইসলামের পথে আনার চেষ্টা করেন।

এ ছাড়াও আছে **প্রতিদিন পাঁচবার** মুয়াজ্জিনের উচ্চকণ্ঠ আজান ও মসজিদের ইমাম সাহেবের বক্তৃতা; ওয়াজ-মাহফিলের বয়ান; প্রতিটি টিভি চ্যানেলে প্রতিদিন উল্লেখযোগ্য সময় নিয়ে ইসলামী অনুষ্ঠান-বক্তৃতা-বিবৃতি; দৈনিক খবরের কাগজে ধর্মীয় কলাম; ইন্টারনেটের বিভিন্ন ইসলামী ব্লগ - ইত্যাদি বিভিন্ন মাধ্যমে মুহাম্মদের গুণকীর্তন ও ইসলামের আদর্শের জয়গান।

তার ওপর আছে **প্রতি ছয় দিন পর পর এক বিশেষ দিন!** প্রতি শুক্রবারে জুমার বিশেষ নামাজ-বক্তৃতা-বিবৃতির মাধ্যমে পৃথিবীর প্রত্যেকটি ইসলাম বিশ্বাসীর মস্তিষ্কে মুহাম্মদ ও তাঁর প্রচারিত মতবাদের গুণকীর্তন।

আরও আছে **প্রতি এগার মাস পর পর একাধারে দীর্ঘ এক মাস ব্যাপী 'রমজান'-এর বিশেষ ইসলামী অনুশীলন।** যে মাসে দিবারাত্র বিভিন্ন উপায়ে ইসলামের পথে আহ্বানের মাধ্যমে পৃথিবীর প্রত্যেকটি ইসলাম বিশ্বাসীর মস্তিষ্কে মুহাম্মদের গুণকীর্তন ও আদেশ নিষেধের বাণী স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়।

ফলশ্রুতিতে, পৃথিবীর প্রায় সকল ইসলাম বিশ্বাসীর চেতন-অবচেতন মস্তিষ্কের সবটা জুড়েই বাসা বাঁধে বেহেস্তের প্রলোভন ও দোযখের অসীম শাস্তির ভয় এবং কবর আযাবের বিভীষিকাময় চিত্র! তাঁদের ধ্যান-মন-প্রাণের সবটা জুড়েই থাকে মুহাম্মদের বাণী (কুরান-হাদিসের) ও অনুশাসন চিন্তা। **ফলাফল, তাঁদের মগজধোলাই** অন্যান্য ধর্মের মানুষের তুলনায় হয় অধিকতর নিশ্চিত, তীব্রতর ও সুদূরপ্রসারী! তিনি মুক্ত মানুষ থেকে পরিণত হন দাসে! পরম তৃপ্তিতে! **একান্ত আজ্ঞাবহ মুহাম্মদের দাস! আবদ-মুহাম্মদ (পর্ব-১৫)!**

এমত পরিবেশ ও পরিস্থিতিতে একজন ইসলাম বিশ্বাসীর পক্ষে প্রচলিত ধারনার বিপরীত কোনো তথ্য-উপাত্ত ও ইতিহাস নিয়ে চিন্তা ভাবনা করার অবকাশ কোথায়?

এই একান্ত আজ্ঞাবহ মুহাম্মদের দাস আবদ-মুহাম্মদদের **"সম্মিলিত প্রোপাগান্ডা"** যে কত শক্তিশালী ও সফল, তার উৎকৃষ্ট উদাহরণ হলো ইসলামের হাজারো অতিকথাকে (Myth) সত্য বলে প্রতিষ্ঠা করা। যার সাক্ষ্য, আজকের পৃথিবীর প্রায় সমস্ত ইসলাম বিশ্বাসী ও বহু অমুসলিম সাধারণ জনগণ দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করেন যে, মক্কায় কুরাইশরা মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারী নব্য ধর্মান্তরিত মুসলমানদের ওপর যথেচ্ছ অমানুষিক নিপীড়ন ও নির্যাতন করতেন। তাঁরা মনে প্রাণে বিশ্বাস করেন যে, কুরাইশদের এই অমানুষিক অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে মুহাম্মদের নির্দেশে মুসলমানেরা প্রথমে আবিসিনিয়ায় ও পরে মদিনায় হিজরত করেছিলেন। তাঁরা আরও বিশ্বাস করেন যে, স্বঘোষিত আখেরি নবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) মৃত্যুহুমকির বশবর্তী হয়েই রাতের অন্ধকারে চুপি চুপি মদিনায় পালিয়ে গিয়েছিলেন। **তাঁদের এই বিশ্বাসের আদি উৎস হলো "মুহাম্মদ"!**

গত পনেরটি পর্বের পর্যালোচনায় সংক্ষিপ্তসার:

স্বঘোষিত আখেরি নবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) মদিনায় এসে তাঁর দলবল নিয়ে কুরাইশ কাফেলার ওপর অতর্কিত হামলা, মালামাল লুণ্ঠন, খুন, নিরীহ আরোহীদের ধরে নিয়ে এসে মুক্তিপণ দাবী করা শুরু করেছিলেন। পরিণতিতে কুরাইশদের **সর্ব-প্রথম প্রতিরক্ষা যুদ্ধ, "বদর যুদ্ধ"।**

বদর যুদ্ধের **প্রকৃত কারণ** হলো - কুরাইশ বাণিজ্য-কাফেলার ওপর একের পর এক মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীদের আক্রমণাত্মক (offensive) আগ্রাসী অনৈতিক লুণ্ঠন অভিযান ও অষ্টমবারের চেষ্টায় সফল **"নাখলা"** অভিযানে কুরাইশদের মালামাল লুণ্ঠন ও নৃশংসতা।

এই যুদ্ধে মুহাম্মদের আগ্রাসী আক্রমণাত্মক নৃশংস সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে কুরাইশদের সকল গোত্রের লোকজনদের সাথে **মুহাম্মদের নিজস্ব বংশের** (হাশেমী) লোকেরা ও অস্ত্র হাতে প্রতিরক্ষার চেষ্টা করেন। এই যুদ্ধে মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীরা ৭০ জন কুরাইশকে নৃশংসভাবে খুন এবং ৭০ জনকে করেন বন্দী।

খুন করার পর তাঁরা সেই লাশগুলোকে **অমানুষিক ঘৃণা ও অশ্রদ্ধায়** বদর প্রান্তের এক নোংরা শুষ্ক গর্তে একে একে নিক্ষেপ করেন। লাশগুলো গর্তে নিক্ষেপ করার পর তাঁরা **লুণ্ঠিত সম্পদ (গণিমত)** ভাগাভাগি করার ব্যবস্থা করেন। লুণ্ঠিত মালামাল ও বন্দীদের সাথে নিয়ে বদর থেকে মদিনা প্রত্যাবর্তনের প্রাক্কালে মুহাম্মদের নির্দেশে তাঁর অনুসারীরা আরও দুইজন কুরাইশকে **বন্দী অবস্থাতেই নৃশংসভাবে খুন** করেন।

এই ৭২ জন নিহত কুরাইশ ও ৬৮ জন বন্দীর সকলেই ছিলেন মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীদেরই একান্ত পরিবার-পরিজন, নিকট-আত্মীয়, বন্ধু-বান্ধব অথবা প্রতিবেশী।

অধিকাংশই ছিলেন কুরাইশদের নেতৃস্থানীয় গণ্যমান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। **বন্দীদের মধ্যে চার জন ছিলেন মুহাম্মদেরই একান্ত নিকট-আত্মীয় ও পরিবার সদস্য।** তাঁরা হলেন চাচা আল-আব্বাস ইবনে আব্দুল মুত্তালিব, দুই চাচাত ভাই আকিল ইবনে আবু তালিব বিন আব্দুল মুত্তালিব ও নওফল ইবনে আল-হারিথ বিন আব্দুল মুত্তালিব এবং জামাতা আবু আল আস বিন আল-রাবি।

মাত্র পাঁচ জন ছাড়া বাঁকি ৬৩ জন বন্দীর প্রত্যেক পরিবারের কাছ থেকে মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীরা **সর্বোচ্চ ৪০০০ দিরহাম** মুক্তিপণ আদায় করেন।

এই লুটের মাল ও মুক্তিপণের অর্থে পার্থিব জীবিকা উপার্জন ও ভোগ যে "সম্পূর্ণ হালাল", তা মুহাম্মদ নিশ্চিত করেছেন ঐশী বানী ঘোষণার মাধ্যমে।

বিনা মুক্তিপণে মুক্ত এই পাঁচজন কুরাইশদের একজন ছিলেন মুহাম্মদ জামাতা আবু আল আস বিন রাবি। জামাতার মুক্তিপণের অর্থ মেয়ে জয়নাবের কাছে ফেরত পাঠিয়ে বিনা মুক্তিপণেই তাঁকে মুক্ত করলেও মুহাম্মদ তাঁর ওপর এই মর্মে **শর্ত আরোপ করেছিলেন** যে, তিনি তাঁর মেয়ে জয়নাবের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে জয়নাবকে মদিনায় তাঁর কাছে পাঠিয়ে দেবেন।

নিজে পৌত্তলিক হওয়া সত্ত্বেও আবু আল আস সুদীর্ঘ ১৪ টি বছর তাঁর এই মুসলিম স্ত্রী জয়নাবের সাথে একত্রে বসবাস করতেন। **ধর্ম তাঁদের একত্র বসবাসে কোনোরূপ বাধা**

হয়ে দাঁড়ায়নি। কিন্তু মুহাম্মদের আরোপিত শর্ত মুতাবেক মক্কায় পৌঁছার পর একান্ত বাধ্য হয়ে আবু আল আস স্ত্রীকে তাঁর পিতার কাছে পাঠানোর ব্যবস্থা করেন।

সেই পরিস্থিতিতে পরাজিত ক্ষতিগ্রস্ত স্বজন-হারা কুরাইশদের মানসিক অবস্থা ছিল **অত্যন্ত বিপর্যস্ত।** কুরাইশদের প্রত্যেকটি পরিবারের এক বা একাধিক কোনো না কোনো সদস্য, নিকট-আত্মীয়, প্রতিবেশী অথবা বন্ধু-বান্ধব নৃশংসভাবে খুন হয়েছিলেন অথবা বন্দীত্ব বরণ করেছিলেন। কুরাইশদের ঘরে ঘরে বিষাদ, বিলাপ ও কান্নার রোল উঠেছিল।

আমরা জেনেছি, মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীদের এত সব অমানুষিক পৈশাচিক কর্মকাণ্ডে দারুণ ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া সত্ত্বেও মক্কার কোনো সংক্ষুব্ধ স্বজন-হারা বিক্ষুব্ধ কুরাইশ মক্কায় অবস্থিত তাঁর মুসলিম কন্যা জয়নাবের ওপর **প্রতিহিংসার বশবর্তী হয়ে কোনোরূপ অসম্মান করেননি।**

যে মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীরা **হিন্দ বিনতে ওতবার** (আবু সুফিয়ান বিন হারবের স্ত্রী) নিজের বাবা, চাচা ও এক সন্তান কে অল্প কিছুদিন আগে নৃশংসভাবে খুন করেছেন ও আর এক সন্তানকে করেছেন বন্দি, **সেই সংক্ষুব্ধ পিতা-পুত্র ও স্বজন-হারা শোকাবহ মহিলাটি** তার বাবা-চাচা ও সন্তানের খুনের জন্য প্রত্যক্ষভাবে দায়ী ব্যক্তিটির কন্যার জন্য সমবেদনা প্রকাশ ও **সর্বাত্মক সাহায্যের আশ্বাস নিয়ে এগিয়ে এসেছিলেন।**

যে মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীরা নৃশংসভাবে কুরাইশ দল নেতা আবু সুফিয়ান বিন হারবের এক জোয়ান পুত্র, শ্বশুর ও চাচা শ্বশুরকে অল্প কিছুদিন আগে নৃশংসভাবে খুন ও আরেক পুত্রকে বন্দী করেছেন, সেই **আবু সুফিয়ান প্রতিহিংসার বশবর্তী হয়ে তাঁর নিজ পুত্রের খুনের জন্য প্রত্যক্ষভাবে দায়ী ব্যক্তিটির কন্যার ওপর কোনোরূপ অবিচার ও অসম্মান করেননি!** কিংবা জোর করে মক্কায় অনির্দিষ্টকাল তাঁকে আটকে রেখে প্রতিশোধ নেয়ার চেষ্টা করেননি। এই স্বজনহারা কুরাইশ দলপতি আবু আল আসের পরিবারকে পরামর্শ দিয়েছিলেন, কীভাবে এই সংক্ষুব্ধ স্বজনহারা বিক্ষুব্ধ কুরাইশদের রোষানল এড়িয়ে জয়নাবকে তাঁর পিতার কাছে পৌঁছে দিতে হবে। কুরাইশ নেতা আবু

সুফিয়ানের দেয়া ঠিক সেই পরামর্শ মুতাবেক নবী কন্যা জয়নাবকে নিরাপদে তাঁর পিতার কাছে পাঠানো হয়েছিল।'

>>> **কুরাইশদের এমনতর মহানুভবতার বহু উদাহরণ** আমরা দেখতে পেয়েছি গত পনেরটি পর্বে। এই মানুষগুলোকে গত ১৪০০ বছর যাবত মুহাম্মদ অনুসারীরা **"অন্ধকারের যুগ/বাসিন্দা"** বলে অভিহিত করে এসেছেন। যে লোকেরা **আক্রান্ত হয়েও** শত্রুর নিকটাত্মীয়ের বিরুদ্ধে ও প্রতিহিংসা পরায়ণ না হয়ে হয় সাহায্যকারী; সেই একই সমাজের লোকেরা তাদেরই নিকটাত্মীয়দের **শুধুমাত্র** ধর্মান্তরিত হওয়ার কারণে তাঁদের প্রতি অকথ্য অত্যাচার চালিয়েছেন, দেশ থেকে বিতাড়িত করেছেন, তাঁদেরকে মসজিদে হারামে যেতে বাধা প্রদান করেছেন - এমন "উদ্ভট দাবীর" আদৌ কোনো সত্যতা নেই। আদি ও বিশিষ্ট মুসলিম ঐতিহাসিকদেরই বর্ণিত মুহাম্মদের জীবনী ও উদ্ধৃতি (সিরাত ও হাদিস) ও মুহাম্মদের স্বরচিত ব্যক্তিমানস জীবনীগ্রন্থ কুরানের নিরপেক্ষ পুঙ্খানুপুঙ্খ পর্যালোচনায় তা আমরা অতি সহজেই নিরূপণ করতে পারি। **সত্য তার সম্পূর্ণ বিপরীত।**

মদিনায় এসে কুরাইশদের ওপর মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীদের আগ্রাসী ও অনৈতিক কর্মকাণ্ডের বৈধতার প্রয়োজনে "কুরাইশদের অন্ধকারের বাসিন্দা" প্রমাণ করার চেষ্টা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ছিল। মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীরা সেই প্রয়োজনের বশবর্তী হয়েই বিভিন্ন কলা কৌশলের মাধ্যমে তার প্রচার ও প্রসার ঘটিয়েছেন।

ইসলামের ইতিহাসে নাখলা অভিযান ও বদর যুদ্ধ একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। আক্রান্ত কুরাইশরা বদর প্রান্তের প্রতিরক্ষা (Defensive) যুদ্ধে শুধু বিফলকামই হননি, হয়েছিলেন আরও বেশি ক্ষতিগ্রস্ত। তাঁরা হারিয়েছিলেন তাঁদের বিশিষ্ট নেতা ও প্রিয়জনদের; যাদেরকে অমানুষিক নৃশংসতায় করা হয় খুন ও বন্দী। যার পরিণতিতে কুরাইশরা হন আরও বেশী ক্ষতিগ্রস্ত, বিপর্যস্ত ও অপমানিত। আক্রান্ত বিপর্যস্ত কুরাইশরা তাঁদের প্রিয়জনদের খুন, নাজেহাল ও অপমানের প্রতিশোধ নিতেই মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীদের সাথে সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়েন।

পরবর্তীতে কুরাইশরা মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীদের বিরুদ্ধে যে দু'টি যুদ্ধ (ওহুদ ও খন্দক) পরিচালনা করেন, **তার আদি কারণ হলো নাখলা অভিযান ও বদর যুদ্ধ।** [3][4][5]

এখানে যে বিষয়টি অত্যন্ত স্পষ্ট তা হলো,

"আগ্রাসী ও আক্রমণকারী ব্যক্তিটি হলেন মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ ও তাঁর অনুসারী। আর, কুরাইশসহ সকল অবিশ্বাসীরা ছিলেন তাদের অমানবিক অনৈতিক আগ্রাসনের লক্ষ্যবস্তু।"

তথ্যসূত্র ও পাদটীকা:

[1] "সিরাত রসুল আল্লাহ"- লেখক: মুহাম্মদ ইবনে ইশাক (৭০৪-৭৬৮ খৃষ্টাব্দ), সম্পাদনা: ইবনে হিশাম (মৃত্যু ৮৩৩ খৃষ্টাব্দ), ইংরেজি অনুবাদ: A. GUILLAUME, অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, করাচী, ১৯৫৫, ISBN 0-19-636033-1, পৃষ্ঠা – ৫০৪
http://www.justislam.co.uk/images/Ibn%20Ishaq%20-%20Sirat%20Rasul%20Allah.pdf

[2] Activities of daily living (ADL)

বদর যুদ্ধ:

[3] Ibid মুহাম্মদ ইবনে ইশাক- পৃষ্ঠা ২৮৯-৩৬০

[4] "তারিক আল রসুল ওয়াল মুলুক"- লেখক: **আল-তাবারী** (৮৩৮-৯২৩ খৃষ্টাব্দ), ভলুউম ৭, ইংরেজী অনুবাদ: W. Montogomery Watt and M.V. McDonald, নিউ ইয়র্ক ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯৮৭, ISBN 0-88706-344-6 [ISBN 0-88706-345-4 (pbk)], পৃষ্ঠা (Leiden) - ১২৮২-১৩৫৯,

http://books.google.com/books?id=efOFhaeNhAwC&printsec=frontcover&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false

[5] "কিতাব আল-মাগাজি"- লেখক: আল-ওয়াকিদি (৭৪৮-৮২২ খৃষ্টাব্দ) ed. Marsden Jones, লন্ডন ১৯৬৬, পৃষ্ঠা ১৯ – ১৭২; ইংরেজি অনুবাদ: Rizwi Faizer, Amal Ismail and Abdul Kader Tayob; ISBN: 978-0-415-86485-5 (pbk); পৃষ্ঠা ১১-৮৫

৪৪: 'সিরাত রাসুল আল্লাহ ও মুহাম্মদ ইবনে ইশাক

ত্রাস, হত্যা ও হামলার আদেশ– সতের

পৃথিবীর প্রায় সকল তথাকথিত মডারেট মুসলমান (ইসলামে কোন কোমল, মডারেট বা মৌলবাদী শ্রেণীবিভাগ নেই) গভীরভাবে বিশ্বাস করেন যে, স্বঘোষিত আখেরি নবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) তাঁর জীবনে অবিশ্বাসী কাফেরদের বিরুদ্ধে যতগুলো যুদ্ধ-বিগ্রহ করেছেন তাঁর সমস্তই ছিল **আত্মরক্ষামূলক**। আক্রান্ত না হয়ে তিনি কাউকেই আক্রমণ করেননি। বিশেষ করে অতি-বৃদ্ধ, নারী ও দুর্বলদের বিরুদ্ধে তো নয়ই!

আদি ও বিশিষ্ট মুসলমানদেরই লিখিত ইতিহাসের পর্যালোচনায় আমরা জানতে পারি যে, **ইসলামের হাজারও অতিকথার মতো তাঁদের এই বিশ্বাসেরও কোনো সত্যতা নেই।** তাঁদের এই বিশ্বাস যে নিবেদিতপ্রাণ ইসলাম-বিশ্বাসীদের শত শত বছরের "ইসলামী মিথ্যাচার, চাতুরী ও প্রচারণার বাস্তব ফসল" তা বোঝা যায় মুহাম্মদের মৃত্যুপরবর্তী সময়ের সবচেয়ে আদি ও বিশিষ্ট ইসলাম-বিশ্বাসী ও অনুসারীদের লিখিত ইতিহাসের পর্যালোচনায়। আমরা জানতে পারি, তাঁদের ঐ দাবি ও বিশ্বাসের **সম্পূর্ণ বিপরীত চিত্র।**

আদি উৎসের এ সকল বর্ণনা মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীদের শৌর্যবীর্য ও ক্ষমতার উপাখ্যানের হিসাবে বর্ণিত হয়েছে। তাঁদের পক্ষে ধারণা করাও সম্ভব ছিল না যে, তাঁদের লিখিত এই ঘটনাগুলো শত শত বছর পরে মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীদের নৃশংস সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের **"উল্লেখযোগ্য দলিল"** হিসাবে বিশ্ববাসীর কাছে প্রতিপাদ্য হবে।

মুহাম্মদের জীবনের "সর্বপ্রথম পুর্ণাঙ্গ জীবনীগ্রন্থ":

বইটি লিখেছেন মুহাম্মদ ইবনে ইশাক ইবনে ইয়াসার (৭০৪-৭৬৮ খৃষ্টাব্দ), আর তা লেখা হয়েছে মুহাম্মদের মৃত্যুর পর নিরবিচ্ছিন্ন (Continuous) মুহাম্মদ-অনুসারী মুসলিম শাসন আমলের প্রায় **১১০ বছর পর।** আর হাদিস সংকলন ও লিপিবদ্ধ করা শুরু হয়েছে এরও ৯০ বছরের অধিক পর; মুহাম্মদের মৃত্যুর পর নিরবিচ্ছিন্ন মুসলিম শাসন আমলের **২০০ বছেরেরও অধিক পরে।**

মুহাম্মদ ইবনে ইশাক ইবনে ইয়াসারের জন্ম হিজরি ৮৫ সালে, **মদিনায়।** তিনি মৃত্যুবরণ করেন হিজরি ১৫১ সালে, **বাগদাদে।** তিনি ছিলেন তৃতীয় প্রজন্মের ইসলামে নিবেদিতপ্রাণ বিশিষ্ট মুসলিম স্কলার।

তাঁর দাদা ইয়াসার বিন খেয়ার-কে খালিদ বিন ওয়ালিদ হিজরি ১২ সালে [৬৩৩ সাল] 'আয়েনুল তামীর [Aynu'l Tamir]' দখল করার পর ইরাক থেকে বন্দী করে অন্যান্য বন্দীদের সাথে মদিনায় খলিফা আবু বকরের কাছে পাঠিয়ে দেন। মদিনায় তাঁকে দাস হিসাবে কেয়াস বিন মাখরামা বিন আল-মুত্তালিব বিন আবদ-মানাফ নামক এক ব্যক্তির কাছে হস্তান্তর করা হয়। তাঁর মুক্তি মেলে ইসলাম গ্রহণের মাধ্যমে। [1]

মুহাম্মদ ইবনে ইশাকের **বাবা** ইশাক বিন ইয়াসার এর জন্ম হয় হিজরি ৫০ সালে। তাঁর বাবা এবং চাচা মুসা বিন ইয়াসার ছিলেন তৎকালীন সুপরিচিত মুহাদ্দিস। পারিবারিক শিক্ষা ও পরিবেশে মুহাম্মদ ইবনে ইশাক অল্প বয়সেই নিজেকে ইসলামিক স্কলার হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করেন। তিনি দ্বিতীয় প্রজন্মের বিশিষ্ট মুহাদ্দিসগণদের সাথে সংযুক্ত ছিলেন, যাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্যরা হলেন মুহাম্মদ ইবনে শিহাব আল-জুহরী [মৃত্যু ৭৪২ সাল], আসিম বিন উমর বিন কাতাদা এবং আবদুল্লাহ বিন আবু বকর।

৭৩৭ খৃষ্টাব্দে ইয়াজিদ বিন হাবিবের কাছে শিক্ষাগ্রহণের জন্য মুহাম্মদ ইবনে ইশাক মিশরের আলেকজান্দ্রিয়ায় গমন করেন। **পরবর্তীতে** এই ইয়াজিদ বিন হাবিবই ইবনে ইশাক-কে বিশেষজ্ঞ জ্ঞানে তাঁর উদ্ধৃতি ব্যবহার করতেন।

এক কিংবা দুই বছর পর তিনি মদিনায় ফেরত আসেন। কিন্তু তিনি আবার মদিনা ছাড়তে বাধ্য হন, সম্ভবত, মালিক বিন আনাসের শত্রুতার কারণে (যদিও এই কারণটির

ব্যাপারে মতভেদ আছে); তারপর তিনি বেশ কিছু বছর যাবত কুফা, বসরা, রেয় (Ray) সহ বিভিন্ন স্থানে **শিক্ষাদান** করেন। তিনি, সম্ভবত, ৭৬৩ সালে বাগদাদে স্থায়ী হন। সেখানেই তিনি আনুমানিক ৭৬৮ সালে মৃত্যু বরণ করেন।

মুহাম্মদ ইবনে ইশাকের রচিত মুহাম্মদের জীবনের **"সর্বপ্রথম পুর্ণাঙ্গ জীবনীগ্রন্থ"** বইটির আগে মুহাম্মদের জীবনের **'বিচ্ছিন্ন ঘটনা সংক্রান্ত লেখার'**, যার অধিকাংশই লুণ্ঠন ও আক্রমণ (Raid/Maghazi) বিষয়ক, যে ইতিহাস পাওয়া যায়, তা **কালের গর্ভে হারিয়ে গিয়েছে**। **তাই এই বইটিই মুহাম্মদ ইবনে ইশাক পরবর্তী ইসলাম ইতিহাসবিদদের লিখিত মুহাম্মদের জীবনীগ্রন্থের "মূল রেফারেন্স"**। [2][3]

"মুহাম্মদ ইবনে ইশাকের মূল পাণ্ডুলিপিটি হারিয়ে গিয়েছে।"

মুহাম্মদ ইবনে ইশাকের মূল পাণ্ডুলিপিটি হারিয়ে গিয়েছে, যা তিনি লিপিবদ্ধ করেছিলেন হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর জীবনের বিভিন্ন ঘটনার **মৌখিক বর্ণনা** [Oral tradition] বিভিন্ন মানুষের কাছ থেকে সংগ্রহের মাধ্যমে।

"মূল পাণ্ডুলিপিটি হারিয়ে গিয়েছে", এই তথ্যটিকে পুঁজি করে ডিজিটাল যুগের তথাকথিত ইসলাম পণ্ডিত ও সুবিধাবাদীরা ঘোষণা দেন যে, মুহাম্মদ ইবনে ইশাকের এই বিপুলায়তন গবেষণালব্ধ বইটি **গ্রহণযোগ্য নয়।** তাঁরা বিভ্রান্ত করেন সাধারণ মুসলমানদের।

সত্য হচ্ছে, যে-কারণে এই সুবিধাবাদীরা মুহাম্মদের জীবনের নেতিবাচক হাদিস অথবা "সম্পূর্ণ হাদিস-গ্রন্থকেই" অস্বীকার করেন (Quran only Muslim), সেই একই কারণে তাঁরা উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে মুহাম্মদ ইবনে ইশাকের 'সিরাত'-কেও অস্বীকার করেন। মুহাম্মদের জীবনের কোনো নেতিবাচক ইতিহাসকেই তাঁরা সঙ্গত কারণেই গ্রহণ করতে অসমর্থ। ইসলামের একান্ত প্রাথমিক ও আবশ্যিক শর্ত অনুযায়ী তাঁরা একেবারেই অসহায় (বিস্তারিত দশম পর্বে)! ইসলামী পরিভাষায় যার নাম আল ওয়ালা ওয়াল বারা (Al wala wal Bara)। [4]

মুহাম্মদ ইবনে ইশাকের বিপুলায়তন গবেষণালব্ধ লেখাগুলো বর্তমান যুগের বইয়ের মত গ্রন্থ আকারে প্রকাশিত হয়েছিল কি না, তা নিশ্চিতভাবে জানা যায় না। লিখাগুলোর অনুলিপি (Copy) ও তাঁর দেয়া শ্রুতলিপি (Dictation) **সংরক্ষণ করেছিলেন তাঁর কিছু ছাত্র।** পরবর্তীতে তাঁদের কাছ থেকে সংকলন করে ইসলামে নিবেদিত অন্যান্য বিশিষ্ট মুসলিম স্কলাররা তা বই আকারে প্রকাশ করেছেন।

কম পক্ষে ১৫ ব্যক্তি *(Riwayas)* মুহাম্মদ ইবনে ইশাকের মূল লিখার (lost original) অনুলিপি ও শ্রুতলিপি সংরক্ষণ করেছিলেন। তাঁরা হলেন:

১) ইবরাহিম বিন সা'দ (১১০-১৮৪ হিজরি) – মদিনা

২) জিয়াদ বিন আবদুল্লাহ আল-বাক্কাই (মৃত্যু ১৮৩ হিজরি) – কুফা

৩) আবদুল্লাহ বিন ইদ্রিস আল-আউদি (১১৫-১৯২ হিজরি) - কুফা

৪) ইউনুস বিন বুকায়ের (মৃত্যু ১৯৯ হিজরি) - কুফা

৫) আবদা বিন সুলেইমান (মৃত্যু ১৮৭/১৮৮ হিজরি) - কুফা

৬) আবদুল্লাহ বিন নুমায়ের (১১৫-১৯৯ হিজরি) - কুফা

৭) ইয়াহায়া বিন সাইয়িদ আল-উমায়ায়ি (১১৪-১৯৪ হিজরি) - বাগদাদ

৮) জারির বিন হাজিম (৮৫-১৭০ হিজরি) - বসরা

৯) হারুন বিন আবু ইসা - বসরা?

১০) সালামাহ বিন আল ফাদল আল আবরাশ (মৃত্যু ১৯১ হিজরি) - রেয় (Ray)

১১) আলি বিন মুজাহিদ (মৃত্যু ১৮০ হিজরি) - রেয়

১২) ইবরাহিম বিন আল-মুখতার - রেয়

১৩) সাইয়িদ বিন বাজি - রেয়

১৪) উসমান বিন সায

১৫) মুহাম্মদ বিন সালামা আল-হাররানি (মৃত্যু ১৯১ হিজরি) [5]

জিয়াদ বিন আবদুল্লাহ আল-বাক্কায়ি ছিলেন মুহাম্মদ ইবনে ইশাকের ছাত্র। তিনি ইবনে ইশাকের সম্পূর্ণ বইটির **দু'টি কপি** সংরক্ষণ করেছিলেন, যার একটি অবশ্যই আবু আল-

মালিক বিন হিশামের [সংক্ষেপে, **ইবনে হিশাম** - মৃত্যু ৮৩৩ খ্রিষ্টাব্দ] কাছে পৌঁছেছিল। ইবনে হিশাম সেই বইটির কিছু অংশ বর্জন, সংক্ষিপ্ত, টীকাযুক্ত এবং কখনো সখনো পরিবর্তন করে সংশোধিত (Recension) রূপে **'সিরাত রাসুল আল্লাহ'** নামে বই আকারে সম্পাদনা করেছেন। [6]

ইবনে হিশাম সম্পাদিত **'সিরাত রাসুল আল্লাহ'** বইটিই হলো মুহাম্মদ ইবনে ইশাকের মূল বইয়ের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ (Main body of knowledge) সংস্করণ।

ইবনে হিশাম যে মুহাম্মদ ইবনে ইশাকের মূল বইটির কপি থেকে কিছু অংশ বর্জন, সংক্ষিপ্ত ও কখনো সখনো পরিবর্তন করেছেন তা তিনি গোপন করেননি।

ইবনে হিশাম তাঁর সম্পাদকীয় ব্যাখ্যায় (Editorial comments) লিখেছেন:

"আল্লাহর ইচ্ছায় আমি [ইবনে হিশাম] এই বইটি শুরু করবো ইবরাহিমের পুত্র ইসমাইল দ্বারা এবং একে একে উল্লেখ/বর্ণনা করবো তাঁদের সেই সন্তানদের বিষয়ে জানা বিবরণ, যাঁরা ছিলেন আল্লাহর নবীর পূর্বপুরুষ। সংক্ষিপ্ততার জন্য [আমি] ইসমাইলের অন্যান্য সন্তানদের বর্ণনায় যাব না। আমি নিজেকে সংযত রাখবো নবীর জীবন-কাহিনীর ওপর এবং **ইবনে ইশাকের লিপিবদ্ধ কতিপয় ঘটনা বর্জন করবো:**

[১] যেখানে আল্লাহর নবীর কোনো উল্লেখ নেই ও

[২] যে ব্যাপারে কুরানে কিছুই বলা হয়নি ও

[৩] যা এই বইয়ের কোনো বিষয়েরই সাথে প্রাসঙ্গিক নয় এবং যার কোনো ব্যাখ্যা বা সাক্ষ্য নেই;

[৪] তাঁর দেয়া কবিতার উদ্ধৃতি যা আমার জানা কোনো কর্তৃপক্ষ জ্ঞাত নয়;

[৫] যে বিষয়ের আলোচনা লজ্জাকর (disgraceful);

[৬] যে বিষয় কিছু মানুষের মর্মপীড়ার (distress) কারণ হতে পারে; এবং

[৭] ঐ সমস্ত বিষয় যা আল-বাক্কাই [ইবনে ইশাকের ছাত্র] আমাকে নির্ভরযোগ্য নয় বলে জানিয়েছেন

- এই সবকিছুই আমি বর্জন করেছি। আল্লাহর ইচ্ছায় আমি প্রাপ্ত বাকি সমস্ত বিষয়ের বিশদ বিবরণ পেশ করবো যা পরিচিত ও নির্ভরযোগ্য।" [7]
- *অনুবাদ, নম্বর যোগ ও [**] যোগ - লেখক।*

"God willing I shall begin this book with Ismail son of Ibrahim and mention those of his offspring who were the ancestors of God's apostle one by one with what is known about them, taking no account of Ismail's other children, for the sake of brevity, confining myself to the prophet's biography and omitting some of the things which I.I [Ibne Ishaq] has recorded in this book in which there is no mention of the apostle and about which the Quran says nothing and which are not relevant to anything in this book or an explanation of it or evidence for it; poems which he quotes that no authority in poetry whom I have met knows of; things which it is disgraceful to discuss; matters which would distress certain people; and such reports as al-Bakkai [Student of Ibn Ishaq] told me he could not accept as trustworthy – all these things I have omitted. But God willing I shall give a full account of everything else so far as it is known and trustworthy tradition is available." [7]

>>> অর্থাৎ মুহাম্মদ ইবনে ইশাকের রচিত "মুহাম্মদের জীবনীগ্রন্থ" এর **যে-ভার্সনটি** ইবনে হিশাম **"সিরাত রাসুল আল্লাহ"** নামে সংকলন করেছেন, **শুধু** সেই ভার্সনটি পড়ে মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীদের জীবনের **আর ও গভীর ও অন্ধকার কর্মকাণ্ডের ইতিহাস** জানার কোনো সুযোগ নেই।

কারণ যদিও মুহাম্মদ ইবনে ইশাক তাঁর মূল পাণ্ডুলিপিতে সেই ঘটনাগুলো লিপিবদ্ধ করেছেন, ইবনে হিসাম তাঁর সংকলন গ্রন্থে তা বর্জন করেছেন, এই বিবেচনায় যে সেই সমস্ত বর্ণনাগুলো **এতই লজ্জাকর** যে, তা কিছু মানুষের মর্মপীড়ার কারণ হতে পারে। **মুহাম্মদের জীবনের আরও গভীর অন্ধকার ও লজ্জাকর ইতিহাস জেনে যে সমস্ত লোকের "মর্মপীড়া" হতে পারে, সেই "কিছু লোকেরা" কারা? নিশ্চয়ই তাঁরা কোনো মুহাম্মদ অবিশ্বাসী কাফের-মোনাফেক-মুরতাদকুলের সদস্য নয়?**

তাঁরা নিঃসন্দেহে মুহাম্মদ অনুসারী। নবী মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীদের গর্হিত কর্মকাণ্ডের পরিচয় পেয়ে মুহাম্মদ অনুসারী ভক্ত কুলের অনেকেই **লজ্জিত ও মর্মাহত** হতে পারেন, এমন বিবেচনা মাথায় রেখে ইবনে হিশাম তাঁর এই সংকলন গ্রন্থে ইবনে ইশাকের মূল বইটি থেকে এ সংক্রান্ত **"বিশেষ অংশগুলো"** বর্জন করেছেন।

ইবনে ইশাকের মূল বইটির যে-অংশগুলো ইবনে হিশাম বর্জন করেছেন, তার অনেক অংশই অন্যান্য উৎসগুলো থেকে **পুনরুদ্ধার** করা যায়। যেমন: [8]

১) সালামাহ বিন ফাদল আল-আবরাশ আল-আনসারী

মুহাম্মদ ইবনে যারির **আল-তাবারী** (৮৩৮-৯২৩ সাল) তাঁর *"তারিক আল রসুল ওয়াল মুলুক"* বইতে এই উৎসটি উদ্ধৃত করেছেন। [9]

২) ইউনুস বিন বুকায়ের

ইসমাইল **ইবনে কাথির** (১৩০১-১৩৭৩ সাল) তাঁর 'Usdu'l-Ghaba' বইতে এই উৎসটি ব্যবহার করেছেন। [10]

৩) হারুন বিন আবু ইসা

মুহাম্মদ ইবনে সা'দ (৭৮৪-৮৪৫ খৃষ্টাব্দ) ইউনুস বিন বুকায়ের ও এই উৎসটি তাঁর "কিতাব আল-তাবাকাত আল-কাবির'" গ্রন্থে ব্যবহার করেছেন। [11]

৪) মুহাম্মদ বিন উমর **আল-ওয়াকিদি** (৭৪৭-৮২৩ সাল)

তাঁর অনেক লেখার মধ্যে বর্তমানে শুধু তাঁর কিতাব আল মাঘাজি (Maghazi) বইটিই টিকে আছে। [12]

৫) অন্যান্য: আবু আল ওয়ালিদ মুহাম্মদ বিন আবদুল্লাহ আল-আজরাকি (মৃত্যু ২৩০ হিজরি); আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ বিন মুসলিম বিন কেতায়েবা (মৃত্যু ২৭০ হিজরি); আহমদ বিন ইয়াহায়া আল-বালাধুরি (মৃত্যু ২৭৯ হিজরি); আবু সাইয়িদ আল হাসান বিন আবদুল্লাহ আল সিরাফি (মৃত্যু ৩৬৮ হিজরি); আবু আল হাসান বিন আলি আল আথির (মৃত্যু ৬৩০ হিজরি)।

>>> পাঠক, কল্পনা করুন ১৯৭১ সালের বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে জয়ী জামাত-রাজাকার-আলবদর অথবা আফগানিস্তানের তালিবানদের **নিরবচ্ছিন্ন ১১০ বছরের শাসন** আমলের পর **তাঁদেরই সর্বোচ্চ শীর্ষ নেতার "জীবনী-ইতিহাস"** লিখেছেন সেই একই শীর্ষ নেতার অনুসারী গুণমুগ্ধ নিবেদিতপ্রাণ এক ব্যক্তি। কী ভাবে? তাঁর চারপাশের অন্যান্য গুণমুগ্ধ "ঐ একই নেতার" নিবেদিতপ্রাণ অনুসারীদের মৌখিক বর্ণনার উপর ভিত্তি করে।

আর সেই একই শাসক দলের **২০০ বছরের অধিক** শাসন আমলের পর **"হাদিস-গ্রন্থ"** লিখেছেন সেই একই শীর্ষ নেতার গুণমুগ্ধ নিবেদিত প্রাণ কিছু অনুসারী তাঁদের চারিপাশের অন্যান্য গুণমুগ্ধ অনুসারীদের মৌখিক বর্ণনার উপর ভিত্তি করে।

বলা হয়, "ইসলামের ইতিহাসের সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য দলিল হলো কুরান"।

এই উক্তিটির মধ্যে যে সত্যতা আছে, তাকে **"মন্দের ভাল"** নামে আখ্যায়িত করা গেলেও উক্তিটির মধ্যে **বাস্তবতার** কোনো লেশমাত্র নেই! কারণ,

১) কুরান নামের এই গ্রন্থটিরও রচয়িতা ইসলামের শীর্ষ নেতা বিজয়ী মুহাম্মদ স্বয়ং!

অবিশ্বাসীদের সম্বন্ধে যে সকল বিবরণ এই গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে, তা **"সম্পূর্ণই বিজয়ী মুহাম্মদের বক্তব্য"!** তাঁর ও তাঁর অনুসারীদের কাছে পরাজিত কোনো অবিশ্বাসীর প্রামাণিক সাক্ষ্যের কোনো অস্তিত্বই এই গ্রন্থে নেই।

২) আরও সমস্যা হলো, এই গ্রন্থটি "এতই অসম্পূর্ণ" যে, তা বুঝতে দরকার হয় "শানে নজুল" নামক এক একান্ত প্রয়োজনীয় উপাদানের।

শানে নজুল না জেনে **শুধুমাত্র কুরান পড়ে** কথিত এই "ইসলামের ইতিহাসের সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য দলিল"-এর মর্ম উদ্ধার করা কারও পক্ষেই সম্ভব নয়। কারণ, **"শানে নজুল"** নামক এই একান্ত প্রয়োজনীয় উপাদানেই বর্ণিত আছে মুহাম্মদ তাঁর জীবনের কোন ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে "কোন শ্লোক"-টি রচনা করেছিলেন।

সমস্যা হলো, মুহাম্মদের রচিত **অসম্পূর্ণ কুরানের মর্ম উদ্ধারের জন্য "শানে নজুল" নামের এই একান্ত প্রয়োজনীয় উপাদান কুরানে পাওয়া যায় না!**

উপায়?

খোঁজ করুন সেই উৎসের, যেখানে "শানে নজুল" নামের এই একান্ত প্রয়োজনীয় উপাদান পাওয়া যায়!

কী সেই উৎস?

"শানে নজুল" নামের এই একান্ত প্রয়োজনীয় মহামূল্যবান উপাদানটির **একমাত্র উৎস হলো "সিরাত-হাদিস"।**

কারা সেই "সিরাত-হাদিসের" জন্মদাতা?

তাঁরা হলেন, কুরান নামের অসম্পূর্ণ বইটির রচয়িতা হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এরই একান্ত গুণমুগ্ধ নিবেদিতপ্রাণ অনুসারী! **যে অনুসারীদের (লেখক ও বর্ণনাকারী) একমাত্র কর্তব্য হলো** সর্বাবস্থায় তাঁদের প্রিয় নবীর প্রশংসা করা ও তাঁর যাবতীয় কথা ও কাজের বৈধতা প্রদান করা। অন্যথায় তাঁদের সেই প্রিয় নবীরই অন্যান্য গুণমুগ্ধ নিবেদিতপ্রাণ অনুসারীদের হাতে তাঁদের **"খুন হওয়ার"** সম্ভাবনা প্রায় শতভাগ। [13]

জগতের প্রায় সকল ইসলাম-বিশ্বাসী "অবিশ্বাসীদের লেখা" কোনো ইসলামের ইতিহাসকে গ্রহণযোগ্য বলে মনে করেন না।

কারণ, তাঁদের সদা সন্দেহ এই যে, অবিশ্বাসীরা চক্রান্ত করে ইসলামের ইতিহাস ও তাঁর প্রচারক মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) কে হেয় প্রতিপন্ন করার জন্য **ইতিহাস বিকৃত** করতে পারে।

অবিশ্বাসীরাও কি সেই একইভাবে সন্দেহ করতে পারেন না যে, মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীদের রচিত (কুরান, সিরাত-হাদিস) ইসলামের ইতিহাস পক্ষপাতদুষ্ট?

জবাব: **অবশ্যই পারেন! কিন্তু তা একেবারেই অর্থহীন।**

কারণ, অবিশ্বাসীদের সামনে ইসলামের ইতিহাস ও তাঁর প্রচারক মুহাম্মদকে জানার যে **একটি মাত্র পথ খোলা আছে,** তা হলো প্রচারক মুহাম্মদের স্বরচিত ব্যক্তিমানস জীবনী (Psycho-biography) কুরান ও তাঁর গুণমুগ্ধ অনুসারীদের নিরবচ্ছিন্ন দুইশত বছরের শাসন আমলে নিবেদিত প্রাণ অনুসারীদের লেখা সিরাত ও হাদিস।

তাঁরা অন্য কোনো বিকল্প ইতিহাসের অস্তিত্ব অবশিষ্ট রাখেননি। তাই, ইসলামের ইতিহাস জানার জন্য বিশ্বাসী ও অবিশ্বাসী সবাইকেই "কুরান-সিরাত-হাদিস"-এর ওপরই নির্ভর করতে হয়। আমরা আলোচনা করছি **তাঁদেরই রচিত** ইসলামের ইতিহাসের আলোকে। অবিশ্বাসীদের লেখা কোনো ইতিহাস নিয়ে নয়।

তথ্যসূত্র ও পাদটীকা

[1] মুহাম্মদ ইবনে ইশাক
http://en.wikipedia.org/wiki/Ibn_Ishaq

[2] *“সিরাত রসুল আল্লাহ”- লেখক: ইবনে ইশাক (৭০৪-৭৬৮ খৃষ্টাব্দ), সম্পাদনা: ইবনে হিশাম (মৃত্যু ৮৩৩ খৃষ্টাব্দ), ইংরেজি অনুবাদ: A. GUILLAUME, অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, করাচী, ১৯৫৫, ISBN 0-19-636033-1,* পৃষ্ঠা (ভূমিকা) - xiii http://www.justislam.co.uk/images/Ibn%20Ishaq%20-%20Sirat%20Rasul%20Allah.pdf

[3] “তারিক আল রসুল ওয়াল মুলুক”- লেখক: আল-তাবারী (৮৩৮-৯২৩ খৃষ্টাব্দ), ভলুউম ৬, ইংরেজী অনুবাদ: W. Montogomery Watt and M.V. McDonald, নিউ ইয়র্ক ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯৮৮, ISBN 0-88706-706-9 [ISBN 0-88706-707-7 (pbk)], পৃষ্ঠা xii

http://books.google.com/books?id=taeamiOj2nYC&printsec=frontcover&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
[4] আল ওয়ালা ওয়াল বারা (Al wala wal Bara)
http://www.kalamullah.com/Books/alWalaawalBaraa1.pdf
[5] Ibid *ইবনে ইশাক,* A. Guillam introduction – পৃষ্ঠা (ভূমিকা) xxx
[6] Ibid *ইবনে ইশাক-* A. Guillam introduction – পৃষ্ঠা (ভূমিকা) xvii
[7] Ibid *ইবনে ইশাক - পৃষ্ঠা ৬৯১*
[8] Ibid *ইবনে ইশাক-* A. Guillam introduction – পৃষ্ঠা (ভূমিকা) xxxi-xxxiii
[9] মুহাম্মদ ইবনে যারির আল-তাবারী
https://www.google.com/#q=Al+Tabari
[10] ইসমাইল ইবনে কাথির
https://www.google.com/#q=ibn+kathir
[11] মুহাম্মদ ইবনে সা'দ
http://en.wikipedia.org/wiki/Ibn_Sa%27d_al-Baghdadi
[12] মুহাম্মদ বিন উমর আল-ওয়াকিদি
http://books.google.com/books/about/The_Life_of_Muhammad.html?id=6CcqAQAAMAAJ
[13] ইসলাম ত্যাগ ও তার সমালোচনার শাস্তি
http://www.answering-islam.org/Silas/apostasy.htm
http://en.wikipedia.org/wiki/Apostasy_in_Islam

৪৫: সিরাত এর 'অ্যানাটমি'- মক্কা বনাম মদিনা

ত্রাস, হত্যা ও হামলার আদেশ– আঠার

সীমাহীন নৃশংসতায় বদর যুদ্ধে অপ্রত্যাশিত সাফল্যের পর স্বঘোষিত আখেরি নবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) ক্রমান্বয়ে **আরও বেশী বেপরোয়া** হয়ে পড়েন। তিনি তাঁর বশ্যতা অস্বীকারকারী, তাঁর কর্ম ও মতবাদে কটাক্ষকারী, সমালোচনাকারী ও বিরোধিতাকারী বহু মানুষকে সন্ত্রাসী কায়দায় করেন খুন। শত শত বছরের আবাসস্থল ও ভিটেমাটি থেকে বহু লোককে করেন বিতাড়িত ও সম্পত্তি লুণ্ঠন। অতর্কিত আক্রমণে বিভিন্ন জনপদবাসীকে করেন খুন, পরাস্ত ও যথারীতি তাঁদের সম্পত্তি লুণ্ঠন; মুক্ত মানুষদের বন্দী করে দাস ও দাসীতে (যৌনদাসী) রূপান্তরিত ও ভাগাভাগি।

বৃদ্ধ, অতিবৃদ্ধ, মহিলা, গোত্র, দল, সম্প্রদায় - কেউই তাঁর ও তাঁর সহকারীদের নৃশংসতার হাত থেকে পরিত্রাণ পাননি। সামান্য **কবিতা লিখার অপরাধে** তিনি সমালোচনাকারীকে নৃশংসভাবে খুন করার আদেশ জারী করেন।

তাঁর প্রেরিত ঘাতকরা রাতের অন্ধকারে প্রচণ্ড নিষ্ঠুরতায় তাঁদেরকে করেন খুন। **খুন করার পর প্রত্যুষে ঘাতকরা তাদের দলনেতা মুহাম্মদের সাথে ফজরের (সকালের) নামাজ আদায় করেন ও তাঁকে তারা তাঁদের কর্মসাফল্যের বিবরণ পেশ করেন।** দল নেতা মুহাম্মদ তাঁদের কর্মদক্ষতায় মুগ্ধ হয়ে তাঁদের ভূয়সী প্রশংসা করেন, দুনিয়া ও আখিরাতে উন্নতি ও প্রশান্তির প্রতিশ্রুতি প্রদান করে করেন **অনুপ্রাণিত** এবং ক্ষেত্রবিশেষে তাদেরকে বিভিন্ন নামের **"উপাধি প্রদান"** করে করেন মুগ্ধ ও আরও বেশি অনুপ্রাণিত।

"ত্রাস, হত্যা ও হামলার আদেশ"-এর পরবর্তী পর্বগুলোতে পাঠকরা মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীদের এ সকল কর্মের ইতিহাস ধারাবাহিকভাবে জানতে পারবেন। বিষয়গুলো অনেক পাঠকেরই একঘেয়েমি ও বিরক্তির কারণ হতে পারে এ কারণে যে, 'প্রচণ্ড নিষ্ঠুরতা, জখম, হত্যা-হামলা, ত্রাস, লুণ্ঠন, গণিমত, মুক্ত মানুষকে বন্দী করে ধরে নিয়ে এসে তাঁদেরকে দাস ও যৌনদাসী রূপে ব্যবহার ও ভাগাভাগি' ইত্যাদি বিষয়ের বর্ণনা ও আলোচনা যে কোনো বিবেকবান মানুষের কাছেই কোনো **সুখকর অনুভূতির সৃষ্টি করে না।**

কিন্তু, স্বঘোষিত আখেরি নবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর জীবনীগ্রন্থের **"মদিনা পর্ব"**-এর বর্ণনায় এই বিষয়গুলো এত অধিক যে, সেসব উপেক্ষা করে তাঁর কর্মময় জীবনের উপাখ্যান বর্ণনা করা কোনোভাবেই সম্ভব নয়।

একটি সহজ সরল গণিতের উদাহরণ দিয়ে বিষয়টি সবচেয়ে ভাল ব্যাখ্যা করা যায়:

ইবনে হিশাম সম্পাদিত 'সিরাত রাসুল আল্লাহ বইটির ইংরেজি অনুবাদ করেছেন A. GUILLAUME. তিনি তাঁর অনুবাদে ইবনে হিশামের বইটির মূল অংশের (Main text) সাথে ইবনে হিশামের টীকা, মন্তব্য ও সম্পাদকীয় ব্যাখ্যা 'Ibne Hisham's Notes' নামে বইটির শেষে যুক্ত করেছেন (পৃষ্ঠা ৬৯১-৭৯৮)।

A. GUILLAUME অনুদিত 'সিরাত রাসুল আল্লাহ' বইটি ছোট ছোট হরফে গাদাগাদি করে লিখা। ভূমিকা ছাড়াই বইটির মোট পৃষ্ঠাসংখ্যা ৭৯৮। ধারণা করা যায়, যদি বইটি ছোট ছোট হরফ সাইজে গাদাগাদি করে লেখা না হয়ে সাধারণ হরফ-সাইজে লেখা হতো, তাহলে তা এক হাজার পৃষ্ঠা কিংবা তারও অধিক হতে পারতো। [1]

কুরানের 'অ্যানাটমি' পর্বের (পর্ব-১৬) মত এই বইটিরও যদি বিস্তারিত বিশ্লেষণ করা হয়, তাহলে নিম্নলিখিত তথ্যগুলো পাওয়া যায়:

১) ভুমিকা [xiii-xlvii] - ৩৫ পৃষ্ঠা

২) ইবনে হিশামের টীকা/মন্তব্য ও সম্পাদকীয় ব্যাখ্যা যা বইটির শেষের অংশে 'Ibne Hisham's Notes' নামে যুক্ত - ১০৭ পৃষ্ঠা (৬৯১-৭৯৮)। অর্থাৎ বইটির মুল অংশের **১৫.৫ শতাংশ শুধুই Ibne Hisham's Notes।**

৩) বইটির মূল অংশ (Main text) ৬৯০ পৃষ্ঠা - যেখানে মুহাম্মদের "জন্মপূর্ব" ঘটনার বর্ণনা প্রথম ৬৯ পৃষ্ঠা

৪) মুহাম্মদের জীবনী - ৬২১ পৃষ্ঠা (৬৯ -৬৯০ পৃষ্ঠা):

ক) 'নবুয়ত পূর্ববর্তী' ৪০ বছরের (৫৭০-৬১০ সাল) ঘটনার বর্ণনা - মাত্র ৩৫ পৃষ্ঠা (৬৯-১০৪) = ৬ শতাংশ; যার সিংহভাগই অলৌকিক উদ্ভট কল্পকাহিনী দিয়ে ভরপুর।

খ) নবুয়ত পরবর্তী নবী জীবনের ঘটনা:

মক্কায় মুহাম্মদ:

১২ বছরের (৬১০-৬২২ সাল) ঘটনার বর্ণনা **মাত্র ১১৪ পৃষ্ঠা** (১০৪-২১৮) - **১৮ শতাংশ**।

মদিনায় মুহাম্মদ:

১০ বছরের (৬২২-৬৩২ সাল) ঘটনার বর্ণনা **৪৭২ পৃষ্ঠা** (২১৯-৬৯০) - **৮২ শতাংশ**।

অর্থাৎ, মুহাম্মদের "মদিনা জীবনের" ইতিহাস না জানলে তাঁর নবুয়ত পরবর্তী জীবনের ৮২ শতাংশ ইতিহাসই অজানা থেকে যায়। তথাকথিত মডারেট মুসলমানদের (ইসলামে কোনো কমল, মোডারেট বা উগ্রবাদী শ্রেণী বিভাগ নেই) সিংহভাগই "মদিনায় মুহাম্মদ"-এর জীবন ইতিহাস সম্বন্ধে প্রায় সম্পূর্ণ অজ্ঞ।

মক্কায় নব্য মুসলমানদের ওপর তথাকথিত অকথ্য অত্যাচারের বর্ণনা:

ইবনে হিশাম সম্পাদিত মুহাম্মদ ইবনে ইশাকের এই ৬২১ পৃষ্ঠা বইয়ের মাত্র আড়াই পৃষ্ঠার (১৪৩-১৪৫ পৃষ্ঠা) বর্ণনা নব্য মুসলমানদের ওপর কুরাইশদের তথাকথিত **"অকথ্য অত্যাচার"** এর ইতিহাস (শারীরিক আক্রমণ, জখম, খুন ইত্যাদি)। **পাঠক, ভুল পড়েননি! আড়াই পৃষ্ঠা!** সরল অংকে যার পরিমাণ মুহাম্মদের জীবন-ইতিহাসের দশমিক চার শতাংশ [০.৪%]।

শিরোনাম:

"The polytheists persecute the Muslims of the lower classes"

আর, এই যে মাত্র দশমিক চার শতাংশ [০.৪%] তথাকথিত অকথ্য অত্যাচারের বর্ণনা, তারও কোনো ভিত্তি ইসলামের ইতিহাসের সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য দলিল কুরানের কোথাও খুঁজে পাওয়া যায় না।

কুরাইশরা মুহাম্মদের কোনো অনুসারীকে হত্যা করেছেন কিংবা তাঁকে এবং/অথবা তাঁর কোনো অনুসারীকে শারীরিক আঘাত করেছেন, **এমন একটি উদাহরণও** মুহাম্মদের স্ব-রচিত ব্যক্তি-মানস জীবনী (Psycho-biography) গ্রন্থ কুরানের কোথাও নেই। Not even a Single One!

নবুয়ত পূর্ববর্তী ঘটনার সিংহভাগই অলৌকিক উদ্ভট কল্প-কাহিনী দিয়ে ভরপুর:

মুহাম্মদের সাথে সুর মিলিয়ে (পর্ব-১৯) গত ১৪০০ বছর যাবত মুহাম্মদ অনুসারীরা মুহাম্মদকে পৃথিবীর যাবতীয় মহান আদর্শ ও গুণাবলীতে বিভূষিত করে থাকেন। তাঁরা মনে-প্রাণে বিশ্বাস করেন যে, মুহাম্মদ ছোটকাল থেকেই ছিলেন ব্যতিক্রমী বিশেষ গুণের অধিকারী উন্নত ও মহৎ চরিত্রের অধিকারী। তাঁরা আরও দাবি করেন যে, আরবের সমস্ত লোক তাঁকে **"আল-আমিন (বিশ্বাসী)"** উপাধিতে ভূষিত করেছিলেন। কিন্তু মুহাম্মদেরই রচিত ব্যক্তিমানস জীবনীগ্রন্থ **কুরানই তাঁদের এই দাবীর সম্পূর্ণ বিপরীত সাক্ষ্যবাহী।** কুরানের পর্যালোচনায় আমরা জানতে পারি যে, মুহাম্মদের পরিপার্শ্বের প্রায় সমস্ত মানুষ তাঁকে জানতেন এক মিথ্যাবাদী, উন্মাদ ও যাদুগ্রস্ত ব্যক্তি হিসাবে (পর্ব-১৮)।

ছোটকাল থেকেই ব্যতিক্রমী বিশেষ গুণের অধিকারী কোনো ব্যক্তিকে তাঁর চারপাশের সকল মানুষ অতি সহজেই সনাক্ত করতে পরেন। এরূপ কোনো ব্যক্তির শিশু-শৈশব-কৈশোর ও যৌবনকালের বিভিন্ন ঘটনার বর্ণনা হয় **সুনির্দিষ্ট ও বাস্তব।** সে সকল ঘটনার বর্ণনায় কোনো লেখক ও বর্ণনাকারীকে কখনোই কোনো অবাস্তব অলৌকিক উদ্ভট কল্পকাহিনীর আশ্রয় নিতে হয় না। **কিন্তু** মুহাম্মদ ইবনে ইশাক রচিত মুহাম্মদের "সর্বপ্রথম পূর্ণাঙ্গ জীবনীগ্রন্থের (সিরাত)" পর্যালোচনায় আমরা দেখতে পাই যে, এই

গ্রন্থে **মুহাম্মদের শিশু কাল, শৈশব কাল, কৈশোর ও যৌবন কালের সমস্ত বর্ণনায় অত্যন্ত ভাসাভাসা ও নামে মাত্র।** যা কোনোমতেই প্রমাণ করে না যে, মুহাম্মদ ছোটকাল থেকেই সর্বজন সুপরিচিত বিশেষ গুনের অধিকারী উন্নত ও মহৎ চরিত্রের অধিকারী কোনো ব্যক্তি ছিলেন।

ইবনে হিশাম সম্পাদিত মুহাম্মদ ইবনে ইশাক রচিত মুহাম্মদের জীবন ইতিহাসে (সিরাত) 'নবুয়ত পূর্ববর্তী' **৪০ বছরের ঘটনার বর্ণনা মাত্র ৩৫ পৃষ্ঠা; যার সিংহভাগই অলৌকিক উদ্ভট কল্পকাহিনী দিয়ে ভরপুর!**

কিছু উদাহরণ:

১) "মুহাম্মদকে দত্তক নেয়ার পর পরই তাঁর **দুধ-মাতা হালিমা ও তাঁর ছাগলের স্তনে প্রচুর দুধের আগমন ঘটেছিল।"** - পৃষ্ঠা ৭১।

২) "সাদা পোশাক পরিহিত দু'জন লোক [ফেরেশতা] হাতে সোনার গামলা ভর্তি বরফ নিয়ে এসে **মুহাম্মদের পেট চিড়ে হৃৎপিণ্ড দু'ফাঁক** করে কালো [খারাপ] অংশ ফেলে দিয়েছিল, তারপর বরফ দিয়ে হৃৎপিণ্ড ও পেট ভালভাবে পরিষ্কার করে তাঁকে ওজন করেছিল।" - পৃষ্ঠা ৭২ [**কুরান: ৯৪:১**]

৩) চাচা আবু তালিবের সাথে মুহাম্মদ সিরিয়ায় বসরা শহরে গেলে **বহিরা নামের এক খ্রিষ্টান যাজকের গল্প:**

"বহিরা নামের এই খৃষ্টান যাজক **মুহাম্মদের মাথার উপর মেঘ ও গাছের ডাল ঝুলে তাঁকে ছায়া প্রদান** করছে দেখে ধারণা করেছিলেন যে, মুহাম্মদ একজন নবী। তারপর মুহাম্মদের ঘাড়ে [দুই কাঁধের মাঝখানে] তাঁদের শাস্ত্রে উল্লেখিত ভবিষ্যৎ **'নবীর সিল (Mole)'** দেখে কনফার্ম করেছিলেন যে মুহাম্মদই সেই ভবিষ্যৎ নবী।" - পৃষ্ঠা ৭৯-৮২। [2][3]

৪) মুহাম্মদের নবুয়তের সত্যতার সার্টিফিকেট দানকারী **আরব গনৎকার, ইহুদি রাব্বি ও খ্রিষ্টান যাজকের গল্প:**

"কিছু শয়তান জীনের প্রতিনিধি হয়ে আকাশের খবর গোপনে শুনে এসে তা আরব গনৎকারদের জানাতো। মুহাম্মদের মিশন শুরু হওয়ার পর সেই খবর চালাচালি বন্ধ হয়ে যায়। কারণ? কারণ, সেই শয়তানরা আকাশের গোপন খবর নেয়ার চেষ্টা করলে আল্লাহ তাদেরকে বাধা দেয়ার জন্য **'উল্কাপিন্ড ছুঁড়ে শয়তানদের প্রতিহত করে'**।" - পৃষ্ঠা ৯০-৯৩।

৫) **ইহুদিদের শাস্ত্রে উল্লেখিত পরবর্তী নবী আগমনের অপেক্ষার গল্প:**

"ইবনে হেইবান নামক এক ইহুদী সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্যের দেশ সুদূর সিরিয়া থেকে বছর কয়েক আগে কষ্ট ও ক্ষুধার দেশ আরব এসেছেন তাদের সেই কাঙ্ক্ষিত নবীর সাক্ষাৎ পাওয়ার আশা নিয়ে।" - পৃষ্ঠা ৯৩-৯৪।

৬) "কেমন করে সুদূর পারস্যের ইস্পাহান শহরের অধিবাসী **সালমান পার্সি** ইসলামের আদর্শে মুগ্ধ হয়ে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন তার বিবরণ।" - পৃষ্ঠা ৯৫-৯৮। ইত্যাদি।

>>> কুরাইশদের বারংবার অনুরোধ ও চ্যালেঞ্জ সত্ত্বেও মুহাম্মদ তাঁর সমগ্র নবী-জীবনে একটি 'মোজেজা'ও হাজির করতে পারেননি (পর্ব ২৩-২৫); এ সমস্ত **উদ্ভট কিচ্ছা** যে নিঃসন্দেহে মুহাম্মদের মৃত্যু-পরবর্তী গুণমুগ্ধ অতি উৎসাহী অনুসারীদের উর্বর মস্তিষ্কের আবিষ্কার, তা বুঝতে কোনো মহাজ্ঞানী হওয়ার প্রয়োজন নেই!

পেট ও হৃৎপিণ্ড পরিষ্কার করে কুকাজের প্রবৃত্তি নিবারণ (Prevention) করা কখনোই সম্ভব নয়! আজ আমরা নিশ্চিতরূপে জানি যে, আমাদের যাবতীয় কর্মকাণ্ড ও চিন্তার কেন্দ্রস্থল হলো **"মগজ (Brain)";** আর মগজের অবস্থান মস্তকের (Skull) অভ্যন্তরে, পেটে কিংবা হৃৎপিণ্ডে নয়। মুহাম্মদ (আল্লাহ: ৯৪:১) ও তাঁর অনুসারীরা যদি এই গুরুত্বপূর্ণ তথ্যটি জানতেন, তবে "পেট ও হৃৎপিণ্ড পরিষ্কার করে কুকাজের প্রবৃত্তি

নিবারণ" **গল্পের অবতারণা** করতেন কি? উল্কাপিণ্ড (Meteorite) জিনিসটি আসলে কী, এ বিষয়ে সামান্যতম ধারণা থাকা কোনো ব্যক্তির পক্ষে এমন 'উদ্ভট কল্প-কাহিনী' লেখা কি আদৌ সম্ভব?

ইসলামী অপপ্রচার কাহাকে বলে এবং উহা কত প্রকার ও কী কী, এবং তা কত শক্তিশালী, তার সম্মুখ ধারণা পাওয়া যায় আদি উৎসর বিশিষ্ট মুসলিম ঐতিহাসিকদেরই বর্ণনা আর সাধারণ মুসলমানদের প্রচলিত বিশ্বাস ও বিবৃতির তারতম্যের (Difference) মাপকাঠিতে।

তথাকথিত মডারেট মুসলমানেরা মুহাম্মদের মদিনা জীবন-ইতিহাস (৮২ শতাংশ) সম্বন্ধে প্রায় সম্পূর্ণ অজ্ঞ, কিন্তু নবুয়ত পূর্ববর্তী এই সব অলৌকিক গল্প (৬%) তাঁদের প্রায় সকলেরই অতি পরিচিত ও বহুল প্রচারিত। আর নব্য মুসলমানদের ওপর কুরাইশদের তথাকথিত অকথ্য অত্যাচারের এই দশমিক চার শতাংশ [০.৪%] ইতিহাস তাঁদের প্রায় প্রত্যেকেরই মুখে মুখে! কারণে ও অকারণে তাঁরা কুরাইশদের এই তথাকথিত অকথ্য অত্যাচারের ইতিহাস শতাব্দীর পর শতাব্দী নিরলস ও নির্লজ্জভাবে উচ্চস্বরে বিশ্বাসী ও অবিশ্বাসীদের উদ্দেশ্যে বয়ান করে চলেছেন!

সংক্ষেপে,

স্বঘোষিত আখেরি নবী হযরত মুহাম্মদের সকল জীবনীগ্রন্থের [কুরান সহ] **"মদিনা পর্ব"** উপেক্ষা করে তাঁর কর্মময় জীবনের উপাখ্যান বর্ণনা করা কোনোভাবেই সম্ভব নয়। বড় জোর তা **সংক্ষিপ্ত করা যায়।** তাই আমি "ত্রাস, হত্যা ও হামলার আদেশ" এর পরবর্তী পর্বগুলোতে এ বিষয়ের আলোচনা শুধু **বিশেষ ঘটনা**গুলোর মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখবো। আমার বিশ্বাস জ্ঞানী পাঠকরা এই সংক্ষিপ্ত সংস্করণটি জানার মাধ্যমে মুহাম্মদের মনস্তত্ত্বের সম্যক ধারণা পাবেন। আর উৎসাহী এবং সংশয়ী

পাঠকরা **"সবচেয়ে আদি উৎসের"** বিশিষ্ট মুসলিমদেরই লেখা ইতিহাসের বইগুলো থেকে এ বিষয়ে বিস্তারিত জেনে নিতে পারবেন।

তথ্যসূত্র ও পাদটীকা:

[1] *"সিরাত রসুল আল্লাহ"- লেখক: ইবনে ইশাক (৭০৪-৭৬৮ খৃষ্টাব্দ), সম্পাদনা: ইবনে হিশাম (মৃত্যু ৮৩৩ খৃষ্টাব্দ), ইংরেজি অনুবাদ: A. GUILLAUME, অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, করাচী, ১৯৫৫, ISBN 0-19-636033-1,* http://www.justislam.co.uk/images/Ibn%20Ishaq%20-%20Sirat%20Rasul%20Allah.pdf

[2] **সহি বুখারি: ভলুম ১, বই নম্বর ৪, হাদিস নম্বর ১৮৯**

Narated By As-Sa'ib bin Yazid : My aunt took me to the Prophet and said, "O Allah's Apostle! This son of my sister has got a disease in his legs." So he passed his hands on my head and prayed for Allah's blessings for me; then he performed ablution and I drank from the remaining water. I stood behind him and saw the seal of Prophethood between his shoulders, and it was like the "Zir-al-Hijla" (means the button of a small tent, but some said 'egg of a partridge.' etc.)

http://hadithcollection.com/sahihbukhari/37-sahih-bukhari-book-04-ablutions-wudu/757-sahih-bukhari-volume-001-book-004-hadith-number-189.html

[3] **সহি মুসলিম: বই নম্বর ৩০, হাদিস নম্বর – ৫৭৯৩**

Abdullah b. Sarjis reported: ----I then went after him **and saw the Seal of** Prophethood between his shoulders on the left side of his shoulder having spots on it like moles.

http://hadithcollection.com/sahihmuslim/158-Sahih%20Muslim%20Book%2030.%20The%20Excellent%20Qualities%20Of%20The%20Holy%20Prophet%20%28PBUH%29%20And%20His%20Companions/14068-sahih-muslim-book-030-hadith-number-5793.html

সহি মুসলিম: বই নম্বর ৩০, হাদিস নম্বর – ৫৭৯০

Jabir b. Samura reported: I saw the seal on his back as if it were a pigeon's egg.

৪৬: আবু আফাককে খুন- তিনি ছিলেন অতি বৃদ্ধ!

ত্রাস, হত্যা ও হামলার আদেশ– উনিশ

বদর যুদ্ধে **(পর্ব-৩০-৪৩)** অপ্রত্যাশিত সাফল্যের পর স্বঘোষিত আখেরি নবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) আরও বেশী বেপরোয়া ও নৃশংস হয়ে ওঠেন। এই যুদ্ধের পর তিনি পর পর বেশ কয়েকটি মানুষকে খুনের আদেশ জারি করেন। মুহাম্মদের আদেশে তাঁর অনুসারীরা সেই লোকগুলোকে রাতের অন্ধকারে নৃশংসভাবে করে খুন। যাদেরকে খুন করা হয় তাঁদের কেউই মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীদের কোনোরূপ শারীরিক আঘাত করেননি।

তাঁদের অপরাধ এই যে তাঁরা মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীদের আগ্রাসী নৃশংস সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের **"মৌখিক প্রতিবাদ ও সমালোচনা"** করেছিলেন।

১২০ বছর বয়সী অতি-বৃদ্ধ মানুষ থেকে শুরু করে দুগ্ধপোষ্য সন্তান-জননীকেও তিনি রেহায় দেননি। বদর যুদ্ধের আনুমানিক মাস দেড়েক পরে, মুহাম্মদের আদেশে তাঁর এক অনুসারী নৃশংসভাবে খুন করেন ১২০ বছর বয়সী অতি বৃদ্ধ ইহুদী কবি আবু আফাককে।

কী তাঁর অপরাধ?

তাঁর অপরাধ এই যে, মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীরা আল-হারিথ বিন সুয়া'দ বিন সামিত নামক এক ব্যক্তিকে খুন করার পর তিনি সেই খুনের প্রতিবাদে মুহাম্মদের কর্মকাণ্ডের কটাক্ষ ও সমালোচনা করে **"একটি কবিতা"** লিখেছিলেন। আদি ও বিশিষ্ট মুসলিম স্কলার মুহাম্মদ ইবনে ইশাক ও মুহাম্মদ ইবনে সা'দ-এর বর্ণনায় ঘটনাটি ছিল নিম্নরূপ:

মুহাম্মদ ইবনে ইশাকের (৭০৪-৭৬৮ সাল) বর্ণনা:

আবু আফাক কে খুন করার জন্য সেলিম বিন উমায়েরের অভিযান:

'আবু আফাক ছিলেন বানু উবেয়দাহ গোত্রের অন্তর্ভুক্ত বানু আমর গোত্রের। আল্লাহর নবী **আল-হারিথ বিন সুয়া'দ বিন সামিতকে খুন করার পর** তিনি আল্লাহর নবীকে অপছন্দ করা শুরু করেন এবং কবিতা লেখেন:

বেঁচে আছি আমি বহুদিন তবু দেখি নাই কভু
এমন সমাবেশ অথবা জনগোষ্ঠী, যারা
সমবেত কেইলার বংশধরদের চেয়েও বেশি বিশ্বস্ত
তাদের উদ্যোগ ও জোটের প্রতি,
ভূপাতিত করেছিল যারা পর্বতসমূহ ও কভু করেনি বশ্যতা কারও।[1]এক আরোহী
এসে বিভক্ত করেছে তাদের দু'ভাগে
সমস্ত প্রকার জিনিসকে "অনুমোদিত", "নিষিদ্ধ" (এই বলে)।
মানোনি হার তোমরা তুব্বার যশ ও রাজশক্তির কাছে
করোনি শির নত তোমরা তার কাছে। [2]

আল্লাহর নবী বলেন, **"কে আছ তোমরা যে এই বদমায়েশ টার ব্যবস্থা করতে পারবে?"**

যার ফলশ্রুতিতে সালিম বিন উমায়ের নামের ভাড়াটে শোককারীদের একজন, বানু আমর বিন আউফ গোত্রের এক ভাই, **তাঁকে খুন করেন।**

এ বিষয়ে উমামা বিন মুজেরিয়া [এক মুহাম্মদ অনুসারী] কবিতা লেখেন:

আল্লাহর ধর্ম ও আহমদ (মুহাম্মদ) ওপর দিয়েছিস মিথ্যা আরোপ!
কসম তোর পিতার, যে দিয়েছে জন্ম অসৎ পুত্রের!
এক "হানিফ" দিয়েছে ধাক্কা তোকে এক রাতে
"এই নাও আবু আফাক তোর বয়স সত্ত্বেও" এই বলে!
যদিও আমি জেনেছি সে ছিল মানুষ অথবা জ্বিন
যে তাকে করেছে খুন গভীর রাতে। [3] [4]

মুহাম্মদ ইবনে সা'দ (৭৮৪-৮৪৫ খ্রিষ্টাব্দ) এর বর্ণনা:

সেলিম বিন উমায়েরের অভিযান:

'তারপর আল্লাহর নবীর, তাঁর উপর শান্তি বর্ষিত হোক, হিজরতের ২০তম মাস শওয়াল মাসের প্রথমার্ধে ইহুদি আবু আফাকের বিরুদ্ধে সালিম ইবনে উমায়ের আল আমরির অভিযানটি সংঘটিত হয়।

আবু আফাক ছিলেন বানু আমর ইবনে আউফ গোত্রের। **তিনি ছিলেন বৃদ্ধ, ১২০ বছর বয়সী এক ইহুদি।** তিনি আল্লাহর নবীর, তাঁর উপর শান্তি বর্ষিত হোক, বিরুদ্ধে মানুষদের প্ররোচিত করতেন ও **কবিতা (বিদ্রূপাত্মক) লিখতেন।**

সালিম ইবনে উমায়ের ছিলেন অন্যতম ভাড়াটে শোককারীদের একজন এবং তিনি বদর যুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন, বলেন: **"আমি এই মর্মে প্রতিজ্ঞা করি যে, হয় আমি আবু আফাককে খুন করবো অথবা তার আগেই মরবো।"**

তিনি [সালিম ইবনে উমায়ের] **সুযোগের অপেক্ষায় ছিলেন** যতদিন না গরম রাত্রির আগমন ঘটেছিল এবং আবু আফাক বাহিরে ঘুমিয়েছিলেন। সালিম ইবনে উমায়ের তা জানতেন, তাই **তিনি তাঁর তলোয়ার তার কলিজার মধ্যে ঢুকিয়ে চাপ দিতে থাকেন যতক্ষণ না তা তার বিছানা অবধি পৌঁছে।**

আল্লাহর শত্রু তীক্ষ্ণ আর্তনাদ করতে থাকে এবং তাঁর অনুসারী জনগণ তাঁর কাছে ছুটে আসে এবং তাঁকে তাঁর ঘরের ভেতরে নিয়ে যায়।' [5]

[ইসলামী ইতিহাসের ঊষালগ্ন থেকে আজ অবধি প্রায় প্রতিটি ইসলাম বিশ্বাসী প্রকৃত ইতিহাস জেনে বা না জেনে ইতিহাসের এ সকল অমানবিক অধ্যায়গুলো যাবতীয় চতুরতার মাধ্যমে বৈধতা দিয়ে এসেছেন। বিষয়গুলো অত্যন্ত স্পর্শকাতর বিধায় বাংলা অনুবাদের সাথে মূল ইংরেজি অনুবাদের অংশটিও সংযুক্ত করছি। - অনুবাদ, টাইটেল ও [**] যোগ - লেখক।]

Muhammad Ibne Ishaq (704-768 AD) narrated:

SALIM B. UMAYR'S EXPEDITION TO KILL ABU AFAK

‘Abu Afak was one of the B. Amr b. Auf of the B. Ubayda clan. He showed his disaffection when the apostle killed al-Harith b. Suwayd b. Samit and said:

"Long have I lived but never have I seen
An assembly or collection of people
More faithful to their undertaking
And their allies when called upon
Than the sons of Qayla when they assembled,
Men who overthrew mountains and never submitted, [1]
A rider who came to them split them in two (saying)
"Permitted", "Forbidden", of all sorts of things.
Had you believed in glory or kingship
You would have followed Tubba.” [2]

The apostle said, **"Who will deal with this rascal for me?"** Whereupon Salim b. Umayr, brother of B. Amr b. Auf, one of the "weepers", went forth and killed him.

Umama b. Muzayriya said concerning that:

“You gave the lie to God's religion and the man Ahmad! [Muhammad]
By him who was your father, evil is the son he produced!
A "hanif" gave you a thrust in the night saying
"Take that Abu Afak in spite of your age!"
Though I knew whether it was man or jinn
Who slew you in the dead of night (I would say naught).”’[3][4]

Muhammad Ibne Sa'd (784-845 AD) Narrated:

SARIYYAH OF SALIM IBN 'UMAYR

Then occurred the *sariyyah* of Salim Ibn 'Umayr al-'Amri against Abu 'Afak, the Jew, in Shawwal in the beginning of the twentieth month from the *hijrah* of the Apostle of Allah, may Allah bless him.

Abu Afak, was from Banu 'Amr Ibn 'Awf, and was an old man who had attained the age of one hundred and twenty years. He was a Jew, and used to instigate the people against the Apostle of Allah, may Allah bless him, and composed (satirical) verses.

Salim Ibn 'Umayr who was one of the great weepers and who had participated in Badr, said: I take a vow that I shall either kill Abu 'Afak or die before him. He waited for an opportunity until a hot night came, and Abu 'Afak slept in an open place.

Salim Ibn 'Umayr knew it, so he placed the sword on his liver and pressed it till it reached his bed.

The enemy of Allah screamed and the people, who were his followers rushed to him, took him to his house and interred him. [5]

>>> মুহাম্মদ-অনুসারীরা গত ১৪০০ বছর ধরে উচ্চস্বরে ঘোষণা করে আসছেন যে, মুহাম্মদ **"আত্মরক্ষার প্রয়োজন"** ছাড়া কাউকেই কখনো কোনো আঘাত করেননি। তাঁদের এই বিশ্বাস যে লক্ষ/কোটি ইসলাম-বিশ্বাসী পণ্ডিত ও অপণ্ডিতদের **শত শত বছরের মিথ্যাচার ও প্রোপাগান্ডার ফসল,** তা আদি উৎসের বিশিষ্ট মুসলিম স্কলারদের লিখিত বর্ণনার আলোকে অত্যন্ত স্পষ্ট। আদি উৎসের নিবেদিতপ্রাণ বিশিষ্ট মুসলিম ঐতিহাসিকদেরই লিখিত বর্ণনায় যে-বিষয়টি অত্যন্ত স্পষ্ট, তা হলো আবু-আফাক নামের এই মানুষটি ছিলেন ১২০ বছর বয়সী এক ইহুদি কবি। **এই অতি বৃদ্ধ মানুষটি মুহাম্মদ**

ও তাঁর অনুসারীদের জন্য কোনোরূপ শারীরিক হুমকির কারণ কখনোই ছিলেন না। ১২০ বছর বয়সী এক অতি বৃদ্ধ মানুষের শারীরিক ক্ষমতা (Physical strength) কী রূপ হতে পারে, তা যে কোনো মুক্তচিন্তার মানুষ অতি সহজেই অনুধাবন করতে পরেন। তাঁকে খুন করার পেছনে "**আত্মরক্ষার প্রয়োজন" নামক কোনো বিষয়ের অস্তিত্ব নেই।** তা সত্ত্বেও মুহাম্মদ তাঁকে রেহায় দেননি!

ইসলাম-বিশ্বাসী বহু পণ্ডিত ও অপণ্ডিতরা মুহাম্মদের নির্দেশে এই অমানুষিক খুনের ঘটনাটিকে প্রত্যাখ্যান করেন এই যুক্তি দেখিয়ে যে, মুহাম্মদ ইবনে ইশাকের ওপরোক্ত বর্ণনায় কোনো ইসনাদ (কার কার সাক্ষ্যের ভিত্তিতে তা রচিত) নেই! তাই এই বর্ণনাটি গ্রহণযোগ্য নয়। অর্থাৎ, যেহেতু মুহাম্মদ ইবনে ইশাকের ওপরোক্ত বর্ণনায় কোনো উৎসের (Chain of narration) উল্লেখ নেই, তাই তা গ্রহণযোগ্য হতে পারে না।

নিঃসন্দেহে খুবই সুন্দর যুক্তি! নিজে প্রত্যক্ষদর্শী (Eye witness) না হলে যে কোনো ঘটনার বর্ণনায় যদি "ইসনাদ" না থাকে, তবে তা আমরা কেন বিশ্বাস করবো? ইবনে ইশাকের বর্ণিত উক্ত ঘটনাটি সংঘটিত হয়েছিল ৬২৪ সালে; আর ইবনে ইশাকের জন্মই হয়েছে উক্ত ঘটনার ৮০ বছর পর ৭০৪ খ্রিষ্টাব্দে। নিঃসন্দেহে ইবনে ইশাক কোনোভাবেই উক্ত ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী হতে পারেন না।

এমত অবস্থায় উৎসের কোনো উল্লেখই না করে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর ওপর **"এমন একটি বীভৎস ঘটনা"** আরোপ করলে ঘটনার বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়ে এমনতর যৌক্তিক প্রশ্ন স্বাভাবিকভাবেই যে কেউ উত্থাপন করতেই পারেন। মনের মাধুরী মিশিয়ে লেখক যে তা লিপিবদ্ধ করেননি, তা কি নিশ্চিতভাবে বলা যায়?

সে ক্ষেত্রে প্রশ্ন হলো, "মুহাম্মদ ইবনে ইশাক একজন অত্যন্ত নিবেদিতপ্রাণ ইসলাম-বিশ্বাসী বিশিষ্ট মুসলিম স্কলার হওয়া সত্ত্বেও কী কারণে তাঁর প্রাণপ্রিয় নবীর ওপর এমন একটি অমানবিক নিষ্ঠুর সন্ত্রাসী ঘটনা আরোপ করলেন?"

কারণ, প্রিয় পাত্রের প্রশংসা করা ও তার দোষ-ত্রুটি, **যদি তা সত্যও হয়**, উপেক্ষা/গোপন করা প্রায় সকল **সাধারণ মানুষের সহজাত প্রতিক্রিয়া**। এর ব্যতিক্রম হতে পারে দু'টি **অসাধারণ** চরিত্রের সম্পূর্ণ বিপরীতধর্মী মানুষদের ক্ষেত্রে:

১) অত্যন্ত সৎ, বিবেকবান ও সত্যনিষ্ঠ মানুষ

যে-মানুষগুলো সত্য-প্রচারের প্রয়োজনে প্রিয়জনদের দোষ ত্রুটি ও উপেক্ষা বা গোপন করেন না। "ইবনে ইশাকের বর্ণনা গ্রহণযোগ্য নয়" দাবীদাররা নিঃসন্দেহে ইবনে ইশাককে এরূপ ব্যক্তিত্ব/চরিত্রের অধিকারী বলে স্বীকার করেন না।

২) অত্যন্ত অসৎ, বিবেকহীন ও অতিশয় ভণ্ড মানুষ

এরূপ চরিত্রের অধিকারী মানুষরা উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে অপরের ওপর "জঘন্য-মিথ্যা আরোপ" করেন! তাদের প্রিয়পাত্ররাও তাদের এই অপকর্মের হাত থেকে রেহাই পান না। কারণ বাইরে বাইরে কোনো বিশেষ লোককে তারা প্রিয়পাত্র বলে জাহির করলেও অন্তরে তাঁরা তাঁকে এতই ঘৃণা করেন যে, সেই বিশেষ লোকটিকে হেয় প্রতিপন্ন করার জন্য তাঁরা তাঁর বিরুদ্ধেও মিথ্যাচার করেন।

অর্থাৎ মুহাম্মদ ইবনে ইশাক (৭০৪-৭৬৮ সাল), ইবনে হিশাম (মৃত্যু, ৮৩৩ সাল), আল-ওয়াকিদি (৭৪৭-৮২৩ সাল), মুহাম্মদ ইবনে সা'দ (৭৮৪-৮৪৫ খৃষ্টাব্দ), ইমাম বুখারী (৮১০-৮৭০ সাল), আল-তাবারী(৮৩৮-৯২৩ সাল), ইবনে কাথির (১৩০১-১৩৭৩ সাল) সহ সকল ইসলামের দিকপাল আদি বিশিষ্ট মুসলিম ঐতিহাসিকরা **উদ্দেশ্যেপ্রণোদিতভাবে জঘন্য মিথ্যাচারের মাধ্যমে** নিষ্পাপ ও পুতপবিত্র দো-জাহানের নেতা ও সর্বকালের সকল মানুষের একমাত্র অনুকরণীয় প্রাণপ্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর চরিত্রের ওপর জঘন্য কালিমা লেপনের ধৃষ্টতা দেখিয়েছেন! **তাঁরা ইসলাম ও নবীর শত্রু! তাই তাঁদের লেখা কোনো ইসলামের ইতিহাস গ্রহণযোগ্য হতে পারে না** (অনেক ইসলাম-বিশ্বাসী তাঁদেরকে 'ইহুদিদের চর' নামে আখ্যায়িত করতেও দ্বিধা করেন না)!

বিষয় টি কি আসলেই তাই?

জবাব হলো, **"না! বিষয়টি মোটেও সে রকম নয়!"**

সমস্যার মূল - ইসলামের মৌলিক শিক্ষায়!

কারণ ইবনে হিশাম সম্পাদিত মুহাম্মদ ইবনে ইশাকের অত্যন্ত শ্রমসাধ্য গবেষণার ফসল ছোট ছোট হরফে প্রায় ৮০০ পৃষ্ঠার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এই বইটির **আরও বহু স্থানে যে "ইসনাদ-এর উল্লেখ নেই", তার দু'টি উদাহরণ হলো:**

১) "The polytheists persecute the Muslims of the lower classes" শিরোনামে নব্য মুসলমানদের ওপর কুরাইশদের তথাকথিত অকথ্য অত্যাচারের আড়াই পৃষ্ঠার বর্ণনা; ও

২) তথাকথিত "মদিনা সনদ" এর বর্ণনা (বিস্তারিত আলোচনা করবো মদিনা সনদ পর্বে)।

এখন **প্রশ্ন হলো,** 'ইসনাদ নেই, তাই সেই বর্ণনাটি গ্রহণযোগ্য নয়' এই যুক্তিতে:

"**ইসনাদ না থাকা সত্ত্বেও এই দুই ঘটনার ইতিহাস কীভাবে** বিশ্বের প্রায় প্রতিটি ইসলাম-বিশ্বাসীর মুখে মুখে জায়গা করে নিলো ও প্রচণ্ড বিশ্বাসযোগ্য বলে গণ্য হলো?"

উত্তর হলো, ইসলামের সবচেয়ে প্রাথমিক ও মৌলিক সংজ্ঞা অনুযায়ী - কোনো ইসলাম-বিশ্বাসীরই মুহাম্মদের বাণী ও কর্মের শুদ্ধতার বিষয়ে কোনোরূপ সন্দেহ প্রকাশ করা ইসলামের সবচেয়ে অত্যাবশ্যকীয় প্রাথমিক শর্তের বরখেলাপ। সে অবস্থায় তিনি আর "ইসলাম-বিশ্বাসী" থাকতে পারেন না।

একজন ইসলাম-অনুসারী **"মুহাম্মদ ও তাঁর মতবাদ"-এর ব্যবহারিক প্রক্রিয়ার ফসল** গত ১৪০০ বছরের ইসলামের ইতিহাস জেনে (অথবা না জেনে) ও অশিক্ষা-কুশিক্ষাসহ জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে অমুসলিমদের তুলনায় মুসলমানদের **পশ্চাৎপদ অবস্থা ও দুরবস্থা** প্রত্যক্ষ করে মনঃক্ষুণ্ণ ও ক্ষিপ্ত হতাশায় ইসলামের ঊষালগ্ন থেকে বর্তমান কাল পর্যন্ত অপর যে কোনো ইসলাম-বিশ্বাসী/অবিশ্বাসীর লিখিত অথবা কথিত বাণী ও কর্মকাণ্ডের সমালোচনা বিনা বাধায় যেমন খুশী তেমনভাবে সম্পন্ন করতে পারেন।

তিনি সমালোচনা করতে পারেন মুহাম্মদের আদর্শে অনুপ্রাণিত তাঁর যে কোনো প্রত্যক্ষ অনুসারী সাহাবিগণের; তিনি সমালোচনা করতে পারেন মুহাম্মদের মৃত্যু (৬৩২ সাল) পরবর্তী চার খুলাফায়ে রাশেদীন হযরত আবু বকর-উমর-উসমান-আলী (রাঃ) থেকে শুরু করে আজ অবধি সকল ইসলাম-বিশ্বাসী মুসলিম শাসক ও শাসন আমলের; তিনি সমালোচনা করতে পারেন ইবনে ইশাক সহ ইসলামের ঊষা লগ্ন হতে আজ অবধি সকল নিবেদিতপ্রাণ ইসলাম বিশ্বাসী 'সিরাত-হাদিস লেখক ও বর্ণনাকারীদের'; তিনি সমালোচনা করতে পারেন আদি মুসলিম শাসকদের শাসন আমলে নিয়োজিত ইসলামী আইনশাস্ত্রের (ফিকাহ্) প্রবক্তা ইমাম মালিকি হানাফি-শাফিয়ী-হানবালি গং-দের; তিনি সমালোচনা করতে পারেন আদিকাল হতে আজ অবধি ইসলামী শাসন প্রতিষ্ঠার ব্রতে ব্রতী সকল নিবেদিত প্রাণ জিহাদি সৈনিকদের।

শুধু সমালোচনায় বা বলি কেন, তিনি ইচ্ছা হলে এদের সবাইকে পৃথক পৃথকভাবে বা সমষ্টিগতভাবে গালিগালাজও করতে পারেন অন্য কোনো ইসলাম অনুসারীর হাতে কোনোরূপ মৃত্যুঝুঁকির সম্ভাবনা ব্যতিরেকেই!

এমনকী

তিনি প্রচণ্ড হতাশায় ত্যক্ত-বিরক্ত হয়ে ইসলামের প্রবক্তা হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) দাবীকৃত **"আল্লাহ নামক স্রষ্টার" লীলাখেলার বিরুদ্ধে ও উচ্চবাচ্য ফরিয়াদ করতে পারেন, সমালোচনা করতে পারেন এবং** ইচ্ছা হলে তাকে গালিগালাজও করতে পারেন, অন্য কোনো ইসলাম অনুসারীর হাতে তাঁর মৃত্যুঝুঁকির সম্ভাবনা ব্যতিরেকেই!

কিন্তু

ইসলামের অত্যাবশ্যকীয় একান্ত প্রাথমিক শর্ত অনুযায়ী - একজন ইসলাম অনুসারী কোনো অবস্থাতেই "মুহাম্মদ ও তাঁর ইসলাম"-এর সামান্যতম সমালোচনা করারও অধিকার রাখেন না। যদি তিনি তা করেন, তাহলে ইসলামের আদর্শ ও শিক্ষায় শিক্ষিত অন্যান্য নিবেদিতপ্রাণ মুহাম্মদ-অনুসারীর হাতে তাঁর খুন হওয়ার সম্ভাবনা প্রায় সুনিশ্চিত। কারণ সেই ঘাতক অনুসারী একান্ত সহি ভাবে জানেন যে, "এটিই" তাঁর

প্রাণ প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর নির্দেশ, যা তিনি কায়েম করেছিলেন তাঁর প্রত্যক্ষ অনুসারীদের মাধ্যমে।

*"এমত পরিস্থিতিতে একজন তথাকথিত মডারেট ইসলাম-অনুসারীর হতাশা প্রকাশের যে একটিমাত্র পথ খোলা আছে, তাহা হইলো **"ইহা নবীর সহি-আদর্শ নহে, ইহা সহি-ইসলাম নহে"** জাতীয় ১৪০০ বছরের গৎবাঁধা ডায়লগ প্রদান করিয়া মুহাম্মদ ও তাঁর ইসলাম ছাড়া জগতের যে কোনো ব্যক্তি/গোষ্ঠী অথবা বিষয়ের বিরুদ্ধে সমালোচনা এবং ইচ্ছা হইলে গালিগালাজ করিয়া বিভিন্ন কুটকৌশলের মাধ্যমে মুহাম্মদ ও তাঁর ইসলামের শুদ্ধতা প্রমাণ করিবার চেষ্টা করা।"*

এই অসহায়ত্ব থেকেই যা কিছু নবী ও তাঁর অনুসারীদের সপক্ষে, তার সবই 'সহি ও খাঁটি', অন্যথায় তা 'দুর্বল ও জাল' সাব্যস্ত করে প্রচার ও প্রসারের অদমনীয় প্রবণতার সৃষ্টি ও বিভিন্ন কসরতের মাধ্যমে তা গোপন অথবা বৈধতা দানের চেষ্টা! তাঁদের সামনে দ্বিতীয় কোনো পথই খোলা নেই।

সাধারণ সরলপ্রাণ মানুষের অজ্ঞতার সুযোগে তথাকথিত মডারেট ইসলাম-বিশ্বাসী পণ্ডিত ও অপণ্ডিতরা এই কর্মটি বিভিন্ন কসরতের মাধ্যমে গত ১৪০০ বছর ধরে **অত্যন্ত সাফল্যের সঙ্গে** সম্পন্ন করে আসছেন।

কিন্তু এই **আত্ম-প্রতারণার বঞ্চনা** থেকে রেহায় পাওয়ার জন্য ইসলাম বিশ্বাসীদের কোনো এক সময়ে থামতেই হবে। যত শীঘ্র তাঁরা এই সত্যটি অনুধাবন করতে পারবেন, তত দ্রুতই তাঁদের মুক্তি মিলবে!

তথ্যসূত্র ও পাদটীকা

[1] "জনসাধারণের পরিগণিত ধারণা এই যে আউস ও খাজরাজ গোত্রের লোকেরা ছিলেন মাতা 'কেইলার' বংশধর"।

[2] "অর্থাৎ, তোমরা মহান সম্রাট 'তুব্বা' কে প্রতিহত করেছ; সুতরাং কেন তোমরা মুহাম্মদের দাবী কে বিশ্বাস করো?"

[3] “সিরাত রসুল আল্লাহ”- লেখক: ইবনে ইশাক (৭০৪-৭৬৮ খৃষ্টাব্দ), সম্পাদনা: ইবনে হিশাম (মৃত্যু ৮৩৩ খৃষ্টাব্দ), ইংরেজি অনুবাদ: A. GUILLAUME, অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, করাচী, ১৯৫৫, ISBN 0-19-636033-1, পৃষ্ঠা ৬৭৫-৬৭৬
http://www.justislam.co.uk/images/Ibn%20Ishaq%20-%20Sirat%20Rasul%20Allah.pdf

[4] “তুব্বা ছিলেন ইয়ামিন এর এক শাসক যিনি ঐ ভূখণ্ড, যে টি এখনকার সৌদি আরব, আক্রমণ করেছিলেন। কেইলার জনগণ তাঁর আক্রমণ প্রতিহত করেছিলেন”।

[5] কিতাব আল-তাবাকাত আল-কাবির – লেখক: মুহাম্মদ ইবনে সা'দ (৭৮৪-৮৪৫ খৃষ্টাব্দ)', অনুবাদ এস মইনুল হক, প্রকাশক কিতাব ভবন, নয়া দিল্লি, সাল ২০০৯ (3rd Reprint), ISBN 81-7151-127-9(set), ভলুউম ২, পার্ট - ১, পৃষ্ঠা - ৩০-৩১।
http://kitaabun.com/shopping3/product_info.php?products_id=4170

৪৭: আসমা বিনতে মারওয়ান কে খুন- তাঁর সন্তানকে স্তন্যপান অবস্থায়!

ত্রাস, হত্যা ও হামলার আদেশ– বিশ

স্বঘোষিত আখেরি নবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর হুকুম ও অনুমোদনক্রমে উদ্বুদ্ধ হয়ে তাঁর এক অনুসারী কী ভাবে ১২০ বছর বয়েসি ইহুদি কবি আবু আফাক-কে সন্ত্রাসী কায়দায় রাতের অন্ধকারে নৃশংসভাবে হত্যা করেছিলেন, তার বর্ণনা আগের পর্বে করা হয়েছে।

এই খুনের পর মুহাম্মদ আসমা-বিনতে মারওয়ান নামক এক পাঁচ সন্তানের জননীকে খুন করার আদেশ জারি করেন। এক মুহাম্মদ অনুসারী রাতের অন্ধকারে ঘুমন্ত নিরস্ত্র এই জননীকে নৃশংসভাবে খুন করেন। ঘাতক যখন এই জননীকে খুন করেন, তখন এই হতভাগ্য মা তাঁর এক সন্তানকে বুকের দুধ পান করাচ্ছিলেন।

খুন করার পর প্রত্যুষে এই খুনি তাঁর প্রিয় নবী মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহর সাথে সকালের নামাজ (ফজর) আদায় করেন এবং নবীকে ঘটনার বিস্তারিত বর্ণনা পেশ করেন। প্রিয় অনুসারীর সাফল্যে মুহাম্মদ আনন্দিত হন। তিনি তাঁকে সাহায্য করার জন্য এই ঘাতকের ভূয়সী প্রশংসা করেন এবং তাঁর এই কর্ম দক্ষতায় মুগ্ধ হয়ে তাকে **"বসির (চক্ষুস্মান) নামক উপাধি"** প্রদানে সম্মানিত করেন।

আদি বিশিষ্ট মুসলিম ঐতিহাসিক মুহাম্মদ ইবনে ইশাক (৭০৪-৭৬৮ সাল) ও মুহাম্মদ ইবনে সা'দের (৭৮৪-৮৪৫ খৃষ্টাব্দ) বর্ণনায় ঘটনা টি ছিল নিম্নরূপ:

পাঁচ সন্তানের মা আসমা-বিনতে মারওয়ান কে খুন

মুহাম্মদ ইবনে ইশাকের বর্ণনা:

'তিনি [আসমা-বিনতে মারওয়ান] ছিলেন বানু উমাইয়া বিন জায়েদ গোত্রের। আবু আফাক-কে হত্যার পর তিনি তাঁর বিদ্বেষ প্রকাশ করেন।

আবদুল্লাহ বিন হারিথ বিন আল-ফাদায়েল < তাঁর পিতা বলেছেন যে, তিনি বানু খাতমা গোত্রের ইয়াজিদ বিন জায়েদ নামক এক ব্যক্তিকে বিবাহ করেন। ইসলাম ও তার অনুসারীদের নিন্দা জানিয়ে তিনি বলেছেন:

“আমি ঘৃণা করি বানু মালিক ও নাবিত
এবং আউফ ও বানু খাজরায গোত্রদের।
তোমারা মান্য করো এক বিদেশীকে কেউ নয় যে তোমাদের
নয় সে কেউ মুরাদ বা মাধহিজের। [1]
কি ভালো আশা কর তোমরা তার কাছে যে করে নেতাদের খুন
ক্ষুধার্ত মানবের অপেক্ষা রাঁধুনির মাংসের ঝোলে যেমন?
নাই কি কোনও গর্বিত জন যে পারে করতে তারে আক্রমণ অতর্কিতে
ছিন্ন করতে আশা তাদের যারা করে কিছু পাওয়ার প্রত্যাশা সেই জন হতে?”

আল্লাহর নবী যখন তাঁর কথাগুলো জানতে পান, তখন তিনি বলেন, **"কে পারে. যে আমাকে মারওয়ান কন্যার হাত থেকে পরিত্রাণ দেবে?"**

উমায়ের বিন আদি আল-খাতমি তাঁর সাথেই ছিলেন এবং এই কথাটি শোনেন। **সেই একই রাত্রে তিনি তার বাড়িতে যান এবং তাকে হত্যা করেন।** পরের দিন সকালে তিনি আল্লাহর নবীর কাছে আসেন এবং তিনি কী করেছেন তা তাঁকে খুলে বলেন।

তিনি [মুহাম্মদ] বলেন, **"হে উমায়ের, তুমি আল্লাহ ও তার নবীকে সাহায্য করেছ!"**

যখন তিনি [উমায়ের] জানতে চান যে, এই কর্মের ফলে তার কোনো অমঙ্গলের সম্ভাবনা আছে কি না, আল্লাহর নবী বলেন,

"তার জন্য কোনো ছাগলও ঢুসান করবে না ['two goats won't butt their heads about her']"।

অতঃপর উমায়ের তাঁর লোকজনদের কাছে প্রত্যাবর্তন করেন।

মারওয়ান কন্যার খুনের ঘটনায় সেইদিন বানু খাতমা গোত্রের লোকজনদের মধ্যে বিশাল **মানসিক উত্তেজনা** ছড়িয়ে পড়ে। তাঁর ছিল পাঁচটি পুত্র সন্তান। উমায়ের আল্লাহর নবীর কাছ থেকে ফিরে তাদের কাছে যান এবং বলেন, "হে খাতমার বংশধর, **আমি মারওয়ান কন্যাকে খুন করেছি।** তোমরা পারলে আমাকে ঠেকাও; আমাকে অপেক্ষায় রেখো না।"

ঐ দিনটিই ছিল প্রথম যেদিন বানু খাতমা গোত্রের লোকদের মধ্যে ইসলাম ক্ষমতাবান হয়েছিল; তার আগে যারা মুসলমান হয়েছিলেন, তাঁরা তাদের প্রকৃত পরিচয় গোপন রাখতেন। তাদের মধ্যে প্রথম যাঁরা ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন, তাঁরা হলেন উমায়ের বিন আদি যাকে বলা হতো "পাঠক", এবং আবদুল্লাহ বিন আউস ও খুজেইমা বিন থাবিত।

মারওয়ান পুত্রী খুন হওয়ার পরের দিন বানু খাতমা গোত্রের লোকেরা মুসলামানিত্ব বরণ করেন কারণ তাঁরা ইসলামের ক্ষমতা প্রত্যক্ষ করেছিলেন।' [2]

>>> ইসলাম প্রচার ও প্রতিষ্ঠার পিছনে **"তরবারির গুরুত্ব যে কত বিশাল"** তার সাক্ষ্য হয়ে আছে কুরান, সিরাত ও হাদিসের এ সকল প্রাণবন্ত বর্ণনা!

মুহাম্মদ বিন সা'দের বর্ণনা:

'তারপর (সংঘটিত হয়) আসমা বিনতে মারওয়ানের ওপর উমায়ের ইবনে আদি ইবনে খারাশাহ আল-খাতমির হামলা (Sariyyah); সেটি ছিল আল্লাহর নবীর, তাঁর উপর শান্তি বর্ষিত হউক, হিজরতের ১৯তম মাসের প্রারম্ভে যখন রমজান মাসের পাঁচ রাত্রি অবশিষ্ট।

আসমা ছিল ইয়াজিদ ইবনে জায়েদ ইবনে হিসন আল-খাতমির স্ত্রী। সে ইসলামের বিরুদ্ধে কঠোর কটূক্তি করতো, নবীকে পীড়া দিত এবং (লোকজনদের) নবীর বিরুদ্ধে উত্তেজিত করতো। **সে কবিতা লিখেছিল।**

উমায়ের বিন আদি এক রাতে তার কাছে আসেন এবং তার বাড়িতে ঢুকে পড়েন। তার সন্তানরা তার আশেপাশেই ঘুমচ্ছিল। **সে তার সন্তানের একজনকে স্তন পান**

করাচ্ছিল। তিনি [উমায়ের] ছিলেন অন্ধ তাই তাঁর হাত দিয়ে তিনি তাকে খোঁজেন এবং তার সন্তানদের তার কাছ থেকে

আলাদা করেন। **তিনি তাঁর তরবারি তার বুকের মধ্যে জোরে ঢুকিয়ে দেন যতক্ষণ না তা তার পিঠ পর্যন্ত পৌঁছে।**

তারপর তিনি আল্লাহর নবীর, তাঁর ওপর শান্তি বর্ষিত হউক, **সাথে মদিনায় সকালের নামাজ আদায় করেন।**

আল্লাহর নবী, তাঁর ওপর শান্তি বর্ষিত হউক, তাঁকে বলেন, **"তুমি কি মারওয়ান পুত্রীকে হত্যা করেছ?"**

তিনি বলেন, "হ্যাঁ। আমার আরও কিছু কি করতে হবে?"

তিনি বলেন, "না। তার জন্যে দুটো ছাগল গুঁতা মারবে (No. Two goats will butt together about her) না।" এই বাক্যটি আল্লাহর নবীর, তাঁর উপর শান্তি বর্ষিত হউক, কাছ থেকে প্রথম শোনা যায়।

আল্লাহর নবী, তাঁর ওপর শান্তি বর্ষিত হউক, উমায়ের কে "বসির (চক্ষুস্মান)" নামে অভিহিত করেন। [3]

*[ইসলামী ইতিহাসের ঊষালগ্ন থেকে আজ অবধি প্রায় প্রতিটি ইসলাম বিশ্বাসী প্রকৃত ইতিহাস জেনে বা না জেনে ইতিহাসের এ সকল অমানবিক অধ্যায়গুলো যাবতীয় চতুরতার মাধ্যমে বৈধতা দিয়ে এসেছেন। বিষয়গুলো অত্যন্ত স্পর্শকাতর বিধায় বাংলা অনুবাদের সাথে মূল ইংরেজি অনুবাদের অংশটিও সংযুক্ত করছি –*অনুবাদ, লেখক *।]*

Narration of Muhammad Ibn Ishaq (704-768 A.D)

UMAYR B. 'ADIY'S JOURNEY TO KILL 'ASMA' D. MARWAN

'She was of B. Umayya b. Zayad. When Abu Afak had been killed she displayed disaffection. Abdullah b Al-Harith b al-Fudayl from his father said that she was married to a man of B. Khatma called Yazid b Zayd. Blaming Islam and its followers she said:

I despise B. Malik and al-Nabit
And Auf and B. al-Khazraj.
You obey a stranger who is none of yours,
One not of Murad or Madhhij. [1]
Do you expect good from him after the killing of your chiefs
Like a hungry man waiting for a cook's broth?
Is there no man of pride who would attack him by surprise
And cut off the hopes of those who expect aught from him?

When the apostle heard what she had said he said, **"Who will rid me of Marwan's daughter?"**

Umayr b. Adiy al-Khatmi who was with him heard him, and that very night he went to her house and killed her.

In the morning he came to the apostle and told him what he had done and he said,

"You have helped God and His apostle, O Umayr!"

When he asked if he would have to bear any evil consequences the apostle said,

"Two goats won't butt their heads about her".

So Umayr went back to his people.

Now there was a great commotion among B. Khatma that day about the affair of bint Marwan. She had five sons, and when Umayr went to them from the apostle he said, "I have killed bint Marwan, O sons of Khatma. Withstand me if you can; don't keep me waiting."

That was the first day Islam became powerful among B. Khatma; before that those who were Muslims concealed the fact. The first of them to accept Islam was Umayr b. Adiy who was called the "Reader", and Abdullah b. Aus and Khuzayma b. Thabit.

The day after Bint Marwan was killed the men of B. Khatma became Muslims because they saw the power of Islam.' [2]

Narration of Muhammad Ibn Sa'd (784-845 A.D)

***SARIYYAH* OF 'UMAYR IBN 'ADI**

'Then (occurred) the Sariyyah of Umayr ibn adi Ibn Kharashah al-Khatmi against Asma Bint Marwan, of Banu Umayyah Ibn Zayd, when five nights had remained from the month of Ramadan, in the beginning of the nineteenth month from the Hijrah of the apostle of Allah.

Asma was the wife of Yazid Ibn Zayd Ibn Hisn al-Khatmi. She used to revile Islam, offend the Prophet and instigate the (people) against him. She composed verses.

Umayr Ibn Adi came to her in the night and entered her house. Her children were sleeping around her. There was one whom she was suckling. He searched her with his hand because he was blind, and separated the child from her. He thrust his sword in her chest till it pierced up to her back.

Then he offered the morning prayeers with the Prophet at al-Medina.

The apostle of Allah said to him: "Have you slain the daughter of Marwan?"

He said: "Yes. Is there something more for me to do?"

He [Muhammad] said: "No. Two goats will butt together about her."

This was the word that was first heard from the apostle of Allah.

The apostle of Allah called him Umayr, **"Basir" (the seeing).**' [3]

>>> ১২০ বছর বয়সী অতি বৃদ্ধ আবু আফাকের মতই এই পাঁচ সন্তানের জননী আসমা বিনতে মারওয়ান মুহাম্মদের নৃশংস কর্মকাণ্ডের "মৌখিক প্রতিবাদ" করেছিলেন। **তাঁরা মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীদের কোনোরূপ শারীরিক আঘাত করেননি। তাঁরা ছিলেন আদি মদিনাবাসী। ভিনদেশী এক মানুষ তাঁদের এই জন্মভূমিতে পালিয়ে এসে মরুদস্যুবৃত্তি, লুণ্ঠন, ত্রাস, হত্যা-গুপ্তহত্যাসহ যাবতীয় আক্রমণাত্মক নৃশংস ঘটনা ঘটিয়ে চলেছেন; তারই প্রতিবাদে তাঁরা তাঁদের মাতৃভূমির মানুষদের উদ্বুদ্ধ করার জন্য কলম ধরেছিলেন।**

তাঁরা মুহাম্মদ ও তাঁর অনৈতিক কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে কবিতা লিখেছিলেন। এই অপরাধে মুহাম্মদ তাঁদেরকে হত্যার আদেশ জারি করেন; তাঁর অনুসারীরা এই মানুষদের নৃশংসভাবে হত্যা করেন; হত্যা করার পর প্রত্যুষে গিয়ে এই খুনি-ঘাতকরা তাঁদের দল নেতার সাথে "ফজরের নামাজ আদায় করেন"; দল নেতা মুহাম্মদ তাঁর এই খুনি অনুসারীদের কর্মদক্ষতায় মুগ্ধ হয়ে তাঁদের ভূয়সী প্রশংসা ও "খেতাব প্রদান" করেন। **ইসলাম কে জানার সবচেয়ে সহজ তরিকা হলো "মুহাম্মদ কে জানা"।**

ইসলামের ইতিহাসের সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য দলিল হলো "**কুরান**"। যে গ্রন্থের রচয়িতা হলেন প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা বঞ্চিত সপ্তম শতাব্দীর এক আরব বেদুইন মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ। মুহাম্মদের এই স্বরচিত ব্যক্তিমানস জীবনচরিতে (Psycho-biography) "বিষয়ের" পূর্ণাঙ্গ তথ্য অনুপস্থিত। আর তাঁর এই অ-পূর্ণাঙ্গ ব্যক্তিমানস জীবনচরিতটি অত্যন্ত এলোমেলোভাবে সংকলিত হয়েছে তাঁর মৃত্যুর ১৯ বছর পরে। সংকলনের সময়

তাঁর জীবনের ঘটনার ধারাবাহিকতা অনুসরণ করা হয়নি। তাঁর জীবনের কোনো ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে (শানে নজুল) কোন বক্তব্য তিনি প্রকাশ করেছেন, এ ব্যাপারে কোনোরূপ টীকা-টিপ্পনী-মন্তব্য কোনো কিছুই এ সংকলিত কিতাবের কোথাও উল্লেখ করা হয়নি। তাই শুধুমাত্র কুরান পড়ে "মুহাম্মদ"-এর জীবন ও তাঁর কর্মকাণ্ডের সঠিক ও পূর্ণাঙ্গ ধারণা পাওয়া সম্ভব নয়।

মুহাম্মদ কে জানার সবচেয়ে সহজ ও নির্ভরযোগ্য পদ্ধতি হলো - নিরপেক্ষ মানসিকতা নিয়ে "**সবচেয়ে আদি উৎসে গিয়ে**" মুহাম্মদ অনুসারীদেরই লেখা মুহাম্মদের জীবনী **এবং** মুহাম্মদের স্বরচিত ব্যক্তিমানস জীবনীগ্রন্থের পুঙ্খানুপুঙ্খ পর্যালোচনা। ইসলাম হলো "**একটি মাত্র ব্যক্তির**" মতবাদ ও উপাখ্যান। ইসলামকে জানতে হলে এই ব্যক্তিটিকে জানতেই হবে। এর কোনোই বিকল্প নেই।

যে মুহাম্মদ কে জানে সে ইসলাম জানে। যে মুহাম্মদ কে জানে না সে ইসলাম জানে না।

পাদটীকা ও তথ্য সূত্র:

[1] মুরাদ বা মাধহিজ - ইয়েমেনে বংশোদ্ভূত দুই গোত্র

[2] "সিরাত রসুল আল্লাহ"- লেখক: ইবনে ইশাক (৭০৪-৭৬৮ খৃষ্টাব্দ), সম্পাদনা: ইবনে হিশাম (মৃত্যু ৮৩৩ খৃষ্টাব্দ), ইংরেজি অনুবাদ: A. GUILLAUME, অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, করাচী, ১৯৫৫, ISBN 0-19-636033-1, পৃষ্ঠা ৬৭৫-৬৭৬
http://www.justislam.co.uk/images/Ibn%20Ishaq%20-%20Sirat%20Rasul%20Allah.pdf

[3] কিতাব আল-তাবাকাত আল-কাবির – লেখক: মুহাম্মদ ইবনে সা'দ (৭৮৪-৮৪৫ খৃষ্টাব্দ), অনুবাদ এস মইনুল হক, প্রকাশক কিতাব ভবন, নয়া দিল্লি, সাল ২০০৯ (3rd Reprint), ISBN 81-7151-127-9(set), ভলুউম ২, পার্ট - ১, পৃষ্ঠা - ৩১
http://kitaabun.com/shopping3/product_info.php?products_id=4170

৪৮: কাব বিন আল-আশরাফ কে খুন- প্রতারণার আশ্রয়ে!

ত্রাস, হত্যা ও হামলার আদেশ– একুশ

স্বঘোষিত আখেরি নবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর আদেশে তাঁর অনুসারীরা আবু আফাক নামের ১২০ বছর বয়সী অতি বৃদ্ধ ইহুদি কবি ও কোলের সন্তানকে স্তন্যপান অবস্থায় আসমা বিনতে মারওয়ান নামের পাঁচ সন্তানের এক জননীকে **পরিকল্পিতভাবে রাতের অন্ধকারে** অমানুষিক নৃশংসতায় কীভাবে হত্যা করেছিলেন, তার বর্ণনা আগের দুটি পর্বে করা হয়েছে।

আদি উৎসের নিবেদিতপ্রাণ ইসলাম বিশ্বাসীদেরই বর্ণনার আলোকে আমরা জেনেছি যে, আসমা বিনতে মারওয়ানকে **হত্যা করার পর প্রত্যুষে "খুনি" তাঁর প্রিয় নবী মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহর সাথে একত্রে সকালের নামাজ (ফজর) আদায় করেন** ও নবীকে ঘটনার বিস্তারিত বর্ণনা পেশ করেন।

বিস্তারিত জানার পর দলপতি মুহাম্মদ তাঁর প্রিয় অনুসারী এই ঘাতকের সাফল্যে অত্যন্ত আনন্দিত হন এবং তার এই কর্মদক্ষতায় মুগ্ধ হয়ে তাকে **“বসির (চক্ষুস্মান) নামক উপাধি”** প্রদানে সম্মানিত করেন।

পৃথিবীর সকল ইসলাম-বিশ্বাসী গভীরভাবে বিশ্বাস করেন যে, স্বঘোষিত আখেরি নবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) ছিলেন অতীব সৎ, বিবেকবান ও মহৎ চরিত্রের অধিকারী। তাঁরা মনে প্রাণে বিশ্বাস করেন যে, মুহাম্মদ ছিলেন মানব ইতিহাসে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ।

তাঁরা আরও বিশ্বাস করেন, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এতই উন্নত চরিত্রের অধিকারী ছিলেন যে, **"স্বয়ং আল্লাহ”** ফেরেশতা জিবরাইল মারফত স্বয়ং মুহাম্মদকে

জানিয়েছেন: **"মুহাম্মদ অবশ্যই মহান চরিত্রের অধিকারী; বিশ্ববাসীর জন্যে রহমত; সমগ্র মানবজাতির জন্যে সুসংবাদ দাতা; 'আরশের মালিকের' নিকট মর্যাদাশালী, সবার মান্যবর ও বিশ্বাসভাজন; এবং আল্লাহ নিজে মুহাম্মদের প্রতি রহমত প্রেরণ করেন"**। স্বয়ং মুহাম্মদ (অন্য কেহ নয়) নিজ কানে এই সুসংবাদটি শুনেছেন এবং স্বয়ং মুহাম্মদই তা তাঁর অনুসারীদের অবহিত করিয়েছেন (পর্ব-১৯)।

বিশ্বের সকল ইসলাম-বিশ্বাসী দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করেন যে, **"স্বয়ং আল্লাহর কাছ থেকে মহান চরিত্রের সনদপত্র (Character Certificate) প্রাপ্তির দাবীদার"** কোনো ব্যক্তি নিজ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য মিথ্যা ও প্রতারণার আশ্রয় গ্রহণ বা অনুমোদন কখনোই করতে পারেন না।

কিন্তু মুহাম্মদেরই স্বরচিত ব্যক্তিমানস জীবনীগ্রন্থ কুরান (পর্ব-১৮) ও আদি বিশিষ্ট মুসলিম ঐতিহাসিকদের প্রাণবন্ত বর্ণনার (সিরাত ও হাদিস) পুঙ্খানুপুঙ্খ পর্যালোচনায় আমরা তাঁদের এই বিশ্বাসের **সম্পূর্ণ বিপরীত চিত্র** দেখতে পাই ।

প্রতারণার আশ্রয়ে রাতের অন্ধকারে কাব বিন আল-আশরাফকে নৃশংসভাবে খুন:

মুহাম্মদ ইবনে ইশাক (৭০৪-৭৬৮ সাল), আল-তাবারী (৮৩৯-৯২৩ সাল), আল-ওয়াকিদি (৭৪৮-৮২২ খৃষ্টাব্দ), মুহাম্মদ ইবনে সা'দ (৭৮৪-৮৪৫ খৃষ্টাব্দ), ইমাম বুখারী (৮১০-৮৭০ খৃষ্টাব্দ), ইমাম মুসলিম (?৮১৭/৮২১-৮৭৫ খৃষ্টাব্দ) প্রমুখ আদি ও বিশিষ্ট মুসলিম স্কলারদের সবাই এই ঘটনার বিশদ বর্ণনা বিভিন্নভাবে তাঁদের নিজ নিজ গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেছেন।

মুহাম্মদ ইবনে ইশাকের (৭০৪-৭৬৮ সাল) বর্ণনা: [1] [2]

সেপ্টেম্বর, ৬২৪ সাল

'বদর যুদ্ধে কুরাইশদের পরাজয়ের পর আল্লাহর নবী আল্লাহর বিজয় ও কুরাইশদের হত্যার খবর মদিনার মুসলমানদের পৌঁছে দেয়ার জন্য যায়েদ বিন হারিথা ও আবদুল্লাহ বিন রাওয়াহা কে মদিনায় পাঠান।

আবদুল্লাহ বিন আল-মুঘিথ বিন আবু বারদা আল জাফারি, আবদুল্লাহ বিন আবু বকর বিন মুহাম্মদ বিন আমর বিন হাজাম, আসিম বিন উমর বিন কাতাদা ও সালিহ বিন আবু উমামা বিন সাহল - প্রত্যেকেই আমাকে [মুহাম্মদ ইবনে ইশাক] নিম্ন বর্ণিত ঘটনার বিভিন্ন অংশের বর্ণনা দিয়েছেন:

কাব বিন আল-আশরাফ ছিলেন বানু নাভান গোত্রের অন্তর্ভুক্ত এক তাইয়ি [গোত্রের লোক] যার মা ছিল বানু আল-নাদির গোত্রের, সে এই খবরটি শোনার পর বলে,

"এটা কি সত্যি? এই দুই লোক (যায়েদ ও আবদুল্লাহ বিন রাওয়াহা) যাদের নাম বলছে মুহাম্মদ কী সত্যিই তাঁদের কে খুন করেছে? এই লোকগুলো আরবের সম্মানিত উচ্চপদস্থ ও সম্ভ্রান্ত; আল্লাহর কসম, যদি মুহাম্মদ সত্যিই এঁদেরকে খুন করে থাকে, তবে তা শুনে বেঁচে থাকার চেয়ে মরণই ভাল ছিল।"

খবরটির ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়ার পর আল্লাহর শত্রু শহর ছেড়ে মক্কায় আল-মুত্তালিব বিন আবু ওয়াদা বিন দুবাইরা আল-সাহমির কাছে যায়, যার [আল-মুত্তালিব] বিয়ে হয়েছিল আতিখা বিনতে আবু আল-ইস বিন উমাইয়া বিন আবদ সামস বিন আবদ মানাফের সাথে। সে তাকে ভিতরে নেয় ও অতিথি-আপ্যায়ন করে।

সে [কাব বিন আল-আশরাফ] আল্লাহর নবীর কাজের নিন্দা করা শুরু করে ও কবিতা আবৃতির মাধ্যমে বদর যুদ্ধে যাদেরকে খুন করার পর লাশগুলো গর্তে ফেলে দেওয়া হয়েছিল, তাদের জন্য দুঃখ প্রকাশ করে।

[তারপর সিরাতে কাব-বিন আশরাফ ও অন্যান্যদের কবিতার উল্লেখ।]

তারপর কাব মদিনায় প্রত্যাবর্তন করে এবং উম্মে আল-ফাদল বিনতে আল-হারিথ নামক এক মহিলা সম্বন্ধে **প্রেমের কবিতা লেখে।** তারপর সে লেখে এক মুসলমান মহিলাকে নিয়ে প্রেমের কবিতা, যা ছিল অপমানকর।

আল্লাহর নবী বলেন, যা আমাকে আবদুল্লাহ বিন আল-মুঘিত বিন আবু বারদা বলেছেন, **"কে আছে যে আমাকে ইবনুল আশরাফ হতে ভারমুক্ত করবে?**

বানু আবদ আল-আশাল গোত্রের **মুহাম্মদ বিন মাসলামা** নামের এক ভাই বলে, "হে আল্লাহর নবী, আমি আপনার হয়ে তার ব্যবস্থা করবো। **আমি তাকে খুন করবো।"**

তিনি [মুহাম্মদ] বলেন, **"পারলে তাই করো।"**

তারপর মুহাম্মদ বিন মাসলামা ফিরে আসে এবং তিন দিন পর্যন্ত একান্ত প্রয়োজনীয় খাদ্য ছাড়া কোন কিছু পান ও আহার না করে অপেক্ষা করে। আল্লাহর নবীকে যখন এই খবরটি জানানো হয়, তখন তিনি তাকে তলব করেন এবং জিজ্ঞেস করেন, কেন সে পানাহার ত্যাগ করেছে।

সে জবাবে বলে যে, তিনি তাকে একটা কাজ দিয়েছেন কিন্তু সে জানে না, ঐ কাজটি সে সম্পন্ন করতে পারবে কি না।

আল্লাহর নবী বলেন, "তোমার দায়িত্ব এটাই যে তুমি তা করার চেষ্টা করবে।"

সে বলে, **"হে আল্লাহর নবী, আমাদের মিথ্যা কথা বলতে হবে।"**

জবাবে তিনি বলেন, **"এ বিষয়ে তুমি মুক্ত, তোমার যা ইচ্ছা তাইই বলতে পার।"**

অবিলম্বে সে [মুহাম্মদ বিন মাসলামা], বানু আল-আশাল গোত্রের **সিলকান** বিন সালাম বিন ওয়াকাশ যার নাম আবু নায়লা ও **যে ছিল কাবেরই পালিত ভাই**, আববাদ বিন বিশর বিন ওয়াকাশ, বানু আশাল গোত্রের আল-হারিথ বিন আউস বিন মুয়াদ ও বানু হারিথ গোত্রের আবস বিন যাবর একত্রে ষড়যন্ত্র করে। **তারা আল্লাহর শত্রু কাব বিন আশরাফের কাছে আসার আগে সিলকানকে তার কাছে পাঠায়।**

সে [সিলকান] তার সাথে কিছু সময় গল্প করে এবং তারা একে অপরের উদ্দেশ্যে কবিতা আবৃতি করে, কারণ সিলকান কবিতা পছন্দ করতো।

তারপর সে বলে, "এই ইবনে আশরাফ, আমি তোমার কাছে একটা বিষয় নিয়ে এসেছি যা তোমাকে বলতে চাই এবং আমি আশা করি তুমি বিষয়টি গোপন রাখবে।"

সে [কাব] জবাবে বলে, "ঠিক আছে।"

সে [সিলকান] বলতে থাকে, **"এই লোকটি [মুহাম্মদ] এসে আমাদের কঠিন দুর্ভোগে ফেলেছে। যার প্ররোচনায় আরবদের মধ্যে শত্রুতা সৃষ্টি হয়েছে এবং তারা একযোগে**

আমাদের বিরুদ্ধে। আমাদের চলার পথ হয়েছে দুর্গম, যার ফলে আমরা ও আমাদের পরিবার সদস্যরা হচ্ছি চাহিদা বঞ্চিত এবং কঠিন মর্মপীড়াগ্রস্ত।

কাব জবাবে বলে, "এই ইবনে সালামা [সিলকান], আল্লাহর কসম, অবস্থা যে এমনই ঘটবে, এজন্যেই তো আমি তোমাকে সাবধান করে আসছি।"

সিলকান তাকে বলে, "আমি চাই যে, আমাদের কাছে তুমি খাদ্যশস্য বিক্রি করবে, বিনিময়ে আমরা তোমাকে নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি দেব। তুমি উদারতার সাথে এই কারবারটি করো।"

জবাবে সে বলে, "এ কাজের বিনিময়ে তুমি কি তোমার ছেলেদের আমাকে দেবে?" [3] সে [সিলকান] বলে, "তুমি আমাদের অসম্মান করতে চাও। আমার কিছু বন্ধু আছে, যারা আমার মতে রাজী। আমি তাদেরকে তোমার কাছে নিয়ে আসবো, যাতে তুমি তাদের কাছেও বিক্রি করতে পারো এবং বিনিময়ে আমরা তোমাকে প্রচুর অস্ত্রশস্ত্র দেবো।"

সিলকানের উদ্দেশ্য ছিল এই যে, তাদেরকে আনার পর সে [কাব] যেন তাদের কাছে অস্ত্রশস্ত্র দেখে হুশিয়ার না হয়ে যায়।

জবাবে কাব বলে, "[খাদ্য শস্যের] বিনিময়ে অস্ত্রশস্ত্র প্রস্তাবটি ভাল।"

অবিলম্বে সিলকান তার সহচরদের কাছে ফিরে আসে, কী ঘটেছে তা তাদের কে বলে এবং তাদেরকে অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে আসার হুকুম করে। তারপর তারা প্রস্থান করে এবং পুনরায় মিলিত হয়ে আল্লাহর নবীর সাথে সাক্ষাৎ করে।

ইবনে আব্বাস হইতে > ইকরিমা হইতে > থাউর বিন যায়েদ আমাকে [মুহাম্মদ ইবনে ইশাক] বলেছেন যে,

আল্লাহর নবী তাদের সাথে বাকি উল ঘারকাব পর্যন্ত হেঁটে আসেন।

তারপর তিনি তাদের কে ছেড়ে যান এই বলে, "আল্লাহর নামে যাত্রা করো; হে আল্লাহ, তুমি তাদের সাহায্য করো।"

এরূপ বলার পর তিনি তাঁর বাসায় প্রত্যাবর্তন করেন।

সেটা ছিল চাঁদনী রাত। তারা তার [কাবের] দুর্গে গিয়ে পৌঁছে এবং আবু নায়লা তাকে ডাকতে থাকে।

সে [কাব] অল্প কিছুদিন আগে বিয়ে করেছে। সে বিছানার চাদরের ওপর লাফ দিয়ে উঠে পড়ে; তার স্ত্রী তাকে ধরে বলে, "তুমি প্রকাশ্য বৈরিতার মধ্যে আছো, যারা বৈরিতার মধ্যে আছে, তারা এ সময় বাহিরে যায় না।"

জবাবে সে বলে, "এ হচ্ছে আবু নায়লা। সে যদি জানতো যে, আমি ঘুমিয়ে পড়েছি, তাহলে সে আমাকে ডেকে ঘুম থেকে জাগাত না"।

জবাবে তার স্ত্রী বলে, "ঈশ্বরের দোহাই, আমি তার কণ্ঠস্বরে অশুভ লক্ষণ টের পাচ্ছি।"

কাব জবাবে বলে, **"যদি তার ডাক ছুরিকাঘাত করার জন্যেও হয় তথাপি একজন সাহসী লোকের অবশ্যই উচিত তার জবাব দেয়া।"**

অতঃপর সে নিচে যায় এবং তাদের সাথে কিছু সময় কথা বলে, তারা তার সাথে কথোপকথন করতে থাকে।

তারপর আবু নায়লা বলে, "তুমি কি আমাদের সাথে সি'ব আল-আযুজ পর্যন্ত হাঁটতে চাও যাতে আমরা তোমার সাথে অবশিষ্ট রাত গল্প করতে পারি?"

"যদি তুমি চাও", জবাবে সে বলে। অতঃপর তারা একত্রে হাঁটতে থাকে।

কিছু সময় পরে আবু নায়লা তার হাত দিয়ে কাবের মাথার চুল চেপে ধরে। তারপর সে তার ঐ হাতের গন্ধ শুঁকে বলে, "আমি এর চেয়ে বেশী সুন্দর গন্ধ কখনো শুঁকি নাই।"

তারা হাঁটতে হাঁটতে আরও দূরে যায় এবং সে [আবু নায়লা] আবারও এই কাজটি করে, **যাতে কাব তার দুরভিসন্ধি অনুমান করতে না পারে।**

তারপর কিছু সময় পরে সে এই কাজটি **তৃতীয় বারের মত করে এবং চিৎকার করে বলে, "আক্রমণ করো আল্লাহর শত্রুকে।"**

অতঃপর তারা তাকে আক্রমণ করে, **তাদের তলোয়ার ঝনঝন শব্দে তার ওপর আঘাত হানে** কিন্তু তাদের সেই তলোয়ারে কোন কাজ হয় না।

মুহাম্মদ বিন মাসলামা বলে,

"আমি যখন দেখেছি যে, আমাদের তলোয়ারগুলো কোন কাজের নয় তখন আমার ছুরির কথা মনে পড়েছিল, আমি তা নিয়ে এসেছি।

এদিকে আল্লাহর শত্রু এত জোরে জোরে চিৎকার করে যে, আমাদের আশে পাশের প্রত্যেকটি দুর্গের আলো জ্বলা দেখা যায়।

আমি ছুরিটি তার শরীরের নীচের অংশে ঢুকিয়ে দিই, তারপর তা ঘুরিয়ে নীচের দিকে টেনে আনি যতক্ষণ না তা তার যৌনাঙ্গ পর্যন্ত পৌঁছে এবং আল্লাহর শত্রু মাটিতে পরে যায়।

আল-হারিথ তারা মাথা কিংবা পায়ে আঘাত পেয়েছিল, আমাদের তলোয়ারের একটি তাকে আঘাত করেছিল।

আমরা ফিরে আসি; বানু উমাইয়া বিন যায়েদ ও তারপর বানু কুরাইজা ও তারপর বুয়াথ অতিক্রম করি এবং তারপর আল-উরায়িদের হাররা গিয়ে থামি।[4]

আমাদের বন্ধু আল-হারিথ তার রক্তপাতের কারণে পেছনে পড়ে গিয়েছিল, তাই সে আমাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে ফিরে আসার পূর্ব পর্যন্ত কিছু সময় আমরা তার জন্য অপেক্ষায় ছিলাম। আমরা তাকে বহন করে নিয়ে **যখন আল্লাহর নবীর কাছে আসি, তখন রাত্রির শেষ।**

আমরা তাঁকে অভিবাদন জানেই, **তখন তিনি নামাজের জন্য দাঁড়িয়েছিলেন।**

তিনি আমাদের কাছে বাহিরে আসেন, **আমরা তাঁকে জানেই যে, আমরা আল্লাহর শত্রুকে খুন করেছি।** তিনি আমাদের বন্ধুর ঘায়ের ওপর **থুতু** নিক্ষেপ করেন এবং সে [আল-হারিথ] ও আমরা উভয়েই আমাদের পরিবারের কাছে ফিরে আসি।

আল্লাহর শত্রুর উপর আমাদের এই আক্রমণ ইহুদীদের মধ্যে ভীতির সঞ্চার করে এবং মদিনায় এমন কোন ইহুদি ছিল না যে সে মৃত্যু ভয়ে ভীত হয় নাই।"' [5][6]7][8]

আল-তাবারীর (৮৩৯-৯২৩ সাল) অতিরিক্ত বর্ণনা:

'আল-ওয়াকিদি নিশ্চিত করেছেন যে, তারা ইবনে আল-আশরাফের কাটা মুণ্ডুটি আল্লাহর নবীর কাছে নিয়ে আসে।' [9]

মুহাম্মদ ইবনে সা'দের (৭৮৪-৮৪৫ সাল) অতিরিক্ত বর্ণনা:

'তারপর তারা তার মুণ্ডুটি কেটে নেয় এবং তা তাদের সাথে নিয়ে আসে ----তারা সেই কাটা মুণ্ডুটি তাঁর [মুহাম্মদ] সামনে নিক্ষেপ করে। তিনি (আল্লাহর নবী) তাকে খুন করার জন্য আল্লাহর প্রশংসা আদায় করেন।' [10]

ইসলামী ইতিহাসের ঊষালগ্ন থেকে আজ অবধি প্রায় প্রতিটি ইসলাম বিশ্বাসী প্রকৃত ইতিহাস জেনে বা না জেনে ইতিহাসের এ সকল অমানবিক অধ্যায়গুলো যাবতীয় চতুরতার মাধ্যমে বৈধতা দিয়ে এসেছেন। বিষয়গুলো অত্যন্ত স্পর্শকাতর বিধায় বাংলা অনুবাদের সাথে মূল ইংরেজি অনুবাদের অংশটিও সংযুক্ত করছি। - অনুবাদ, টাইটেল ও [**] যোগ - লেখক।]

The narratives of Muhammad Ibne Ishaq: [1] [2]

'After the Quraysh defeat at Badr the apostle had sent Zayd b Haritha to the lower quarter and Abdullah b Rawaha to the upper Quarter to tell the Muslims of Medina og God's victory and of the polytheists who had been killed. Abdullah b al-Mughith b Abu Barda al-Zafari and Abdullah b Abu Bakr b Muhammad b Amr b Hazam and Asim b Umar b Qatada and Salih b Abu Umama b Sahl each gave me part of the following story:

Ka'b b al-Ashraf who was one of the Tayyi of the subsection B. Nabhan whose mother was from the B. al-Nadir, when he heard the news said,

"Is this true? Did Muhammad actually kill these whom these two men mention? (i..e. Zayd and Abdullah b Rawaha). These are the

nobles of the Arabs and kingly men; by God, if Muhammad has slain these people it were better to be dead than alive."

When the enemy of God became certain that the news was true he left the town and went to Mecca to stay with al-Muttalib b Abu Wada'a b Dubayra al-Sahmi who was married to `Atika d Abul al-Is b Umaayya b Abdu Shams b Abdu Manaf. She took him in and entertained him hospitably.

He began to inveigh against the apostle and to recite verses in which he bewailed the Quraysh who were thrown into the pit after having been slain at Badr.

[The Sirat now lists some of the poems made up by Ka`b and others. The narrative continues:]

Then Ka'b returned to Medina and composed amatory verses about Umm al-Fadl d. al-Harith. Then he composed amatory verses of an insulting nature about the Muslim women.

The apostle said - according to what Abdullah b al-Mughith b Abu Burda told me, **"Who will rid me of Ibnu'l-Ashraf?"**

Muhammad b Maslama, brother of the B. abd al-Ashal said, "I will deal with him for you, O apostle of God, I will kill him."

He said, **"Do so if you can."**

So Muhammad b Maslama returned and waited for three days without food or drink, apart from what was absolutely necessary. When the apostle was told of this he summoned him and asked him why he had given up eating and drinking. He replied that he had

given him an undertaking and he did not know whether he could fulfil it.

The apostle said, "All that is incumbent upon you is that you should try."

He said, **"O apostle of God, we shall have to tell lies."**

He answered, **"Say what you like, for you are free in the matter."**

Thereupon he and Silkan b Salam b Waqsh who was Abu Naila one of the B. Abd al-Ashal, foster brother of Ka'b and Abbad b Bishr b Waqsh and al-Harith b Aus b Muadh of the B. abd al-Ashal and Abu `Abs b. Jabr of the B. Haritha conspired together and sent Silkan to the enemy of God, Ka`b b Ashraf, before they came to him.

He talked to him some time and they recited poetry one to the other, for Silkan was fond of poetry. Then he said, "O Ibn Ashraf, I have come to you about a matter which I want to tell you of and wish you to keep secret."

"Very well", he replied.

He went on, "The coming of this man is a great trial to us. It has provoked the hostility of the Arabs, and they are all in league against us. The roads have become impassable so that our families are in want and privation, and we and our families are in great distress."

Ka`b answered, "By God, I kept telling you, O Ibn Salama, that the things I warned you of would happen."

Silkan said to him, "I want you to sell us food and we will give you a pledge of security and you deal generously in the matter."

He replied, "Will you give me your sons as a pledge?" [3]

He said, "You want to insult us. I have friends who share my opinion and I want to bring them to you so that you many sell to them and act generously, and we will give you enough weapons for a good pledge."

Silkan's object was that he should not take alarm at the sight of weapons when they brought them.

Ka`b answered, "Weapons are a good pledge."

Thereupon Silkan returned to his companions, told them what has happened, and ordered them to take their arms. Then they went away and assembled with him and met the apostle.

Thaur b. Zayd from Ikrima from Ibn Abbas told me:

The apostle walked with them as far as Baqi ul Gharqad.

Then he sent them off, saying, **"Go in God's name; O God help them."**

So saying, he returned to his house.

Now it was a moonlight night and they journeyed on until they came to his castle, and Abu Na'ila called out to him.

He had only recently married and he jumped up in the bedsheet, and his wife took hold of the end of it and said, "You are at war, and those who are at war do not go out at this hour."

He replied, "It is Abu Na'ila. Had he found me sleeping he would not have woken me."

She answered, "By God, I can feel evil in his voice."

Ka'b answered, "Even if the call were for a stab a brave man must answer it."

So he went down and talked to them for some time, while they conversed with him. Then Abu Na'ila said, "Would you like to walk with us to Shi`b al-`Ajuz, so that we can talk for the rest of the night?"

"If you like", he answered, so they went off walking together; and after a time Abu Na'ila ran his hand through his hair. Then he smelt his hand, and said, "I have never smelt a scent finer than this."

They walked on farther and he did the same so that Ka`b suspected no evil.

Then after a space did it for the third time and cried, "Smite the enemy of God!"

So they smote him, and their swords clashed over him with no effect.

Muhammad bin Maslama said,

"I remembered my dagger when I saw that our swords were useless, and I seized it. Meanwhile the enemy of God had made such a noise that every fort around us was showing a light.

I thrust it into the lower part of his body, then I bore down upon it until I reached his genitals, and the enemy of God fell to the ground.

Al-Harith had been hurt, being wounded either in his head or in his foot, one of our swords having stuck him. We went away, passing

by the B. Umayya b Zayd and then the B. Qurayza and then Buath until we went up the Harra of al-Urayd. [4]

Our friend al-Harith had lagged behind, weakened by loss of blood, so we waited for him for some time until he came up, following our tracks.

We carried him and brought him to the apostle at the end of the night.

We saluted him as he stood praying, and he came out to us and we told him that we had killed God's enemy. He spat upon our comrade's wounds, and both he ad we returned to our families.

Our attack upon God's enemy cast terror among the Jews, and there was no Jew in Medina who did not fear for his life."' [5][6]7][8]

Al-Tabari added:

'Al-Waqidi asserts that they brought Ibn al-Ashraf's head to the Messenger of God.' [9]

Muhammad Ibn Sa'd added:

'Then they cut his head and took it with them. ... They cast his head before him [Muhammad]. He (the prophet) praised Allah on his being slain.--.'[10]

>>> **কী নৃশংস প্রাণবন্ত বর্ণনা!**

অতি বৃদ্ধ ইহুদি কবি আবু আফাক ও আসমা বিনতে মারওয়ানের মতই কাব বিন আল-আশরাফের অপরাধ এই যে, **তিনি মুহাম্মদের সন্ত্রাসী অপকর্মের বিরুদ্ধে নিন্দা ও মৌখিক প্রতিবাদ করেছিলেন**।

তাঁর অপরাধ এই যে, মুহাম্মদের ও তার অনুসারীরা অমানুষিক নৃশংসতায় যে সকল মক্কাবাসী কুরাইশকে খুন করেছিলেন এবং খুন করার পর তাঁদের লাশগুলোকে চরম অবমাননায় বদরের
নোংরা গর্তে নিক্ষেপ করেছিলেন (পর্ব ৩২-৩৩), তিনি সেই সংক্ষুব্ধ স্বজনহারা কুরাইশ পরিবারের সদস্যদের **সমবেদনা প্রকাশের জন্য মক্কা থেকে মদিনায় গমন করেছিলেন।** **তিনি মুহাম্মদ কিংবা তাঁর অনুসারীকে কখনোই কোনো শারীরিক আঘাত করেননি।**

তথ্যসূত্র ও পাদটীকা

[1] **"সিরাত রসুল আল্লাহ"- লেখক: ইবনে ইশাক (৭০৪-৭৬৮ খৃষ্টাব্দ), সম্পাদনা: ইবনে হিশাম** (মৃত্যু ৮৩৩ খৃষ্টাব্দ), ইংরেজি অনুবাদ: A. GUILLAUME, অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, করাচী, ১৯৫৫, ISBN 0-19-636033-1, পৃষ্ঠা ৩৬৪-৩৬৮
http://www.justislam.co.uk/images/Ibn%20Ishaq%20-%20Sirat%20Rasul%20Allah.pdf

[2] **"তারিক আল রসুল ওয়াল মুলুক"- লেখক: আল-তাবারী (৮৩৮-৯২৩ খৃষ্টাব্দ),** ভলুউম ৭, ইংরেজী অনুবাদ: W. Montogomery Watt and M.V. McDonald, নিউ ইয়র্ক ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯৮৭, ISBN 0-88706-344-6 [ISBN 0-88706-345-4 (pbk)], পৃষ্ঠা (Leiden) - ১৩৬৯-১৩৭২
http://books.google.com/books?id=efOFhaeNhAwC&printsec=frontcover&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false

[3] Ibid ইবনে ইশাক পৃষ্ঠা ৭৫২
ইবনে হিসামের নোট: 'আরেক সংস্করণে বর্ণিত আছে, "বিনিময়ে তুমি কি তোমার স্ত্রীদের আমাকে দেবে?" সে জবাবে বলে, "কী ভাবে আমরা আমাদের স্ত্রীদের তোমাকে দেবো যেখানে তুমি মদিনার একজন অতিশয় কামার্ত ও অতীব সুগন্ধী প্রিয় ব্যক্তি।" সে বলে, "তাহলে, তুমি কী বিনিময়ে তোমার ছেলেদের আমাকে দেবে?"'

[4] 'হাররা হলো একটা জেলা যেখানে আছে কালো আগ্নেয়গিরিতুল্য পাথর এবং আল-উরায়িদ হলো মদিনার উপত্যকাগুলোর একটি'।

[5] **অনুরূপ বর্ণনা: কিতাব আল-তাবাকাত আল-কাবির – লেখক: মুহাম্মদ ইবনে সা'দ** (৭৮৪-৮৪৫ খৃষ্টাব্দ), অনুবাদ এস মইনুল হক, প্রকাশক কিতাব ভবন, নয়া দিল্লি, সাল ২০০৯ (3rd Reprint), ISBN 81-7151-127-9(set), ভলুউম ২, পার্ট - ১, পৃষ্ঠা ৩৫-৩৯

http://kitaabun.com/shopping3/product_info.php?products_id=4170

[6] **অনুরূপ বর্ণনা - "কিতাব আল-মাগাজি"- লেখক: আল-ওয়াকিদি (৭৪৮-৮২২)**

ed. Marsden Jones, লন্ডন ১৯৬৬, পৃষ্ঠা ১৮৪-১৯৩

http://en.wikipedia.org/wiki/Al-Waqidi

[7] **অনুরূপ বর্ণনা - সহি বুখারী: ভলুম ৫, বই নং ৫৯, হাদিস নং ৩৬৯**

Narrated Jabir bin 'Abdullah:

Allah's Apostle said, "Who is willing to kill Ka'b bin Al-Ashraf who has hurt Allah and His Apostle?"

Thereupon Muhammad bin Maslama got up saying, "O Allah's Apostle! Would you like that I kill him?" The Prophet said, "Yes,"

Muhammad bin Maslama said, **"Then allow me to say a (false) thing (i.e. to deceive Kab)". The Prophet said, "You may say it.---"**

http://hadithcollection.com/sahihbukhari/92--sp-608/5686-sahih-bukhari-volume-005-book-059-hadith-number-369.html

[8] **অনুরূপ বর্ণনা - সহি মুসলিম: বই নং ১৯, হাদিস নং ৪৪৩৬**

It has been narrated on the authority of Jabir that the Messenger of Allah (may peace be upon him) said: Who will kill Ka'b b. Ashraf? He has maligned Allah, the Exalted, and His Messenger.

Muhammad b. Maslama said: Messenger of Allah, do you wish that I should kill him? He said: Yes.

He said: **Permit me to talk (to him in the way I deem fit). He said: Talk (as you like).** So, Muhammad b. Maslama came to Ka'b and talked to him-"

http://hadithcollection.com/sahihmuslim/147-Sahih%20Muslim%20Book%2019.%20Jihad%20and%20Expedition/12665-sahih-muslim-book-019-hadith-number-4436.html

[9] **আল-তাবারীর অতিরিক্ত বর্ণনা:**

Ibid তারিক আল রসুল ওয়াল মুলুক – পৃষ্ঠা (Leiden) ১৩৭৪

Ibid আল-ওয়াকিদি পৃষ্ঠা ১৯৭

[10] **মুহাম্মদ ইবনে সা'দ এর অতিরিক্ত বর্ণনা:**

Ibid কিতাব আল-তাবাকাত আল-কাবির- পৃষ্ঠা ৩৭

৪৯: “ইহুদিদের হত্যা কর- যাকে পারো তাকেই!”

ত্রাস, হত্যা ও হামলার আদেশ- বাইশ



স্বঘোষিত আখেরি নবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর হুকুমে কাব বিন আল-আশরাফ নামক এক ইহুদি কবিকে মুহাম্মদ অনুসারীরা **প্রতারণার আশ্রয়ে** রাতের অন্ধকারে অমানুষিক নৃশংসতায় কীভাবে হত্যা করেছিলেন, তার বিশদ আলোচনা আগের পর্বে করা হয়েছে।

আদি ও বিশিষ্ট মুসলিম ঐতিহাসিকদেরই বর্ণনায় আমরা জানতে পারি যে, মুহাম্মদের প্রেরিত ঘাতকরা কাব বিন আশরাফকে খুন করার পর তাঁর কল্লাটি কেটে ফেলে। তারপর তারা সেই কাটা মুণ্ডুটি নিয়ে তাদের প্রিয় নবী মুহাম্মদের কাছে যখন ফেরত আসে, তখন মুহাম্মদ সকালের (ফজর) নামাজের জন্য দণ্ডায়মান।

ঘাতকরা মুহাম্মদ কে অভিবাদন জানান; তারপর, **তারা কাব বিন আশরাফের রক্তাক্ত ছিন্ন মস্তকটি নবীর সামনে নিক্ষেপ করেন এবং তাদের সফলতার বিবরণ পেশ করেন। তাঁর অনুসারীদের এই সফলতায় মুগ্ধ ও আনন্দিত দলপতি মুহাম্মদ মহান আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করেন!**

আদি ও বিশিষ্ট মুসলিম ঐতিহাসিকদের বর্ণনায় আমরা আরও জানতে পারি যে, এই বীভৎস নৃশংস ঘটনার পর মদিনার **ইহুদিদের মধ্যে আতংকের সৃষ্টি হয়** এবং মদিনায় এমন কোনো ইহুদি ছিলেন না, যিনি তাঁর জীবনের ভয়ে ভীত হননি!

অতঃপর মুহাম্মদ তাঁর অনুসারীদের উদ্দেশে **উন্মুক্ত ঘোষণা দেন**, **"হত্যা করো ইহুদিদের, যাকে পারো তাকেই।"** মুহাম্মদের আদেশে তাঁর অনুসারীরা মদিনার ইহুদিদের ওপর নির্বিচারে আক্রমণ চালায়।

মুহাম্মদ ইবনে ইশাকের (৭০৪-৭৬৮ সাল) বর্ণনায় ঘটনাটি ছিল নিম্নরূপ

মুহেইয়িসা ও হুয়েইয়িসার উপাখ্যান:

[ইবনে হুমায়েদ <সালামাহ হইতে <] ইবনে ইশাক হইতে বর্ণিত:

'এই গল্পটি আমাকে [ইবনে ইশাক] বলেছে বানু হারিথার এক মক্কেল <মুহেইয়িসার কন্যার কাছ থেকে < স্বয়ং মুহেইয়িসার কাছ থেকে।

আল্লাহর নবী বলেন, "হত্যা করো ইহুদিদের, যাকে পারো তাকেই।"

ফলে মুহেইয়িসা বিন মাসুদ ঝাঁপিয়ে পড়ে খুন করে ইবনে সুনেইনা (অথবা সুবেয়না) নামক এক ইহুদি ব্যবসায়ীকে। সে সামাজিক ও ব্যবসায়িক সূত্রে তাদের সাথে সম্পৃক্ত ছিল। [1]

তার বড় ভাই হুয়েইয়িসা তখনও মুসলমান হয়নি। যখন মুহেইয়িসা তাকে খুন করে, হুয়েইয়িসা তাকে মারধর শুরু করে ও বলে,

"তুই খোদার শত্রু, যার সম্পদে তোর পেটের চর্বি জমে, তাকেই কিনা তুই খুন করলি?"

জবাবে মুহেইয়িসা বলে,

"যে আমাকে বলেছে তাকে খুন করতে, সে যদি আমাকে বলতো তোমাকে খুন করতে, **তবে আমি তোমার কল্লাও কেটে ফেলতাম।"** সে [মুহেইয়িসা] বলে যে, এই পরিস্থিতিতেই হুয়েইয়িসার ইসলাম গ্রহণের প্রক্রিয়া শুরু হয়।

অন্যজন জবাবে বলে,

"হায় খোদা, যদি মুহাম্মদ তোকে হুকুম দিতো আমাকে খুন করার তাহলে তুই কি আমাকে ও খুন করতি?"

সে বলে, **"হ্যাঁ, আল্লাহর কসম, সে যদি আমাকে তোমার কল্লা কাটার হুকুম দিতো, তাহলে আমি তাইই করতাম।"**

সে [হুয়েইয়িসা] অবাক হয়ে বলে,

"হায় খোদা, যে ধর্ম তোর এমন পরিবর্তন আনতে পারে তা বিস্ময়কর (marvelous)!" এবং সে মুসলমানিত্ব বরণ করে।' [2][3]

ইসলামী ইতিহাসের ঊষালগ্ন থেকে আজ অবধি প্রায় প্রতিটি ইসলাম বিশ্বাসী প্রকৃত ইতিহাস জেনে বা না জেনে ইতিহাসের এ সকল অমানবিক অধ্যায়গুলো যাবতীয় চতুরতার মাধ্যমে বৈধতা দিয়ে এসেছেন। বিষয়গুলো অত্যন্ত স্পর্শকাতর বিধায় বাংলা অনুবাদের সাথে মূল ইংরেজি অনুবাদের অংশটিও সংযুক্ত করছি। - অনুবাদ, টাইটেল ও [**] যোগ - লেখক।]

The Narrative of Muhammad Ibne Ishaq (704-768 AD)

The affair of Muhayyisa and Huwayyisa:

'According to Ibn Humayd <Salamah <Muhammad b Ishaq:

I was told this story by a client of Banu Harithah <from the daughter of Muhayyisa <from Muhayyisa himself.

The apostle said, "Kill any Jew that falls into your power."

Thereupon Muhayyisa b Mas'ud leapt upon Ibn Sunayna (or Subayna), a Jewish merchant with whom they had social and business relations, and killed him. [1]

Huwayyisa was not a Muslim at the time though he was the elder brother. When Muhayyisa killed him Huwayyisa began to beat him, saying,

"You enemy of God, did you kill him when much of the fat on your belly comes from his wealth?"

Muhayyisa answered,

"Had the one who ordered me to kill him ordered me to kill you I would have cut your head off." He [Muhayyisa] said that this was the beginning of Huwayyisa's acceptance of Islam.

The other replied, “By God, if Muhammad had ordered you to kill me would you have killed me?”
He said, “Yes, by God, had he ordered me to cut off your head, I would have done so.”
He exclaimed, **“By God, a religion which can bring you to this is marvellous!” and he became a Muslim.**’ [2][3]

>>> মুহাম্মদ ইবনে ইশাকের এই বর্ণনায় যে বিষয়টি অত্যন্ত স্পষ্ট, তা হলো মুহেইয়িসা ও হুয়েইয়িসা নামের এই দুই ভাই ও **তাদের পরিবারের ভরণ-পোষণ চলতো** ইবনে সুনেইনা নামক এই ইহুদি ব্যবসায়ীর সম্পদের ওপর ভরসা করে। সম্ভবত, তারা এই ইহুদির দোকানে কাজ করে জীবিকা নির্বাহ করতো।
কাব বিন আশরাফকে নৃশংসভাবে খুন করার পর যখন ইহুদিরা মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীদের বিরুদ্ধে কোনো রকম প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা না নিয়ে ছিলেন ভীত সন্ত্রস্ত, তখন মুহাম্মদ তাঁর অনুসারীদের উদ্দেশে **উন্মুক্ত ঘোষণা দিয়েছিলেন** যে, তারা তাদের নাগালের মধ্যে যে ইহুদিকেই পাবে, তাকেই যেন হত্যা করে।
মুহাম্মদের এই আদেশে উদ্বুদ্ধ হয়ে হুয়েইয়িসা নামের এই মুহাম্মদ অনুসারী তার নিজ **পরিবারের ভরন-পোষণকারী এক নিরপরাধ ইহুদি ব্যবসায়ীকে নৃশংসভাবে খুন করে।**
ফলে এই খুনির **অমুসলিম বড় ভাই** প্রচণ্ড মর্মাহত হয়ে তার এই মুসলিম ছোট ভাইকে মারধর শুরু করলে খুনি গর্বভরে এই বলে ঘোষণা দেয় যে, এই নিরপরাধ ইহুদি মালিককে খুন করা তো কোনো বিষয়ই নয়! নবী যদি তার এই বড় ভাইয়ের কল্লা কাটারও হুকুম দিতো, তাহলে সে নির্দ্বিধায় তার বড় ভাইয়ের মুণ্ডুও কেটে ফেলতো।
তারপরেই মুহাম্মদ ইবনে ইশাকের বর্ণিত এই ঘটনাটির আসল চমকটি আমরা দেখতে পাই! আর তা হলো,

মুসলমান হওয়ার পর ছোট ভাইয়ের এই অভূতপূর্ব পরিবর্তনের পরিচয় পেয়ে মুগ্ধ বড় ভাই ঘোষণা দিলেন, "আহা! কী সুন্দর ধর্ম! যে ধর্মের অনুসারী হয়ে তোমার চরিত্রের এত সুন্দর পরিবর্তন হয়েছে, তা কতই না বিস্ময়কর!" এই বিস্ময়কর ধর্মের পরিচয় হাতে নাতে পেয়ে মুগ্ধ বড় ভাই মুসলমানিত্ব বরণ করেন--!

ক্ষণিক আগেই যে-অমুসলিম ভাইটি ছিলেন ন্যায় ও মানবতার প্রতীক এক মানব সন্তান, মৃত্যু-হুমকির বশবর্তী হয়ে তিনি মানুষ থেকে মুসলমান হতে বাধ্য হয়েছিলেন। নিঃসন্দেহে বড় ভাইয়ের মুসলমানিত্ব বরণের পেছনের কারণটি ছিল **"মৃত্যু-হুমকি।"**

পাঠকদের একটি বিষয় খুব মনোযোগের সঙ্গে খেয়াল করার অনুরোধ করছি। বদর যুদ্ধের পর মদিনায় এই যে একের পর এক সন্ত্রাসী হত্যাকাণ্ড মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীরা ঘটিয়ে চলেছেন, তা কোনো যুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতে সম্পন্ন হয়নি। মদিনায় তখন কোনো যুদ্ধ ছিল না।

এই মানুষগুলোর অপরাধ এই যে, তাঁরা মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীদের আক্রমণাত্মক নৃশংস কর্মকাণ্ডের **মৌখিক প্রতিবাদ** করেছিলেন! তাঁদের অপরাধ এই যে, বদর যুদ্ধে মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীরা তাঁদেরই একান্ত নিকটাত্মীয় ও বন্ধু-বান্ধবদের হত্যা করার পর অমানুষিক নৃশংসতায় একে একে বদরের এক নোংরা শুকনো গর্তে নিক্ষেপ করেছিলেন, এই লোকগুলো সেই **নিহত হতভাগ্য মানুষদের পরিবারের প্রতি সমবেদনা প্রকাশ** করেছিলেন!

তাঁদের অপরাধ এই যে, তাঁরা ছিলেন আদি মদিনাবাসী; তাঁদেরই এলাকায় পালিয়ে এসে মুহাম্মদ বিন আবদুল্লাহ নামের এক মক্কাবাসী কুরাইশ যখন তাঁরই নিজ এলাকাবাসী মানুষদের বাণিজ্য-ফেরত কাফেলার ওপর রাতের অন্ধকারে একের পর এক হামলা করে তাঁদের সর্বস্ব লুণ্ঠন, হত্যা ও সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড ঘটিয়ে চলেছেন, তখন তাঁরা তাঁদের **লেখনীর মাধ্যমে আদি মদিনাবাসীদের সাবধান ও উজ্জীবিত করার চেষ্টা করছিলেন,** যেন তারা মুহাম্মদের প্ররোচনায় বিভ্রান্ত হয়ে অনৈতিক কর্মকাণ্ডে অংশ না

নেয়। তাঁরা মুহাম্মদ কিংবা তাঁর অনুসারীদের ওপর কখনোই কোনো শারীরিক আঘাত করেননি।

বলা হয়, "অসীর চেয়ে মসী অনেক শক্তিশালী।" এই আপ্তবাক্যটি আর যেখানেই সত্য হোক না কেন, ইসলাম প্রচার ও প্রতিষ্ঠার পেছনে **অসী, নিষ্ঠুরতা, নৃশংসতা, সন্ত্রাস, প্রতারণা ও মিথ্যাচার-এর ভূমিকা** যে কত বিশাল, তা 'ত্রাস, হত্যা ও হামলার আদেশ' এর গত একুশটি পর্বে করা হয়েছে। পরবর্তী পর্বগুলোতে ও তা ধারাবাহিক ভাবে আলোচনা করা হবে।

তথ্যসূত্র ও পাদটীকা

[1] 'তার পুরা নাম ছিল মুহেইয়িসা বিন মাসুদ বিন কাব বিন আমির বিন আ'দি বিন মাযদাহ বিন হারিথা বিন আল-হারিথ বিন আল-খাজরায বিন আমর বিন মালিক আল-আউস'।

[2] "সিরাত রসুল আল্লাহ"- লেখক: ইবনে ইশাক (৭০৪-৭৬৮ খ্রিষ্টাব্দ), সম্পাদনা: ইবনে হিশাম (মৃত্যু ৮৩৩ খৃষ্টাব্দ), ইংরেজি অনুবাদ: A. GUILLAUME, অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, করাচী, ১৯৫৫, ISBN 0-19-636033-1, পৃষ্ঠা ৩৬৯

http://www.justislam.co.uk/images/Ibn%20Ishaq%20-%20Sirat%20Rasul%20Allah.pdf

[3] "তারিক আল রসুল ওয়াল মুলুক"- লেখক: আল-তাবারী (৮৩৮-৯২৩ খ্রিষ্টাব্দ), ভলুউম ৬, ইংরেজী অনুবাদ: W. Montogomery Watt and M.V. McDonald, নিউ ইয়র্ক ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯৮৮, ISBN 0-88706-706-9 [ISBN 0-88706-707-7 (pbk)], পৃষ্ঠা (Leiden) ১৩৭৩-১৩৭৪

৫০: আবু রাফিকে খুন- প্রতারণার আশ্রয়ে!

ত্রাস, হত্যা ও হামলার আদেশ– তেইশ

বদর যুদ্ধে অপ্রত্যাশিত সাফল্যের পর স্বঘোষিত আখেরি নবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর আদেশ ও অনুমোদনক্রমে তাঁর অনুসারীরা **পরিকল্পিতভাবে রাতের অন্ধকারে** অমানুষিক নৃশংসতায় কীভাবে অতি বৃদ্ধ ইহুদি কবি আবু আফাককে নৃশংসভাবে খুন; কোলের শিশুকে স্তন্যপান অবস্থায় কবি আসমা বিনতে মারওয়ান নামের পাঁচ সন্তানের এক জননীকে নৃশংসভাবে খুন; প্রতারণার আশ্রয়ে কাব বিন আল-আশরাফকে নৃশংসভাবে খুন; **তারপর মদিনার ইহুদী গোত্রের ওপর মুহাম্মদের উন্মুক্ত আক্রমণের আহ্বান** এবং মুহাম্মদের সেই উন্মুক্ত আদেশে উদ্বুদ্ধ হয়ে মুহেইয়িসা নামক এক মুহাম্মদ অনুসারী কী ভাবে ইবনে সুনেইনা নামক এক **সম্পূর্ণ নিরপরাধ** ইহুদি ব্যবসায়ীকে হত্যা করেছিলেন, তার আলোচনা গত চারটি পর্বে করা হয়েছে।

প্রতারণার আশ্রয়ে কাব বিন আল-আশরাফকে খুনের মতই মুহাম্মদ অনুসারীরা আবু রাফি নামক এক ইহুদিকে রাতের অন্ধকারে নৃশংসভাবে খুন করেন। এই খুনের ঘটনাটি ঠিক কখন সংঘটিত হয়েছিল, সে বিষয়ে আদি মুসলিম ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতপার্থক্য আছে। আল-তাবারীর বর্ণনা মতে এই ঘটনাটি সংঘটিত হয়েছিল কাব বিন আল-আশরাফের খুনের ঘটনার অল্প কিছুদিন পরেই (নভেম্বর-ডিসেম্বর, ৬২৪ সাল); মুহাম্মদ বিন উমর আল-ওয়াকিদি মতে হিজরতের চতুর্থ বর্ষে (মে-জুন, ৬২৬ সাল) এবং মুহাম্মদ ইবনে ইশাকের বর্ণনা মতে খন্দক যুদ্ধ ও বানু কুরাইজার গণহত্যাযজ্ঞ (ফেব্রুয়ারি-মার্চ, ৬২৭ সাল) সংঘটিত হওয়ার পর।

ঘটনাটি কখন সংঘটিত হয়েছিল এ ব্যাপারে মতভেদ থাকলেও মুহাম্মদ ইবনে ইশাক (৭০৪-৭৬৮ সাল), আল-তাবারী (৮৩৮-৯২৩ সাল), আল-ওয়াকিদি (৭৪৭-৮২৩ সাল), ইমাম বুখারী (৮১০-৮৭০ সাল) প্রমুখ ইসলাম-নিবেদিতপ্রাণ আদি উৎসের দিকপাল মুসলিম ঐতিহাসিকরা মুহাম্মদের আদেশ ও অনুমোদনক্রমে তাঁর অনুসারীরা আবু-রাফি নামক এই ইহুদিকে প্রতারণার আশ্রয়ে অমানুষিক নৃশংসতায় রাতের অন্ধকারে কীভাবে খুন করেছিলেন, তার উপাখ্যান অত্যন্ত প্রাঞ্জল ভাষায় তাঁদের নিজ নিজ গ্রন্থে বিভিন্নভাবে বর্ণনা করেছেন। তাঁদের বর্ণনায় ঘটনাটি ছিল নিম্নরূপ:

সাললাম ইবনে আবুল হুকায়েক (আবু রাফি) কে নৃশংসভাবে খুন

মুহাম্মদ ইবনে ইশাকের (৭০৪-৭৬৮ সাল) বর্ণনা:

'খন্দকের যুদ্ধ ও বানু কুরাইজার বিষয়টি সমাপ্ত হওয়ার পর যারা বিভিন্ন গোত্রকে আল্লাহর নবীর বিরুদ্ধে জড়ো করেছিল, তাদের বিষয়ে আলোচনা কালে সাললাম ইবনে আবুল হুকায়েকের বিষয়টি উঠে আসে; **লোকে তাকে চিনতো আবু রাফি নামে।** যেহেতু আউস গোত্রের লোকেরা ওহুদ যুদ্ধের আগে আল্লাহর নবীর সাথে শত্রুতা ও লোকজনদের তাঁর বিরুদ্ধে উত্তেজিত করার কারণে কাব বিন আশরাফকে খুন করেছিল, **খাযরায গোত্রের লোকেরা খাইবারে অবস্থানরত সাললামকে খুন করার অনুমতি চেয়ে আল্লাহর নবীর কাছে আবেদন করে এবং তিনি তা অনুমোদন করেন।** মুহাম্মদ বিন মুসলিম বিন শিহাব আল জুহরী < আবদুল্লাহ বিন কাব বিন মালিকের কাছ থেকে প্রাপ্ত তথ্য সাপেক্ষে আমাকে [ইবনে ইশাক] জানিয়েছেন:

যে সমস্ত সম্ভার আল্লাহ তার নবীকে প্রদান করেছিলেন, তার একটি হলো এই যে, এই দুই গোত্র, **আউস ও খাযরায**, একে অপরের সাথে মদ্দা ঘোড়ার মত প্রতিযোগিতা করতো:

যদি আউস গোত্রের লোকেরা নবীর সুবিধার্থে কোনো কিছু করতো, তবে খাযরায গোত্রের লোকেরা বলতো, "আল্লাহর নবীর দৃষ্টিতে ও ইসলামের সেবায় তারা আমাদের চেয়ে উচ্চতর মর্যাদা কখনও পেতে পারে না" এবং তারা ওদের মতই কিছু একটা না

করে স্বস্তি পেত না। **যদি** খাযরায গোত্রের লোকেরা সেরূপ কিছু করে, তবে আউস গোত্রের লোকেরা ও অনুরূপ ভাষা ব্যবহার করতো।

কাব বিন আশরাফের শত্রুতার কারণে যখন আউস গোত্রের লোকেরা তাকে খুন করেছিল, তখন খাযরায গোত্রের লোকেরা এমন ভাষা ব্যবহার করেছিল এবং নিজেদেরকে জিজ্ঞেস করেছিল, এমন কোনো ব্যক্তি কি আছে যে কাবের মতই আল্লাহর নবীর প্রতি শত্রুভাবাপন্ন? তখন তাদের খাইবারে অবস্থানরত সাললামের কথা মনে পড়ে এবং **তারা আল্লাহর নবীর কাছে সাললামকে খুন করার অনুমতি প্রার্থনা করে এবং তিনি তা অনুমোদন করেন**।

খাযরায গোত্রভুক্ত বানু সালিমার পাঁচ জন লোক তাঁর কাছে যায়: আবদুল্লাহ বিন আতিক; মাসুদ বিন সিনান; আবদুল্লাহ বিন উনায়েস; আবু কাতাদা আল-হারিথ বিন রিবি; এবং খুজায়ই বিন আসওয়াদ, যে ছিল আসলামের মিত্র।

তারা চলে যাবার পর **আল্লাহর নবী আবদুল্লাহ বিন আতিককে তাদের নেতা রূপে নির্ধারণ করেন** এবং তাদেরকে মহিলা ও শিশু হত্যা করতে নিষেধ করেন।

তারা খাইবারে পৌঁছার পর **রাত্রিকালে** সাললামার বাড়ীতে যায়, তার বাসস্থানের সমস্ত দরজা বন্ধ করে। সে ছিল ওপরের তলায়, যেখান থেকে একটা মই ঝুলছিল। তারা তা বয়ে ওপরে উঠে দরজা পর্যন্ত যায় এবং ঘরের ভেতরে প্রবেশের অনুমতি প্রার্থনা করে। তার স্ত্রী বাহিরে আসে ও জিজ্ঞেস করে, তারা কারা। **তারা তাকে বলে যে, তারা জোগান কাজের খোঁজে আসা আরব।** সে তাদেরকে বলে যে, তাদের প্রয়োজনের মানুষটি সেখানে আছে এবং তারা ভেতরে আসতে পারে।

(তারা জানিয়েছে), "আমরা ভেতরে ঢোকার পর তার সামনেই দরজার খিল লাগিয়ে দিই, যাতে তার ও আমাদের মাঝখানে অন্য কেউ আসতে না পারে। **তার স্ত্রী তীক্ষ্ণ চিৎকার দেয়** এবং তাকে [সাললাম] আমাদের খবর দিয়ে সতর্ক করে, তাই আমরা তলোয়ার নিয়ে দৌড়ে তার বিছানার কাছে যাই, কারণ সে ছিল বিছানায়। অন্ধকারে যে একমাত্র জিনিসটি আমাদের পথ দেখায়, তা হলো মিশরি কম্বলের মত তার শুভ্রতা।

যখন তার স্ত্রী তীক্ষ্ণ চিৎকার দিয়ে ওঠে, আমাদের এক সদস্য তাকে আঘাত করার জন্য তরবারি উঁচিয়ে ধরে; তারপর আল্লাহর নবীর দেয়া মহিলা ও শিশুকে হত্যা করার নিষেধাজ্ঞা মনে পড়ায় সে তার হাত নিচু করে; তা না হলে সেই রাত্রেই তার ভবলীলা সাঙ্গ হতো।

যখন আমরা আমাদের তলোয়ার দিয়ে তাকে কোপাচ্ছিলাম, আবদুল্লাহ বিন উনায়েস তার তলোয়ার তার পেটের মধ্যে ঢুকিয়ে চাপ দিতে থাকে যতক্ষণ না তা তাকে এফোঁড়-ওফোঁড় করে, যেমনটি সে বলেছিল কাতনি কাতনি - অর্থাৎ এটাই যথেষ্ট।

আমরা বাইরে ফিরে আসি। আবদুল্লাহ বিন আতিক চোখে কম দেখত, সে মই থেকে পড়ে যায় এবং তার বাহু (অথবা পা) মারাত্মকভাবে মচকে যায়, তাই আমরা তাকে বহন করে নিয়ে আসি, যতক্ষণ না আমরা তাদের এক পানির নালার কাছি আসি এবং তার মধ্যে ঢুকে পড়ি।

লোকজন বাতি জ্বালিয়ে সব দিক দিয়ে আমাদের খুঁজতে শুরু করে এবং আমাদেরকে পাওয়ার আশা ছেড়ে দেয়ার পর তারা তাদের মনিবের কাছে ফিরে যায় এবং তার চারিপাশ ঘিরে দাঁড়ায়, তখন সে মৃত্যুপথযাত্রী।

আল্লাহর শত্রু যে সত্যিই মারা গিয়েছে, তা কীভাবে নিশ্চিত হওয়া যায়, এ ব্যাপারে আমরা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করি। আমাদের মধ্যে একজন সেখানে গিয়ে দেখে আসার জন্য স্বেচ্ছাসেবক হতে রাজী হয়। তাই সে ফিরে যায় এবং লোকজনদের মধ্যে মিশে যায়।"

সে জানিয়েছে,

'আমি দেখলাম যে **তার স্ত্রী** এবং সাথে কিছু ইহুদি তার চারিপাশ ঘিরে আছে। তার হাতে ছিল একটা বাতি যার আলো তার মুখের ওপর পড়েছিল এবং সে তাদের কে বলছিল, "আল্লাহর কসম, আমি অবশ্যই আবদুল্লাহ বিন আতিকের কণ্ঠস্বর শুনেছি। তারপর আমি স্থির করি যে, আমি নিশ্চয়ই ভুল করছি এবং চিন্তা করি, 'ইবনে আতিক এ জায়গায় কীভাবে আসতে পারে?'" তারপর সে তার দিকে ঘুরে দাঁড়ায়, তার মুখের

দিকে চায়, এবং বলে, 'হায় খোদা, সে মারা গেছে!' আমি তার এই বাক্যের চেয়ে মধুর বাক্য জীবনে আর কখনো শুনি নাই।'

তারপর সে আমাদের কাছে ফিরে আসে ও আমাদের এই খবরটি জানায়। আমরা আমাদের সঙ্গীকে উঠিয়ে নিই এবং তাকে নিয়ে আল্লাহর নবীর কাছে আসি ও তাঁকে বলি যে আমরা আল্লাহর শত্রুকে খুন করেছি।

কে তাকে খুন করেছে, এ নিয়ে তাঁর সামনে আমরা নিজেদের মধ্যে তর্কাতর্কি শুরু করি, আমরা প্রত্যেকেই দাবি করে যে, কাজটি আমার।

আল্লাহর নবী আমাদের তলোয়ার তাঁকে দেখানোর জন্য হুকুম করেন এবং সেগুলো দেখার পর তিনি বলেন, "আবদুল্লাহ বিন উনায়েসের তলোয়ারেই সে খুন হয়েছে; আমি তাতে খাবারের কিছু আলামত দেখেছি। (আল-তাবারী, পৃ:-১৩৮১: আমি তাতে হাড়ের চিহ্ন দেখতে পেয়েছি)।"' [1][2]

ইমাম বুখারীর (৮১০-৮৭০ সাল) বর্ণনা:

সহি বুখারী: ভলিউম ৫, বই ৫৯, নম্বর ৩৭১

'আল-বারা বিন আজিব হইতে বর্ণিত:

আল্লাহর নবী আনসারদের মধ্য থেকে কিছু লোক ইহুদি আবু রাফিকে (হত্যার) জন্য পাঠান এবং আবদুল্লাহ বিন আতিককে তাঁদের দলনেতা রূপে নির্বাচন করেন।

আবু রাফি আল্লাহর নবীকে কষ্ট দিত এবং তাঁর শত্রুদের তাঁর বিরুদ্ধে সাহায্য করতো। হিজাজ ভূমিতে অবস্থিত এক দুর্গে সে বসবাস করতো।

সূর্যাস্তের পর যখন ঐ লোকগুলো (সেই দুর্গের) নিকটবর্তী হয় এবং অন্যান্য লোকেরা তাদের গবাদি পশু নিয়ে বাড়ী ফিরছিল। আবদুল্লাহ (বিন আতিক) তাঁর সহকারীদের উদ্দেশে বলেন, "তোমরা যেখানে আছো, সেখানেই বসে থাকো। আমি যাচ্ছি এবং আমি দারওয়ানের সাথে চাতুরী করার চেষ্টা করবো যাতে আমি (দুর্গের মধ্যে) ঢুকতে পারি।"

তারপর আবদুল্লাহ দুর্গের দিকে অগ্রসর হন এবং যখন তিনি গেটের নিকটবর্তী হন, তখন তিনি তার কাপড় দিয়ে শরীর ঢেকে এমন ভান করেন যে তিনি প্রকৃতির ডাকে

সাড়া দিচ্ছেন। সেখানের অধিবাসীরা ভেতরে প্রবেশ করে এবং দারওয়ান (আবদুল্লাহর ধারণা, লোকটি ছিল ঐ দুর্গের চাকরদের একজন) তাকে সম্বোধন করে বলে, "এই যে আল্লাহর দাস! যদি চান ভেতরে প্রবেশ করেন, কারণ আমি দরজা বন্ধ করতে চাচ্ছি।" আবদুল্লাহ তার বিবরণে যোগ করেন, "তাই আমি ভেতরে (দুর্গের) প্রবেশ করি এবং নিজেকে লুকিয়ে রাখি। যখন অধিবাসীরা ভেতরে ঢোকা শেষ করে, দারওয়ান দরজা বন্ধ করে এবং চাবিটি একটা নির্দিষ্ট কাঠের খোঁটায় ঝুলিয়ে রাখে। আমি উঠে দাঁড়াই ও চাবিটি নিয়ে নিই এবং দরজা খুলে ফেলি।

কিছু লোক আবু রাফির সাথে তার কক্ষে অনেক রাত্রি পর্যন্ত মনোজ্ঞ খোশ গল্পে মশগুল ছিল। যখন তার আপ্যায়িত রাতের অতিথিরা প্রস্থান করে, আমি তার নিকট আরোহণ করি এবং যখনই একটা দরজা খুলি, তখনই তা ভেতর থেকে বন্ধ করি। আমি নিজেকে নিজেই বলি, 'যদি লোকগুলো আমার উপস্থিতি টেরও পায়, তাকে খুন করার আগে তারা আমাকে ধরতে সক্ষম হবে না।'

তারপর আমি তার কাছে পৌঁছোই এবং দেখি যে, সে তার পরিবারের সাথে এক অন্ধকার বাড়িতে ঘুমাচ্ছে। সেই বাড়িতে আমি তার অবস্থান ঠাহর করতে পারি নাই। তাই আমি চিৎকার করি, **"এই আবু রাফি!'**

আবু রাফি বলে, "কে ওটা?"

আমি তার গলার আওয়াজ অনুসরণ করে তার কাছে আসি এবং তলোয়ার দিয়ে তাকে আঘাত করি, কিন্তু জটিলতার কারণে আমি তাকে খুন করতে ব্যর্থ হই।

সে উচ্চস্বরে চিৎকার করে, আমি বাড়ির বাইরে আসি ও কিছু সময় অপেক্ষা করি। তারপর আমি পুনরায় তার কাছে যাই এবং বলি, **"এই আবু রাফি, এটা কার গলার আওয়াজ?"**

সে বলে, "আমার বাড়িতে লোক ঢুকেছে এবং আমাকে তার তলোয়ার দিয়ে আঘাত করেছে!"

আমি তাকে আবার খুব জোরে আঘাত করি কিন্তু খুন করতে ব্যর্থ হই। তখন আমি তলোয়ারের চোখা আগাটা তার পেটের মধ্যে ঢুকিয়ে দিই (এবং ভিতরে চাপ দিতে থাকি) যতক্ষণ না তা তার পিঠে গিয়ে পৌঁছে, এবং আমি বুঝতে পারি যে, তাকে আমি খুন করেছি।

তারপর আমি একটা একটা করে দরজা খুলে সিঁড়ির কাছে আসি, সমতল মাটিতে পৌঁছেছি মনে করে আমি পা বাড়াই ও নিচে পড়ে যাই এবং চাঁদনি রাতে আমার পা টা ভেঙ্গে যায়। আমি আমার পাগড়ির কাপড় দিয়ে পা-টা বেঁধে ফেলি এবং দরজার কাছে গিয়ে বসে পড়ি ও নিজেকে বলি, **'আমি তাকে খুন করেছি কি না, নিশ্চিত না হয়ে বাইরে যাব না।'**

তারপর যখন (খুব সকালে) মোরগ ডাকে, দুর্ঘটনা কবলিত লোকেরা দেয়ালের কাছে দাঁড়িয়ে ঘোষণা দেয়, 'আমি আবু রাফির মৃত্যু সংবাদ ঘোষণা করছি, তিনি ছিলেন হিজাজের এক ব্যবসায়ী'। তখন আমি আমার অনুসারীদের কাছে যাই এবং বলি, 'এসো আমরা নিজেদের রক্ষা করি, **কারণ আল্লাহ আবু রাফিকে খুন করেছে।'**

তারপর আমি (আমার সহযোগীদের সঙ্গে নিয়ে) আল্লাহর নবীর কাছে আসি এবং তাঁকে সমস্ত বৃত্তান্ত খুলে বলি।

তিনি বলেন, 'তোমার (ভাঙা) পা টা প্রসারিত করে দাও।'

আমি তা প্রসারিত করি এবং তিনি তা মালিশ করেন ও তা এমন ভাবে ঠিক হয়ে যায় যে, আমার মনে হয়, আমি কখনোই কোনোরূপ অসুস্থ হইনি।"' [3] [4]

অন্য আর এক উৎসের রেফারেন্সে আল-তাবারীর (৮৩৮-৯২৩ সাল) অতিরিক্ত বর্ণনা:

'মুসা বিন আব্দুর রাহমান আল-মুসরুকি ও আব্বাস বিন আবদুল আজিম আন-আনবারি < জাফর বিন আউন < ইবরাহিম বিন ইসমাইল < ইবরাহিম বিন আব্দুর রাহমান বিন কাব বিন মালিক < তাঁর পিতা < তাঁর মাতা, যিনি ছিলেন আবদুল্লাহ বিন উনায়েসের কন্যা < আবদুল্লাহ বিন উনায়েস হইতে বর্ণিত:

আল্লাহর নবী আবি আল-হুকায়েক [আবু রাফি]-কে খুন করার জন্য যে-সঙ্গীদল পাঠিয়েছিলেন, তারা হলেন আবদুল্লাহ বিন আতিক, আবদুল্লাহ বিন উনায়েস, আবু কাতাদা, তাদের মিত্রদের একজন এবং একজন আনসার। তাঁরা রাত্রিকালে খাইবারে পৌঁছান।

আবদুল্লাহ বিন উনায়েস জানিয়েছেন,

"আমরা তাদের দরজার কাছে যাই, বাইরে থেকে দরজা বন্ধ করি এবং চাবিটি নিয়ে নিই, যাতে তারা ভেতরে তালাবন্ধ থাকে। তারপর আমরা চাবিটা সেচ খালের মধ্যে নিক্ষেপ করি এবং ওপর তালার ঘরে যেখানে ইবনে আবি হুকায়েক শয়ন করছিল, সেখানে যাই। আবদুল্লাহ বিন আতিক ও আমি সেখানে যাই আর আমাদের বাকি সঙ্গীরা দেয়ালের পাশে বসে থাকে।

যখন আবদুল্লাহ বিন আতিক ঘরের ভেতরে প্রবেশের অনুমতি চায়, তখন ইবনে আবি হুকায়েকের স্ত্রী বলে, 'এটি আবদুল্লাহ বিন আতিকের কণ্ঠস্বর'।

ইবনে আবি হুকায়েক বলে, 'তোমাকে কি মা মরা শোকে পেয়েছে! আবদুল্লাহ বিন আতিক থাকে মদিনায়। কীভাবে সে এই সময়ে তোমার কাছে থাকবে? দরজাটা খোল! **কোনো সম্মানিত মানুষই এই অসময়ে কোনো অতিথিকে তার দরজা থেকে বিদায় করে না।'**

তাই তার স্ত্রী উঠে আসে ও দরজা খুলে দেয় এবং আমিও আবদুল্লাহ ইবনে আল হুকায়েকের ঘরে ঢুকি।

আবদুল্লাহ বিন আতিক বলে, 'তুমি তার স্ত্রীকে সামলাও।'

আমি খাপ থকে তলোয়ার খুলে তা দিয়ে তাকে আঘাত করতে উদ্যত হই, কিন্তু সে সময় আল্লাহর নবীর হুকুম মহিলা ও শিশুদের হত্যা না করার নির্দেশের কথা আমার মনে পড়ে এবং আমি বিরত হই।

আবদুল্লাহ বিন আতিক গিয়েছিল ইবনে আল হুকায়েকের কাছে। সে জানিয়েছে,

'আমি তার দিকে নজর দিই। ওপরের অন্ধকার ঘরে তার চামড়ার চরম শুভ্রতা আমার নজরে আসে। **যখন সে আমাকে ও আমার তলোয়ারটিকে দেখতে পায়, সে একটি বালিশ আঁকড়ে ধরে তা দিয়ে আমাকে প্রতিরোধ করার চেষ্টা করে। আমি তাকে তলোয়ারের আঘাত হানার চেষ্টা করে ব্যর্থ হই, তাই তার পরিবর্তে আমি তা দিয়ে তাকে বিদ্ধ করি।**

তারপর আবদুল্লাহ বিন উনায়েস এসে আমার সঙ্গে যোগ দেয় এবং বলে,

'আমি কি তাকে খুন করবো?' আমি বলি, 'হ্যাঁ।" তারপর সে তাকে সাবাড় করে। ---"[5]

[ইসলামী ইতিহাসের ঊষালগ্ন থেকে আজ অবধি প্রায় প্রতিটি ইসলাম বিশ্বাসী প্রকৃত ইতিহাস জেনে বা না জেনে ইতিহাসের এ সকল অমানবিক অধ্যায়গুলো যাবতীয় চতুরতার মাধ্যমে বৈধতা দিয়ে এসেছেন। বিষয়গুলো অত্যন্ত স্পর্শকাতর বিধায় বাংলা অনুবাদের সাথে মূল ইংরেজি অনুবাদের অংশটিও সংযুক্ত করছি। - অনুবাদ, টাইটেল ও [**] যোগ - লেখক।]

The Killing of Sallam Ibn Abu'l-Huqayq (Abu Rafi)

The narrative of Muhammad Ibne Ishaq (704-768 AD):

'When the fight at the trench and the affair of the B. Qurayza were over, the matter of Sallam b. Abu'l-Huqayq known as Abu Rafi` came up in connexion with those who had collected the mixed tribes together against the apostle. Now Aus had killed Ka`b b. al-Ashraf before Uhud because of his enmity towards the apostle and because he instigated men against him, **so Khazraj asked and obtained the apostle's permission to kill Sallam who was in Khaybar.**

Muhammad b. Muslim b. Shihab al-Zuhri from `Abdullah b. Ka`b b. Malik told me: One of the things which God did for His apostle was that these two tribes of the Ansar, Aus and Khazraj, competed the

one with the other like two stallions: if Aus did anything to the apostle's advantage Khazraj would say, "They shall not have this superiority over us in the apostle's eyes and in Islam" and they would not rest until they could do something similar. If Khazraj did anything Aus would say the same.

When Aus had killed Ka'b for his enmity towards the apostle, Khazraj used these words and asked themselves what man was as hostile to the apostle as Ka'b? And then they remembered Sallam, who was in Khaybar and asked and obtained the apostle's permission to kill him. Five men of B.Salima of Khazraj went to him: 'Abdullah b.`Atik; Mas`ud b. Sinan; `Abdullah b. Unays; Abu Qatada al-Harith b. Rib'i; and Khuza`i b. Aswad, an ally from Aslam. As they left, the apostle appointed `Abdullah b.`Atik as their leader, and he forbade them to kill women or children.

When they got to Khaybar they went to Sallam's house by night, having locked every door in the settlement on the inhabitants. Now he was in an upper chamber of his to which a ladder led up. They mounted this until they came to the door and asked to be allowed to come in. His wife came out and asked who they were and they told her that they were Arabs in search of supplies. She told them that their man was here and that they could come in.

When we entered we bolted the door of the room on her and ourselves fearing lest something should come between us and him. His wife shrieked and warned him of us, so we ran at him with

our swords as he was on his bed. The only thing that guided us in the darkness of the night was his whiteness like an Egyptian blanket. When his wife shrieked one of our number would lift his sword against her; then he would remember the apostle's ban on killing women and withdraw his hand; but for that we would have made an end of her that night.

When we had smitten him with our swords `Abdullah b. Unays bore down with his sword into his belly until it went right through him, as he was saying Qatni, qatni, i.e. it's enough.

We went out. Now `Abdullah b.`Atik had poor sight, and fell from the ladder and sprained his arm (or his leg) severely, so we carried him until we brought him to one of their water channels and went into it. The people lit lamps and went in search of us in all directions until, despairing of finding us, they returned to their master and gathered round him as he was dying.

We asked each other how we could know that the enemy of God was dead, and one of us volunteered to go and see; so off he went and mingled with the people. He said, "I found his wife and some Jews gathered round him. She had a lamp in her hand and was peering into his face and saying to them 'By God, I certainly heard the voice of `Abdullah b.`Atik. Then I decided I must be wrong and thought, "How can Ibn`Atik be in this country?"'

Then she turned towards him, looking into his face, and said, 'By the God of the Jews he is dead!' Never have I heard sweeter words than those."

Then he came to us and told us the news, and we picked up our companion and took him to the apostle and told him that we had killed God's enemy. We disputed before him as to who had killed him, each of us laying claim to the deed.

The apostle demanded to see our swords and when he looked at them he said, "It is the sword of `Abdullah b. Unays that killed him; I can see traces of food on it. (Al-Tabari, page 1381: 'I can see marks left by bones on it')". [1][2]

The narrative of Imam Bukhari (810-870 AD):

Sahi Bukhari: volume 5, Book 59, number 371

'Narrated By Al-Bara bin Azib: Allah's Apostle sent some men from the Ansar to ((kill) Abu Rafi, the Jew, and appointed 'Abdullah bin Atik as their leader. Abu Rafi used to hurt Allah's Apostle and help his enemies against him. He lived in his castle in the land of Hijaz. When those men approached (the castle) after the sun had set and the people had brought back their livestock to their homes. Abdullah (bin Atik) said to his companions, "Sit down at your places. I am going, and I will try to play a trick on the gate-keeper so that I may enter (the castle)." So 'Abdullah proceeded towards the castle, and when he approached the gate, he covered himself with his clothes, pretending to answer the call of nature. The people had gone in,

and the gate-keeper (considered 'Abdullah as one of the castle's servants) addressing him saying, "O Allah's Servant! Enter if you wish, for I want to close the gate." 'Abdullah added in his story, "So I went in (the castle) and hid myself. When the people got inside, the gate-keeper closed the gate and hung the keys on a fixed wooden peg. I got up and took the keys and opened the gate. Some people were staying late at night with Abu Rafi for a pleasant night chat in a room of his. When his companions of nightly entertainment went away, I ascended to him, and whenever I opened a door, I closed it from inside. I said to myself, 'Should these people discover my presence, they will not be able to catch me till I have killed him.' So I reached him and found him sleeping in a dark house amidst his family, I could not recognize his location in the house. So I shouted, 'O Abu Rafi!' Abu Rafi said, 'Who is it?' I proceeded towards the source of the voice and hit him with the sword, and because of my perplexity, I could not kill him. He cried loudly, and I came out of the house and waited for a while, and then went to him again and said, 'What is this voice, O Abu Rafi?' He said, 'Woe to your mother! A man in my house has hit me with a sword! I again hit him severely but I did not kill him. Then I drove the point of the sword into his belly (and pressed it through) till it touched his back, and I realized that I have killed him. I then opened the doors one by one till I reached the staircase, and thinking that I had reached the ground, I stepped out and fell down and got my leg broken in a moonlit

night. I tied my leg with a turban and proceeded on till I sat at the gate, and said, 'I will not go out tonight till I know that I have killed him.' So, when (early in the morning) the cock crowed, the announcer of the casualty stood on the wall saying, 'I announce the death of Abu Rafi, the merchant of Hijaz. Thereupon I went to my companions and said, 'Let us save ourselves, for Allah has killed Abu Rafi,' So I (along with my companions proceeded and) went to the Prophet and described the whole story to him. "He said, 'Stretch out your (broken) leg. I stretched it out and he rubbed it and it became All right as if I had never had any ailment whatsoever."' [3][4]

Another narrative of Al-Tabari (839-923 AD):

'According to Musa b. Abd al-Rahman al-Musruqi and Abbas b. Abd al-Azim an-Anbari <Jafar b. Awn <Ibrahim b. Ismail < Ibrahim b. Abd al-Rahman b. Ka'b b. Malik <his father <his mother, the daughter of Abd Allah b. Unays < Abd Allah b. Unays:

The company whom the Messenger of God sent to Ibne Abi al-Huqayk to kill him comprised Abd Allah b. Atik, Abd Allah b. Unays, Abu Qatadah, one of their confederates and a man of the Ansar. They reached Khaybar at night.

Abd Allah b. Unays said,

'We went to their doors, shut them from the outside, and took the keys, so that they were locked in. Then we threw the keys into an irrigation ditch and went to the upper room where Ibn Abi al-

Huqyak was lying. Abd All b. Atik and I went up there while our companions sat down by the wall.

Abd Allah b. Atik asked permission to enter, and then Ibn Abi al-Huqayq's wife said, "That is Abd Allah b. Atik's voice".

Ibn Abi al-Huqayq said, "May your mother be bereaved of you! Abd Allah b. Atik is in Yathrib. How could he be with you at this hour? Open the door! **No honourable man turns vistors from his door at such an hour."** So she got up and opened the door and I and Abd Allah went in to Ibn al-Huqayq.

Abd Allah b. Atik said,

"You take care of her!" So I unsheathed my sword against her and I was going to strike her with it, but I remembered that the Messenger of God had forbidden the killing of women and children, and I desisted.

Abd Allah b. Atik went up to Ibn al-Huqayq. "I looked at him", he said, "At the extreme whiteness of his skin in a dark upper room. **And when he saw me and saw the sword, he took the pillow and tried to fend me off with it. I made to strike him, but was unable to do so, and instead pierced him with it.**

Then Abd Allah b. Unays came out to join me and said, '**Shall I kill him?' I said, 'Yes'. So he went in and finished him off.** -------'. [5]

>>> বরাবরের মতই মুহাম্মদের আদেশে তাঁর অনুসারী ঘাতকরা রাতের অন্ধকারে নিরস্ত্র মানুষকে কীরূপে অমানুষিক নৃশংসতায় খুন করেছিলেন তার **সু-নির্দিষ্ট প্রাণবন্ত বর্ণনা!**

বরাবরে মতই আবু রাফি নামক এই লোকটি মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীদের কাউকেই **কোনোরূপ শারীরিক আঘাত** করেছিলেন, এমন ইতিহাস কোথাও নেই।

তথ্যসূত্র ও পাদটীকা

[1] *সিরাত রসুল আল্লাহ"- লেখক: ইবনে ইশাক (৭০৪-৭৬৮ খৃষ্টাব্দ), সম্পাদনা: ইবনে হিশাম (মৃত্যু ৮৩৩ খৃষ্টাব্দ), ইংরেজি অনুবাদ: A. GUILLAUME, অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, করাচী, ১৯৫৫, ISBN 0-19-636033-1,* পৃষ্ঠা ৪৮২-৪৮৩

http://www.justislam.co.uk/images/Ibn%20Ishaq%20-%20Sirat%20Rasul%20Allah.pdf

[2] অনুরূপ বর্ণনা: **"তারিক আল রসুল ওয়াল মুলুক"- লেখক: আল-তাবারী (৮৩৮-৯২৩ খৃষ্টাব্দ),** ভলুউম ৭, ইংরেজী অনুবাদ: W. Montogomery Watt and M.V. McDonald, নিউ ইয়র্ক ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯৮৭, ISBN 0-88706-344-6 [ISBN 0-88706-345-4 (pbk)], পৃষ্ঠা (Leiden)–১৩৭৮ -১৩৮১; ১৩৭৫-১৩৮৪

http://books.google.com/books?id=efOFhaeNhAwC&printsec=frontcover&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false

[3] **সহি বুখারী: ভলিউম ৫, বই ৫৯, নম্বর ৩৭১**

http://hadithcollection.com/sahihbukhari/92--sp-608/5684-sahih-bukhari-volume-005-book-059-hadith-number-371.html

অনুরূপ হাদিস:

সহি বুখারী: ভলিউম ৪, বই ৫২, নম্বর ২৬৪

সহি বুখারী: ভলিউম ৫, বই ৫৯, নম্বর ৩৭০, ৩৭২

[4] **অনুরূপ বর্ণনা: Ibid- আল-তাবারী, পৃষ্ঠা (Leiden) ১৩৭৫-১৩৭৮**

"According to Harun b, Ishaq al-Hamdani < Musab bin Miqdam <Isra'il < Abu Ishaq <al-Bara ---."

[5] **অন্য আর এক উৎসের রেফারেন্সে আল-তাবারীর অতিরিক্ত বর্ণনা:**

৫১: বনি কেইনুকা গোত্রকে উচ্ছেদ ও তাঁদের সম্পত্তি লুট!

ত্রাস, হত্যা ও হামলার আদেশ– চব্বিশ

বদর যুদ্ধের অপ্রত্যাশিত সাফল্যের পর স্বঘোষিত আখেরি নবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) ক্রমান্বয়ে আরও বেশি নৃশংস হয়ে ওঠেন। তিনি তাঁর মতবাদ ও কর্মের কটাক্ষকারী ও সমালোচনাকারী বেশ কিছু আদি মদিনাবাসী ইহুদিকে হত্যার আদেশ জারি করেন। তাঁর অনুসারী ঘাতকরা রাতের অন্ধকারে অমানুষিক নৃশংসতায় সেই মানুষগুলোকে কীভাবে হত্যা করেছিলেন তার বিশদ আলোচনা গত পাঁচটি পর্বে করা হয়েছে।

এই লোকগুলোর একমাত্র অপরাধ ছিলো এই যে, তাঁরা মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীদের সন্ত্রাসী আক্রমণাত্মক আগ্রাসী কর্মকাণ্ডের মৌখিক প্রতিবাদ ও জনমত গঠনের চেষ্টা করেছিলেন। **তাঁদের কটাক্ষ, প্রতিবাদ, সমালোচনা ও প্রচেষ্টা ছিল অ-হিংস। তাঁদের কেউই মুহাম্মদ কিংবা তাঁর অনুসারীদের কখনোই কোনোরূপ শারীরিক আঘাত করেননি।**

মদিনাবাসী ইহুদিরা যখন সংঘবদ্ধভাবে মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীদের বিরুদ্ধে কোনোরূপ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা না নিয়ে ছিলেন উৎকণ্ঠিত ও ভীত সন্ত্রস্ত, তখন মুহাম্মদ মদিনায় তাঁদের বিরুদ্ধে কঠোর আক্রমণাত্মক আগ্রাসী প্রচারণা শুরু করেন। বরাবরের মতই তিনি তাঁর আবিষ্কৃত আল্লাহর নামে ইহুদিদের হুমকি, শাসানী, ভীতি প্রদর্শন করা শুরু করেন। মদিনায় শক্তিমান মুহাম্মদের এই সকল হুমকি, শাসানী ও ভীতি প্রদর্শন মক্কায় অবস্থানকালীন দুর্বল মুহাম্মদের ঐশ্বরিক **মৃত্যু-পরবর্তী শাস্তি কিংবা পরোক্ষ হুমকি**, শাসানী, ভীতি প্রদর্শনের মত ছিল না (পর্ব-২৬)।

এখন তিনি শক্তিমান! তাঁর বিরুদ্ধবাদীদের শায়েস্তা করার ক্ষমতা তিনি অর্জন করেছেন! তিনি মদিনার ইহুদিদের স্পষ্ট জানিয়ে দেন যে, যদি তাঁরা তাঁকে নবী হিসাবে গ্রহণ করে তাঁর বশ্যতা স্বীকার করতে রাজী না হয়, **তবে তিনি তাঁদেরকে ভিটেমাটি থেকে বিতাড়িত করবেন।** মদিনায় যে ইহুদি গোত্রটি তাঁর এই নৃশংসতার প্রথম বলী হন, সেই ইহুদি গোত্রের নাম "বনি কেইনুকা"।

বনি কেইনুকা গোত্রকে ভিটে-মাটি থেকে উৎখাত ও তাঁদের সমস্ত সম্পত্তি লুট:

নিবেদিতপ্রাণ বিশিষ্ট ও আদি মুসলিম ঐতিহাসিকদের বর্ণনামতে ঘটনাটি ঘটেছিল বদর যুদ্ধের পর পরই। হিজরতের দ্বিতীয় বর্ষে। তারিখটি ছিল মার্চ ২৭, ৬২৪ সাল। কুরাইশদের বিরুদ্ধে মুহাম্মদের প্রথম সরাসরি যুদ্ধের (বদর যুদ্ধ) সাফল্যে উল্লাসিত মুহাম্মদ। **ইতিপূর্বে** আহলে কিতাবদের (ইহুদি ও খ্রিষ্টান) প্রতি মুহাম্মদের বাণী পৌত্তলিক কুরাইশদের তুলনায় ছিল সংবেদনশীল। **তিনি আশা করেছিলেন** যে, ইহুদি ও খ্রিষ্টান সম্প্রদায় তাঁকে নবী হিসাবে মেনে নিয়ে তাঁর বশ্যতা স্বিকার করে নেবেন! **বিফলতায়,** তাঁর শক্তি বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মদিনায় ইহুদিদের প্রতি তাঁর বাণী ক্রমান্বয়েই হচ্ছে কঠোর ও সাংঘর্ষিক।

ইমাম বুখারীর (৮১০-৮৭০ সাল) বর্ণনা:

সহি বুখারি: ভলিউম ৪, বই ৫৩, নম্বর ৩৯২:

‘আবু হুরাইরা হতে বর্ণিত: আমরা মসজিদে অবস্থানকালে আল্লাহর নবী আমাদের কাছে এলেন এবং বললেন, “চলো আমরা ইহুদিদের কাছে যাই।” আমরা বের হলাম এবং বাইত-উল-মিদরাছে পৌঁছলাম। **তিনি তাদেরকে বললেন,**

'যদি তোমরা ইসলাম গ্রহণ করো, তাহলে তোমরা নিরাপদ। তোমাদের জানা উচিত যে, এই ভূমির মালিক আল্লাহ এবং তার রসুল। আমি তোমাদেরকে এই ভূমি থেকে বিতাড়িত করবো।

সুতরাং, যদি তোমাদের কেউ কোনো সম্পত্তির মালিক হও, তা বিক্রি করার অনুমতি তোমাদের দেয়া হলো। নয়তো জেনে রাখো এই ভূমির মালিক আল্লাহ ও তার রসুল।" [1]

>>> **এই ঘটনার অল্প কিছুদিন পরে** ইহুদি বনি কেইনুকা গোত্রের সমস্ত লোককে মুহাম্মদ কীভাবে তাঁদের শত শত বছরের পৈত্রিক ভিটে-মাটি ও বসত-বাড়ি থেকে চিরতরে বিতাড়িত করেছিলেন, তাঁদের স্থাবর ও অস্থাবর সমস্ত সম্পত্তি লুট (গনিমতের মাল) করেছিলেন, তার বিশদ বিবরণ আদি ও বিশিষ্ট মুসলিম ঐতিহাসিকরা লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন। সেই বর্ণনাগুলো হলো নিম্নরূপ: [2][3][4][5]

মুহাম্মদ ইবনে ইশাকের (৭০৪-৭৬৮ খৃষ্টাব্দ) বর্ণনা:

'আল্লাহর নবী তাদেরকে বাজারের নিকট একত্রিত করেন এবং তাঁদের উদ্দেশ্যে যে ঘোষণাটি দেন, তা ছিল নিম্নরূপ:

"হে ইহুদীরা, সতর্ক হও এবং মুসলমানিত্ব বরণ কর, নতুবা আল্লাহ কুরাইশদের মত তোমাদের ওপরও প্রতিশোধ নেবেন। আমি যে আল্লাহ প্রেরিত নবী, তা তোমরা অবগত আছো। তোমাদের ধর্মগ্রন্থ এবং আল্লাহর প্রতি তোমাদের প্রতিশ্রুতি পত্রে তার উল্লেখ আছে।"

তারা উত্তর করলো, "হে মুহাম্মদ, প্রতীয়মান হচ্ছে যে, তুমি আমাদেরকে তোমার অনুসারীদের মতই বিবেচনা করছো। বিভ্রান্ত হয়ো না, তুমি যাদের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত ছিলে, তারা ছিল যুদ্ধে অজ্ঞ। তাই জিততে পেরেছ। খোদা সাক্ষী, যদি আমরা তোমার সাথে যুদ্ধে অবতীর্ণ হই, তাহলেই বুঝবে যে, আমরা কত শক্তিশালী।"

তখন তাদের উদ্দেশ্যে নাজিল হলো এই আয়াতটি:

৩:১২-১৩ – "কাফেরদিগকে বলে দিন, **খুব শিগগীরই তোমরা পরাভূত হয়ে দোযখের দিকে হাঁকিয়ে নীত হবে - সেটা কতই না নিকৃষ্টতম অবস্থান।** নিশ্চয়ই দুটো দলের মোকাবিলার (বদর যুদ্ধে কুরাইশ ও মুসলিম দল) মধ্যে তোমাদের জন্য নিদর্শন ছিল। একটি দল আল্লাহর রাহে যুদ্ধ করে। আর অপর দল ছিল কাফেরদের এরা স্বচক্ষে

তাদেরকে দ্বিগুণ দেখছিল। আর আল্লাহ যাকে নিজের সাহায্যের মাধ্যমে শক্তি দান করেন। এরই মধ্যে শিক্ষণীয় রয়েছে দৃষ্টি সম্পন্নদের জন্য।" [6]

এর কিছুদিন পরেই বনি কেউনুকার ঘটনাটি যেভাবে সংঘটিত হলো:

'এক আরব মহিলা কিছু মালামাল বনি কেউনুকা গোত্রের বাজারে এনে বিক্রি করছিল। **সে যখন এক স্বর্ণকারের দোকানের সামনে বসেছিল তখন লোকজন তাকে তার আচ্ছাদিত মুখমণ্ডল অনাবৃত করার আহ্বান করলে মহিলাটি তা করতে অসম্মতি জানায়** ('--but she refused')।

সে অবস্থায় **স্বর্ণকারটি** চুপিসারে তার ঘাগরার কিনারাটি তার পিঠের পিছনে বেঁধে রাখে এবং মহিলাটি দাঁড়ানোর সময় অসংযতরূপে অনাবৃত হয়ে পরে। তাই দেখে তারা হাসাহাসি শুরু করে।

মহিলাটি উচ্চস্বরে চিৎকার করে উঠলে একজন মুসলমান তৎক্ষণাৎ সেই ইহুদী স্বর্ণকারটির ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে আক্রমণ করে এবং খুন করে। এই ঘটনায় অন্যান্য ইহুদীরা সেই মুসলিম হত্যাকারীর ওপর আক্রমণ চালায় এবং তাকে হত্যা করে।

(মৃত) মুসলিমটির পরিবার ইহুদিদের বিরুদ্ধে অন্যান্য মুসলমানদের সাহায্য কামনা করে। মুসলামানরা উত্তেজিত হয়ে পড়ে এবং বনি কেউনুকা ও মুসলমানদের মধ্যে কোন্দলের সৃষ্টি হয়।

বনি কেউনুকা গোত্রটি নিঃশর্তভাবে আত্মসমর্পণ করার পূর্ব পর্যন্ত আল্লাহর নবী তাদেরকে চারিদিক থেকে অবরোধ করে রাখেন।

এমতাবস্থায় আবদুল্লাহ বিন উবাই বিন সালুল (খাযরাজ গোত্রের) মুহাম্মদের কাছে আসে এবং বলে:

"হে মুহাম্মদ আমার লোকদের (বনি কেউনুকা তখন খাযরাজ গোত্রের মিত্র ছিল) প্রতি সদয় হোন।"

কিন্তু নবী তার কথায় কর্ণপাত করেন না। সে আবারও নবীকে একই অনুরোধ করলে নবী যখন মুখ ঘুরিয়ে নেন, তখন সে তার হাত দিয়ে নবীর জামার কলার চেপে ধরলে নবী এতটায় রাগান্বিত হন যে, তাঁর মুখমণ্ডল প্রায় কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করে।

নবী বলেন, "তোমার ব্যবহারে আমি হতবাক, আমাকে যেতে দাও।"

আবদুল্লাহ বিন উবাই জবাবে বলে,

"না! আল্লাহর কসম, **আমি আপনাকে যেতে দেব না, যে পর্যন্ত না** আপনি আমার লোকদের প্রতি অনুগ্রহ ও সুবিচার না করবেন।

এই নিরস্ত্র চার শত এবং অস্ত্রসজ্জিত আরও তিন শত মানুষ, যারা আমাকে যাবতীয় শত্রুর বিরুদ্ধে সুরক্ষা দিয়েছে, তাদেরকে আপনি এক সকালের মধ্যেই খুন করবেন?

আল্লাহর কসম! তাহলে আমিও বলে রাখি, আমার আশংকা পরিস্থিতি অন্যরূপ হতে পারে।"

নবী বলেন, "তারা তোমার।"

আল্লাহর নবী তাদেরকে তাদের ভিটে-মাটি থেকে বিতাড়িত করার হুকুম জারি করেন। আল্লাহপাক বনি কেউনুকা গোত্রের কাছ থেকে লুণ্ঠিত সমস্ত সম্পদ (Booty) নবী ও তাঁর অনুসারীদের করায়ত্ব করালেন।

বনি কেউনুকা গোত্রের লোকেরা কোনো জমি-জমার মালিক ছিল না। কারণ, তারা ছিল স্বর্ণ ব্যবসায়ী। আল্লাহর নবী তাদের বহু অস্ত্র-শস্ত্র, উপার্জিত অর্থ এবং ব্যবসাসামগ্রী হস্তগত করেন। যে ব্যক্তি তাদের বিতাড়িত করার দায়িত্বে ছিল, তার নাম 'উবাইদা বিন আল সামিত'---।

আল্লাহর নবী দলপতির অধিকার বলে সেই লুণ্ঠিত সম্পত্তির এক-পঞ্চমাংশ হিস্যা প্রথমেই গ্রহণ করেন ["সাফি" - সর্বপ্রথমে দলপতির হিস্যা বাছাইয়ের অধিকার)]; তারপর বাকি চার-পঞ্চমাংশ বিতরণ করেন তাঁর অনুসারীদের মধ্যে।

আল তাবারীর (৮৩৯-৯২৩ সাল) অতিরিক্ত বর্ণনা:

আল-জুহরী < উরওয়াহ ইবনে যুবায়ের হইতে বর্ণিত:

“জিবরাইল নিম্নবর্ণিত আয়াতটি আল্লাহর নবীর নিকট আনয়ন করে,

(৮:৫৮) - **'তবে কোন সম্প্রদায়ের ধোঁকা দেয়ার ব্যাপারে যদি তোমাদের ভয় থাকে, তবে তাদের চুক্তি তাদের দিকেই ছুঁড়ে ফেলে দাও'** --- ।

জিবরাইলের এই আয়াতটি বিলি করা শেষ হলেই আল্লাহর নবী বলেন, **'আমার আশংকা বানি কেউনুকা গোত্রের উপর।"** [7]

[>>> মুহাম্মদের এই ৮:৫৮ ঐশী বাণীর সরল অর্থ হলো - অমুসলিমদের সাথে চুক্তিবদ্ধ ইসলাম বিশ্বাসীরা যে কোনো মুহূর্তে তাঁদের সেই চুক্তি ভঙ্গ করতে পারে; **"প্রয়োজন শুধুমাত্র সন্দেহ পোষণ"!**]

আল ওয়াকীদির (৭৪৮-৮২২ খ্রিষ্টাব্দ) অতিরিক্ত বর্ণনা:

"আল্লাহর নবী তাদেরকে **১৫ দিন পর্যন্ত** চারদিক থেকে ঘেরাও করে রাখেন, যাতে তাদের কেউই বেরিয়ে আসতে না পারে। তারপর তারা সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করে। **তাদের পায়ে শৃঙ্খল পড়ানো হয়।**

আল্লাহর নবী তাদেরকে হত্যা করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু আবদুল্লাহ বিন উবাই তাঁর সাথে বনি কেউনুকার পক্ষ হয়ে কথা বলে।"

[ইসলামী ইতিহাসের ঊষালগ্ন থেকে আজ অবধি প্রায় প্রতিটি ইসলাম বিশ্বাসী প্রকৃত ইতিহাস জেনে বা না জেনে ইতিহাসের এ সকল অমানবিক অধ্যায়গুলো যাবতীয় চতুরতার মাধ্যমে বৈধতা দিয়ে এসেছেন। বিষয়গুলো অত্যন্ত স্পর্শকাতর বিধায় বাংলা অনুবাদের সাথে মূল ইংরেজি অনুবাদের অংশটিও সংযুক্ত করছি। - অনুবাদ, টাইটেল ও [**] যোগ - লেখক।]

The Campaign against the Banu Qaynuqa

The Narrative of Imam Bukhari (810-870 AD)

Sahi Bukhari: Volume 4, Book 53, Number 392:

'Narated By Abu Huraira : While we were in the Mosque, the Prophet came out and said, "Let us go to the Jews" We went out till we reached Bait-ul-Midras. He said to them,

"If you embrace Islam, you will be safe. You should know that the earth belongs to Allah and His Apostle, and I want to expel you from this land.

So, if anyone amongst you owns some property, he is permitted to sell it, otherwise you should know that the Earth belongs to Allah and His Apostle."' [1]

The narrative of Muhammad Ibn Ishaq (704-768 AD):

The apostle assembled them in their market and addressed them as follows:

"O Jews beware lest God bring upon you the vengeance that He brought upon Quraysh and become Muslims. You know that I am a prophet who has been sent – you will find that in your scriptures and God's covenant with you."

They replied, "O Muhammad, you seem to think that we are your people. Do not deceive yourself because you encountered with people with no knowledge of war and got the better of them; for by God if we fight you, you will find that we are real men!"

The following verse came down about them **(3:12-13):**

'Say to those who disbelieve: you will be vanquished and gathered to Hell, an evil resting place. You already had a sign in the two forces which met', that is the apostle's companions at Badr and the Quraesh. 'One force fought in the way of God; the other thought they saw double their own force with their very eyes. God

strengthens with His help whom He will. Verily in that is an example for the discerning.' [6]

'The affair of the Banu Qaynuqa arose thus:

An Arab woman brought some goods and sold them in the market of the Banu Qaynuqa. She sat down by a goldsmith, and the people tried to get her to uncover her face but she refused.

The goldsmith took hold of the end of her skirt and fastened it to her back so when she got up she was immodestly exposed, and they laughed at her.

She uttered a loud cry and one of the Muslims leapt upon the goldsmith and killed him. He was a Jew, and the Jews fell upon the Muslim and killed him.

Where upon the Muslims family called on the Muslims for help against the Jews. The Muslims were enraged, and bad feeling sprang up between the two parties.'

The apostle besieged them until they surrendered unconditionally.

Abdulah bin Ubayy bin Salul went to him when God had put them in his power and said,

'O Muhammad deal kindly with my clients (now they were allies of Khajraj)', but the apostle put him off.

He repeated the words and the apostle turned away from him, whereupon he thrust his hand into the collar of the apostle's robe; the apostle was so angry that his face became almost black.

He said, "Confound you, let me go."

He answered,

"No, by God, I will not let you go until you deal kindly with my clients. Four hundred men without mail (weapons) and three hundred mailed protected me from all mine enemies; would you cut them down in one morning?

By God, I am a man who fears that circumstances may change."

The apostle said, "You can have them."

The messenger of God gave orders to expel them (Banu Qaynuqa), and God gave their property as booty to his Messenger and the Muslims.

The Banu Qaynuqa did not have any land, as they were goldsmiths. The messenger of God took many weapons belonging to them and the tools of their trade. The person who took charge of their expulsion from Medina along with their children was 'Ubadah bin Al-Samit.

--- The Messenger of God took his share (one fifth) first as the chief [the "safi (first pick)" as a special privilege] and distributed the other four-fifths of booty among his companions.

Al-Tabari (839-923 AD) added:

According to Al Zuhri < Urwah Ibne Zubayr:

Gabriel brought the following verse down to the messenger of God, **(8:58):** "And if thou fear treachery from any folk, then throw back to them their treaty fairly."

When Gabriel had finished delivering this verse, the Messenger of God said, "I fear Banu Qaynuqa." [7]

According to Al-Waqidi (748-822 AD):

"The messenger of God besieged them for fifteen days and prevented any of them from getting out. They then surrendered at the discretion of the Messenger of God.

They were fettered, and he wanted to kill them, but Abdullah bin Ubayy spoke to him on their behalf.

>>> পাঠক, আসুন আমরা বনি কেইনুকা গোত্রের সমস্ত মানুষ কে বিতাড়িত করার প্রেক্ষাপট কে নির্মোহ ভাবে পর্যালোচনা করে সত্য অনুধাবনের চেষ্টা করি।

ঘটনার বিবরণে আমরা জানছি:

১) মুহাম্মদ বদর যুদ্ধে জয়লাভের পর মদিনার সমস্ত ইহুদি গোত্রদের স্পষ্ট জানিয়ে দেন যে, **যদি তাঁরা তাঁর বশ্যতা স্বীকার (ইসলাম গ্রহণ) না করে তবে তিনি তাঁদের কে তাঁদের ভিটে-মাটি থেকে বিতাড়িত করবেন (ইমাম বুখারী: ৪: ৫৩:৩৯২), এবং ঐশী বাণীর আশ্রয়ে "তাঁর আল্লাহর" রেফারেন্স দিয়ে তাঁদেরকে প্রত্যক্ষ হুমকি প্রদর্শন (কুরান: ৩:১২-১৩) শুরু করেন।**

২) তাঁর এই আক্রমণাত্মক **"হুমকির"** অল্প কিছুদিন পরেই বনি কেউনুকা বাজারে কর্মরত **কিছু ইহুদি** এক মুসলিম মহিলা বিক্রেতার মুখমণ্ডল অনাবৃত করার অনুরোধ করেন।

৩) কিন্তু মহিলাটি তাতে অসম্মতি প্রকাশ করলে তাদের **"একজন"** চুপিসারে সেই মহিলাটির ঘাগরার কিনারাটি তার পিঠের পিছনে বেঁধে রাখে এবং মহিলাটি দাঁড়ানোর সময় অসংযতরুপে অনাবৃত হয়ে পরে। **নিঃসন্দেহে ব্যাপারটি বর্তমান সময়ের "ইভ টিজিং" জাতীয় ঘটনা।**

৪) **সেই অপরাধে ঐ ইহুদি লোকটিকে তৎক্ষণাৎই খুন করে একজন মুহাম্মদ অনুসারী।**

৫) **চোখের সামনে তাদেরই সমগোত্রীয় এক লোককে খুন হতে দেখে বাজারে উপস্থিত অন্যান্য ইহুদিরা উত্তেজিত হয়ে সেই খুনিকে করে খুন।**

>>> স্পষ্টতই ঘটনাটি বখাটে লোকের উৎপাতজনিত কোন্দল। **যেখানে প্রথম খুনি ব্যক্তিটি ছিল একজন মুহাম্মদ অনুসারী**, এবং পরবর্তী খুনি সেই বাজারে অবস্থানরত উত্তেজিত কিছু জনতা। **বনি কেইনুকা গোত্রের সমস্ত জনগোষ্ঠী এই "হত্যার" সাথে জড়িত ছিলেন, এমন আভাস কোথাও নেই।** তা সত্ত্বেও মুহাম্মদ এই ঘটনা উপলক্ষে বনি কেইনুকা গোত্রের সমস্ত মানুষকে তাদের ভিটে-মাটি থেকে উৎখাত করে তাঁদের সমস্ত সম্পত্তি লুণ্ঠন করে তার এক-পঞ্চমাংশ নিজে আত্মসাৎ করেন ও চার-পঞ্চমাংশ তাঁর অনুসারীদের মধ্যে ভাগ-বাটোয়ারা করে দেন।

ঘটনার বিবরণে আমরা আরও জানতে পারি যে, সেদিন আবদুল্লাহ বিন উবাই হস্তক্ষেপ না করলে বনি কেইনুকা গোত্রের সমস্ত মানুষকে (৭০০ জন) মুহাম্মদ এক সকালের মধ্যেই খুন করতেন। তাঁদের জীবন রক্ষা পেয়েছিল এই অসীম সাহসী আবদুল্লাহ বিন উবাইয়ের কল্যাণে।

উক্ত ঘটনা যে বনি-কেইনুকা গোত্রকে বিতাড়িত করা ও তাঁদের সমস্ত সমস্ত সম্পত্তি লুট করার **"এক অজুহাত মাত্র",** তা বোঝা যায় অতি সহজেই। **কারণ** মুহাম্মদ এই ঘটনার আগেই ঘোষণা দিয়ে রেখেছেন যে, যদি তাঁরা তাঁর বশ্যতা স্বীকার না করে, তাহলে তিনি তাঁদেরকে বিতাড়িত করবেন **(সহি বুখারি: ৪:৫৩:৩৯২);** এই ঘটনা যদি না-ও ঘটতো, তথাপি বনি কেইনুকা যে মুহাম্মদের ছোবল থেকে রেহাই পেতেন না, প্রয়োজনে আল্লাহর ওহী নাজেল করে হলেও তিনি তাঁদেরকে খুন কিংবা বিতাড়িত করতেন, তা বোঝা যায় মুহাম্মদের পরবর্তী কর্মকাণ্ডে। বনি নাদির গোত্রকে উৎখাত এবং বনি কুরাইজার গণহত্যার বৈধতা দিতে তিনি "ওহীর" আশ্রয়" নিয়েছিলেন!

মুহাম্মদকে নবী হিসাবে গ্রহণ ও তাঁর বশ্যতা স্বীকার না করার পরিণতি কীরূপ ভয়াবহ হতে পারে, তা মুহাম্মদ **একটি গোত্রের বৃদ্ধ-বৃদ্ধা, মহিলা ও শিশুসহ সমস্ত মানুষকে** তাঁদের শত শত বছরের পৈত্রিক ভিটে-মাটি ও আবাসস্থল থেকে জোরপূর্বক

বিতাড়িত করে তাঁদের সমস্ত সম্পত্তি করায়ত্ত (লুণ্ঠন) করার মাধ্যমে বাস্তবে রূপায়িত করে দেখিয়েছেন!

>>> পৃথিবীর প্রায় সকল ইসলাম বিশ্বাসী দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করেন যে মুহাম্মদ মদিনায় আসার (জুন, ৬২২ খ্রিষ্টাব্দ) অল্প কিছুদিন পরেই মদিনায় বসবাসকারী ইহুদি ও অন্যান্য অমুসলিম গোত্রের সাথে এক লিখিত পারস্পরিক **শান্তিচুক্তি স্বাক্ষর** করেন। ইসলামের ইতিহাসে যাকে **"মদিনা সনদ"** নামে আখ্যায়িত করা হয়। সাধারণ মুসলমানদের অধিকাংশেরই "মদিনা সনদ" সম্বন্ধে আদৌ কোনো ধারণা নেই। তাই তারা ইচ্ছেমত প্রতারিত হন।

এই "তথাকথিত মদিনা সনদ চুক্তি" দাবির সত্যতা ও বিশ্বাসযোগ্যতা কতটুকু ও কী ছিল, তার শর্ত তার বিশদ আলোচনা মদিনা সনদ তত্ত্বে করা হবে। পাঠকরা যাতে বিভ্রান্ত না হন, তাই এ পর্বের আলোচনা প্রাসঙ্গিক বিষয়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখছি। **আলোচনার খাতিরে ধরে নেয়া যাক, এমন একটি চুক্তির অস্তিত্ব শতভাগ সত্যি!** বনি কেউনুকা, বনি নাদির, বনি কুরাইজা ও মদিনায় অন্যান্য ইহুদি গোত্রের ওপর মুহাম্মদের পৈশাচিক, নৃশংস অমানবিক সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের বৈধতা দিতে পৃথিবীর সকল ইসলাম-বিশ্বাসী পণ্ডিত ও অপণ্ডিতরা অবতারণা করেন এই তথাকথিত **শান্তি চুক্তি (মদিনা-সনদ) লঙ্ঘনের অজুহাত!** তাঁরা উচ্চস্বরে গত ১৪০০ বছর ধরে প্রচার করে আসছেন যে, মদিনায় ইহুদিদের ওপর মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীদের যাবতীয় অমানবিক আগ্রাসী কর্মকাণ্ডের জন্য দায়ী হলো মদিনার ইহুদি সম্প্রদায়,

"কারণ, তাহারা চুক্তি ভঙ্গ করিয়াছিল!"

কিন্তু,

আদি ও বিশিষ্ট মুসলিম ঐতিহাসিকদেরই বর্ণনায় আমরা প্রত্যক্ষ করছি যে, বিনা উস্কানিতে মুহাম্মদ বিন আবদুল্লাহ ও তাঁর অনুসারীরা মদিনায় ইহুদিদের হুমকি, শাসানী, ভীতি প্রদর্শন এবং এমনকি তাঁদের পৈতৃক ভিটে-মাটী থেকে বিতাড়িত করতে

চেয়েছেন; এবং তার অল্প কিছুদিন পর তাঁদের এক গোত্রের সমস্ত মানুষকে ভিটে-মাটি থেকে বিতাড়িত করেছিলেন।

অর্থাৎ,

সত্যই যদি এরূপ কোনো চুক্তির অস্তিত্ব আদৌ থেকে থাকে, তবে সর্বপ্রথম যে ব্যক্তিটি এই চুক্তিটি ভঙ্গ করেছিলেন, তিনি হলেন স্বঘোষিত আখেরি নবী মুহাম্মদ বিন আবদুল্লাহ! ইহুদিরা নয়!"

মুহাম্মদ শুধু চুক্তি ভঙ্গ করেই ক্ষান্ত হননি! ঐশী বাণী অবতারণার **(৮:৫৮)** মাধ্যমে তিনি তাঁর অনুসারীদের শিখিয়েছেন যে, তারা অমুসলিমদের সাথে আবদ্ধ যে কোনো চুক্তি **"শুধুমাত্র সন্দেহ পোষণের মাধ্যমে"** অবলীলায় ভঙ্গ করতে পারে!

অমুসলিম কাফেরদের প্রতি একজন নিবেদিতপ্রাণ ইসলাম বিশ্বাসীর মনোভাব কী রূপ হওয়া বাঞ্ছনীয়, তা মুহাম্মদ তাঁর ব্যক্তিমানস জীবনীগ্রন্থ কুরানের পাতায় পাতায় বর্ণনা করেছেন (পর্ব: ২৬-২৭); **একজন নিবেদিত প্রাণ ইসলাম-বিশ্বাসী** এমনতর শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে অমুসলিম কাফেরদের প্রতি সদা-সন্দিহান হতে বাধ্য।

আর সেই অমুসলিম কাফেররা যদি কোনো ইসলাম বিশ্বাসীর বাণী ও কর্মকাণ্ডের কটাক্ষ, সমালোচনা, প্রতিবাদ অথবা ইসলাম প্রচার ও প্রসারে কোনোরূপ বাধা প্রদান করে, তবে তাঁদের বিরুদ্ধে ইসলাম অনুসারীদের **কীরূপ ব্যবস্থা নেয়া একান্ত কর্তব্য (ফরজ),** তার ধারাবাহিক আলোচনা ত্রাস-হত্যা-হামলার গত তেইশটি পর্বে করা হয়েছে। সুতরাং, কটাক্ষ, সমালোচনা বা বিরুদ্ধবাদী অমুসলিমদের সাথে ইসলাম বিশ্বাসীদের **"চুক্তি বা সন্ধিপত্র"** স্বাক্ষরের **প্রয়োজন শুধুমাত্র তখনই, যখন** তারা শক্তিমত্তায় অপেক্ষাকৃত দুর্বল।

শক্তি সঞ্চয়ের পর এই **সদা-সন্দিহান ইসলাম বিশ্বাসীরা** তাদের সেই চুক্তি যে কোনো মুহূর্তে ভঙ্গ করতে পারে; ধর্মীয় বিধানেই! আর কখন যে তারা সেই **চুক্তি ভঙ্গ করে অতর্কিত আক্রমণে** ইসলাম-অজ্ঞ কাফেরদের সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত ও বিধ্বস্ত করবে, তা কাফেররা কল্পনাও করতে পারবে না। ইসলাম বিশ্বাসীদের সাথে যে কোন চুক্তি/সন্ধি

পত্র স্বাক্ষরের সময় অমুসলিমদের **সর্বদাই এই বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে মনে রাখা দরকার।**

আগেই বলেছি, মুহাম্মদের যাবতীয় নিষ্ঠুরতা ও অপকর্মের বৈধতা দিতে ইসলামী পণ্ডিত ও নিবেদিতপ্রাণ ইসলাম অনুসারীরা হাজারও মিথ্যার বেসাতী ও উদ্ভট যুক্তির অবতারণা করে এসেছেন শতাব্দীর পর শতাব্দী। এখনও তা চলছে এবং ভবিষ্যতে ও তা চলবে। এ ছাড়া তাদের অন্য কোনো পথই খোলা নেই (দশম পর্ব)।

[কুরানের উদ্ধৃতি সৌদি আরবের বাদশাহ ফাহাদ বিন আবদুল আজিজ (হারাম শরীফের খাদেম) কর্তৃক বিতরণকৃত বাংলা তরজমা থেকে নেয়া, অনুবাদে ত্রুটি-বিচ্যুতির দায় অনুবাদকারীর। কুরানের ছয়জন বিশিষ্ট ইংরেজি অনুবাদকারীর ও চৌত্রিশ-টি বিভিন্ন ভাষায় পাশাপাশি অনুবাদ এখানে]

তথ্যসূত্র ও পাদটীকা:

[1] **সহি বুখারী: ভলিউম ৪, বই ৫৩, নম্বর ৩৯২**

http://www.hadithcollection.com/sahihbukhari/86/3874-sahih-bukhari-volume-004-book-053-hadith-number-392.html

[2] ***"সিরাত রসুল আল্লাহ"- লেখক: ইবনে ইশাক (৭০৪-৭৬৮ খৃষ্টাব্দ),*** *সম্পাদনা: ইবনে হিশাম (মৃত্যু ৮৩৩ খৃষ্টাব্দ), ইংরেজি অনুবাদ: A. GUILLAUME, অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, করাচী, ১৯৫৫ - পৃষ্ঠা ৩৬৩-৩৬৪*

http://www.justislam.co.uk/images/Ibn%20Ishaq%20-%20Sirat%20Rasul%20Allah.pdf

[3] ***"তারিক আল রসুল ওয়াল মুলুক"- লেখক: আল-তাবারী (৮৩৮-৯২৩ খৃষ্টাব্দ),*** ভলুউম ৭, *ইংরেজী অনুবাদ: W. Montogomery Watt and M.V. McDonald, নিউ ইয়র্ক ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯৮৭ - পৃষ্ঠা ১৩৬০-১৩৬২।*

http://books.google.com/books?id=efOFhaeNhAwC&printsec=frontcover&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false

[4] *"কিতাব আল-মাগাজি"- লেখক: আল-ওয়াকিদি (৭৪৮-৮২২ খৃষ্টাব্দ), এড মারসেডেন জোনস, লন্ডন ১৯৬৬- পৃষ্ঠা ১৭৭।*
http://en.wikipedia.org/wiki/Al-Waqidi

[5] **কিতাব আল-তাবাকাত আল-কাবির – লেখক: মুহাম্মদ ইবনে সা'দ** (৭৮৪-৮৪৫ খৃষ্টাব্দ)', অনুবাদ এস মইনুল হক, প্রকাশক কিতাব ভবন, নয়া দিল্লি, সাল ২০০৯ (3rd Reprint), ISBN 81-7151-127-9(set), ভলুউম ২, পার্ট- ১, পৃষ্ঠা ৩২-৩৩.
http://kitaabun.com/shopping3/product_info.php?products_id=4170

[6] **তফসির ইবনে আল-কাথির**
http://www.qtafsir.com/index.php?option=com_content&task=view&id=560&Itemid=46

[7] **উরওয়াহ ইবনে যুবায়ের (মৃত্যু ৭১৩ খৃষ্টাব্দ) /আল যুহরীর (মৃত্যু ৭৪১-৪২)**
http://en.wikipedia.org/wiki/Urwah_ibn_Zubayr
http://en.wikipedia.org/wiki/Ibn_Shihab_al-Zuhri

৫২: বনি নাদির গোত্রকে উচ্ছেদ ও তাঁদের সম্পত্তি লুট!

ত্রাস, হত্যা ও হামলার আদেশ– পঁচিশ

বলা হয়, ইসলামের ইতিহাসের সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য দলিল হলো স্বঘোষিত আখেরি নবী **হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এরই স্বরচিত** (স্বলিখিত নয়) ব্যক্তিমানস জীবনীগ্রন্থ কুরান। ইসলামের ইতিহাসের এই সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য দলিল কুরানে অবিশ্বাসী কাফেররা মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীদের **ঠিক কী অত্যাচার করতেন, তার সুনির্দিষ্ট (Specific) উল্লেখ কোথাও নাই।** তাঁরা মুসলমানদের যথেচ্ছ হুমকি-শাসানী বা ভীতি প্রদর্শন করতেন, অসম্মান বা তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করতেন, এমন উদাহরণও নাই।

মুসলমানদের প্রতি অবিশ্বাসীদের কথিত অত্যাচারের বর্ণনা **অত্যন্ত ভাসা-ভাসা।** যেমন, কাফেররা:

ক) আল্লাহ ও রসূলের বিরুদ্ধাচরণ করে...

খ) আল্লাহর পথ থেকে মানুষকে ফিরিয়ে রাখে...

গ) তোমাদের ধর্মকে উপহাস করে...

ঘ) আল্লাহ ও রসুলের পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে...

ঙ) ধর্মের ব্যাপারে ফিতনা সৃষ্টি করে...

চ) তোমাদেরকে বহিষ্কার করেছে...

ছ) মসজিদে হারামে যেতে বাধা প্রদান করে...

ঝ) তারা রসূলের সাথে সংগ্রাম করে এবং দেশে হাঙ্গামা সৃষ্টি করে...

ঞ) তারা ভঙ্গ করেছে নিজেদের শপথ... ইত্যাদি, ইত্যাদি।

[অবিশ্বাসীরা কেন মুহাম্মদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিলেন, তার বিস্তারিত আলোচনা সতের, আঠার, উনিশ, তেইশ, চব্বিশ ও পঁচিশ-তম পর্বে করা হয়েছে। এ ব্যাপারে আরও আলোচনা আইয়্যামে জাহিলিয়াত তত্ত্বে করা হবে।]

এই ভাসা-ভাসা বিবরণকেই ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে ইসলামী পণ্ডিত ও অ-পণ্ডিতরা মুহাম্মদের যাবতীয় অমানবিক কর্মকাণ্ড ও জিহাদের বৈধতার সাক্ষ্য হিসাবে উপস্থাপন করেন। অবিশ্বাসীরা কোনো মুহাম্মদ-অনুসারী মুসলমানকে খুন করেছেন কিংবা শারীরিক আঘাত করেছেন, এমন উদাহরণ "সমগ্র কুরানে একটিও নেই"।

অন্য দিকে, আখেরি নবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) তাঁর প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে যে কী পরিমাণ হুমকি-শাসানী, ভীতি প্রদর্শন, অসম্মান, দোষারোপ ও তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করেছেন, তা কুরানের পাতায় পাতায় বর্ণিত আছে। অবিশ্বাসীদের বিরুদ্ধে মুহাম্মদের এ সব হুমকি শুধু মৌখিক হুঁশিয়ারিতেই সীমাবদ্ধ ছিল না। মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীরা অমানুষিক ও সন্ত্রাসী কায়দায় কীভাবে অমুসলিমদের হামলা করেছিলেন; খুন করেছিলেন; নির্যাতন করেছিলেন (মুক্ত মানুষকে চিরদিনের জন্য বন্দী); তাঁদেরকে ভিটে মাটি থেকে উৎখাত করে তাঁদের যাবতীয় স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি লুট করেছিলেন, **তা মুহাম্মদ তাঁর নিজের জবানবন্দিতেই (কুরান) অত্যন্ত প্রাঞ্জল ও সুস্পষ্টরূপে বর্ণনা করেছেন!**

মুহাম্মদ তাঁর নৃশংস সন্ত্রাসী (terror) কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে মদিনায় নিজেকে এক ক্ষমতাধর নেতা হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়েছিলেন (বুখারী: ৪:৫২:২২০)। [1]

সামান্য কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া তাঁর প্রতিটি সহচরের যুদ্ধে অংশগ্রহণ ছিল বাধ্যতামূলক। মুহাম্মদ তাঁর ১০ বছরের মদিনা জীবনে (৬২২-৬৩২) ৬০ টিরও বেশী, মতান্তরে ১০০ টি, যুদ্ধ/সংঘর্ষে জড়িত ছিলেন। গড়ে প্রতি ৫-৮ সপ্তাহে একটি! ইসলামে নিবেদিতপ্রাণ বিশিষ্ট আদি মুসলিম ঐতিহাসিকদের (ইবনে ইশাক/আল-তাবারী প্রমুখ) মতে **এই বিপুল সংখ্যক সংঘর্ষের মাত্র দুটি (ওহুদ ও খন্দক) ছাড়া আর কোনোটিই তাঁর আত্মরক্ষার নিমিত্তে ছিল না।**

ইসলামের ইতিহাসের এ সকল বিখ্যাত আদি মুসলিম পণ্ডিতরা তাঁদের লেখনীতে এই ওহুদ ও খন্দক যুদ্ধের যে-পরিপ্রেক্ষিত বর্ণনা করেছেন, তারই আলোকে আমরা যে সত্যে উপনীত হতে পারি, তা হলো - **এই ওহুদ ও খন্দক যুদ্ধও ছিল** রাতের অন্ধকারে বাণিজ্য-ফেরত কুরাইশ কাফেলার ওপর মুহাম্মদ ও তাঁর সহচরদের চোরাগোপ্তা হামলায় (ডাকাতি) **অতিষ্ঠ কুরাইশদের প্রতিরক্ষা যুদ্ধ।**

সর্বাবস্থায় মুহাম্মদ ও তাঁর বাহিনীই ছিল প্রথম আক্রমণকারী ও আগ্রাসী! আক্রান্ত জনগোষ্ঠী করেছেন তাঁদের জান-মাল ও ধর্ম রক্ষার চেষ্টা! আত্মরক্ষার চেষ্টা! বশ্যতা অস্বীকারকারীদের বিরুদ্ধে মুহাম্মদ তাঁর অনুসারীদের কীরূপে এই বিপুল সংখ্যক আক্রমণাত্মক (Offensive), অন্যায়, অমানবিক, নিষ্ঠুর ও সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডে বাধ্য করেছিলেন, তার বিবরণ মুহাম্মদের ব্যক্তিমানস জীবনীগ্রন্থে (কুরান) বর্ণিত আছে।

স্বঘোষিত আখেরি নবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) **কী অজুহাতে** মদিনায় অবস্থিত বনি-কেইনুকা নামক এক ইহুদি গোত্রের বৃদ্ধ-বৃদ্ধা, মহিলা ও শিশুসহ সমস্ত মানুষকে তাঁদের শত শত বছরের পৈত্রিক ভিটে-মাটি থেকে জোরপূর্বক বিতাড়িত করে তাঁদের সমস্ত সম্পত্তি লুণ্ঠন ও করায়ত্ত করেছিলেন, তার আলোচনা আগের পর্বে করা হয়েছে। উক্ত ঘটনার বিবরণে আমরা আরও জেনেছি যে, সেদিন **যদি আবদুল্লাহ বিন উবাই** নামের এক আদি মদিনাবাসী মুহাম্মদ অনুসারী (আনসার) মুহাম্মদের এই কর্মকাণ্ডে হস্তক্ষেপ না করতেন, তবে বনি কেইনুকা গোত্রের সমস্ত মানুষকে (৭০০ জন) মুহাম্মদ এক সকালের মধ্যেই খুন করতেন।

বনি-কেইনুকা গোত্রের মতই মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীরা বনি নাদির গোত্রের সমস্ত মানুষকে তাঁদের বংশ পরম্পরায় বসবাসরত শত শত বছরের আবাসভূমি ও ভিটে-মাটি থেকে উচ্ছেদ করে তাঁদের স্থাবর-অস্থাবর সমস্ত সম্পত্তি লুট করেন!

মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীরা বনি নাদির গোত্রকে **কী কারণে** তাঁদের ভিটে-মাটি থেকে উচ্ছেদ করেছিলেন, তার বিশদ বিবরণ নিবেদিতপ্রাণ আদি মুসলিম ঐতিহাসিকরা লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন।

কী সেই কারণ?

মুহাম্মদ ইবনে ইশাক (৭০৪-৭৬৮ খ্রিষ্টাব্দ), আল-ওয়াকিদি (৭৪৮-৮২২ খৃষ্টাব্দ), মুহাম্মদ ইবনে সা'দ (৭৮৪-৮৪৫ সাল) ও আল-তাবারীর (৮৩৮-৯২৩ খৃষ্টাব্দ) প্রমুখ আদি ঐতিহাসিকরা সেই ঘটনাটির বর্ণনা বিভিন্নভাবে তাঁদের নিজ নিজ গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেছেন।

বনি নাদির গোত্রকে উচ্ছেদ ও তাদের স্থাবর-অস্থাবর সমস্ত সম্পত্তি লুট

মুহাম্মদ ইবনে ইশাক ও আল-তাবারীর বর্ণনা:

হিজরতের চতুর্থ বর্ষে (৬২৫ খ্রিষ্টাব্দ) আল্লাহর নবী বনি নাদির গোত্রকে তাঁদের ভিটে-মাটি থেকে বিতাড়িত করেন। **কারণটি ছিল:**

‘আমর বিন উমাইয়াহকে আল্লাহর নবী 'বীর মাউনাহ' অভিযানে পাঠান।

সেই অভিযান আমর বিন উমাইয়াহ আল দামরির বনি আমির গোত্রের দু'জন লোককে খুন করে মদিনায় প্রত্যাবর্তন করে।

আল্লাহর নবী উক্ত গোত্রকে রক্ষার প্রতিশ্রুতি পাশে আবদ্ধ ছিলেন। আমর বিন উমাইয়াহর **এই জোড়া খুনের রক্ত-মূল্য পরিশোধের ব্যাপারে আল্লাহর নবী বনি নাদির গোত্রের কাছে যান এবং তাদেরকে এই রক্ত-মূল্য পরিশোধের আবেদন জানান।** বনি নাদির গোত্র ও বনি আমির গোত্র পারস্পরিক চুক্তিতে আবদ্ধ ছিল।

নবী যখন তাদেরকে রক্ত-মূল্য পরিশোধের আবেদন জানান, তারা বলে যে, অবশ্যই আল্লাহর নবী যেমনটি চাইবেন সেভাবেই তারা তাঁকে সাহায্য করবে।

কিন্তু তারা গোপনে একে অপরের সাথে শলা-পরামর্শ করে এবং বলে, 'এমন সুযোগ তোমরা আর কখনোই পাবে না। কেউ কি বাড়ির ছাদের ওপর উঠে (হত্যার জন্য) তার ওপর পাথর নিক্ষেপ করবে, যাতে আমরা তার থেকে রেহাই পেতে পারি?'

নবী তখন তাদের এক বাড়ির দেয়ালের পাশে ছিলেন। আমর বিন জিহাশ বিন কাব তাদের এই প্রস্তাবে স্বেচ্ছায় রাজি হয় এবং নবীর ওপর পাথর নিক্ষেপের জন্য ওপরে

উঠে। সে সময় **নবী তাঁর বেশ কিছু অনুসারীদের সঙ্গে ছিলেন।** যাদের মধ্যে ছিলেন আবু বকর, ওমর এবং আলী।

আসমানি ঐশী বাণীর মাধ্যমে নবী এই লোকগুলোর অভিপ্রায় জানতে পারেন।

নবী উঠে দাঁড়ান (তাঁর অনুসারীদের বলেন, 'আমি তোমাদের কাছে ফিরে আসার পূর্ব পর্যন্ত এখান থেকে কোথাও যেও না') **এবং মদিনায় প্রত্যাবর্তন করেন।**

অনেকক্ষণ অপেক্ষা করার পরেও যখন নবী ফিরে এলেন না, তখন তাঁর অনুসারীরা নবীকে খুঁজতে বের হন।।

পথে তারা মদিনা থেকে আগমনকারী এক লোকের সাক্ষাত পান। সে লোকটিকে তারা নবীর ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করেন। লোকটি বলে যে, সে নবীকে মদিনায় ঢুকতে দেখেছে।

অনুসারীরা যখন নবীর সন্ধান পান, নবী তাদেরকে তাঁর বিরুদ্ধে ইহুদীদের [বনি নাদির] ঐ প্রতারণার খবরটি অবহিত করান। আল্লাহর নবী তাদেরকে যুদ্ধের প্রস্তুতি সমেত বনি নাদির গোত্রের বিরুদ্ধে অভিযানের হুকুম দেন। তিনি নিজেও তাদের সঙ্গে যোগ দিয়ে বনি নাদির গোত্রের ওপর আক্রমণ চালান।

ইহুদি গোত্রটি তাদের দুর্গ মধ্যে আশ্রয় নেয়। **নবী তাঁদের পাম-গাছ (তাল-গাছ জাতীয়) কেটে ফেলার এবং পুড়িয়ে ফেলার হুকুম জারি করেন। [কুরান: ৫৯:৫]।** তারা চিৎকার করে বলে,

"হে মুহাম্মদ, তুমি না কারও সম্পত্তি ধ্বংস করাকে ভীষণ অন্যায় বলে প্রচার করো এবং এই অপকর্মকারীদের তুমি অপরাধী বলে রায় দাও। সেই তুমিই কেন আমাদের পাম-গাছগুলো ধ্বংস করছো ও পুড়িয়ে দিচ্ছ?"

বনি আউফ বিন খাযরায বংশের বেশ কিছু লোক বনি নাদির গোত্রকে রক্ষার জন্য এগিয়ে আসে। যাদের মধ্যে উপস্থিত ছিল **আবদুল্লাহ বিন উবাই বিন সালুল,** ওয়াদিয়া, মালিক বিন আবু কাউকাল, সুয়ায়েদ এবং ডেইয়াস। তারা বনি নাদির গোত্রের লোকদের বলে,

"ওঠো ও বাঁচার জন্য প্রতিরোধের ব্যবস্থা নাও। আমরা তোমাদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করবো না। যদি তোমরা আক্রান্ত হও, তবে আমরা তোমাদের সাহায্যে যুদ্ধ করবো। যদি তোমরা বিতাড়িত হও, আমরা তোমাদের সঙ্গে যাব।"

অত:পর বনি নদির গোত্র তাদের প্রতিশ্রুত সাহায্যের জন্য অপেক্ষায় রইলো। কিন্তু তারা কোনো সাহায্যের জন্যই এগিয়ে এলো না। **[কুরান: ৫৯:১১]**

আল্লাহর নবী পনের দিন বনি নদির গোত্রকে অবরোধ করে রাখে। তারা ক্রমান্বয়ে সম্পূর্ণরূপে অসহায় হয়ে পড়ে। **আল্লাহ তাদের অন্তরে চরম ত্রাস ও আতংক পয়দা করে।**

তারা নবীর কাছে প্রাণ ভিক্ষার আবেদন করে এবং উঠের পিঠে বহন পরিমাণ অস্ত্রবিহীন জিনিসপত্র সঙ্গে নেয়ার অনুমতিক্রমে তাদেরকে বিতাড়িত করার আকুতি জানালে নবী রাজী হন।

বনি নাদির গোত্রের লোকেরা **তাদের উঠের পিঠে বহনযোগ্য পরিমাণ জিনিসপত্র** সঙ্গে নিয়ে বিতাড়িত হতে বাধ্য হয়। - কিছু লোক যায় খায়বারে এবং অন্যান্যরা যায় সিরিয়ায়।' [2][3][4][5]

মুহাম্মদ তাঁর নিজস্ব জবানবন্দীতে (কুরান) যা উল্লেখ করেছেন:

৫৯:২-৪

তিনিই কিতাবধারীদের মধ্যে যারা কাফের, তাদেরকে প্রথমবার একত্রিত করে **তাদের বাড়ী-ঘর থেকে বহিষ্কার করেছেন।** তোমরা ধারণাও করতে পারনি যে, তারা বের হবে এবং তারা মনে করেছিল যে, তাদের দূর্গগুলো তাদেরকে আল্লাহর কবল থেকে রক্ষা করবে। অতঃপর আল্লাহর শাস্তি তাদের উপর এমনদিক থেকে আসল, যার কল্পনাও তারা করেনি। **আল্লাহ তাদের অন্তরে ত্রাস সঞ্চার করে দিলেন।**

তারা তাদের বাড়ী-ঘর নিজেদের হাতে এবং **মুসলমানদের হাতে ধ্বংস করছিল।** অতএব, হে চক্ষুষ্মান ব্যক্তিগণ, তোমরা শিক্ষা গ্রহণ কর।

আল্লাহ যদি **তাদের জন্যে নির্বাসন** অবধারিত না করতেন, তবে তাদেরকে দুনিয়াতে শাস্তি দিতেন। আর পরকালে তাদের জন্যে রয়েছে জাহান্নামের আযাব।

এটা এ কারণে যে, তারা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের বিরুদ্ধাচরণ করেছে। যে আল্লাহর বিরুদ্ধাচরণ করে, তার জানা উচিত যে, আল্লাহ কঠোর শাস্তিদাতা।

৫৯:৫

তোমরা যে কিছু কিছু খর্জুর বৃক্ষ কেটে দিয়েছ এবং কতক না কেটে ছেড়ে দিয়েছ, তা তো আল্লাহরই আদেশ এবং যাতে তিনি অবাধ্যদেরকে লাঞ্ছিত করেন। [6]

৫৯:১১

আপনি কি মুনাফিকদেরকে দেখেন নি? তারা তাদের কিতাবধারী কাফের ভাইদেরকে বলেঃ **তোমরা যদি বহিস্কৃত হও,** তবে আমরা অবশ্যই তোমাদের সাথে দেশ থেকে বের হয়ে যাব এবং তোমাদের ব্যাপারে আমরা কখনও কারও কথা মানব না। আর **যদি তোমরা আক্রান্ত হও,** তবে আমরা অবশ্যই তোমাদেরকে সাহায্য করব। আল্লাহ তা'আলা সাক্ষ্য দেন যে, ওরা নিশ্চয়ই মিথ্যাবাদী।

ইসলামী ইতিহাসের ঊষালগ্ন থেকে আজ অবধি প্রায় প্রতিটি ইসলাম বিশ্বাসী প্রকৃত ইতিহাস জেনে বা না জেনে ইতিহাসের এ সকল অমানবিক অধ্যায়গুলো যাবতীয় চতুরতার মাধ্যমে বৈধতা দিয়ে এসেছেন। বিষয়গুলো অত্যন্ত স্পর্শকাতর বিধায় বাংলা অনুবাদের সাথে মূল ইংরেজি অনুবাদের অংশটিও সংযুক্ত করছি। - অনুবাদ, টাইটেল ও [**] যোগ - লেখক।]

Cause of Expulsion of Bani al-Nadir:

The narrative of Muhammad Ibne Ishaq and Al-Tabari:

"In this year, the fourth year of the Hijrah (625 AD), the prophet expelled the Banu Nadir from their settlements. The cause of this was:

Amr bin Umayyah, as he returned from the expedition sent out by the messenger of God to Bir Mau'nah, killed two men to whom had been given a promise of protection by the messenger of God.

The apostle went to Banu al-Nadir to ask for their help in the paying blood wit for the two men of Banu Amir whom Amr bin Umaayyah al-Damri (Muhammad's companion) had killed after he had given them the promise of security.

There was a mutual alliance between Banu al-Nadir and Banu Amir. **When the apostle came to them and ask for the blood wit they said that of course they would contribute in the way he wished;** but they took counsel with one another apart saying, 'You will never get such a chance again. Who will go to the top of the house and drop a rock on him (so as to kill him) and rid us of him?' The apostle was sitting by the wall of one of their houses at the time. Amr bin Jihash b. Ka'b volunteered to do this and went up to throw down a rock.

As the apostle was with a number of his companions among whom were Abu Bakr, Umar and Ali, **news came to him from heaven about what these people intended.**

So, he got up (and said to his companions, 'Don't go away until I come to you') and he went back to Medina.

When his companions had waited long for the prophet, they got up to search for him and met a man coming from Medina and asked him about him. He said that he had seen him entering Medina, and

they went off, and when they found him he told them of the treachery which the Jews mediated against him. The apostle ordered them to prepare for war and to march against them. Then he went off with the men until he came upon them.

The Jews took refuge in their forts and the apostle ordered that the palm trees should be cut down and burnt.

They shouted, "Muhammad, you have forbidden damage to property and have blamed those guilty of it. Why then are you cutting down and burning our palm trees?"

Now there was a number of B. Auf b. al-Khajraj among whom were Abdullah b. Ubayy b. Salul and Wadia and Malik b. Abu Qauqal and Suwayd and Dais who had sent to B. al-Nadir saying,

'Stand firm and protect yourselves, for we will not betray you. If you are attacked we will fight with you and if you are turned out, we will go with you.'

Accordingly they waited for help they had promised, but they did nothing and God cast terror into their hearts.

The Messenger of God besieged them for fifteen days until he had reduced them to a state of utter exhaustion.

They asked the apostle to deport them and to spare their lives on condition that they could retain all their property which they could carry on camels, except their armor (weapons), and he agreed.

So they loaded their camels which what they could carry. – Some went to Khaybar and others went to Syria'. [2][3][4][5]

>>> পাঠক, আসুন, আমরা বনি নাদির গোত্রকে বিতাড়িত করার কারণটি মনোযোগের সাথে পর্যবেক্ষণ করে প্রকৃত সত্য অনুধাবনের চেষ্টা করি।

ঘটনার বিবরণে আমরা জানছি:

১) আখেরি নবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) আমর বিন উমাইয়াহ নামক তাঁর এক অনুসারীকে পাঠিয়েছিলেন বীর মাউনাহ নামক এক অভিযানে।

২) সেখানে তাঁর সেই অনুসারী বনি আমির গোত্রের দু'জন নিরপরাধ লোককে খুন করে মদিনায় ফেরত আসে।

৩) **উক্ত ঘটনা নিঃসন্দেহে মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারী এবং বনি আমির গোত্রের বোঝাপড়ার বিষয়। বনি নাদির গোত্রের কোনো লোক এই ঘটনার সাথে কোনোভাবেই জড়িত ছিলেন না।**

৪) তা সত্ত্বেও মুহাম্মদ তাঁদের কাছে গিয়েছিলেন তাঁর ও তাঁর অনুসারীর অপকর্মের মাশুল জোগাড়ের জন্যে।

৫) **কোনোরূপ জড়িত না থাকা সত্ত্বেও বনি নাদির গোত্রের লোকেরা মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীর অপকর্মের মাশুল দিতে রাজিও ছিলেন!**

কিন্তু,

৬) **বনি নাদির গোত্রের লোকেরা মুহাম্মদের প্রস্তাবে রাজি হওয়ার পর** মুহাম্মদ তাঁর সঙ্গে আগত আবু-বকর, ওমর ও আলী সহ অন্যান্য অনুসারীদের বনি নাদির গোত্রের নিকট বসিয়ে রেখে **কোনো প্রকার কারণ দর্শন ছাড়াই** তাঁর নিজ বাসস্থানে ফিরে আসেন।

৭) তাঁর সেই অনুসারীরা তাদের নবীর ফিরে আসার প্রতীক্ষায় অপেক্ষা করার পর যখন নবী ফিরে এলেন না, তখন **তারা নবীকে খুঁজতে বের হন!**

৮) তারা যখন মুহাম্মদকে খুঁজে পান, **মুহাম্মদ তাদেরকে জানান যে, তিনি আসমানি ঐশী বাণীর মাধ্যমে জানতে পেরেছেন যে,** বনি নাদির গোত্রের লোকেরা তাঁকে হত্যার

ষড়যন্ত্র করছে! মুহাম্মদ তাদেরকে অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে বনি নাদির গোত্রের ওপর হামলার আদেশ জারি করেন! এবং তিনি নিজেও সেই হামলায় অংশ নেন!

৯) **মুহাম্মদেরই সাথে আগত অন্যান্য অনুসারীরা বনি নাদির গোত্রের লোকদের সাথে আরও অধিক সময় অবস্থান করে ও তাঁদের ষড়যন্ত্রের কোনো আলামত পাননি।**

"তারা তা জানতে পারেন মুহাম্মদ মারফত!"

শুধু কী তাই!

মুহাম্মদ নিজেও তাঁদের ষড়যন্ত্রের কোনো আলামত পাননি!

"তিনি তা জেনেছেন আসমানি ঐশী বাণী মারফত!"

অর্থাৎ,

১০) মুহাম্মদের দাবির সপক্ষে কোনোরূপ সাক্ষ্য-প্রমাণ (Evidence) কিংবা প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষ সাক্ষীর (Witness) পরিমাণ শূন্য শূন্য শূন্য ---- (absolute Zero)!

>>> এই **শূন্য শূন্য শূন্য সাক্ষ্য-প্রমাণ ও সাক্ষীবিহীন ষড়যন্ত্রের অভিযোগ** নিয়ে স্বঘোষিত আখেরি নবী মুহাম্মদ বিন আবদুল্লাহ "আসমানি ঐশী বানীর অজুহাতে" বনি নাদির গোত্রের ওপর আগ্রাসী আক্রমণ চালান!

তিনি ও তাঁর অনুসারীরা অমানুষিক নৃশংসতায় একটি গোত্রের সমস্ত মানুষকে তাদের শত শত বছরের ভিটে-মাটি-বসত-বাড়ি থেকে প্রায় এক বস্ত্রে (উঠের পিঠে বহনযোগ্য পরিমাণ পরিধেয়/মালামাল) বিতাড়িত করে তাঁদের সমস্ত সম্পত্তি লুণ্ঠন করেন!

পাঠক, বনি কুরাইজার (পর্ব- ১২) বীভৎস ঘটনার সঙ্গে বনি নাদির গোত্রের এই ঘটনার **কোনো মিল খুঁজে পাচ্ছেন কি?** সেখানেও মুহাম্মদ একই কায়দায় **ঐশী বানীর অজুহাতে** বনি কুরাইজার ৭০০-৯০০ জন সুস্থ সবল সুঠাম প্রাপ্তবয়স্ক লোককে প্রকাশ্য দিবালোকে **একে একে গলা কেটে খুন করে তাঁদের সমস্ত স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি করেছিলেন বেদখল**; দিয়েছিলেন তাঁদের যৌবনবতী মা-বোন-মেয়েদের দাসীকরণসহ যৌনসম্ভোগ এবং বয়োবৃদ্ধ/অক্ষম বাবা-মা, ভাই-বোন, দাদা, দাদী ও অপ্রাপ্তবয়স্ক শিশুদের চিরদিনের জন্য দাসত্বের শৃঙ্খলে আবদ্ধ করার বৈধতা!

বনি কেইনুকা গোত্রের মত এবারও সেই একই **আবদুল্লাহ বিন উবাই ও তাঁর সহকারীদের প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপে বনি নাদির গোত্রের লোকেরা ও প্রাণভিক্ষা পেয়েছিলেন।** কারণ তখনও (৬২৫ সাল) মুহাম্মদ আদি মদিনাবাসী এই আবদুল্লাহ বিন উবাইকে উপেক্ষা করার মত শক্তির অধিকারী হন নাই। মুহাম্মদ এই আবদুল্লাহ বিন উবাইকে মুনাফেক রূপে আখ্যায়িত করেছিলেন। ইসলামের ইতিহাসে এই **"আবদুল্লাহ বিন উবাই" মুনাফিক রূপেই ইসলাম বিশ্বাসীদের মনে "আবু লাহাবের" মতই ঘৃণার পাত্র হয়ে আজও বেঁচে আছেন।**

মুহাম্মদের বিরুদ্ধে দাঁড়ানোর মত সৎসাহসের অধিকারী এই অসীম সাহসী আবদুল্লাহ বিন উবাই মুহাম্মদের দুরভিসন্ধি সম্পর্কে ওয়াকিবহাল ছিলেন। কিন্তু তাঁর করার কিছু ছিল না। গনিমতের মালে ধনী হওয়া এবং দাস-দাসীর মালিকানা ও দাসী ভোগের উগ্র বাসনা, মৃত্যুপারের বেহেস্তবাস ও হুরীভোগের প্রবল লালসা এবং **সর্বোপরি মুহাম্মদের বশ্যতা অস্বীকারকারীদের ওপর মুহাম্মদ ও তাঁর সন্ত্রাসী বাহিনীর অনিবার্য আযাবের ভীতিকে উপেক্ষা করা আদৌ সহজ ছিল না!** ওহী নামের মুহাম্মদী বর্ম ও বিভিন্ন কসরতের মাধ্যমে মদিনায় মুহাম্মদ ক্রমান্বয়ে নিজেকে এক প্রবল পরাক্রমশালী নেতা হিসাবে প্রতিষ্ঠা করতে সমর্থ হয়েছিলেন।

এই অসীম সাহসী আবদুল্লাহ বিন উবাই বনি কেউনুকা ও বনি নাদির গোত্রের মত বনি কুরাইজা গোত্রের সেই অসহায় মানুষদের ও বাঁচানোর চেষ্টা করেছিলেন। তাঁর একান্ত চেষ্টা সত্ত্বেও তিনি তাঁদের রক্ষা করতে ব্যর্থ হয়েছিলেন। কারণ, ততদিনে (৬২৭ সাল) মুহাম্মদ আরও অনেক শক্তিশালী! শক্তিমত্তায় মত্ত মুহাম্মদ সেদিন আবদুল্লাহ বিন উবাইকে অবলীলায় উপেক্ষা করে বনি কুরাইজার সেই "গণহত্যাযজ্ঞ" বিশ্ববাসীকে উপহার দিয়েছিলেন।

>>> বনি নাদির গোত্রকে উচ্ছেদ ও বনি কুরাইজার গণহত্যা-যজ্ঞের মাধ্যমে মুহাম্মদ এত বিশাল গনিমতের অধিকারী হন যে তিনি **এই লুটের মালের সাহায্যে** তাঁর প্রতি আনসারদের পূর্ব-অনুগ্রহ পরিশোধ করা শুরু করেন।

ইমাম বুখারীর (৮১০-৮৭০ সাল) বর্ণনা:

আনাস বিন মালিক হতে বর্ণিত:বনি নাদির ও বনি কুরাইজা গোত্র কে পরাভূত করার পূর্ব পর্যন্ত কিছু লোক আল্লাহর নবীকে কিছু খেজুর ও পাম (তাল জাতীয়) গাছ ইজারা স্বরূপ উপহার দিয়েছিল **তারপর তিনি তাদের সেই খেজুর ও পাম (তাল জাতীয়) গাছগুলো ফেরত দেয়া শুরু করেন। (বুখারী: ৫:৫৯:৩৬৪)!** [7]

[Narrated By Anas bin Malik: Some people used to allot some date palm trees to the Prophet as gift till he conquered Banu Quraiza and Bani An-Nadir, where upon he started returning their date palms to them.]

>>> যেহেতু তাঁদেরকে **বিনা যুদ্ধেই** বিতাড়িত করা হয়েছিল, তাই বনি নাদির গোত্রের সমস্ত সম্পত্তি মুহাম্মদ একাই (Fai Booty) হস্তগত করেন!

মুহাম্মদের ভাষায় (কুরান):

৫৯-৬-৭

আল্লাহ বনু-বনুযায়রের কাছ থেকে তাঁর রসূলকে যে ধন-সম্পদ দিয়েছেন, তজ্জন্যে তোমরা ঘোড়ায় কিংবা উটে চড়ে যুদ্ধ করনি, কিন্তু আল্লাহ যার উপর ইচ্ছা, তাঁর রসূলগণকে প্রাধান্য দান করেন। --- আল্লাহ জনপদবাসীদের কাছ থেকে তাঁর রসূলকে যা দিয়েছেন, **তা আল্লাহর, রসূলের, তাঁর আত্নীয়-স্বজনের,** ইয়াতীমদের, অভাবগ্রস্তদের এবং মুসাফিরদের জন্যে, যাতে ধনৈশ্বর্য্য কেবল তোমাদের বিত্তশালীদের মধ্যেই পুঞ্জীভূত না হয়।--

ইমাম বুখারীর (৮১০-৮৭০ সাল) বর্ণনা:

উমর হতে বর্ণিত:বানি নাদির গোত্রের কাছ থেকে লুণ্ঠিত সম্পদ আল্লাহ তার নবীর কাছে **ফাই (Fai Booty)** রূপে স্থানান্তরিত করেছিলেন কারণ তা মুসলমানদের ঘোড়া বা উঠ নিয়ে যুদ্ধের কারণে অর্জিত হয় নাই। **সেই কারণে, ঐ সম্পদের মালিক বিশেষ করে আল্লাহর নবীর, তিনি তা তার পরিবারের বাৎসরিক ভরণ-পোষণ বাবদ খরচ**

করেন এবং তারপর যা অবশিষ্ট থাকে তা আল্লাহর কারণে ব্যবহারের জন ঘোড়া ও যুদ্ধ-অস্ত্র খরিদ করেন। **(বুখারী: ৪:৫২:১৫৩)**! [8][9]

[Narated By 'Umar : The properties of Bani An-Nadir which Allah had transferred to His Apostle as Fai Booty were not gained by the Muslims with their horses and camels. The properties therefore, belonged especially to Allah's Apostle who used to give his family their yearly expenditure and spend what remained thereof on arms and horses to be used in Allah's Cause.]

>>> এই লুটের মালের উত্তরাধিকার (গণিমত) ইসলামসম্মত ১০০% হালাল উপার্জন!

কোনো নির্দিষ্ট বিষয় বা পরিস্থিতিতে ন্যায় ও অন্যায়ের পার্থক্য জানা ও উপলব্ধি করার সবচেয়ে সহজ পন্থা হলো **নিজেকে সেই নির্দিষ্ট ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তির অবস্থানে বসিয়ে নিরপেক্ষভাবে সেই নির্দিষ্ট পরিস্থিতি অনুধাবন করা। নীতিশাস্ত্রে এই পন্থাটিকে "Golden Rule" নামে আখ্যায়িত করা হয়।** জানা যায়, এই পন্থাটি মুহাম্মদের জন্মের প্রায় এক হাজার এক শত বছর পূর্বে (৫৫১-৪৭৯ খ্রিষ্ট-পূর্ব) চীনের দার্শনিক কনফুসিয়াসের মতবাদে ("ethical-sociopolitical teaching") প্রথম শেখান হয়। পন্থাটি হলো:

১) অন্য লোকের কাছে একজন নিজে যে রূপ ব্যবহার প্রত্যাশা করে, তার উচিত অন্য লোকের সাথে সেই রূপ ব্যবহার করা (One should treat others as one would like others to treat oneself)।

২) অন্য লোকের সাথে সেই রূপ ব্যবহার করা উচিত নয় যে রূপ ব্যবহার কেউ তার নিজের জন্য প্রত্যাশা করে না (One should not treat others in ways that one would not like to be treated)। [10]

যে সমস্ত ইসলাম অনুসারী পণ্ডিত ও অপণ্ডিতরা শতাব্দীর পর শতাব্দী **"ঐশী বানীর অজুহাতে"** মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীদের বানু নাদির গোত্রের সমস্ত লোককে তাঁদের

শত শত বছরের পৈতৃক আবাস-স্থল থেকে প্রায় এক-বস্ত্রে বিতাড়িত করে তাঁদের সমস্ত সম্পত্তি লুণ্ঠন ও বানু কুরাইজা গোত্রের সকল সুস্থ-সবল-সুঠাম প্রাপ্তবয়স্ক মানুষকে গলা কেটে খুন ও অন্যদের দাস-দাসীতে রূপান্তরিত করে তাঁদের সমস্ত সম্পত্তি লুণ্ঠন করার **সপক্ষে নির্লজ্জ গলাবাজি করে চলেছেন, তাদের ও তাদের পরিবারকেও** যদি অন্য কোনো তথাকথিত কামেল-পীর-ফকির-গুরু-বাবাজী ও তার চেলা-চামুন্ডেরা **"একইরূপ অজুহাতে একইভাবে বিতাড়িত/খুন ও দাস-দাসীতে রূপান্তর করে ভাগাভাগি**" করে নেন, তাহলেই, বোধ করি, তাঁরা মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীর সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের প্রকৃত স্বরূপ উপলব্ধি করতে পারবেন।

কিন্তু,

একজন সৎ, চিন্তাশীল, বিবেকবান সুস্থ সাধারণ মানের মানুষও কখনোই কোনো মানুষের জন্য এরূপ পরিস্থিতি কল্পনাও করতে পারেন না।

হ্যাঁ! মুহাম্মদ কোনো সাধারণ কামেল-পীর-ফকির-গুরু-বাবাজী নন। **কেন তিনি অসাধারণ,** তার আলোচনা পর্ব-১৪ তে করা হয়েছে!

গত ১৪০০ বছর যাবত নিবেদিতপ্রাণ ইসলামী পণ্ডিত ও ইসলাম-বিশ্বাসীরা (জেনে বা না জেনে) বিভিন্ন কসরতের মাধ্যমে মুহাম্মদের এহেন অপকর্মের বৈধতা দিয়ে এসেছেন! বাধ্য হয়েই তাদেরকে তা করতে হয়েছে অতীতে, করতে হচ্ছে বর্তমানে এবং যতদিন ইসলাম বেঁচে থাকবে, ইসলাম অনুসারীদের তা করতে হবে। এ থেকে তাদের কোনই পরিত্রাণ নেই! কেন নেই, তার আলোচনা দশম পর্বে (জ্ঞান তত্ত্ব) করা হয়েছে।

[কুরানের উদ্ধৃতি সৌদি আরবের বাদশাহ ফাহাদ বিন আবদুল আজিজ (হারাম শরীফের খাদেম) কর্তৃক বিতরণকৃত বাংলা তরজমা থেকে নেয়া, অনুবাদে ত্রুটি-বিচ্যুতির দায় অনুবাদকারীর। কুরানের ছয়জন বিশিষ্ট ইংরেজি অনুবাদকারীর ও চৌত্রিশ-টি বিভিন্ন ভাষায় পাশাপাশি অনুবাদ এখানে]

তথ্যসূত্র ও পাদটীকা:

[1] নৃশংস সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে ক্ষমতাধর নেতা হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন

Sahih Bukhari: volume 4, Book 52, Number 220

http://www.hadithcollection.com/sahihbukhari/85/3671-sahih-bukhari-volume-004-book-052-hadith-number-220.html

Narated By Abu Huraira: Allah's Apostle said, "I have been sent with the shortest expressions bearing the widest meanings, and I have been made victorious with terror (cast in the hearts of the enemy), -----

[2] **"সিরাত রসুল আল্লাহ"- লেখক: ইবনে ইশাক (৭০৪-৭৬৮ খৃষ্টাব্দ),** সম্পাদনা: ইবনে হিশাম (মৃত্যু ৮৩৩ খৃষ্টাব্দ), ইংরেজি অনুবাদ: A. GUILLAUME, অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, করাচী, ১৯৫৫ - পৃষ্ঠা ৪৩৭-৪৩৯

http://www.justislam.co.uk/images/Ibn%20Ishaq%20-%20Sirat%20Rasul%20Allah.pdf

[3] ***"তারিক আল রসুল ওয়াল মুলুক"- লেখক: আল-তাবারী (৮৩৮-৯২৩ খৃষ্টাব্দ),*** ভলুউম ৭, *ইংরেজী অনুবাদ: W. Montogomery Watt and M.V. McDonald, নিউ ইয়র্ক ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯৮৭* –পৃষ্ঠা (Leiden) ১৪৪৮-১৪৫৪

http://books.google.com/books?id=efOFhaeNhAwC&printsec=frontcover&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false

[4] **"কিতাব আল-মাগাজি"- লেখক: আল-ওয়াকিদি (৭৪৮-৮২২ খৃষ্টাব্দ),**

এড মারসেডেন জোনস, লন্ডন ১৯৬৬ - পৃষ্ঠা ৩৬৩-৩৬৮

[5] **কিতাব আল-তাবাকাত আল-কাবির – লেখক: মুহাম্মদ ইবনে সা'দ (৭৮৪-৮৪৫** খৃষ্টাব্দ)', অনুবাদ এস মইনুল হক, প্রকাশক কিতাব ভবন, নয়া দিল্লি, সাল ২০০৯ (3rd Reprint), ISBN 81-7151-127-9(set), ভলুউম ২, পার্ট- ১, পৃষ্ঠা ৬৮-৭১

http://kitaabun.com/shopping3/product_info.php?products_id=4170

[6] **"তোমরা যে কিছু কিছু খর্জুর বৃক্ষ কেটে দিয়েছ এবং কতক না কেটে ছেড়ে দিয়েছ," ইমাম বুখারী (সহি বুখারী):**

http://www.hadithcollection.com/sahihbukhari/92--sp-608/5690-sahih-bukhari-volume-005-book-059-hadith-number-365.html

Volume 5, Book 59, Number 365

Narrated By Ibn Umar: Allah's Apostle had the date-palm trees of Bani Al-Nadir burnt and cut down at a place called Al-Buwaira. Allah then revealed: "What you cut down of the date-palm trees (of the enemy) Or you left them standing on their stems. It was by Allah's Permission." (59.5)

[7] "এই লুটের মালের সাহায্যে মুহাম্মদ আনসারদের পূর্ব-অনুগ্রহ পরিশোধ করা শুরু করেন":

Sahih Bukhari volume 5, Book 59, number 364:

http://www.hadithcollection.com/sahihbukhari/92/5691-sahih-bukhari-volume-005-book-059-hadith-number-364.html

[8] "বনি নাদির গোত্রের সমস্ত সম্পত্তি মুহাম্মদ একাই হস্তগত করেন (Fai booty)"

Sahih Bukhari volume 4, Book 52, number 153

http://www.hadithcollection.com/sahihbukhari/85/3739-sahih-bukhari-volume-004-book-052-hadith-number-153.html

[9] Fai (i.e. booty gained without fighting) – For Muhammad ONLY

(Fatima claimed her inheritance – Fadak)

Sahi Bukhari: Volume 5, Book 59, Number 546:

Sahi Bukhari: Volume 5, Book 59, Number 367: -long Hadit

http://hadithcollection.com/sahihbukhari/92--sp-608/5688-sahih-bukhari-volume-005-book-059-hadith-number-367.html

[10] Golden Rule

http://en.wikipedia.org/wiki/Golden_Rule

৫৩: মদিনা সনদ তত্ত্ব- তথাকথিত!

ত্রাস, হত্যা ও হামলার আদেশ– ছাব্বিশ

মুহাম্মদ ও তাঁর প্রত্যক্ষ অনুসারীরা কী রকম অমানুষিক নৃশংসতায় বিরুদ্ধবাদীদের দমন করেছিলেন, তার ধারাবাহিক আলোচনা "ত্রাস হত্যা ও হামলার আদেশ" এর পূর্ববর্তী পর্বগুলোতে করা হয়েছে। তাঁর মৃত্যু-পরবর্তী সময়ে তাঁর অনুসারীরা সে সকল শিক্ষার ধারাবাহিকতা অনুগতভাবে পালন করেছেন ইসলাম প্রচার ও প্রতিষ্ঠার চেষ্টায়। তার জের চলছে আজও। মুহাম্মদের মৃত্যুর ১৪০০ বছর পরও মুহাম্মদ ও তাঁর ইসলামের বিরুদ্ধে সমালোচনা করার বিভীষিকা পৃথিবীবাসী প্রতিনিয়তই প্রত্যক্ষ করছেন।

ইসলামের ইতিহাস পাঠের সময় একটি সত্য সর্বদায় মনে রাখা অত্যন্ত আবশ্যক!

সেই সত্যটি হলো:

'আদি উৎসে বর্ণিত **ইসলামের সমস্ত ইতিহাস সংকলিত ও লিখিত হয়েছে** ইসলাম-বিশ্বাসীদের কল্যাণে। লেখকরা যাদের বর্ণনার ভিত্তিতে মুহাম্মদের স্বরচিত ব্যক্তিমানস জীবনীগ্রন্থ কুরান (আল্লাহর রেফারেন্স দিয়ে মুহাম্মদের বক্তব্য) এবং হাদিস (আল্লাহর রেফারেন্স না দিয়ে মুহাম্মদের বক্তব্য ও কর্মের ইতিহাস) সংকলন করেছেন ও সিরাত (মুহাম্মদের জীবনী) রচনা করেছেন, সে সকল **সংকলনকারী ও বর্ণনাকারীর প্রত্যেকটি সদস্যই (এক শত ভাগ) ছিলেন বিশিষ্ট ইসলাম বিশ্বাসী।**

আর ইসলামের অবশ্য অত্যাবশ্যকীয় প্রাথমিক সংজ্ঞা (ইমান: আল্লাহ এবং মুহাম্মদে বিশ্বাস) অনুযায়ী **কোনো ইসলাম বিশ্বাসীরই মুহাম্মদের কোনো কর্মের সামান্যতম সমালোচনা, কটূক্তি বা নিন্দা করার কোনই ক্ষমতা নেই।**

মুহাম্মদের প্রতিটি কর্মকাণ্ডকে বিভিন্ন কসরতের মাধ্যমে বৈধতা প্রদান এবং মুহাম্মদের সাথে সুর মিলিয়ে অবিশ্বাসীদের যাবতীয় ইতিহাস, শিক্ষা-সংস্কৃতিকে আইয়্যামে জাহিলিয়াত আখ্যায় অত্যন্ত হেয় প্রতিপন্ন করাই প্রতিটি ইসলাম বিশ্বাসীর অত্যাবশ্যকীয় ইমানী দায়িত্ব। তাঁদের সামনে অন্য কোনো পথই খোলা নেই। ইসলাম ১০০% সমগ্রতাবাদী মতবাদ। এই ইমানী **দায়িত্বে অন্যথাকারী কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠী কখনোই নিজেকে "ইসলাম-বিশ্বাসী" বলে দাবী করতে পারেন না।**

অর্থাৎ,

ইসলামের সকল ইতিহাস সম্পূর্ণরূপে একপেশে (One-sided)! কারণ সেই ইতিহাসের প্রবর্তকরা হলেন শুধুই মুহাম্মদ (কুরান) ও তাঁর নিবেদিতপ্রাণ অনুসারীরা (সিরাত ও হাদিস); আত্মপক্ষ সমর্থনে পরাজিত বিরুদ্ধবাদী কাফেরদের প্রামাণিক সাক্ষ্যের কোনো দলিল ইসলামের ইতিহাসের কোথাও খুঁজে পাওয়া যায় না। তাই অবিশ্বাসী, সমালোচনাকারী ও বিরুদ্ধবাদীদের বিরুদ্ধে মুহাম্মদ ও তাঁর নিবেদিতপ্রাণ অনুসারীদের বর্ণিত অপবাদ ও অভিযোগের ইতিহাসের সঠিকত্ব প্রমাণের কোনো সুযোগ নেই (পর্ব-৪৪)।

মুহাম্মদের যে কোনো আদেশ-নিষেধ ও কর্মকাণ্ডের সামান্যতম সমালোচনাকারী প্রতিটি ব্যক্তি বা গোষ্ঠীকে মুহাম্মদ **"আল্লাহ ও তার রসুলের (ইসলামের) শত্রু"** বলে আখ্যায়িত করেছেন। আর তাঁর অনুগত অনুসারীরা তাঁর সাথে সুর মিলিয়ে ইসলামের সমালোচনাকারী যে কোনো ব্যক্তি ও গোষ্ঠীকে ইসলামের শত্রু (Enemies of Islam) বলে আখ্যায়িত করে আসছেন ইসলামের জন্মলগ্ন থেকেই। ইসলামের এই শত্রুদের কীভাবে শায়েস্তা করতে হবে, তা আখেরি নবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) তাঁর প্রতিটি অনুসারীদের হাতে-কলমে শিক্ষা দিয়েছেন। কুরান, হাদিস ও মুহাম্মদের জীবনীগ্রন্থের পাতায় পাতায় বর্ণিত আছে সে সমস্ত কলা-কানুন।

তাই,

অনিবার্য কারণেই ইসলামের যাবতীয় ইতিহাস অত্যন্ত তোষামোদ (সর্বাবস্থায় মুহাম্মদের বন্দনা) ও পক্ষপাতদুষ্ট।

এই অত্যন্ত তোষামোদ ও পক্ষপাতদুষ্ট ইতিহাস থেকে **সত্যকে আবিষ্কার করা মোটেও** সহজ কাজ নয়। আর সেই সত্যকে আবিষ্কারের পর তা প্রকাশ করা ইসলাম-বিশ্বাসী ও অবিশ্বাসী নির্বিশেষে প্রতিটি রাজনৈতিক ও অরাজনৈতিক ব্যক্তি, জাতি ও গোষ্ঠীর জন্য এক **অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ সিদ্ধান্ত।** লক্ষ লক্ষ নিবেদিতপ্রাণ ইসলাম-বিশ্বাসী এ সকল সত্য প্রকাশকারী "ইসলামের শত্রুদের" বিভিন্ন কায়দায় শায়েস্তা ও প্রয়োজনে খুন করার ইমানী দীক্ষায় দীক্ষিত।

"কোন অর্বাচীন নিতে চায় তাঁর কর্ম, পেশা ও মৃত্যুঝুঁকি? কোন অর্বাচীন রাজনৈতিক নেতা নিতে চায় তাঁর দেশ ও জাতিকে বিপদের মুখে ঠেলে দিতে? **সবচেয়ে সহজ যে কাজটি তা হলো,** 'Shut up your mouth! Say, 'Islam means PEACE'! Praise Muhammad and his GREAT ideology!'"

এ ভাবেই রচিত হয়েছে ইসলামের যাবতীয় ইতিহাস! তাই, অতিরিক্ত অনুসন্ধানী দৃষ্টি না দিলে বিভ্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা শতভাগ।'

>>> কালের পরিক্রমাকে অতিক্রম করে মুহাম্মদের জীবন-ইতিহাসের (সিরাত ও হাদিস) **যে ঘটনাগুলোর বর্ণনা রেফারেন্স হিসাবে** আমাদের কাছে মজুত আছে, তা প্রথম লেখা হয়েছে বর্ণিত সেই ঘটনা গুলো সংঘটিত হওয়ার এক থেকে দুই শতাব্দীরও অধিক পরে। কালের এই দীর্ঘ পরিক্রমাকে অতিক্রম করে **"মুহাম্মদের সর্বপ্রথম যে পূর্ণাঙ্গ জীবনীগ্রন্থটি"** আমাদের হাতে পৌঁছেছে, তা লেখা হয়েছে মুহাম্মদের মৃত্যুর ১১০ বছরেরও অধিক পরে। সেই বইটি হলো মুহাম্মদ ইবনে ইশাক ইবনে ইয়াসার (৭০৪-৭৬৮ খ্রিষ্টাব্দ) রচিত 'সিরাত রসুল আল্লাহ'। **তাই, মুহাম্মদ ইবনে ইশাকের এই গ্রন্থটিই ইবনে ইশাক পরবর্তী ঐতিহাসিকদের মূল রেফারেন্স। আর, ইবনে হিশাম সম্পাদিত 'সিরাত রাসুল আল্লাহ' বইটিই হলো মুহাম্মদ ইবনে ইশাকের মূল বইয়ের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সংস্করণ (বিস্তারিত: পর্ব- ৪৪)।**

পরবর্তীতে গত ১৪০০ বছর যাবত মুহাম্মদের যে অসংখ্য সম্পূর্ণ ও অসম্পূর্ণ জীবনীগ্রন্থ বিভিন্ন লেখকরা বিভিন্নভাবে (প্রয়োজন মত যোগ-বিয়োগ ও সঠিক-বিকৃত তথ্য/উদ্ধৃতি সহকারে) লিপিবদ্ধ করেছেন তাঁদের সবাইকেই এই গ্রন্থটির ওপরই **বিশেষভাবে নির্ভরশীল** হতে হয়েছে।

এই গ্রন্থটির অধিকাংশ ঘটনার বর্ণনায় **"তথ্যসূত্র/উৎসের"** (কোন কোন মানুষের কাছ থেকে ধারাবাহিকভাবে তা সংগ্রহীত হয়েছে) উল্লেখ থাকলেও বহু স্থানে ঘটনার বর্ণনায় লেখক মুহাম্মদ ইবনে ইশাক সেই ঘটনার তথ্যসূত্র/উৎসের কোনোই উল্লেখ করেননি। **অনিবার্য কারণেই "উৎসের উল্লেখ" না থাকায় সে সকল ঘটনার বিশ্বাসযোগ্যতা আরও প্রশ্নবিদ্ধ!**

আদি মদিনাবাসী ইহুদি গোত্রের **বিভিন্ন ব্যক্তির ওপর** মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীদের অনৈতিক আগ্রাসী সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড এবং বনি কেউনুকা ও বনি নাদির **গোত্রের সমস্ত মানুষকে** বিতাড়িত করে তাঁদের সর্বস্ব লুণ্ঠন (পর্ব ৫১-৫২) ও বনি কুরাইজা গোত্রের সমস্ত মানুষের ওপর অমানুষিক গণহত্যাযজ্ঞ ও তাঁদেরকে দাস-দাসীতে রূপান্তর (পর্ব-১২) করে তাঁদের সর্বস্ব লুণ্ঠন করার বৈধতা দিতে ইসলামী বিশ্বাসী পণ্ডিত ও অ-পণ্ডিতরা মুহাম্মদ ইবনে ইশাক রচিত **"মদিনা সনদ নামক এক উপাখ্যানের"** উদ্ধৃতি উপস্থাপন করেন।

অত্যন্ত লক্ষণীয় বিষয় এই যে, "মদিনা সনদ" নামক এই উপাখ্যান ও তার শর্তগুলোর বিবরণ এমনই একটি বর্ণনা যাতে মুহাম্মদ ইবনে ইশাক কোনোরূপ উৎসের উল্লেখ করেননি!

ইবনে হিশাম সম্পাদিত 'সিরাত রাসুল আল্লাহ বইটির ইংরেজি অনুবাদ করেছেন A. GUILLAUME. বইটির ২৩১ পৃষ্ঠায় হঠাৎ করেই "The Covenant between the Muslims and the Medinans and with the Jews" শিরোনামে মুহাম্মদ ইবনে ইশাকের বর্ণনা শুরু হয়েছে, **কোনো রূপ তথ্যসূত্র বা উৎসের (Isnad) উল্লেখ না করেই।**

কী ছিল সেই "মদিনা সনদ" নামের শান্তিচুক্তি এবং কী তার শর্ত?

মুহাম্মদ ইবনে ইশাকের বর্ণনা মতে **"মদিনা সনদ নামক চুক্তিটি"** ছিল মদিনায় পালিয়ে আসা (হিজরত) মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারী মুসলমানদের সাথে মদিনায় বসবাসরত স্থানীয় ইহুদী ও অন্যান্য অবিশ্বাসী গোত্রের পারস্পরিক শান্তিচুক্তি।

ইবনে ইশাকের বর্ণনা মতে চুক্তিটি ছিল নিম্নরূপ ([**] ও নম্বর যোগ- লেখক): [1] [2]

[ইসলামী ইতিহাসের ঊষালগ্ন থেকে আজ অবধি প্রায় প্রতিটি ইসলাম বিশ্বাসী প্রকৃত ইতিহাস জেনে বা না জেনে ইতিহাসের এ সকল অমানবিক অধ্যায়গুলো যাবতীয় চতুরতার মাধ্যমে বৈধতা দিয়ে এসেছেন। বিষয়গুলো অত্যন্ত স্পর্শকাতর বিধায় বাংলা অনুবাদের সাথে মূল ইংরেজি অনুবাদের অংশটিও সংযুক্ত করছি। - অনুবাদ, টাইটেল ও [**] যোগ - লেখক।]

The Covenant between the Muslims and the Medinans and with the Jews

[In Islamic history it is known as "THE MEDINA CHARTER", 622 CE]

'The apostle wrote a document concerning the emigrants and the helpers in which he made a friendly agreement with the Jews and established them in their religion and their property, and stated the receiprocal obligations, as follows:

In the name of God, the Compassionate, the Merciful.

(1) This is a document from Muhammad the prophet [governing the relations] between the believers and Muslims of Quraysh and Yathrib, and those who followed them and joined them and labored with them.

(2) They are one community (umma) to the exclusion of all men.

(3) The Quraysh emigrants according to their present custom shall pay the bloodwit within their number and shall redeem their prisoners with the kindness and justice common among believers.

(4) The B. 'Auf according to their present custom shall pay the bloodwit they paid in heathenism; every section shall redeem its prisoners with the kindness and justice common among believers. The B. Saida, the B. 'l-Harith, and the B. Jusham, and the B. al-Najjar likewise.

(5) The B. 'Amr b. 'Auf, the B. al-Nabit and the B. al-'Aus likewise.

(6) Believers shall not leave anyone destitute among them by not paying his redemption money or bloodwit in kindness.

(7) A believer shall not take as an ally the freedman of another Muslim against him.

(8) The God-fearing believers shall be against the rebellious or him who seeks to spread injustice, or sin or enmity, or corruption between believers; the hand of every man shall be against him even if he be a son of one of them.

(9) A believer shall not slay a believer for the sake of an unbeliever, nor shall he aid an unbeliever against a believer.

(10) God's protection is one; the least of them may give protection to a stranger on their behalf. Believers are friends one to the other to the exclusion of outsiders.

(11) To the Jew who follows us belong help and equality. He shall not be wronged nor shall his enemies be aided.

(12) The peace of the believers is indivisible. No separate peace shall be made when believers are fighting in the way of God. Conditions must be fair and equitable to all.

(13) In every foray a rider must take another behind him.

(14) The believers must avenge the blood of one another shed in the way of God.

(15) The God-fearing believers enjoy the best and most upright guidance.

(16) No polytheist shall take the property of person of Quraysh under his protection nor shall he intervene against a believer.

(17) Whoever is convicted of killing a believer without good reason shall be subject to retaliation unless the next of kin is satisfied (with blood-money), and the believers shall be against him as one man, and they are bound to take action against him.

(18) It shall not be lawful to a believer who holds by what is in this document and believes in God and the last day to help an evil-doer or to shelter him. The curse of God and His anger on the day of resurrection will be upon him if he does, and neither repentance nor ransom will be received from him.

(19) Whenever you differ about a matter it must be referred to God and to Muhammad.

(20) The Jews shall contribute to the cost of war so long as they are fighting alongside the believers.

(21) The Jews of the B. ‘Auf are one community with the believers (the Jews have their religion and the Muslims have theirs), their freedmen and their persons except those who behave unjustly and sinfully, for they hurt but themselves and their families.
(22) The same applies to the Jews of the B. al-Najjar, B. al-Harith, B. Sai ida, B. Jusham, B. al-Aus, B. Tha'laba, and the Jafna, a clan of the Tha‘laba and the B. al-Shutayba.
(23) Loyalty is a protection against treachery. The freedmen of Tha ‘laba are as themselves. The close friends of the Jews are as themselves.
None of them shall go out to war save the permission of Muhammad, but he shall not be prevented from taking revenge for a wound.
He who slays a man without warning slays himself and his household, unless it be one who has wronged him, for God will accept that.
(24) The Jews must bear their expenses and the Muslims their expenses. Each must help the other against anyone who attacks the people of this document.
(25) They must seek mutual advice and consultation, and loyalty is a protection against treachery.
(26) A man is not liable for his ally’s misdeeds. The wronged must be helped.
(27) The Jews must pay with the believers so long as war lasts.

(28) Yathrib shall be a sanctuary for the people of this document.
(29) A stranger under protection shall be as his host doing no harm and committing no crime.
(30) A woman shall only be given protection with the consent of her family.
(31) If any dispute or controversy likely to cause trouble should arise it must be referred to God and to Muhammad the apostle of God.
God accepts what is nearest to piety and goodness in this document.
(32) Quraysh and their helpers shall not be given protection.
(33) The contracting parties are bound to help one another against any attack on Yathrib.
(34) If they are called to make peace and maintain it they must do so; and if they make a similar demand on the Muslims it must be carried out except in the case of a holy war.
(36) Every one shall have his portion from the side to which he belongs; the Jews of al-Aus, their freedmen and themselves have the same standing with the people of this document in pure loyalty from the people of this document.
(37) Loyalty is a protection against treachery: He who acquires aught acquires it for himself. God approves of this document.
(38) This deed will not protect the unjust and the sinner. The man who goes forth to fight and the man who stays at home in the city is safe unless he has been unjust and sinned. God is the protector

of the good and God-fearing man and Muhammad is the apostle of God.' [1][2]

>>> পাঠক, মুহাম্মদ ইবনে ইশাকের বর্ণিত "মদিনা-সনদ" নামক চুক্তির শর্তাবলীর দিকে খুব মনোযোগের সাথে খেয়াল করুন!

চুক্তির শর্তগুলো পর্যালোচনা করার আগে যে অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি মনে রাখা অত্যন্ত প্রয়োজন, তা হলো:

'হিজরত পরবর্তী প্রথম অবস্থায় মুহাম্মদ কোনো ইসলামী রাষ্ট্রনায়কের (তাঁর কোনো রাষ্ট্র ছিল না) পদমর্যাদায় ছিলেন না। তিনি ছিলেন অল্প কিছু কাল আগে ইসলামে দীক্ষিত স্বল্প সংখ্যক আদি মদিনাবাসীর (আনসার) সাহায্যের প্রতিশ্রুতির ওপর ভরসা করে মদিনায় সদ্য আগমনকারী স্বেচ্ছানির্বাসিত এক ব্যক্তি। যে ব্যক্তিটির স্ট্যাটাস, কারিশমা ও সফলতার নমুনা হলো তাঁর মক্কায় অবস্থানকালে সুদীর্ঘ ১২-১৩ বছরের অক্লান্ত চেষ্টার ফসল/অর্জন সমাজের নিম্নশ্রেণীর সর্বোচ্চ মাত্র ১৩০ জন অনুসারী (মুহাজির), যাদের সকলে তখনও মদিনায় হিজরত করেন নাই।

সেই পরিস্থিতিতে মদিনায় বিত্তবান ইহুদি ও অন্যান্য **অবিশ্বাসী (অমুসলিম) সম্প্রদায়ের লোকের** দৃষ্টিতে স্বভাবতই মুহাম্মদ ও তাঁর সঙ্গের মক্কাবাসী হিজরতকারী অনুসারীরা একদল **বহিরাগত** ছাড়া আর কিছুই নয়। যে বহিরাগতরা আশ্রয় নিয়েছিলেন আনসারদের বাড়িতে। যাদের না ছিল কোনো নিজস্ব বাসস্থান, না ছিল কর্মসংস্থান। যারা সম্পূর্ণরূপে শুধু আনসারদের ওপরই নির্ভরশীল ছিলেন না, নির্ভরশীল ছিলেন ইহুদিসহ অন্যান্য আদি মদিনাবাসী বিভিন্ন গোত্রের ওপরও; প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে। **সেই মুহূর্তে স্বাভাবিকভাবেই মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীরা ছিলেন বিশেষভাবে দুর্বল (পর্ব:২৮-২৯)!**

এতদসত্ত্বেও, মুহাম্মদ ইবনে ইশাকের বর্ণিত তথ্যসূত্র ও রেফারেন্সবিহীন এই শান্তিচুক্তিটিতে যে-বিষয়টি অত্যন্ত স্পষ্ট তা হলো, এই চুক্তি-পত্রে:

"অত্যন্ত নাটকীয় এমন কিছু শর্তের উপস্থিতি, যা অবিশ্বাসীদের জন্য শুধু যে অবমাননাকর তাইই নয়, তা যে কোন স্বাধীন-সার্বভৌম জাতি-গোষ্ঠীর আত্মমর্যাদার পরিপন্থী!"

কিছু উদাহরণ:

৯) 'অবিশ্বাসীদের খাতিরে কোনো বিশ্বাসী অপর কোনো বিশ্বাসীকে কখনোই ("shall not") হত্যা করতে পারবে না; একইভাবে কোনো বিশ্বাসী অপর কোন বিশ্বাসীর বিরুদ্ধে কোনো অবিশ্বাসীকে কখনোই সাহায্য করতে পারবে না।

১৭) কেউ যদি কোনো বিশ্বাসীকে সন্তোষজনক কারণ ছাড়াই খুন করার কারণে অপরাধী সাব্যস্ত হয়, তবে তার বিরুদ্ধে অবশ্যই প্রতিশোধ গ্রহণ বিবেচ্য হবে, যদি না তার [নিহতের] নিকটতম আত্মীয়েরা সন্তুষ্ট হয় (রক্তমূল্যের বিনিময়ে); এবং সমস্ত বিশ্বাসীরা একযোগে অবশ্যই তার [অপরাধী] বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে বাধ্য থাকবে'।

১৭ নম্বর শর্তের সরল অর্থ হলো:

কোন অবিশ্বাসী অথবা বিশ্বাসী [যে কেউ (whoever)] **যদি কোনো বিশ্বাসীকে হত্যা করে,** তবে সেই নিহত বিশ্বাসী পরিবারের নিকটতম আত্মীয়ের সন্তুষ্টির জন্য ন্যায় বিচার (প্রতিশোধ ব্যবস্থা)

নিশ্চিত করতে বিশ্বাসীরা **একজোট হয়ে** প্রয়োজনে খুনিকে হত্যা (Eye for an Eye) সহ যে কোনো ধরনের যথাযোগ্য সাহায্য **করতে বাধ্য থাকবে।**

আর, ৯ নম্বর শর্তের সরল অর্থ হলো:

কোনো বিশ্বাসী যদি কোন অবিশ্বাসীকে হত্যা করে (একই রূপ অপরাধ) তবে সেই নিহত অবিশ্বাসী পরিবারের নিকটতম আত্মীয়ের সন্তুষ্টির জন্য একই রূপ (১৭ নম্বর) ন্যায় বিচার (প্রতিশোধ ব্যবস্থা) নিশ্চিত করতে **কোনো বিশ্বাসী কখনোই** সেই খুনিকে শুধু যে হত্যা (Eye for an Eye) করতে পারবে না, তাইই নয়; খুনির (বিশ্বাসী) বিরুদ্ধে নিহতের পরিবার (অবিশ্বাসী) কে তারা **কখনোই** কোনোরূপ সাহায্যও করতে পারবে না!

নিঃসন্দেহে, অবিশ্বাসীদের জন্য এই শর্ত গুলো যে চরম অবমাননাকর ও পক্ষপাতদুষ্ট তা অনুধাবন করার জন্য কোন মহাজ্ঞানী হওয়ার প্রয়োজন নেই!

১৯) 'যখন তোমরা কোনো ব্যাপারে দ্বিধাবিভক্ত হবে, তখন তা "অবশ্যই" আল্লাহ ও মুহাম্মদের গোচরে আনতে হবে।

২৩) --আল্লাহ ও মুহাম্মদের অনুমতি ছাড়া কখনোই কেউ যুদ্ধে জড়িত হতে পারবে না।

৩১) যদি কখনো কোনো বিবাদ অথবা বিতর্ক জড়িয়ে পরার সম্ভাবনা থাকে যা দুর্ভোগের কারণ হতে পারে, তখন তা "অবশ্যই" আল্লাহ ও আল্লাহর নবী মুহাম্মদের গোচরে আনতে হবে। -'।

একই ভাবে ১৯, ২৩ ও ৩১ নম্বর শর্তে দাবী করা হয়েছে যে, ওপরে বর্ণিত চরম পক্ষপাতদুষ্ট ও অবমাননাকর শর্তে মদিনাবাসী অবিশ্বাসীরা যে শুধু স্বাক্ষর করেছিলেন তাইই নয়, **সেই অবমাননা গ্রহণ করে তাঁরা মুহাম্মদকে তাদের নেতা ও দণ্ড-মুণ্ডের কর্তা হিসাবে স্থান দিয়েছিলেন - যদিও তাঁরা মুহাম্মদকে নবী হিসাবে স্বীকারই করেন না!**

অল্প কিছু ধর্মান্তরিত নব্য মুহাম্মদ-অনুসারী আনসার এবং তাদের বাড়ি-ঘরে আশ্রিত পলাতক মুহাম্মদ ও মুহাজিরদের সাথে এমন একটি অবমাননাকর শর্তে **তাদের চেয়ে অনেক অধিক সংখ্যা, শক্তি ও সমৃদ্ধিতে বলীয়ান** মদিনাবাসী ইহুদি ও অন্যান্য অবিশ্বাসীরা লিখিতভাবে রাজী হওয়ার যে উপাখ্যান মুহাম্মদ ইবনে ইশাক লিপিবদ্ধ করেছেন, **তা যুক্তির বিচারে আরব্য উপন্যাসের অতিকথাকেও হার মানায়!**

>>> ইসলাম অনুসারী পণ্ডিত ও অপণ্ডিতরা ১৭ নম্বর শর্তের বৈধতা দিতে ১৮ নম্বর শর্তের উদ্ধৃতি দেন। যেখানে বলা হয়েছে:

১৮) 'এই চুক্তি পত্রে আবদ্ধ আল্লাহ বিশ্বাসীর জন্য কখনোই **আইনসিদ্ধ নয় যে** সে কোনো **অনিষ্টকারী ব্যক্তি (Evil-doer)** কে সাহায্য করবে কিংবা আশ্রয় দেবে। যদি সে

তা করে তবে **পুনরুত্থানের দিন** আল্লাহর ক্রোধ ও অভিশাপ তার উপর বর্তাবে এবং অনুতাপ অথবা খেসারৎ কোনটিই তার কাজে আসবে না।’

ইসলামী পরিভাষা সম্বন্ধে যাদের কোন স্বচ্ছ ধারনা নেই তাঁরা ১৮ নম্বর শর্তের "অনিষ্টকারী"; ২৩, ২৫ ও ৩৭ নম্বর শর্তের "প্রতারণা (Treachery)", ২৬ নম্বর শর্তের “জুলুম” (wronged); ৩৪ নম্বর শর্তের "পবিত্র যুদ্ধ ও ৩৮ নম্বর শর্তের নীতিবিগর্হিত ও পাপী (unjust and sinner)" জাতীয় শব্দের মারপ্যাঁচে বিভ্রান্ত হতে বাধ্য!

ন্যায়-অন্যায়ের সর্বজনগ্রাহ্য পরিচিত এই রূপ শব্দমালার অর্থ ইসলামিক পরিভাষায় সম্পূর্ণ বিপরীত অর্থ বহন করতে পারে। এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা পর্ব-৩৩-এ করা হয়েছে।

সংক্ষেপে:

ইসলামের প্রাথমিক সংজ্ঞা হলো:

“হযরত মুহাম্মদের (সাঃ) ও তাঁর প্রচারিত বাণী ও মতবাদে অবিশ্বাসী প্রতিটি ব্যক্তিই হলেন অপকর্মকারী, বিপথগামী, লাঞ্ছিত, পথভ্রষ্ট, পাপী - ইত্যাদি, ইত্যাদি! তাঁরা বে-ইমান (অবিশ্বাসী) । আর, প্রতি টি বে-ইমান ব্যক্তিই অনন্ত শাস্তির যোগ্য (পর্ব-২৭)!”

আর, ইসলামের প্রাথমিক নির্দেশ হলো:

“কোন অবিশ্বাসী যদি মুহাম্মদ ও তাঁর মতবাদ ইসলামের বিরুদ্ধে কটূক্তি করেন, সমালোচনা করেন কিংবা করেন বিরুদ্ধাচরণ; **তবে তাঁদের বিরুদ্ধে 'জিহাদ (পবিত্র যুদ্ধ) ও প্রয়োজনে তাঁদেরকে "হত্যা" করা** প্রত্যেক ইসলাম বিশ্বাসীর অবশ্যকর্তব্য ইমানী দায়িত্ব। হোন না তিনি সেই মুমিন বান্দার পিতা-পুত্র, ভাই-বোন, বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজন বা প্রতিবেশী। **বদর যুদ্ধে মুহাম্মদ তাঁর এই নির্দেশের সর্বপ্রথম বাস্তবায়ন ঘটান (পর্ব: ৩০-৪৩)।**

আবু আফাক নামের ১২০ বছর বয়সের অতিবৃদ্ধ ও পাঁচ সন্তানের জননী কবি আসমা-বিনতে মারওয়ানকে রাতের অন্ধকারে নৃশংসভাবে খুন করা ইসলামের পরিভাষায়

কোনো অন্যায় কর্ম নয়; **খুনিরা নয় কোনো "অন্যায়কারী" (পর্ব: ৪৬-৪৭)!** কাব বিন আল আশরাফ ও আবু-রাফিকে **প্রতারণার আশ্রয়ে খুন করা ইসলামিক পরিভাষায় "মহৎ কর্ম"** (পর্ব: ৪৮ ও ৫০)! বনি কেউনুকা, বনি নাদির ও বনি কুরাইজা গোত্রের উপর মুহাম্মদ ও তাঁর সহকারীর **নৃশংস আগ্রাসী কর্মকাণ্ড ইসলামিক পরিভাষায় কোনো "জুলুম" নয়, তা হলো "পবিত্র যুদ্ধ"!**

গুরুত্বপূর্ণ সংবেদনশীল নিবন্ধে তথ্যসূত্র ও রেফারেন্স না থাকার কারণ:

প্রশ্ন হলো, কী কারণে ইসলামে নিবেদিত প্রাণ মুহাম্মদ ইবনে ইশাক এমন একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও সংবেদনশীল বিষয়ে তথ্যসূত্র ও রেফারেন্স এর উল্লেখ করেন নাই? **সাধারণত: যে দু'টি সম্পূর্ণ বিপরীতধর্মী কারণে** কোনো লেখক/ঐতিহাসিক তাঁর বর্ণিত দলিলে তথ্যসূত্র/রেফারেন্স এর উল্লেখ করেন না, তা হলো:

প্রথম কারণ:

নির্ভরযোগ্য প্রামাণিক তথ্যসূত্র ও রেফারেন্সের অভাব!

দ্বিতীয় কারণ:

উল্লেখিত বিষয়/ঘটনা টি এতই সর্বজনবিদিত ও নির্ভরযোগ্য যে তার বর্ণনায় প্রামাণিক তথ্যসূত্র ও রেফারেন্স উল্লেখের কোনো প্রয়োজনই নেই!

এমন কি হতে পারে না যে, মুহাম্মদ ইবনে ইশাকের তথ্যসূত্র ও রেফারেন্সবিহীন "মদিনা সনদ" চুক্তির উল্লেখিত উপাখ্যানটি শেষোক্ত প্রকৃতির? অর্থাৎ বিষয়টি এতই সর্বজনবিদিত ও নির্ভরযোগ্য যে, প্রামাণিক তথ্যসূত্র ও রেফারেন্স উল্লেখের কোনো প্রয়োজনই নেই?

এই প্রশ্নের অতি সংক্ষিপ্ত জবাব হলো, "না! কারণ?”

কারণ উপাখ্যানটি সর্বজনবিদিত ও নির্ভরযোগ্য **এমন কোনো প্রমাণ যে নেই, শুধু তাইই নয়, আমরা দেখতে পাই এর সম্পূর্ণ বিপরীত চিত্র!** আর সেই চিত্র টি হলো:

১) নিবেদিত প্রাণ বিশিষ্ট মুসলিম ঐতিহাসিক **আল-তাবারী যে বিখ্যাত ঐতিহাসিক গ্রন্থটি** রচনা করেছেন ('কিতাব রসুল ওয়াল মুলুক'), সে গ্রন্থে মুহাম্মদের জীবন

ইতিহাসের (ভলিউম: ৬-৯) প্রায় সমস্ত তথ্যই তিনি মুহাম্মদ ইবনে ইশাকের “সিরাত রসুল আল্লাহ” থেকে সংকলিত করেছেন।

এ ছাড়াও আল তাবারী মুহাম্মদের জীবন ইতিহাসের বর্ণনায় মুহাম্মদ বিন উমর আল ওয়াকিদী (৭৪৭-৮২৩ খৃষ্টাব্দ), হিশাম বিন মুহাম্মদ ইবনে আল-কালবি (৭৩৭-৮১৯ খৃষ্টাব্দ), উরউয়া বিন আল জুবাইর [আয়েশার (রা:) নিজের বোন আসমার ছেলে (মৃত্যু ৭১৩ খৃষ্টাব্দ)] থেকে সংগ্রহীত মুহাম্মদ বিন শিহাব আল জুহরী (মৃত্যু ৭৪২ খৃষ্টাব্দ) প্রমুখের রেফারেন্স উদ্ধৃত করেছেন। তার সাথে যোগ করেছেন তাঁর নিজের ও মতামত। **অত্যন্ত লক্ষণীয় বিষয় এই যে, আল-তাবারী তাঁর সেই সংকলনটিতে ইবনে ইশাকের “তথ্যসূত্রবিহীন এই মদিনা সনদ” এর কোনো উল্লেখই করেননি!**

অত্যন্ত শ্রমসাধ্য গবেষণালব্ধ তাঁর এই রচনায় তিনি যা উদ্ধৃত করেছেন, তা হলো বনি কেউনুকার বিরুদ্ধে অভিযান (The campaign Against the Banu Qaynuqa) শিরোনামের আওতায় **"মাত্র তিন লাইনের একটি বাক্য"। সেই বাক্যটি হলো,**

"যখন তিনি (মুহাম্মদ) প্রথম মদিনায় আগমন করেন তখন তিনি মদিনার ইহুদিদের সাথে এই মর্মে একটি চুক্তি করেন যে, তারা তাঁর বিরুদ্ধে কাউকে সাহায্য করবে না এবং যদি কোন শত্রু তাঁকে সেখানে আক্রমণ করে তবে তারা তাঁর সাহায্যে এগিয়ে আসবে।" [3]

["When he (Muhammad) first came to Medina he had made a compact with its Jews that they would not aid anyone against him and that if any enemy attacked him there they would come to his aid."] [3]

ব্যস, এটুকুই! ইবনে ইশাকের মতই এখানেও কোনোরূপ তথ্যসূত্রের উল্লেখ নেই। এমনকি আল-তাবারী তাঁর এই তথ্যের সপক্ষের সূত্র (Reference) হিসাবে ইবনে ইশাকের নামটিও উল্লেখ করেননি। মুহাম্মদ বিন ইশাকের উপাখ্যানটি

"সর্বজনবিদিত ও নির্ভরযোগ্য" হলে স্বভাবতই মুহাম্মদ ইবনে ইশাকের মত আল-তাবারীও তা বিশদভাবে লিপিবদ্ধ করতেন।

২) আর, ইসলামের ইতিহাসের আরেক দিকপাল আদি ঐতিহাসিক **মুহাম্মদ ইবনে সা'দ** তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ তাবাকাত আল-কাবিরে ইহুদিদের ওপর মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীর নৃশংস আগ্রাসী আক্রমণের বর্ণনার অনুষঙ্গে লিখেছেন **"কারণ তাহারা চুক্তি ভঙ্গ করিয়াছিল"** জাতীয় **এক লাইনের একটি বাক্য!** ব্যস, এ টুকুই! [4]

>>> তাই, যে কোনো মুক্তবুদ্ধির মানুষ স্বাভাবিকভাবেই যে প্রশ্নটি করতে পারেন, তা হলো:

এমন অবমাননাকর ও নিজ জাতি-গোষ্ঠীর আত্মমর্যাদার পরিপন্থী শর্তে একজন বহিরাগত পরমুখাপেক্ষী, গৃহহীন, বিত্তহীন, জীবিকাহীন, নিজ জাতি-গোষ্ঠীর রোষানল থেকে রাতের অন্ধকারে চুপি চুপি কাপুরুষের মত পলাতক (স্বেচ্ছানির্বাসিত) ব্যক্তিকে **সমস্ত অমুসলিম মদিনা-বাসী ও বিত্তবান ইহুদি সম্প্রদায়ের লোকেরা** তাদের মাতৃভূমির সর্বময় কর্তা ও সর্বোচ্চ বিচারালয়ের সর্বময় বিচারপ্রধান হিসাবে মেনে নেয়ার যে লিখিত চুক্তির উপাখ্যান একজন নিবেদিত প্রাণ মুহাম্মদ-অনুসারী লিপিবদ্ধ করেছেন, তার সত্যতা কতটুকু?

যুক্তি ও বাস্তবতার নিরিখে এই দাবিটি যে একেবারেই অবাস্তব, তা যে কোনো চিন্তাশীল মানুষ অতি সহজেই অনুধাবন করতে পারেন। বিশেষ করে এমন একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনার বর্ণনায় যখন লেখক কোনোরূপ উৎসের উল্লেখই করেন না; অন্যান্য সমসাময়িক ঐতিহাসিকরা তা দায়সারাভাবে (এক অথবা তিন লাইনের চিরকুট) উদ্ধৃত করেন; আর তা লিখিত হয় কথিত ঘটনাটি সংঘটিত হওয়ার প্রায় ১১০ বছরের অধিক পরে নিবেদিতপ্রাণ অনুসারীর লেখনীতে।

মুহাম্মদের সন্ত্রাসী ও অনৈতিক কর্মকাণ্ডকে বৈধতা দিতে মুহাম্মদ পরবর্তী প্রজন্মের ইসলাম বিশ্বাসীরা (বর্ণনাকারী এবং/অথবা রচনাকারী) হাজারও মিথ্যাচারের আশ্রয়

নিতে বাধ্য হয়েছিলেন। **এই তথাকথিত চুক্তি যে তারই একটি উদাহরণ, এই সত্যকে কোনোভাবেই অস্বীকার করার উপায় নেই।**

Let us forget about everything!

পাঠক, আসুন আমরা ওপরের যাবতীয় রেফারেন্স, মেধা প্রজ্ঞা ও বিচারশক্তি সম্বন্ধীয় (Intellectual) কচাল ভুলে **আলোচনার খাতিরে ধরে নিই যে, "মদিনা সনদ" নামের এমন একটি চুক্তির উপাখ্যান শতভাগ সত্যি!**

এতদসত্ত্বেও, বনি কেউনুকার নৃশংস ঘটনাটির ধারাবাহিক বর্ণনায় আমরা জানতে পেরেছি যে, বদর যুদ্ধ জয়লাভের পর ক্ষমতাধর মুহাম্মদ বিনা উস্কানিতেই মদিনার ইহুদিদের একত্রিত করে স্পষ্ট জানিয়ে দেন যে, **যদি তাঁরা তাঁকে নবী হিসাবে গ্রহণ করে তাঁর বশ্যতা স্বীকার করতে রাজি না হয়, তবে তিনি তাঁদের কে ভিটেমাটি থেকে বিতাড়িত করবেন।**

আর, "তাঁর আল্লাহর" রেফারেন্স দিয়ে ইহুদিদের এই বলে হুশিয়ার করে দেন যে, যদি তাঁরা তাঁকে নবী হিসাবে গ্রহণ না করে তবে বদর যুদ্ধে তাঁর ও তাঁর অনুসারীদের হাতে কুরাইশদের যেমন হাল হয়েছিল তেমনই হাল ইহুদিদের জন্যও অপেক্ষা করছে! "নিঃসন্দেহে এমন হুমকি, শাসানী ও ভীতি প্রদর্শন কোন শান্তির বার্তা নহে!" [5][6]

এ ছাড়াও,

ইতিমধ্যেই আমরা জেনেছি যে, বনি কেউনুকা ও বনি নাদির গোত্রের সমস্ত মানুষ কে বিতাড়িত করে তাঁদের সমস্ত সম্পত্তি লুণ্ঠন ও করায়ত্ত করার প্রেক্ষাপট **"তারা তাঁর বিরুদ্ধে কাউকে সাহায্য করবে না এবং যদি কোন শত্রু তাঁকে মদিনায় আক্রমণ করে তবে তারা তাঁর সাহায্যে এগিয়ে আসবে"** জাতীয় শর্তের চুক্তিভঙ্গ বিষয়ক ঘটনা ছিল না (পর্ব-৫১-৫২)! মুহাম্মদের বিরুদ্ধে বনি কেউনুকা ও বনি নাদির গোত্রের লোকেরা কাউকেই কোন সাহায্য করেনি! মদিনা/মুহাম্মদ তখন কোনো বহিঃশত্রুর দ্বারা আক্রান্তও হয় নাই!

সুতরাং তথাকথিত “মদিনা সনদ" নামক কোনো শান্তিচুক্তির অস্তিত্ব যদি শতভাগ সত্যও হয় এবং সেই চুক্তিপত্রে যে শর্তই উল্লেখ থাকুক না কেন, সর্বপ্রথম চুক্তিভঙ্গকারী ব্যক্তিটি হলেন স্বয়ং মুহাম্মদ বিন আবদুল্লাহ বিন আবদুল মুত্তালিব! ইহুদিরা নয়!

>>> মক্কাবাসী কুরাইশদের উপর মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীদের যাবতীয় অমানুষিক নৃশংস অনৈতিক আগ্রাসী কর্মকাণ্ডের বৈধতা প্রদানের জন্য যেমন কুরাইশদের **"আইয়্যামে জাহিলিয়াত"** নামে আখ্যায়িত করা এবং মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীদের ওপর তাঁদের বর্বর আচরণ/অত্যাচার/মক্কা থেকে বিতাড়িত করার উপাখ্যান প্রচার ও প্রতিষ্ঠা করা একান্ত প্রয়োজন; **ঠিক একইভাবে মদিনায় ইহুদীদের ওপর মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীদের যাবতীয় অমানুষিক নৃশংস আগ্রাসী কর্মকাণ্ডের বৈধতা প্রদানের জন্যও তেমনই একান্ত প্রয়োজন "মদিনা সনদ" নামের এক উপাখ্যান প্রচার ও প্রতিষ্ঠা!**

আর তা না করতে পারলে কুরাইশদের মতই মদিনায় ইহুদীদের ওপর মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীদের আগ্রাসী সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের যে কোনো বৈধতাই থাকে না!

[কুরানের উদ্ধৃতি সৌদি আরবের বাদশাহ ফাহাদ বিন আবদুল আজিজ (হারাম শরীফের খাদেম) কর্তৃক বিতরণকৃত বাংলা তরজমা থেকে নেয়া, অনুবাদে ত্রুটি-বিচ্যুতির দায় অনুবাদকারীর। কুরানের ছয়জন বিশিষ্ট ইংরেজি অনুবাদকারীর ও চৌত্রিশ-টি বিভিন্ন ভাষায় পাশাপাশি অনুবাদ এখানে]

তথ্যসূত্র ও পাদটীকা:

[1] **“সিরাত রসুল আল্লাহ”- লেখক: ইবনে ইশাক (৭০৪-৭৬৮ খৃষ্টাব্দ),** সম্পাদনা: ইবনে হিশাম (মৃত্যু ৮৩৩ খৃষ্টাব্দ), ইংরেজি অনুবাদ: A. GUILLAUME, অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, করাচী, ১৯৫৫ - পৃষ্ঠা ২৩১-২৩৩; (অনুবাদ ও নম্বর যোগ- লেখক) http://www.justislam.co.uk/images/Ibn%20Ishaq%20-%20Sirat%20Rasul%20Allah.pdf

[2] THE MEDINA CHARTER

http://www.constitution.org/cons/medina/con_medina.htm

[3] ***“তারিক আল রসুল ওয়াল মুলুক”- লেখক: আল-তাবারী (৮৩৮-৯২৩ খৃষ্টাব্দ),*** ভলুউম ৭, *ইংরেজী অনুবাদ: W. Montogomery Watt and M.V. McDonald, নিউ ইয়র্ক ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯৮৭* – পৃষ্ঠা (Leiden) ১৩৬০

http://books.google.com/books?id=efOFhaeNhAwC&printsec=frontcover&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false

[4] **কিতাব আল-তাবাকাত আল-কাবির – লেখক: মুহাম্মদ ইবনে সা'দ (৭৮৪-৮৪৫** খৃষ্টাব্দ)', অনুবাদ এস মইনুল হক, প্রকাশক কিতাব ভবন, নয়া দিল্লি, সাল ২০০৯ (3rd Reprint), ISBN 81-7151-127-9(set)

http://kitaabun.com/shopping3/product_info.php?products_id=4170

[5] **সহি বুখারী: ভলিউম ৪, বই ৫৩, নম্বর ৩৯২**

“---তিনি তাদেরকে বললেন, 'যদি তোমরা ইসলাম গ্রহণ করো, তাহলে তোমরা নিরাপদ। তোমাদের জানা উচিত যে এই ভূমির মালিক আল্লাহ এবং তার রসুল। আমি তোমাদেরকে এই ভূমি থেকে বিতাড়িত করবো। --"

http://www.hadithcollection.com/sahihbukhari/86/3874-sahih-bukhari-volume-004-book-053-hadith-number-392.html

[6] **কুরান: ৩:১২-১৩** - “কাফেরদিগকে বলে দিন, খুব শিগগীরই তোমরা পরাভূত হয়ে দোযখের দিকে হাঁকিয়ে নীত হবে - সেটা কতই না নিকৃষ্টতম অবস্থান। নিশ্চয়ই দুটো দলের মোকাবিলার (বদর যুদ্ধে কুরাইশ ও মুসলিম দল) মধ্যে তোমাদের জন্য নিদর্শন ছিল।” ------এরই মধ্যে শিক্ষণীয় রয়েছে দৃষ্টি সম্পন্নদের জন্য।"



প্রথম খণ্ড সংগ্রহ করুন আজই (লিংক-১) (লিংক-২)

তৃতীয় খণ্ড আসছে দ্রুত

চোখ রাখুন ধর্মকারী-তে



ইরানী মুক্তচিন্তক **আলী দস্তি** (১৮৯৬-১৯৮১) খুঁজতেন **আর্নেষ্ট রেনানের** (১৮২৩-১৮৯২) মত মেধা আর ***এমিল লুদভিগের*** (১৮৮১-১৮৪৮) মত গবেষণা করার দক্ষতাসম্পন্ন মানুষ; **আলী দস্তি** বেঁচে থাকলে তার খোঁজ হয়ত এই ইবুকটির লেখক এবং গবেষক **গোলাপ মাহমুদকে** দিয়ে শেষ হতে পারতো!

নিবিড় নিষ্ঠা ও অবিশ্বাস্য অধ্যাবসায় কাকে বলে, এই সিরিজটির যে কোনো একটি পর্ব মন দিয়ে পড়লেই পাঠক তা উপলব্ধি করতে পারবেন।

১৪০০ বছরের ইতিহাসে মুহাম্মদ ও ইসলামকে নিয়ে কাজ হয়েছে প্রচুর; কিন্তু **গোলাপ মাহমুদ**-এর মত ইসলামের মূল তথ্যসূত্র নিয়ে এত মেধাবী লেখা হয়ত এটাই প্রথম।

এটি তাঁর গবেষণা সিরিজের *দ্বিতীয় ইবুক।*

নরসুন্দর মানুষ

dhormockery@gmail.com
www.dhormockery.com
www.dhormockery.net